সবা প্রকাশনী

রাফায়েল সাবাতিনি-র

রূপসী বন্দিনী

রূপান্তরঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

রূপসী বন্দিনী

মূলঃ রাফায়েল সাবাতিনি

রূপান্তরঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশঃ ২০০৬

দুটি কথা

এই বইটি রূপান্তর করতে গিয়ে আবার সেই ফরাসি উচ্চারণের ফাঁদে পড়েছি। প্রথমে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে নিজে নিজেই চেষ্টা করলাম, তারপর অক্সফোর্ড টকিং ডিকশনারি ও কলিন্সের ফ্রেঞ্চ ডিকশনারির সাহায্য নিলাম–সন্তুষ্ট হতে পারলাম না। তারপর বহুদিন আগে 'দেশ' পত্রিকা থেকে কেটে রাখা শ্রীসমীরকান্ত গুপ্ত-র ফরাসি উচ্চারণের উপর ছোট্ট কিন্তু অতি চমৎকার লেখাটি নিয়ে বসলাম। তিনি তো আর আমার প্রয়োজন মেটাতে লেখেননি, উচ্চারণের কিছু সহজ নিয়ম জানিয়েছেন স্বল্প পরিসরে। অর্থাৎ, কিছুটা উন্নতি হলেও পুরোপুরি সন্তুষ্টি এলো না।

এরপর আমার এক বিলেতপ্রবাসী শ্যালক কায়সার জামাল ফিরোজের সাহায্য নিয়ে আরও কিছুদূর অগ্রসর হলাম, কিন্তু সন্দেহ থেকেই গেল।

কাজেই আবার সেই স্নেহভাজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার জুন্নুনুর রহমানকে ধরলাম। তিনি জানালেন, 'আ জেন্টলম্যান অভ ফ্রান্স' রূপান্তরের সময় যে ফরাসি ভদ্রলোক সাহায্য করেছিলেন, তিনি দেশে ফিরে গেছেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার কিছু নেই, তিনি আমাকে অন্য একজনের কাছে নিয়ে যাবেন।

দিন-তারিখ ঠিক করে তিনি ও তাঁর বন্ধু সাঈদ আমাকে ফ্রেঞ্চ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, EFID-র Director, Monsieur Thierry Lauret (মসিয়ো থিয়াখি লোখেত)-এর কাছে নিয়ে গেলেন। অনেক ধৈর্যের সঙ্গে তিনি প্রায় আশিটার মত ফরাসি শব্দ একাধিকবার উচ্চারণ করে শুনিয়েছেন, যেগুলো এ বইয়ে ব্যবহার করতে হয়েছে আমাকে কয়েক

হাজার জায়গায়। এ ঋণ শোধ হবার নয়।

তবে এত করেও যে সমস্যার পুরোটা সমাধান হয়ে গেল, তা কিন্তু নয়। রাফায়েল সাবাতিনি বইটি লিখেছেন ইংরেজিতে, তবে পটভূমি ফ্রান্স, পাত্র-পাত্রী ফ্রেঞ্চ। নামগুলো তিনি ফ্রেঞ্চ রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু অনেক শব্দ অ্যাংলিসাইযড্ অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছেন, যেমন লর্ড, কুইন-রিজেন্ট, কাউন্ট, হিয ম্যাজেস্টি, ফ্র্যান্সিসকান কনভেন্ট ইত্যাদি। আমাকেও দু'রকমই রাখতে হয়েছে।

এই টানাপড়েনে কোনও কোনও জায়গায় আমি হয়তো কিংকর্তব্য স্থির করতে পারিনি, গুণীজন আমাকে নিজগুণে ক্ষমা করবেন।

সংশ্লিষ্ট সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কাজী আনোয়ার হোসেন
এপ্রিল ১০, ২০০৬

এক

দোফিনি প্রদেশের সেনিশাল, লর্ড অভ ত্রেসোঁ তাঁর অফিস কামরায় গা এলিয়ে দিয়ে আরাম করে বসে আছেন লাল রঙের দামি চামড়ামোড়া, রাজকীয় চেয়ারটায়। জ্যাকেটের বোতামগুলো খুলে দেয়ায় তাঁর বিশাল বপু, বিশেষ করে সুবিশাল ভুঁড়িটা, চারপাশে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বার সুযোগ পেয়েছে।

সামনের টেবিলে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে থাকা একগাদা ধূলিমলিন কাগজের ওপর পরচুলাটা খুলে রাখা। হর্ন-রিমের চশমাটা আটকে আছে তাঁর থ্যাবড়া নাকের ডগায়। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে রাখা মাথাটা নগ্ন দেখাচ্ছে মস্ত টাকের কারণে। চোখ দুটো বন্ধ, মুখটা খোলা; ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, থেকে থেকে গুরু-গম্ভীর, ঘর-কাঁপানো আওয়াজটা তাঁর নাক দিয়ে, নাকি পুরু দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরোচ্ছে। তবে এটা পরিষ্কার, লর্ড সেনিশাল এ-মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্যে ব্যস্ত।

একটু দূরে, দেয়াল ঘেঁষে, বন্ধ দুই জানালার মাঝামাঝি সাধারণ একটা টেবিল সামনে নিয়ে শাসনকর্তার দিকে মুখ করে বসে কী যেন লিখছে তাঁর নামমাত্র বেতনের সেক্রেটারি।

নাক ডাকার ফাঁকে বিশাল ফায়ারপ্লেসে কাঠ পোড়ার মৃদু চড়-চড়, আর সেক্রেটারির কলমের খস্-খস্ শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোনও আওয়াজ নেই। এমনি সময় হঠাৎ খড়-খড় করে নীল মখমলের ভারী পর্দা সরিয়ে সাড়ম্বরে কামরায় প্রবেশ করলেন জমকালো পোশাকে রুপোর ফ্লেও দ্য লি তকমা আঁটা গভর্নর হাউসের প্রধান পরিচারক সাহেব।

কলম নামিয়ে রেখে সভয়ে একবার ঘুমন্ত লর্ড সেনিশালের দিকে চাইল সেক্রেটারি, তারপর দু'হাত তুলে সাবধান করল প্রধান পরিচারককে।

'শ্‌শ্‌শ্! দ্যুসেমঁ, মসিয়ো আঁসেল্‌মে! আস্তে...'

থমকে দাঁড়াল আঁসেল্‌মে। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। কিন্তু মনের জোর খাটিয়ে সামলে নিল নিজেকে।

'উপায় নেই, জাগাতেই হবে ওঁকে,' বলল সে, তবে খুব নিচু গলায়। বোঝা গেল, জাগাতে হবে বটে, কিন্তু আতঙ্ক দূর করতে পারছে না সে। জানে দোফিনির গভর্নরের ঘুম ভাঙালে কী ঘটবে; আবার এ-ও জানে, নীচে অপেক্ষারতা কালো চোখের মহিলাটির রোষানল থেকে বাঁচতে হলে এ ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই। ডাঙায়-বাঘ-জলে-কুমির অবস্থা এখন আঁসেল্‌মের। নিজের লালচে দাড়ি মোচড়াল সে, গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিল মেঝের দিকে, চোখ ঘুরিয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল ছাদে। তারপর বিড়বিড় করে আবার বলল, 'উপায় নেই, জাগাতেই হবে ওঁকে।'

এমনি সময়ে ভাগ্যদেবির সহায়তা পেল সে। কামান দাগার শব্দ তুলে বাড়ির

ভিতর কোথাও দড়াম করে একটা দরজা পটকাল। ঘাম দেখা দিল সেক্রেটারির ভুরুতে। উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিল, ধপ্ করে বসে পড়ল আবার। চমকে উঠে নিজের তর্জনীর গাঁঠে কামড় দিল আঁসেল্‌মে।

নড়ে উঠলেন মাই লর্ড সেনিশাল। ঘোঁৎ করে শেষ একটা বিদঘুটে শব্দ তুলে থেমে গেল নাসিকা-গর্জন। ধীরে চোখের পাতা মেলে প্রথমে চাইলেন ঘরের ছাদের দিকে, তারপর নেমে এসে দৃষ্টি স্থির হলো সামনে মূর্তিবৎ দাঁড়ানো আঁসেল্‌মের উপর। মুহূর্তে সিধে হয়ে বসলেন তিনি, ঘুমের ঘোরেই চোখ-মুখ পাকিয়ে ব্যস্ত হাতে কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করলেন। কয়েক মুহূর্ত পর মোটা ঘাড়টা ফিরিয়ে কটমট করে চাইলেন পরিচারকের দিকে।

'কী ব্যাপার? দোজখ ভেঙে পড়ল নাকি, আঁসেল্‌মে? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে আমার কাজে ব্যাঘাত ঘটায়!' বলতে বলতে তন্দ্রার ঘোর প্রায় অনেকটাই কাটিয়ে উঠলেন মাই লর্ড। 'কী চাও তুমি? অ্যাঁ? গভীর ভাবে একটু চিন্তা করতেও দেবে না আমাকে? ব্যাবিলাস,' সেক্রেটারির দিকে ফিরলেন লর্ড সেনিশাল, 'তোমাকে না বলে রেখেছি, কাজের সময় কেউ যেন আমাকে ডিসটার্ব না করে?'

সবাই জানে, অকর্মার ঢেঁকি এই লোকটি সারাক্ষণ ব্যস্ততার ভান করতে পছন্দ করেন। নিজেকে তিনি গোটা ফ্রান্সের ব্যস্ততম মানুষ ভাবতে ভালবাসেন, এবং চান তাঁর কর্মচারীরাও তাঁকে তা-ই ভাবুক।

'মসিয়ো ল্য কোঁতো,' সবিনয়ে বলল আঁসেল্‌মে, যেন দোষ করে ফেলে লজ্জায় মিশে যাচ্ছে এখন মাটিতে, 'খুবই জরুরি ব্যাপার না হলে আপনাকে কিছুতেই বিরক্ত করতাম না। কিন্তু এই মুহূর্তে নীচে অপেক্ষা করছেন কোন্দিয়াকের বিধবা মাদাম। তিনি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। এইমাত্র—'

মুহূর্তে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠলেন লর্ড ত্রেসোঁ। এক হাত চলে গেল তাঁর মস্ত টাকের উপর, অপর হাতে ছোঁ দিয়ে তুলে নিলেন পরচুলাটা। তারপর চেয়ার ছেড়ে আছড়ে-পাছড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পরচুলা কোনও মতে মাথায় চড়িয়ে এগোলেন তিনি আঁসেল্‌মের দিকে, দুই হাতে দু'পাশ থেকে টেনে এনে জোর করে জ্যাকেটের বোতাম লাগাবার চেষ্টা করছেন।

'কী বললি? বিধবা মাদাম আমার এখানে?' বেসুরো গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'আরে, গাধা! জলদি! বোতামগুলো লাগা তাড়াতাড়ি! কী মনে করেছিস তুই আমাকে? ভেবেছিস এই অবস্থায় একজন ভদ্রমহিলার—আমাকে কী—ব্যাবিলাস!' ঘাড় কাত করে সেক্রেটারির দিকে চাইলেন মাই লর্ড। 'আমার ক্লথিট থেকে আয়না! জলদি!'

বিদ্যুদ্বেগে ছুটল ব্যাবিলাস, ফিরেও এল একই গতিতে। ততক্ষণে বোতাম লাগানো শেষ করেছে আঁসেল্‌মে। কিন্তু কাজটা শেষ হতেই পটাপট খুলে ফেললেন সেনিশাল ওগুলো আবার। মুখে তুবড়ির মত ছুটছে গালি-গালাজ।

'লোম ওঠা ঘেয়ো কুত্তা কোথাকার! আঁসেল্‌মে, তোর কি আক্কেল বলতে কিচ্ছু নেই? এই সেকেলে ডিজাইনের পোশাক পরে আমি দেখা করব মাদাম লা মাহ্‌খিসের সঙ্গে? খোল্ এটা! খুলদি! গতমাসে প্যারিস থেকে যে কোটটা এসেছে-ওই যে, আস্তীন-ঝোলা, সোনার বোতাম লাগানো, আর তেলেমঁ থেকে

আনা লাল বেল্ট–ওগুলো, গাধা! শীগগির নিয়ে আয়! আরে! এখনও দাঁড়িয়ে! জানোয়ারটা নড়ে না দেখছি! গেলি তুই?'

মোটা মানুষ, হাঁসফাঁস করে ছুটল আঁসেলমে, ঠিক যেন ব্যস্ত একটা নাদুসনুদুস পাতিহাঁস। সেক্রেটারি ও সে, দুজনে মিলে যত দ্রুত সম্ভব বিধবাকে অভ্যর্থনার জন্য তৈরি করে দিল লর্ডকে।

আয়না ধরে রেখেছে ব্যাবিলাস, আঁসেলমে ঠিক মত বসাল পরচুলাটা। সেই অবসরে দুই হাতে গোঁফজোড়া পাকিয়ে খাড়া করে ফেললেন সেনিশাল, চিবুকের কয়েক ভাঁজের একটা থেকে ঝুলন্ত ক'গাছা দাড়িতে চিরুনি বুলালেন; তারপর আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে বারকয়েক হাসি মকশো করলেন।

মাই লর্ডের ইশারা পেয়ে আঁসেলমে ছুটল মাহুখিসকে ডেকে আনতে। সেক্রেটারিকে সোজা নরকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি, কিন্তু কী ভেবে পরমুহূর্তে মত পাল্টালেন মাই লর্ড। ডাক শুনে দরজার কাছে থমকে দাঁড়াল ব্যাবিলাস।

'না, দাঁড়াও!' বললেন তিনি। 'জরুরি একটা চিঠি লিখতে হবে। যত সুন্দরী বিধবাই হোক, রাজকার্য তো আর থেমে থাকতে পারে না! নিজের টেবিলে গিয়ে বসো।'

ফিরে গিয়ে আবার বসল ব্যাবিলাস। খোলা দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছাদের দিকে চেয়ে থাকলেন ধ্যানমগ্ন ত্রেসোঁ, কান খাড়া। মেয়েলি পোশাকের খসখস শব্দ কানে আসতেই গলা পরিষ্কার করে শুরু করলেন তিনি:

'লেখো, টু হার ম্যাজেস্টি দ্য কুইন-রিজেন্ট–' এই পর্যন্ত বলে থামলেন তিনি, ভুরু কুঁচকে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত, কিন্তু আর কী বলবেন ঠাহর করতে না পেরে আগের কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি আরেক সুরে, 'টু হার ম্যাজেস্টি দ্য কুইন-রিজেন্ট, লিখেছ?'

'জী, মসিয়ো ল্য কোঁতো। লিখেছি, "টু হার ম্যাজেস্টি দ্য কুইন-রিজেন্ট,"'

পিছনে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল, সেই সঙ্গে একটু কাশি।

'মসিয়ো দো ত্রেসোঁ,' ভেসে এল মেয়েলি কণ্ঠ। গলাটা সুরেলা, তবে একটু যেন কড়া, কর্তৃত্বপূর্ণ।

মুহূর্তে ঘুরে গেলেন ত্রেসোঁ, এক পা সামনে বাড়িয়ে নিচু হয়ে ঝুঁকে 'বাউ' করলেন।

'কী সৌভাগ্য আমার!' একহাত রাখলেন তিনি বুকে, ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর, আবার একবার মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, 'আপনার দাসানুদাস, মাদাম। আমার জন্যে আপনার এই হঠাৎ আগমন এমন এক অকল্পনীয়, অভূতপূর্ব সম্মান–'

'যেটা বাধ্য হয়েই আপনার ওপর চাপাতে হচ্ছে,' একটু যেন উদ্ধত সুরে বললেন মাহুখিস। 'ওই লোকটাকে বিদায় করুন।'

উঠে দাঁড়িয়ে কাঁপছে সেক্রেটারি। ভাবছে, এই বুঝি গোটা নরক ভেঙে পড়ল মহিলার মাথায়। কেবল এই বাড়ির কর্মচারীই নয়, গোটা গ্রেনোবল যে-ব্যক্তির দোর্দণ্ডপ্রতাপে থরহরিকম্প, তাঁর সঙ্গে এই সুরে কথা! রাগে ফেটে পড়ার বদলে ডাকসাইটে লর্ড সেনিশালের নম্র, কাঁচুমাচু ভাব দেখে বিস্ময়ে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার

অবস্থা তার।

'ও আমার সেক্রেটারি, মাদাম। আমরা খুব জরুরি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এইমাত্র হার ম্যাজেস্টির জন্যে একটা বার্তা তৈরি করছিলাম। দোফিনির মত এতো বিশাল একটা প্রদেশের শাসনকর্তার কাজ তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! রাজকার্য, ওফ্! শরীর-মনের সমস্ত শক্তি শুষে বের করে নেয়।' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। 'মাঝে মাঝে তো নাওয়া-খাওয়ার সময়ও পাওয়া যায় না।'

'তা হলে ছুটি নিলেই পারেন,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন মাহ্খিস। 'এই ধরুন, এখন আধঘণ্টার জন্যে আপনার রাজকার্য রেখে আমার বক্তব্যে মনোযোগ দিতে পারেন।'

উত্তরোত্তর বাড়ছে সেক্রেটারির আতঙ্ক–এই বুঝি ফাটল বোমা! কিন্তু কীসের কী! এরপরেও হাসি যাচ্ছে না লর্ডের মুখ থেকে, উদ্ভট ভঙ্গিতে বারবার মাথা ঝোঁকাচ্ছেন।

'কী আশ্চর্য! ঠিক এই কথাটাই এক্ষুনি বলতে যাচ্ছিলাম আমি, মাদাম। ব্যাবিলাস, ভাগো!' আঙুল তুলে দরজা দেখালেন ত্রেসোঁ, 'তোমার কাগজ-পত্র নিয়ে যাও। আমার ক্লযিটে রাখবে। একটু পরে আবার কাজে বসব আমরা।'

দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে সেক্রেটারি বিদায় নিতেই একগাল হেসে অতিথিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলেন লর্ড সেনিশাল। কিন্তু সেটাকে উপেক্ষা করে আগুনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন মাহ্খিস, হাত থেকে রাইডিং-গ্লাভস্ খুলছেন। দামি মখমলের হালকা নীলরঙা চমৎকার আঁটসাঁট পোশাক পরেছেন তিনি। লর্ড সেনিশালের চোরা চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি যেন খেয়ালই করছেন না। আগুনের আভায় অপূর্ব সুন্দর দেখাচ্ছে দীর্ঘাঙ্গী মহিলাকে, নিখুঁত অবয়ব ও সদ্য ফোটা ফুলের মত মুখটা দেখলে বোঝা যায় না জীবনের মধ্যাহ্ন কবে পেরিয়ে এসেছেন তিনি।

অক্টোবর বিকেলের কোমল আলোয় তাঁকে দেখে যে-কেউ শপথ করে বলবে বয়স বড়জোর ঊনত্রিশ কি ত্রিশ, কিন্তু দুপুরের পরিষ্কার আলোতে দেখেও কেউ ভাবতে পারবে না যে, আগামী জন্মদিনে বেয়াল্লিশ বছর পূর্ণ হবে তাঁর।

চেয়ে রয়েছেন ত্রেসোঁ-বেঁটে, মোটা আঙুলগুলো দিয়ে চিরুনি চালাচ্ছেন দাড়িতে; বুঝতে পারছেন না, যেখানে সামান্য ইশারা পেলে তিনিই উড়ে চলে যান কোন্দিয়াকের দুর্গে; সেখানে বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ মাহ্খিস নিজেই আজ এখানে এসে হাজির হয়েছেন কেন।

'আপনি ভাবতেও পারবেন না, মাহ্খিস, আপনাকে আমার এই গরীবখানায় পেয়ে আমার কতটা যে আনন্দ, কী যে–'

'ওসব যতটা যা-ই হোক, কল্পনা করে নিতে পারব আমি,' লর্ডের উচ্ছ্বাসে বাধা দিলেন মাহ্খিস। 'এখন বাগাড়ম্বরের সময় নেই, লর্ড ত্রেসোঁ। বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমাদের মাথার ওপর, ভয়ঙ্কর বিপদ!'

কথা শুনে কপালে উঠে গেল সেনিশালের ভুরু, ছানাবড়া হয়ে গেছে চোখ, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। কোনওমতে উচ্চারণ করলেন:

'বিপদ? বলেন কী!'

তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটল মাহ্খিসের লাল ঠোঁটে। আনমনে গ্লাভজোড়া পরছেন

আবার। 'ব্যস, ঘাবড়ে গেলেন? আপনার চেহারা দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, ঠিকই জানেন আপনি কীসের বিপদ। সমস্যাটা মাদামোয়াজেল দো লা ভোভ্রাইকে নিয়ে।'

'প্যারিস থেকে–মানে, বিপদটা কি রাজ-দরবার থেকে আসছে?' কথাটা বলতে গিয়ে গলা একটু হোঁচট খেল লর্ডের।

মাথা ঝাঁকালেন মাহ্‌খিস। 'ঠিক ধরেছেন, ত্রেসোঁ।'

'খুলে বলুন, প্লিজ।'

'আর খোলার কী আছে? সবই তো আপনি জানেন।'

'কিন্তু কী ধরনের বিপদ, কীভাবে আসছে, আপনিই বা কী করে টের পেলেন–এসব তো আপনি বলেননি এখনও, মাহ্‌খিস।'

'প্যারিস থেকে আমার এক বন্ধু লোক মারফত খবর পাঠিয়ে আমাকে সতর্ক করেছে। কপাল ভাল যে লোকটা মসিয়ো দো গাখনাশের আগে এসে পৌঁছেছে।'

'গাখনাশ?' জিজ্ঞেস করলেন ত্রেসোঁ, 'কে এই গাখনাশ?'

'কুইন-রিজেন্টের পাঠানো দূত, মানে, রাজ-প্রতিনিধি। তাঁকে এখানে পাঠানো হচ্ছে মাদামোয়াজেল দো লা ভোভ্রাইয়ের স্বার্থ যাতে রক্ষা হয়, সেটা নিশ্চিত করার জন্যে।'

গুঙিয়ে উঠলেন লর্ড ত্রেসোঁ। তারপর অভিযোগের সুরে বললেন, 'আপনাকে আমি সাবধান করেছিলাম, মাদাম! এর পরিণতি সম্পর্কে আগেই সতর্ক করেছিলাম আমি আপনাকে! আমি বলেছিলাম–'

'আহ্! কী বলেছিলেন সব মনে আছে আমার!' তিরস্কারের ভঙ্গিতে বাধা দিলেন মাহ্‌খিস। এখন ওসব হাজারবার কপচালেও কোনও লাভ নেই। কাজটা করা হয়ে গেছে, ব্যস! এটা আর পাল্টানো যাবে না, পাল্টানোর ইচ্ছেও আমার নেই। ফ্রান্সের রানি হোক বা পৃথিবীর মহারানি, কারও তোয়াক্কা করব না আমি। কোন্দিয়াকের কর্ত্রী আমি, আমার কথাই ওখানে আইন, আমার ইচ্ছাই বলবৎ থাকবে!'

অবাক চোখে মাহ্‌খিসকে দেখছেন ত্রেসোঁ। অযৌক্তিক, অবুঝ, মেয়েলি জেদ দেখে একটু হাসি ফুটল তাঁর পুরু ঠোঁটে। দু'হাত তুলে চিত করলেন, 'চমৎকার! পাখফেতোম! তবে তো মিটেই গেল সব। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। তা হলে সমস্যা, বিপদ–এসব কথা তুলছেন কেন?'

আগুনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে হাতের ছড়ি দিয়ে মৃদু আঘাত করছেন মাহ্‌খিস নিজের গাউনে।

'তুলছি এইজন্যে যে, আমার এই সিদ্ধান্ত আমাদের সবার সমূহ বিপদ ডেকে আনবে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন সেনিশাল অসহায় ভঙ্গিতে। বুঝতে পারছেন, এতদিন দোফিনির গভর্নর হিসাবে সুখেই ছিলেন, এবার তাঁকে খোয়াতে হবে সব। অন্তত, এই মহিলার সেই রকমই ইচ্ছা। মনে হচ্ছে ঘাড় পাততেই হবে, ধরি-মাছ-না-ছুঁই-পানি নীতি এখানে চলবে না। জিজ্ঞেস করলেন, 'মাদামোয়াজেলের এই দুর্দশা, মানে, তার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে রানি জানলেন কী করে?'

পাই করে ঘুরলেন মাহ্খিস। রাগে লাল হয়ে গেছে চেহারা।

'বিশ্বাসঘাতক এক কুকুরকে ঘুষ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে ছুঁড়ি রানির কাছে। ধরতে পারলে ব্যাটাকে ফাঁসীতে ঝোলাতাম আমি!' হঠাৎ সুর পালটে ফেললেন মাহ্খিস, মিনতি ভরা কাজল কালো চোখ রাখলেন সেনিশালের চোখে। 'ত্রেসোঁ। শত্রু ঘিরে ফেলছে আমাকে চারদিক থেকে। এই দুঃসময়ে আপনি নিশ্চয়ই ছেড়ে যাবেন না আমাকে? বলুন, আমার পাশে থাকবেন শেষ পর্যন্ত। থাকবেন না? আপনার ওপর আমি ভরসা রাখতে পারি তো?'

'একশোবার!' বললেন লর্ড ত্রেসোঁ মন্ত্রমুগ্ধের মত। 'তা ওই গাখনাশ যে আসছে, কতজন সৈন্য নিয়ে আসছে লোকটা, জানা গেছে?'

'একজনও না,' বললেন মাহ্খিস।

'একজনও না!' আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার জোগাড় হলো লর্ড ত্রেসোঁর। 'একজনও না? তা হলে, তা হলে তো–' আকাশের দিকে দুহ হাত ছুঁড়লেন তিনি, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা।

'কী হলো?' বিস্মিত মাহ্খিস সামনে ঝুঁকে এলেন। 'এভাবে আঁৎকে উঠলেন যে? এর চেয়ে ভাল খবর আর কী হতে পারে?'

'আমার জন্যে এর চেয়ে খারাপ খবর আর হয় না, মাদাম,' ককিয়ে উঠলেন লর্ড। তারপর সরাসরি চাইলেন মাহ্খিসের কালো চোখে। 'আপনি কি আদেশ অমান্য করার কথা ভাবছেন?'

'তা ছাড়া আর কী?' ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল মাহ্খিসের। 'এটা একটা প্রশ্ন হলো? দোফিনির সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ থাকতেও আমি বাধা দেব না? ওকে তো ঠেকাবই, ওর পরে রানি যত খুশি লোক পাঠাক, তাদেরও ঠেকাব। কোন্দিয়াকের একটা পাথর আস্ত থাকতেও তো আমি আত্মসমর্পণ করব না!'

সেনিশালকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার প্রশ্ন ছুঁড়লেন মাহ্খিস, 'এর চেয়ে খারাপ খবর আর হয় না, মানে? একজন আসছে শুনেই এই অবস্থা, একশোজনের কথা শুনলে তো মনে হচ্ছে এখুনি ঠাস করে পড়ে আপনি হার্টফেলই করতেন!'

'মাদাম,' দুঃখের হাসি হাসলেন ত্রেসোঁ, 'আপনি কি বুঝতে পারছেন লোকটার একা আসার মানেটা কী? রানির আদেশ আপনি অমান্য করলে কী ঘটবে বলে আপনার মনে হয়?'

'কী আবার! আমার দুর্গটা গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্যে, জানা কথা, আপনার কাছে লোক চাইবে সে।'

'আপনি বুঝতে পারছেন সেটা?'

'না বোঝার কী আছে? একটা দুধের বাচ্চাও তো বুঝবে।'

এই খামখেয়ালি, বেপরোয়া উত্তর শুনে এতক্ষণে জ্বলে উঠলেন লর্ড সেনিশাল। 'আমার কী হবে, শুনি? কী হবে আমার? ওকে লোক দিতে অস্বীকার করলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাব আমি, জেলে যাব, এমনকী ফাঁসীও হতে পারে! মনে হচ্ছে, এটাই আপনি চান? পনেরোটা বছর দোফিনির লর্ড সেনিশাল হিসাবে বিশ্বস্ত তার সঙ্গে কাজ করার পর, আপনি চান আজ আমাকে রাজদ্রোহী বলে ঘোষণা

করা হোক? কীসের জন্যে? এমন একজন মহিলাকে সাহায্য করার জন্যে, যিনি একটা বাচ্চা মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের খুশিমত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেয়ার জন্যে জোর-জুলুম করছেন! ভঁখোয়গ্রি! বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন আপনি! নিজের জেদ বজায় রাখতে গোটা দেশ আগুন লেগে উচ্ছন্নে যায়, যাক! আমার সর্বনাশ হয়, হোক! আপনি··· আপনি একটা–'

উপযুক্ত শব্দ খুঁজে না পেয়ে ঝপ্ করে মুখ বন্ধ করলেন তিনি। তারপর আবার খুললেন। রীতিমত হাঁপাচ্ছেন।

মাদাম দো কোন্দিয়াক চুপচাপ দাঁড়িয়ে শুনলেন সব, শীতল দৃষ্টিতে দেখলেন লর্ড সেনিশালকে আপাদমস্তক, তারপর শান্ত গলায় 'ও হোয়ভোয়া! বিদায়, মসিয়ো দো ত্রেসোঁ!' বলে রওনা হলেন দরজার দিকে।

মুহূর্তে সমস্ত রাগ ও উত্তেজনা পানি হয়ে গেল সেনিশালের, শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকলেন, 'মাদাম, মাদাম! দাঁড়ান! কথা শোনেন।'

থেমে দাঁড়িয়ে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চাইলেন মাদাম। কালো দুই চোখে ভর্ৎসনা, লাল ঠোঁটের বাঁকে অবজ্ঞার হাসি।

'আমার মনে হয় যথেষ্টরও বেশি শুনেছি আমি, মসিয়ো,' বললেন তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে। 'বুঝে গেছি, সুসময়ের বন্ধু আপনি, মুখে মুখেই হাতি-ঘোড়া মেরেছেন এতদিন।'

'আহা, তা কেন হবে?' প্রতিবাদ করলেন সেনিশাল। 'তা নয়, মাদাম। আমাকে ভুল বুঝে ওকথা বলে কষ্ট দেবেন না। আপনি জানেন, মাহ্‌খিস, আপনার জন্যে করতে পারি না, এমন কাজ নেই।'

ঘুরে দাঁড়ালেন মাহ্‌খিস, হাসিটা চওড়া হচ্ছে, অবজ্ঞা বদলে গিয়ে সেখানে স্থান করে নিচ্ছে প্রশ্রয়ের আভাস।

'মুখে বলা সহজঃ তোমার জন্যে প্রাণ দিতে পারি। যতক্ষণ সেটা দিতে হচ্ছে না, কথার কথা বললে ক্ষতি কী! কিন্তু যেই একটা সাহায্য চাওয়া হবে, অমনি প্রশ্নঃ আমার কী হবে, মাদাম? সর্বস্বান্ত হয়ে যাব আমি, জেলে যাব, এমনকী ফাঁসীও হতে পারে! আপনি চান আমাকে রাজদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হোক?' সুন্দর মাথাটা নাড়লেন তিনি, 'ছিঃ! আমি জানি, পৃথিবীতে এরকম লোকের অভাব নেই। ধিক্ নারীর মন–আপনাকে আমি ওদের থেকে আলাদা মনে করেছিলাম!'

কথা তো নয়, যেন ছোরা বিঁধল সেনিশালের অন্তরে। চতুর মাহ্‌খিসের শেষ কথাটা তাঁর ভেতর থেকে ভয়-ভীতি দূর করে দিল। প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি, 'মাহ্‌খিস! আপনি যা বলেছেন, ন্যায্য কথাই বলেছেন। দয়া করে আর শাস্তি দেবেন না আমাকে। ওসব কথা আমি না বুঝে, কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে বলে ফেলেছি। আর এমন হবে না। আমি কথা দিচ্ছি, ভবিষ্যতে আমাকে আপনি যেমনটি ভেবেছিলেন, ঠিক তেমনই পাবেন।'

কাজ হাসিল হয়ে যাওয়ায় অবজ্ঞা, উপহাস দূর হয়ে গেছে সুন্দরী বিধবার লাল ঠোঁট থেকে। দৃষ্টিতে এখন রহস্যময় কোমল আদর। কৃতার্থ হয়ে গেলেন লর্ড সেনিশাল, মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, এই মহিলার জন্য ফাঁসীতে ঝুলতেও পিছ-পা হবেন না তিনি। লাফিয়ে গিয়ে মাহ্‌খিসের বাড়ানো হাত ধরলেন তিনি।

'আমি জানতাম, ত্রেসোঁ, ওসব কথা যখন বলছিলেন তখন আপনি আপনাতে ছিলেন না। জানতাম, আমার বিশ্বস্ত, সাহসী বন্ধু বিপদের সময় আমাকে ছেড়ে যেতে পারে না।'

নিচু হয়ে ঝুঁকে মাহ্‌খিসের দস্তানার পিঠে পুরু ঠোঁট দিয়ে চুমো দিলেন ত্রেসোঁ, দেখতে পেলেন না বিতৃষ্ণায় কেমন বিকৃত হয়ে গেল মহিলার চেহারাটা। বললেন, 'আমার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারেন আপনি, মাদাম। প্যারিসের ওই লোকটা আমার কাছ থেকে একজন সৈন্যও পাবে না।'

'ধন্যবাদ, ত্রেসোঁ। আপনার আগের কথাগুলো আমি ভুলে গেলাম। আপনিও আশাকরি আমার বলা কথাগুলো ভুলে যাবেন।'

'কিন্তু আপনাকে তো ভুলতে পারব না এক মুহূর্তের জন্যেও, মাহ্‌খিস। মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইয়ের ব্যাপারে আপনার ইচ্ছে যখন পূরণ হবে, বিয়ের অনুষ্ঠান যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন–তখন কি আমি আশা করতে পারি–?'

কথা শেষ না করে প্রশ্নটা ঝুলিয়ে রাখলেন তিনি।

ঠোঁটে মধুর হাসি নিয়ে সেনিশালের দুই কাঁধে দু'হাত রাখলেন মাহ্‌খিস–যাতে লোকটা আর সামনে বাড়তে না পারে; কালো চোখ রাখলেন তাঁর চোখে। লোকটাকে এ-মুহূর্তে স্রেফ একটা কোলাব্যাঙ ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছে না তাঁর। একে বিয়ে করার কথা ভাবলে তাঁর গোটা অস্তিত্ব, অস্থি-মজ্জা, এমনকী শিরা-উপশিরা পর্যন্ত শিউরে উঠতে চায় ঘৃণায়। কিন্তু মুখের হাসি তাঁর ম্লান হলো না একটুও, চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্রয়। কী করে যেন গালে একটু লালচে আভাও ফুটিয়ে তুললেন তিনি।

এসবের ভুল অর্থ করলেন ত্রেসোঁ। ভেবে নিলেন এটা নারী সুলভ লজ্জা।

মাথাটা সামান্য ঝাঁকিয়ে হঠাৎ ত্রেসোঁর কাঁধ ছেড়ে দিয়ে দরজার দিকে ছুটলেন মাহ্‌খিস। দরজার কাছে ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রীড়াবনত তরুণীর ভঙ্গিতে একটা হাসি উপহার দিলেন, তারপর কারও অপেক্ষায় না থেকে নিজ হাতে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন বাইরে।

দুই

কথা দিয়ে ফেলে এখন পস্তাচ্ছেন লর্ড সেনিশাল।

জানালা দিয়ে দেখলেন বিজয়িনীর ভঙ্গিতে ঘোড়ায় চেপে অনুচরদের নিয়ে প্রাঙ্গণ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন কোন্দিয়াকের বিধবা মাদাম। সূর্য তখন ডুবছে।

ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসলেন লর্ড। নিকট অতীতের প্রতিটি কথা মনে আসছে–তিনি কী বললেন, উত্তরে মাহ্‌খিস কোন্ ভঙ্গিতে কী বললেন–নাটকের মত যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। স্মৃতিচারণ করতে করতে কখন রাত নেমে গেছে টের পাননি। ফায়ারপ্লেসের ম্লান আলোর দিকে চেয়ে হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল মাথায়।

সচকিত হয়ে বাতির জ্বালার জন্য হাঁক ছাড়লেন লর্ড, নাম ধরে ডাকলেন ব্যাবিলাসকে। আলো জ্বালা হলে ব্যাবিলাসকে পাঠালেন গ্রেনোব্‌ল্‌ গ্যারিসনের কমান্ডার মসিয়ো দোর্ভকে ডেকে আনতে।

ক্যাপটেন ঘরে এসে ঢুকতে টের পেলেন লর্ড সেনিশাল, কোনও রকম পরিকল্পনা তৈরি না করেই তাকে ডেকে বসেছেন। কী বলি, কী বলি ভাবতে ভাবতেই বুদ্ধি খেলল মাথায়।

'ক্যাপটেন,' শুরু-গম্ভীর স্বরে শুরু করলেন তিনি, 'জানতে পারলাম, মন্তে লিমা জেলায় একটা গোলমালের আশঙ্কা করা হচ্ছে।'

'গোলমাল, মসিয়ো?' চমকিত হলো ক্যাপটেন।

'হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে,' দুর্বোধ্য, রহস্যময় একটা ভঙ্গি নিলেন সেনিশাল। 'কী করতে হবে কাল সকালে জানাব আমি। তবে ইতিমধ্যে ওখানকার পাহাড়ি অঞ্চলে হানা দেয়ার জন্যে তুমি শ'দুয়েক জওয়ানকে প্রস্তুত রাখো।'

'দুইশো, মসিয়ো?' তাজ্জব হয়ে গেছে দোর্ভ। 'তা হলে তো গ্রেনোবলে একজন সৈন্যও থাকবে না!'

'তাতে কী? এখানে তো কাউকে দরকার পড়ছে না; দরকার ওখানে। তুমি আজ রাতেই তৈরি হয়ে নিতে বলো ওদের, যেন নির্দেশ পাওয়ামাত্র কাল সকালে রওনা হতে পারে। তুমি নিজে এসে আমার কাছ থেকে কাল চূড়ান্ত নির্দেশ নিয়ে যাবে।'

হতবাক দোর্ভ বিদায় নিতেই খাবারঘরে গিয়ে সাপারে বসলেন লর্ড সেনিশাল। গ্রেনোবল থেকে সব সৈন্য বিদায় করার একটা কৌশল বের করতে পেরে নিজের উপর মহা-খুশি। এই ভাবে রানির দূতকে একটি লোক না দিয়েও পার পেয়ে যাবেন তিনি অনায়াসে।

কিন্তু সকালে আর অতটা খুশি থাকতে পারলেন না তিনি। কারণ, ওখানে সব সৈন্য পাঠাবার কোনও বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি তিনি খাড়া করতে পারেননি তখন পর্যন্ত। আর দোর্ভ লোকটাও প্রয়োজনের তুলনায় বড় বেশি খুঁতখুঁতে, বুদ্ধিমান। সঙ্গত কোনও বেমক্কা প্রশ্ন করে বসলে কী জবাব দেবেন তিনি? যে-কোনও সৈন্যদলের অধিনায়কের জানার অধিকার আছে কী-কাজে তাকে কোথায় পাঠানো হচ্ছে।

সকালে যখন ক্যাপটেন দোর্ভ দেখা করতে চাইল, ঘণ্টা-খানেক পর তাকে আসতে বলে দিলেন সেনিশাল। এদিকে একটা রাত পেরিয়ে যেতেই হুট করে মাহুখিসকে কথা দেওয়ার জন্য এখন রীতিমত অনুশোচনায় ভুগছেন তিনি। স্টাডিরুমে নিজের চেয়ারে বসে বিক্ষিপ্ত ভাবে এটা-ওটা-সেটা ভাবছেন, কিছুতে এই ফাঁদ থেকে বেরোবার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছেন না; সবকিছু প্যাঁচ লেগে গিঁঠ পাকিয়ে যাচ্ছে আরও, এমনি সময়ে আসেল্‌মে এসে খবর দিল, নীচে অপেক্ষা করছেন মসিয়ো দো গাথনাশ নামে এক ভদ্রলোক। তিনি এসেছেন প্যারিস থেকে, রাষ্ট্রীয় জরুরি এক বিষয়ে লর্ড সেনিশালের সঙ্গে কথা বলতে চান।

আপাদমস্তক একটা ঝাঁকি খেলেন লর্ড ত্রেসোঁ, ধড়াস-ধড়াস বাড়ি দিচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা বুকের পাঁজরে। কিন্তু মনের জোর খাটিয়ে অনেক কষ্টে সামলে নিলেন তিনি নিজেকে। এখন সাহস হারালে চলবে না। তিনি জানেন লোকটা কে, তিনি

নিজে কী তা-ও জানেন। তিনি হচ্ছেন সমগ্র দোফিনি প্রদেশের জন্য হিজ ম্যাজেস্টির লর্ড সেনিশাল। রোন থেকে আল্পস্ পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিশাল অঞ্চলে এমন কোনও দুর্বৃত্ত নেই, যে তাঁর নাম শুনলে ভয়ে কাঁপে না। প্যারিসের দরবার থেকে কেউ একজন এলেই ভয় পেতে হবে কেন তাঁর? কুইন-রিজেন্ট নিশ্চয়ই তাঁর কাছে বড়জোর কোনও মেসেজ পাঠিয়েছেন এই লোকের মাধ্যমে, তাঁকে বেঁধে নিয়ে যেতে বলেননি। কী সমাচার কিছুই না জেনে অযথা ভয় পাওয়া কি তাঁর মত উঁচু পদের একজন সরকারি কর্মকর্তাকে সাজে? কখনও না!

চেয়ার ছেড়ে উঠে একটা বিশেষ পোজ নিয়ে দাঁড়ালেন তিনি।

'নিয়ে এসো মসিয়ো দো গাখনাশকে।' ভাবছেন, কী বলবেন তিনি, কীভাবে বলবেন, ঠিক কোথায় দাঁড়াবেন, কেমন ভঙ্গি নেবেন। এমনি সময় চোখ পড়ল তাঁর সেক্রেটারির উপর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রিয় ভঙ্গির কথা মনে এসে গেল। ব্যস্ত কণ্ঠে ডাকলেন, 'ব্যাবিলাস!'

ব্যাবিলাস জানে কী আসছে। বহুবার দেখেছে সে এসব। সামান্যতম হাসিও ফুটল না তার বিষণ্ন বদনে, একটুও ঝিকমিক করল না চোখের তারা; নিতান্তই বাধ্য ভঙ্গিতে হাতের কাজ রেখে একটা সাদা কাগজ টেনে নিয়ে প্রস্তুত হলো সে চিঠি লেখার জন্য। প্রথম লাইনটা কী হবে মুখস্থ আছে তার: টু হার ম্যাজেস্টি···

কিন্তু, দুঃখের বিষয়, সময় পাওয়া গেল না। খুলে গেল দরজাটা। শক্তিশালী হাতের ধাক্কা খেয়ে আঁসেলমে ছিটকে সরে গেল একপাশে, কোনও মতে উচ্চারণ করল, 'মসিয়ো দো গাখনাশ।'

ঘুরে দাঁড়ালেন ত্রেসোঁ। দৃঢ় পায়ে ঘরে ঢুকল আগন্তুক। হ্যাট হাতে, এতই নিচু হয়ে তাঁকে সম্মান জানাল যে, হ্যাটের সঙ্গে আটকানো লাল রঙের দীর্ঘ পালকটা মনে হলো ঘর ঝাড় দিচ্ছে; তারপর সিধে হয়ে দাঁড়াল। এতক্ষণে সেনিশাল লোকটার ওজন বুঝে নেওয়ার সুযোগ পেলেন।

লোকটা দীর্ঘদেহী, বুকটা চিতানো, কোমর চওড়া; তবে দৃঢ় পেশিবহুল পা দুটোয় মেদ বলতে কিছু নেই–যেন খেলোয়াড়ের পা। আঁটসাঁট পোশাকে চামড়ার আধিক্য। গায়ে নরম চামড়ার তৈরি হলুদ জ্যাকেট; প্যান্টটাও চামড়ার, আর একটু গাঢ় রঙের; নীচের দিকটা অদৃশ্য হয়েছে ভারি চামড়ার বুটের ভিতর। কোমরে ঝুলানো তলোয়ারের লম্বা খাপটাও চামড়ার, তবে কিনারাটা আগাগোড়া সোনা দিয়ে এমব্রয়ডারি করা। তলোয়ারের ঝকঝকে হাতল দেখে বোঝা যায়, নিয়মিত ব্যবহার হয় অস্ত্রটা। লোকটার এক হাতে লাল পালক লাগানো চওড়া ব্রিমের কালো হ্যাট, অপর হাতে গোল করে পাকানো একটা পার্চমেন্ট। আরও দুই কদম সামনে বাড়ল সে, চামড়ার কিঁচ-কিঁচ আর পায়ে বাঁধা স্পারের রুন-ঝুন শব্দ পছন্দ হলো না সেনিশালের–এসব ভয়ানক যুদ্ধবাজ লোকের লক্ষণ।

লোকটার মাথাটা চওড়া কাঁধের উপর এতই মানানসই ভাবে বসানো যে মনোযোগ কাড়ে। নাকটা একটু বেশি লম্বা; ঝকঝকে উজ্জ্বল, নীল, তীক্ষ্ণ চোখজোড়া নাকের দু'পাশে একটু দূরে বসানো; জুলফি ও বনবিড়ালের মত চোখা গোঁফের দু'পাশে পাক ধরেছে–বোঝা যায় বয়স হয়েছে, কিন্তু তার পরেও লোকটার ভিতরের কর্কশ, দুর্বার প্রাণশক্তির বিচ্ছুরণ অনুভব করা যায় স্পষ্ট।

বয়সটা তাঁর চেয়ে কয়েক বছর কমই হবে।

প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে সময় নিয়ে দেখলেন সেনিশাল মসিয়ো গাখনাশকে। সাবধান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন। অপছন্দের ভাবটা প্রকাশ না করে সবিনয়ে, কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে দু'হাত দু'পাশে তুলে মাথা ঝোঁকালেন।

'আপনার কী খেদমত করতে পারি, মসিয়ো দো–?'

গাখনাশ,' প্রায়-কর্কশ কণ্ঠে জানাল প্রবীণ প্রতিপক্ষ। 'মাখর্তি মাখি রিগোবেয়া দো গাখনাশ। হার ম্যাজেস্টির প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর আদেশ-পত্র সঙ্গে নিয়ে এসেছি। পড়ে দেখতে পারেন।'

হাতে ধরা পার্চমেন্টটা বাড়িয়ে দিল লোকটা, নিলেন লর্ড সেনিশাল–একটু যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে তাঁর চেহারাটা। এতক্ষণ কৈফিয়ত তলবের ভঙ্গি ছিল তাঁর আচরণে, গাখনাশ লোকটা রানির প্রতিনিধি হিসাবে এসেছে শুনে কিছুটা বিস্ময় ও সম্মানের ভাব আনলেন চেহারায়। যেন জানেন না, কীজন্যে এসেছে এই লোক প্যারিস থেকে।

আগন্তুককে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে নিজের আসনে ফিরে গেলেন লর্ড সেনিশাল। টেবিলের উপর রেখে কাগজটার ভাঁজ খুলছেন লর্ড, নির্দিষ্ট চেয়ারে বসল মসিয়ো গাখনাশ। তার আগে বেল্ট ঘুরিয়ে তলোয়ারের খাপটা সামনে নিয়ে এসেছে। এর ফলে বসতেও আরাম হবে, হাতদুটোকেও বিশ্রাম দেওয়া যাবে তলোয়ারের বাঁটের উপর রেখে। সোজা হয়ে বসে একদৃষ্টে সেনিশালের দিকে চেয়ে রয়েছে লোকটা।

পাঠ শেষ হতে যত্নের সঙ্গে আগের মত করে মুড়ে কাগজটা ফেরত দিলেন ত্রেসোঁ আগন্তুককে। ওতে বিশেষ কোনও নির্দেশ নেই, শুধু বলা আছে মসিয়ো গাখনাশ দোফিনিতে যাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় বিশেষ একটি কাজে, মসিয়ো দো ত্রেসোঁ যেন তাঁর কাজে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করেন।

'অবশ্যই,' বললেন লর্ড সেনিশাল। 'রানির আদেশ সর্বদা শিরোধার্য! বলুন, মসিয়ো, ঠিক কী ধরনের কাজে আমার কী সাহায্য আপনার দরকার। সাধ্যমত সব রকম সহযোগিতা করব আমি।'

'ধরে নেয়া যায় যে কোন্দিয়াকের দুর্গ সম্পর্কে সবই জানা আছে আপনার?' সরাসরি কাজের কথা পাড়ল মসিয়ো গাখনাশ।

'স-অ-ব।' চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসলেন সেনিশাল। হার্টবিট বেড়ে গেলেও চেহারায় তার কোনও আভাস ফুটতে দিলেন না।

'দুর্গের বাসিন্দাদের সঙ্গেও নিশ্চয়ই আপনার পরিচয় আছে?'

'আছে।'

'ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক?'

এ-প্রশ্ন শুনে বিব্রত বোধ করলেন লর্ড সেনিশাল। ঠোঁট মুড়ে, ভুরু বাঁকিয়ে, থলথলে হাত নেড়ে কী বোঝাতে চাইলেন তা একমাত্র তিনিই জানেন। হয়তো বোঝাতে চাইলেন, আজেবাজে প্রশ্নের উত্তর দিতে তিনি বাধ্য নন। কিন্তু সেসব মোটেই পাত্তা দিল না মসিয়ো গাখনাশ, গলার স্বর সামান্য তীক্ষ্ণ হলো, 'ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক?' আবারও জিজ্ঞেস করল সে।

একটু সামনে ঝুঁকলেন মাই লর্ড, টেবিলের উপর কনুই রেখে দু'হাতের আঙুলের মাথাগুলো এক করলেন, তারপর যতটা সম্ভব শিষ্টাচার বজায় রেখে মার্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার ধারণা ছিল, আপনি এখানে এসেছেন আমার সাহায্য চাইতে; আমাকে জেরা করতে নয়।'

চেয়ারে হেলান দিল মসিয়ো গাখনাশ, সরু চোখে চাইল লর্ড সেনিশালের দিকে। বিরোধিতা ঠিকই আঁচ করতে পেরেছে। তার চরিত্রের সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছেঃ মেজাজ। ধৈর্য ধরতে জানে না। বিরোধিতা সহ্যই করতে পারে না; রক্ত উঠে আসে ওর মাথায়, হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে স্রেফ উন্মাদ হয়ে যায়। এই একটি দোষের কারণে প্রখর বিচার-বুদ্ধি, অসম সাহস, ঈর্ষণীয় বীরত্ব, সততা, মহত্ত্ব, অসামান্য রণকৌশল ইত্যাদি অসংখ্য গুণ থাকা সত্ত্বেও এত বয়সেও তেমন উন্নতি করতে পারেনি সে। প্যারিসে তার সম্পর্কে চালু হয়ে গেছে একটা কথাঃ গাখনাশের মত তাজা-বারুদ। তার বদমেজাজের কথা জানা থাকা সত্ত্বেও অন্যসব গুণের কারণে ফ্রান্সের ভারপ্রাপ্ত রানি মাখি দো মেডিচি তাকেই পাঠিয়েছেন এই বিশেষ কাজে।

লর্ড ত্রেসোঁ কল্পনাও করতে পারেননি, বাক-চাতুরী দেখাতে গিয়ে কোন্ বারুদে ম্যাচের কাঠি জ্বালছেন। মসিয়ো গাখনাশও জানতে দিল না তাঁকে, এবারের মত সামলে নিল নিজেকে। ভাবল, মোটা লোকটার কথার পিছনে কিছু যুক্তি তো আছেই।

'আপনি আমার বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করছেন, মসিয়ো,' বলল সে শান্ত কণ্ঠে, তর্জনীর গাঁঠ দিয়ে টোকা দিচ্ছে নিজের চিবুকে। 'আমার ওই প্রশ্ন করার ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিলঃ আমি জানতে চাইছিলাম, ওখানে কী ঘটছে সে-সম্পর্কে আপনি কতটুকু অবহিত। সবকিছু আপনার জানা থাকলে ওসব তথ্যের পুনরাবৃত্তি আমি এড়িয়ে যেতাম। যা-ই হোক, আপনি যেভাবে চাইছেন, সে-ভাবেই বলছি আমার বক্তব্য।

'কিন্তু সংক্ষেপে। প্রয়াত মাহ্‌খি দো কোন্দিয়াক দুই পুত্র রেখে গেছেন। বড়জন, ফ্লোরিমঁ—তিনিই বর্তমান মাহ্‌খি, তবে অনুপস্থিত। বাবার মৃত্যুর আগে থেকেই তিনি ইটালিতে যুদ্ধরত। প্রয়াত মাহ্‌খির বিধবা স্ত্রী হলেন ফ্লোরিমঁর সৎ-মা। তাঁর নিজের সন্তান হচ্ছেন ছোটজন, মাখিয়ুস দো কোন্দিয়াক।

'আমার তথ্যে কোথাও কোনও ভুল থাকলে দয়া করে আমাকে শুধরে দেবেন, মসিয়ো।'

গম্ভীর ভাবে মাথা ঝাঁকালেন সেনিশাল, গাখনাশ বলে চললঃ

'এই ছোট ছেলেটি—বয়স, আমার ধারণা, একুশ—বাপের মত না হয়ে হয়েছে অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির।'

'বঁ দিউ! দুষ্ট প্রকৃতির? গুড গড, নো! কথাটা খুব কড়া হয়ে যাচ্ছে না? কিছুটা বেপরোয়া ভাব, কিছুটা বেয়াড়াপনা হয়তো আছে, বয়স অল্প হলে যেমনটা হয়। আপনি ওকে—'

'আচ্ছা, বেশ,' সেনিশালকে থামিয়ে দিয়ে বলল মসিয়ো গাখনাশ। 'কিছুটা বেয়াড়াই না হয় বলা যাক। মসিয়ো মাখিয়ুসের নৈতিকতা বা তার অভাবের বিষয়

নিয়ে এখানে আসিনি আমি। তবু প্রসঙ্গক্রমে বলতেই হচ্ছে: ওই কিছুটা বেয়াড়া, কিছুটা বেপরোয়া ভাব তাঁর পিতার অসন্তোষের কারণ হয়েছিল, যদিও সেসব আরও প্রিয় করে তুলেছিল তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে। আমাকে জানানো হয়েছে, তিনি অত্যন্ত সুন্দরী রমণী, এবং ছেলেও পেয়েছে তাঁরই মত চেহারা।'

'তা ঠিক!' উদ্বেল হয়ে উঠলেন সেনিশাল, 'সত্যিই অপূর্ব সুন্দরী! যেমন অভিজাত, তেমনি তুলনাহীন রমণী!'

'হুম্!' নিরুৎসুক দৃষ্টিতে সেনিশালের মুগ্ধ ভাব-ভঙ্গি লক্ষ করল মসিয়ো গাখনাশ। তারপর আবার শুরু করল: 'প্রয়াত মাহ্‌খি এবং তাঁর প্রতিবেশী, ইনিও প্রয়াত, মসিয়ো দো লা ভোভ্রাইয়ের মধ্যে ছিল গভীর অন্তরঙ্গতা। এই মসিয়ো দো ভোভ্রাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র কন্যা-সন্তান এখন গোটা দোফিনির সবচেয়ে সম্পদশালী এস্টেটের মালিক। মৃত্যুর অনেক আগেই দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্থির করেছিলেন, তাঁদের অবর্তমানেও যাতে এই বন্ধুত্ব অটুট থাকে, এবং বংশ পরম্পরায় চলতে থাকে, সেজন্যে তাঁদের ছেলে ও মেয়েতে বিয়ে দিয়ে আত্মীয়তা পাকা করবেন। তখন ফ্লোরিমঁ দো কোন্দিয়াকের বয়স ষোলো বছর, আর ভ্যালেরি দো লা ভোভ্রাইয়ের বয়স চোদ্দো; সাদামাঠা ভাবেই বাগদান হয়ে গেল দুজনের। সেই থেকে একসঙ্গে হেসে-খেলে বড় হয়ে উঠতে থাকল ওরা পরস্পরকে ভালবেসে; জানে, একদিন বিয়ে হবে ওদের।'

'মসিয়ো, মসিয়ো!' হাঁসফাঁস করে উঠে আপত্তি জানালেন সেনিশাল, এতকিছু আপনি ধরে নিচ্ছেন কী করে? কী করে বলেন, ওরা পরস্পরকে ভালবেসেছে? গণনা জানেন নাকি আপনি? এমন ভাব দেখাচ্ছেন, যেন ওদের হৃদয়ের গোপন কথা সবই মুখস্থ আছে আপনার। কে বলল আপনাকে এইসব বানোয়াট কথা?'

'রানি।' একটিমাত্র শব্দে সেনিশালের জবান বন্ধ করে দিল মসিয়ো গাখনাশ: 'মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাই রানিকে যা লিখেছেন, মোটামুটি সেই কথাগুলোই বলছি আমি আপনাকে।'

'ও, আচ্ছা, আচ্ছা! ঠিক আছে, বলুন, বলতে থাকুন।

'এই বিয়ে হলে ফ্লোরিমঁ দো কোন্দিয়াক হবেন গোটা দোফিনি প্রদেশের সবচেয়ে ধনী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, সমগ্র ফ্রান্সের গুটি-কয়েক ধনীর একজন: ছোট ছেলের আচার-আচরণ যে প্রয়াত মাহ্‌খির পছন্দ ছিল না, সম্পদের এই অসম বণ্টন সেই কথাই প্রমাণ করে।

'যা-ই হোক, শুভকাজের আগে ফ্লোরিমঁ ঘুরে-ফিরে দুনিয়াটা দেখে আসতে চাইলেন, এবং পিতার অনুমতি নিয়ে বিশ বছর বয়সে যোগ দিলেন ইটালির যুদ্ধে। ফ্লোরিমঁ যুদ্ধে যাওয়ার আড়াই বছর পর, এখন থেকে মাস ছয়েক আগে মারা যান তাঁর বাবা, এবং তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মারা যান মসিয়ো দো লা ভোভ্রাই। মৃত্যুর আগে মস্ত একটা ভুল করে গেলেন মসিয়ো দো লা ভোভ্রাই—যার পরিণতিতে সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান সমস্যা। তিনি কোন্দিয়াকের বিধবা মাহ্‌খিসের চরিত্র বুঝতে না পেরে তাঁরই হাতে, যতদিন ফ্লোরিমঁ ফিরে না আসে ততদিনের জন্য, দিয়ে গেলেন একমাত্র কন্যা ভ্যালেরির অভিভাবকের দায়িত্ব। এই পর্যন্ত

বলে কয়েক মুহূর্তের জন্য থামল মসিয়ো গাখনাশ, তারপর মৃদু হেসে বলল, 'আমার বিশ্বাস, আপনি জানেন না এমন একটি শব্দও বলিনি আমি আপনাকে। আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করায় জানা কথাই এতক্ষণ ধরে কষ্ট করে শুনতে হলো আপনাকে।'

'না, না, মসিয়ো; আপনি যা বললেন তার অনেক কিছুই আমার জানা ছিল না।'

'কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল আমার, মসিয়ো দো ত্রেসোঁ,' গম্ভীর স্বরে বলল গাখনাশ, 'যদি সব কথা আপনার জানা থাকত, তা হলে হার ম্যাজেস্টি আপনার কাছে জানতে চাইতেন: বর্তমানে কোন্দিয়াকে যা ঘটছে, সব জেনেশুনেও আপনি তাতে বাধা দেননি কেন।

'যাক, পরবর্তী ঘটনা খুব সহজেই অনুমেয়। মাদাম দো কোন্দিয়াক ও তাঁর আদরের বেঞ্জামিন, অর্থাৎ মাখিয়ুস, সম্পত্তির বৈধ মালিক ফ্লোরিমঁর অনুপস্থিতিতে কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে সেটার অপব্যবহার করছেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে। অভিভাবকত্বের সুযোগ নিয়ে তাঁরা মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে নিজেদের দুর্গে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রেখেছেন, এবং মাখিয়ুসকে বিয়ে করার জন্যে তাঁর উপর চাপ দিতে শুরু করেছেন। তাঁকে যদি বাধ্য করা সম্ভব হয়, তা হলে মাখিয়ুসের ভবিষ্যৎ নিষ্কণ্টক করার পাশাপাশি বিধবার আর একটি ইচ্ছাও চরিতার্থ হবে–সৎ ছেলের প্রতি এতদিন ধরে জমে ওঠা তাঁর প্রচণ্ড ঘৃণার প্রকাশ ঘটাতে পারবেন, তাঁকে বঞ্চিত করে।

'তাঁদেরকে মাদামোয়াযেল সাধ্যমত বাধা দেয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আর এতে ভাগ্যক্রমে সাহায্য পাচ্ছেন গির্জার। উদ্ধত মাহ্‌খিস স্বামীর মৃত্যুর পর মাদার চার্চকে টাকা দেয়া বন্ধ তো করেছেনই, চরম ভাবে অবজ্ঞা ও অপমান করেছেন বিশপকে। এর ফলে চার্চও কোন্দিয়াকের দুর্গকে একঘরে করেছে। কাজেই বিয়ে পড়াবার জন্যে পুরোহিত পাচ্ছেন না তিনি।

'ফ্লোরিমঁর কোনও খবর নেই। আমাদের ধারণা, তাঁকে তাঁর বাবার মৃত্যুর খবরটা জানানোই হয়নি। তাঁর লেখা চিঠি থেকে এটুকু জানা যায় যে, মাস তিনেক আগে পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁকে খুঁজে বের করে বাবার মৃত্যুর খবর জানিয়ে যত শীঘ্রি সম্ভব বাড়ি ফিরে আসতে বলার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে। তবে যতদিন তিনি ফিরে না আসেন, রানি চান, মাদাম দো কোন্দিয়াকের কবল থেকে মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে উদ্ধার করে আনা হোক; যাতে তাঁর ওপর আর কোনও রকম অত্যাচার না হয়, সেটা নিশ্চিত করা হোক।

'আমার দায়িত্ব, মসিয়ো, আপনাকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে কোন্দিয়াকে গিয়ে মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করা। তারপর আমার কাজ, তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্যারিসে হার ম্যাজেস্টির কাছে পৌঁছে দেয়া। রানির তত্ত্বাবধানে থাকবেন তিনি, যতদিন না বর্তমান মাহ্‌খি ফিরে এসে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।'

কথা শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে এক পা তুলল মসিয়ো গাখনাশ আরেক পায়ের ওপর। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সেনিশালের মুখের দিকে তাঁর জবাবের

আশায়।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে রানির আদেশ শুনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছেন লর্ড ত্রেসোঁ। বেশ কিছুক্ষণ উসখুস করলেন অস্বস্তিতে, তারপর বললেন, 'আপনার কি মনে হয় না, মসিয়ো, যে হয়তো বাচ্চা একটা মেয়ের কথায় অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া হয়ে যাচ্ছে?'

'আপনার কি মনে হয়, মসিয়ো, যে মেয়েটা যা-নয়-তা-ই বাড়িয়ে লিখেছে?' শান্ত গলায় পালটা প্রশ্ন করল মসিয়ো দো গাখনাশ।

'না, না। আমি তা বলছি না। কিন্তু–কিন্তু এমন হলে কি ভাল হয় না, মানে, সবার মঙ্গলের জন্যে আরকী, যে আপনি নিজেই কোন্দিয়াকে গিয়ে মাহ্খিসকে হার ম্যাজেস্টির হুকুম জানিয়ে দিয়ে মাদামোয়াযেলকে নিয়ে এলেন?'

অবাক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল প্যারিযিয়ান লোকটা, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বেল্ট ঘুরিয়ে খাপসহ তলোয়ারটা জায়গা মত বসাল। ভুরুজোড়া কুঁচকে লেগে গেছে একটার সঙ্গে অপরটা। তাই দেখে সেনিশাল বুঝে নিলেন, তাঁর পরামর্শ পছন্দ হয়নি লোকটার।

'মসিয়ো,' রাগ চেপে অত্যন্ত ঠাণ্ডা গলায় বলল গাখনাশ, 'জেনে রাখুন, প্রায় চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে আমার, জীবনে এই প্রথম নারী-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে জড়াতে বাধ্য হয়েছি। যে কাজের ভার আমার ওপর চাপানো হয়েছে, বিশ্বাস করুন, সেটা আমার পছন্দের কাজ নয়। তবু আসতেই হয়েছে আমাকে, কারণ, আমি একজন সোলজার, বিনা তর্কে হুকুম পালন করতে অভ্যস্ত; না এসে উপায় ছিল না আমার ব্যস, ওইটুকুই, জনাব। অক্ষরে অক্ষরে আমি আদেশ পালন করব। ইতিমধ্যেই অনেক কষ্ট করেছি আমি ওই মেয়েটির জন্যে। প্যারিস থেকে গ্রেনোবল–প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ঘোড়ার পিঠে রয়েছি আমি, অতি নিম্নমানের সরাইখানায় অপরিচ্ছন্ন বিছানায় রাত কাটাতে বাধ্য হয়েছি, খেয়েছি নিম্নমানের জঘন্য খাবার।'

'সত্যিই, খুব খারাপ কথা!' সমবেদনা জানালেন সেনিশাল, কিন্তু মুখে তাঁর হাসি।

'কাজেই, বুঝতেই পারছেন, মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইয়ের খাতিরে ইচ্ছের বিরুদ্ধে হলেও ইতিমধ্যে যথেষ্ট কষ্ট করে ফেলেছি আমি। এই অবস্থায় আমার ওপর যে আদেশ আছে, তার বাইরে যদি আমি আর এক-পা ফেলতে রাজি না হই, আমাকে দোষ দিতে পারেন না।'

হাঁ করে চেয়ে রইলেন সেনিশাল লোকটার মুখের দিকে। কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, যে-জালে জড়িয়েছেন তা থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায়। কীভাবে দুকূল রক্ষা করা যায়–রানির বিরাগভাজন না হয়ে, একই সঙ্গে বিধবা মাহ্খিসের বিরুদ্ধাচরণ না করে কীভাবে এ-যাত্রা পার পাওয়া যায়।

'প্লেগ হয়ে মরুক ছুঁড়ি!' খেপে উঠলেন লর্ড। 'শয়তানের পাল্লায় পড়ে উচ্ছন্নে যাক!'

হাসি ফুটল মসিয়ো গাখনাশের মুখে। 'এই তো, আমার মনের কথা, একেবারে প্রাণের কথা বলেছেন! প্যারিস থেকে আসার পথে এই একই কথা

বলেছি আমি হাজার বার। যদিও আপনি কেন অভিশাপ দিচ্ছেন জানা নেই আমার!' হা-হা করে হেসে উঠল মসিয়ো গাখনাশ। 'আপাতত বিদায়। ভাল একটা সরাইখানা খুঁজে বের করতে বলেছি আমার ভ্যালেকে। পরিপূর্ণ বিশ্রাম নেব আমি আজ সারাদিন। আগামীকাল ঠিক এই সময়ে মাদামোয়াযেলকে নিয়ে রওনা দেব প্যারিসের পথে। আশাকরি আপনার দায়িত্ব আপনি ঠিক ভাবেই পালন করতে পারবেন।'

এক হাতে লাল পালক লাগানো কালো হ্যাট আর অপর হাতে রানির আদেশ লেখা গোল করে পাকানো পার্চমেন্ট নিয়ে নিচু হয়ে ঝুঁকে বাউ করল মসিয়ো গাখনাশ লর্ড সেনিশালকে। দরজার দিকে এগোচ্ছিল, এমন সময় চেঁচিয়ে উঠলেন লর্ড:

'মসিয়ো, মসিয়ো! কোন্দিয়াকের বিধবা মাহ্খিসকে কি আপনি চেনেন?'

'না তো! একথা কেন জানতে চাইছেন?'

'কেন জানতে চাইছি? তাঁকে চিনলে আপনি বুঝতে পারতেন তিনি কী চিজ! রানির নাম করে আমি যতই যা বলি না কেন, তিনি আমাকে পাত্তা দেয়ার বান্দাই নন।'

'আপনাকে পাত্তা দেবেন না?' বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইল মসিয়ো গাখনাশ চর্বিসর্বস্ব বেঁটে সেনিশালের কদাকার মুখের দিকে। 'বলেন কী! আপনাকে, মানে, দোফিনির লর্ড সেনিশালকে দেয়া রানির নির্দেশ পাত্তা দেবেন না তিনি? নাহ্, ঠাট্টা করছেন আপনি।'

'না, না! সত্যি বলছি! আপনি নিজে কোন্দিয়াকে গিয়ে না আনলে কাল এখানে মাদামোয়াযেলকে হাজির পাবেন না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি।'

সেনিশালের কথাটা দায় এড়াবার ফন্দি হিসাবে নিল মসিয়ো গাখনাশ। ঘুরে দাঁড়াবার আগে জানিয়ে দিল তার শেষ কথা।

'আপনি এই প্রদেশের গভর্নর, মসিয়ো, তার ওপর ফ্রান্সের রানির আদেশ আপনি নিজ চোখে দেখেছেন, আমিও ভেঙেচুরে সবকিছু খুলে বলেছি আপনাকে; এখন যেভাবে পারেন, রানির নির্দেশ পালন করবেন আপনি।'

'করবেন বলা সহজ,' কাঁধ ঝাঁকালেন লর্ড ত্রেসোঁ। 'কিন্তু কীভাবে করব বলবেন আমাকে? তাঁর বিরোধিতা ডিঙিয়ে কীভাবে আমি নিয়ে আসব মেয়েটাকে—'

'মনে হচ্ছে, আপনার ধারণা রানির আদেশ তিনি অমান্য করতে চাইবেন, বিরোধিতা করবেন। সেক্ষেত্রে রানির সৈন্য আছে আপনার হেফাজতে।'

'সৈন্য তো তাঁরও আছে। তার ওপর আছে দক্ষিণ-ফ্রান্সের সবচেয়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ—একগুঁয়েমির কথা না হয় বাদই দিলাম। তিনি মুখে যা বলেন তা-ই করে ছাড়েন।'

'আর রানি যা বলেন, তাঁর অনুগত ভৃত্যরাও তা-ই করে ছাড়েন। শুধু শুধু কথা বাড়াচ্ছেন আপনি, মসিয়ো; আমি ক্লান্ত, আমার বিশ্রাম দরকার। কাল এই সময়ে মাদামোয়াযেলের দায়িত্ব নেব আমি আপনার কাছ থেকে, হাদুর্মা, দঁ, মসিয়ো ল্য সেনিশাল। তা হলে আগামীকাল দেখা হচ্ছে।'

আরেকবার বাউ করে মিলিটারি ভঙ্গিতে অ্যাবাউট টার্ন করে বেরিয়ে গেল মসিয়ো গাখনাশ কামরা থেকে। দূরে মিলিয়ে গেল তার চামড়ার পোশাকের কিঁচ-কিঁচ আর স্পারের রুন-ঝুন শব্দ।

মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলেন সেনিশাল পুরো একটি ঘণ্টা, তারপর লাফিয়ে উঠে তাঁর ঘোড়ায় জিন চড়াবার নির্দেশ দিলেন। কোন্দিয়াকে যাবেন তিনি

তিন

পরদিন ঠিক দুপুর বেলা মসিয়ো দো গাখনাশ এসে হাজির হলো সেনিশালের প্রাসাদে। তার সঙ্গে বছর কয়েকের ছোট, পাতলা-সাতলা, তীক্ষ্ণ চেহারার অনুগত ভৃত্য রাবেক।

প্রধান পরিচারক আঁসেলমে অতি সমাদরে অভ্যর্থনা জানাল তাদের, মুহূর্তমাত্র দেরি না করে মসিয়ো দো গাখনাশকে নিয়ে চলল মনিবের দরবারে।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার সময় দেখা গেল বেজার মুখ করে নীচে নেমে যাচ্ছে ক্যাপটেন দোভঁ। বেচারা গতকাল ভোর থেকে দুইশো সৈনিককে অস্ত্র-শস্ত্র সহ তৈরি রেখেছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত রওনা হবার হুকুম পায়নি লর্ড সেনিশালের কাছ থেকে। পরে আবার দেখা করতে বলা হয়েছে তাকে এইমাত্র।

লর্ড সেনিশালের গতকালকের কথাবার্তা শুনে আজ দুপুরে মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে হাজির পাবে কি না, সে-বিষয়ে ঘোর সন্দেহ ছিল মসিয়ো গাখনাশের। কিন্তু সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল আগুনের ধারে একটা চেয়ারে দামি পোশাক ও টুপি পরে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে এক তরুণীকে অপেক্ষারত দেখে।

হাসিমুখে আন্তরিকতার সঙ্গে মসিয়ো গাখনাশকে অভ্যর্থনা জানালেন লর্ড সেনিশাল। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে বাউ করলেন একে অপরকে।

'দেখতেই পাচ্ছেন, মসিয়ো,' মোটা একটা হাত তুললেন তিনি তরুণীর দিকে, 'আপনার নির্দেশ পালন করা হয়েছে। এঁর দায়িত্ব বুঝে নিন এবার।'

এবার মেয়েটির দিকে ফিরে বললেন, 'আর ইনি হচ্ছেন মসিয়ো দো গাখনাশ এঁর কথা আগেই বলেছি আমি আপনাকে হার ম্যাজেস্টির হুকুমে আপনাকে প্যারিসে পৌঁছে দেবেন ইনি।'

দায়িত্ব পালন করতে পেরে খুশি, দুই হাতের তালু ঘষে যেন ঝেড়ে ফেললেন ব্যাপারটা। তারপর সচকিত ভঙ্গিতে বললেন, 'ইচ্ছে করলে এখুনি রওনা হয়ে যেতে পারেন, মসিয়ো, আমার কিছু জরুরি কাজ নিয়ে বসতে হবে।'

তরুণীকে মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান দেখাল মসিয়ো গাখনাশ, উত্তরে সে-ও মাথাটা সামান্য হেলিয়ে প্রত্যাভিবাদন জানাল। গাখনাশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এক মুহূর্তেই দেখে নিল অনেক কিছু। চেহারা একটু মোটার দিকেই, সাদামাঠা, গ্রাম্য; চুলগুলো সোনালি, অভিব্যক্তিহীন চোখ হালকা নীল।

'আমি যাবার জন্যে তৈরি, মসিয়ো,' বলে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি, হাত বাড়িয়ে চেয়ারের হাতল থেকে তুলে নিচ্ছে নিজের জ্যাকেট। মসিয়ো গাখনাশ লক্ষ করল, মেয়েটির কথায় দক্ষিণ অঞ্চলের গ্রাম্য টান। সুশিক্ষিত মাদামোয়াযেলের কথায় এমন গ্রাম্যতা আশা করেনি সে। অপেক্ষা করছে, সামান্য হলেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে মেয়েটা তাকে উদ্ধার করার ব্যাপারে রানি এত দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ায়। অন্তত বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দ তো ফুটবে চেহারায়। কিন্তু না, ওই পাঁচটি শব্দ ছাড়া আর কিছুই বলল না মেয়েটি। অবাক হলেও সেটা প্রকাশ করল না মসিয়ো গাখনাশ।

'ভাল!' বলল সে। 'আপনি যখন প্রস্তুত, আর মসিয়ো ল্য সেনিশাল যখন আমাদের তাড়াতে পারলে বাঁচেন; চলুন তা হলে। সামনে কিন্তু অনেক দূরের লম্বা পথ, জানা আছে তো আপনার, মাদামোয়াযেল?'

'আমি–আমি সেজন্যে তৈরি আছি, মসিয়ো,' আমতা আমতা করে বলল মেয়েটা।

একপাশে সরে, হ্যাট ধরা হাতের দোলায় দরজার দিকে ইশারা করল মসিয়ো গাখনাশ। সেনিশালের দিকে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে রওনা হয়ে গেল মেয়েটা।

সরু হয়ে গেছে মসিয়ো গাখনাশের চোখ, দৃষ্টি যেন তীক্ষ্ণ ছুরির ডগা, দেখছে মেয়েটির চলা। তারপর হঠাৎ ফিরল সে লর্ড সেনিশালের দিকে। তাঁর ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসির আভাস দেখে মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে, কড়া গলায় ডাকল:

'মাদামোয়াযেল!'

থেমে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল মেয়েটা। কিন্তু গাখনাশের চোখের দিকে তাকাচ্ছে না।

'আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চয়ই আপনাকে জানিয়েছেন লর্ড সেনিশাল,' বলল মসিয়ো গাখনাশ। 'কিন্তু তার পরেও, আমার সঙ্গে কোথাও যাওয়ার আগে আপনার নিজের নিশ্চিত হয়ে নেয়া দরকার, সত্যিই আমি হার ম্যাজেস্টির প্রতিনিধি কি না। দয়া করে এটা একটু পড়ে দেখুন।' মোড়ানো পার্চমেন্টটা খুলে মেয়েটির দিকে বাড়িয়ে ধরল সে বিনীত ভাবে।

বিশাল বপু নিয়ে কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন লর্ড সেনিশাল। বললেন, 'হ্যাঁ, পড়ে দেখুন, মাদামোয়াযেল। নিজের চোখে দেখে আমার কথার সত্যতা যাচাই করে নেয়া ভাল।'

হাত বাড়িয়ে রানির নিজ হাতে লেখা চিঠিটা নিল মেয়েটা, চট্ করে একবার চাইল মসিয়ো গাখনাশের তীক্ষ্ণ চোখের দিকে। একটু যেন শিউরে মত উঠল, তারপর মন দিল কাগজের লেখায়। আবার একবার চোখ তুলে দেখল এখনও একই দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে প্যারিযিয়ান লোকটা। কাগজটা ফিরিয়ে দিল সে।

'আপনাকে ধন্যবাদ, মসিয়ো,' বলল মেয়েটা নিস্তেজ কণ্ঠে।

'সব ঠিক আছে, সে-ব্যাপারে আপনি পুরোপুরি সন্তুষ্ট তো, মাদামোয়াযেল?' মসিয়ো দো গাখনাশের গলায় সামান্য বিদ্রূপের আভাস ধরতে পারল না মেয়েটি বা লর্ড সেনিশাল।

'আমি পুরোপুরি সন্তুষ্ট।'

এবার গাখনাশ ফিরল ত্রেসোঁর দিকে। ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। দৃষ্টিতে কীসের যেন অশুভ আভাস। প্রমাদ গনলেন লর্ড ত্রেসোঁ।

'মনে হচ্ছে, অত্যন্ত উদ্ভট শিক্ষা পেয়েছেন মাদামোয়াযেল!'

'অ্যাঁ?' আঁৎকে উঠলেন সেনিশাল। লোকটা বলে কী!

'মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটা দেশের মানুষের কথা শুনেছি, মসিয়ো, যারা ডানদিক থেকে বামদিকে পড়ে। কিন্তু দোফিনি ছাড়া দুনিয়ার আর কোথাও বোধহয় ছেলেমেয়েদেরকে কাগজটা উল্টো করে ধরে পড়া শেখানো হয় না '

এতক্ষণে ব্যাপারটা টের পেয়ে রক্তশূন্য হয়ে গেল ত্রেসোঁর মুখ। মেয়েটার দিকে চট্ করে তাকালেন তিনি একবার। বেচারী কী নিয়ে কথা হচ্ছে কিছুই বুঝতে না পেরে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে ওঁদের দিকে।

'ও তা-ই করেছে বুঝি?' গাখনাশকে বুঝ দেয়ার জন্য চট্ করে একটা গল্প বানিয়ে ফেললেন লর্ড সেনিশাল, 'আসলে মাদামোয়াযেল তেমন লেখাপড়া জানেন না। লেখাপড়ায় তাঁর আগ্রহ না থাকায় ওঁর বাবা-মা আর জোরাজুরি করেননি। এই অঞ্চলে এটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ায় এতক্ষণে প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল মসিয়ো দো গাখনাশ। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে হুঙ্কার ছাড়ল:

'মিথ্যুক কোথাকার! মিছেকথা বলার জায়গা পান না!' হাতে ধরা পাকানো পার্চমেন্টটা অস্ত্রের মত করে বাগিয়ে ধরে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে এক-পা এগোল সে লর্ড সেনিশালের দিকে। ভুরু জোড়া সেঁটে রয়েছে পরস্পরের সঙ্গে। 'লেখাপড়া জানে না–না? তা হলে রানির কাছে সাহায্য চেয়ে কয়েক পৃষ্ঠা ভর্তি চিঠিটা লিখল কী করে? কে এই মেয়েলোক?' আঙুল তুলে মেয়েটাকে দেখাল সে, রাগে কাঁপছে তর্জনী।

ভয় পেয়ে এক-পা পিছিয়ে গিয়েছিলেন লর্ড সেনিশাল, এবার অপমানিত হওয়ার ভঙ্গি নিয়ে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করলেন:

'আমার সঙ্গে আপনি যে ভাষায় কথা বলছেন, মসিয়ো–'

'একশো বার বলব!' দাবড়ি দিল গাখনাশ, 'আরও খারাপ ভাষা যে ব্যবহার করিনি সেজন্যে ধন্যবাদ দিন নিজের কপালকে! গর্দভ কোথাকার! এই বদমাইশির কারণে চাকরিটাই খোয়াতে হবে আপনাকে, তা জানেন? এখানে অকর্মার ঢেঁকির মত সেনিশালের চেয়ারে বসে বসে কেবল চেকনা জমিয়েছেন শরীরে, ইয়া বড় একটা ভুঁড়ি বাগিয়েছেন: কিন্তু টেরও পাননি, এত আরাম-আয়েশে মগজের যে বারোটা বেজে গেছে। তা না হলে এমন নির্বোধের মত আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করতেন না।

'কী মনে করেছেন আপনি আমাকে? গরু চরাই মাঠে? চাষীর ঘর থেকে মুখে রসুনের গন্ধওয়ালা একটা মেয়েকে ধরে এনে মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাই বলে চালিয়ে দিলেই খুশি মনে তাকে নিয়ে চলে যাব প্যারিসে? ভেবেছেন হার ম্যাজেস্টিও আপনার ধোঁকাবাজি ধরতে পারবেন না? বলুন, মসিয়ো, জবাব দিন আমার প্রশ্নের। কতটা চালাক মনে করেন আপনি

নিজেকে?'

বিশাল ধড় নিয়ে ছোটখাট একটা পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে থাকলেন লর্ড সেনিশাল। জবাব খুঁজতে গিয়ে হাঁ হয়ে গেছে মুখ, কিন্তু বলার মত কিছুই পাচ্ছেন না হাতড়ে। তাঁকে ছেড়ে এবার মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল মসিয়ো গাখনাশ। ওর চিবুক ধরে মুখটা উঁচু করল, যাতে মেয়েটি তার চোখের দিকে তাকাতে বাধ্য হয়।

'কী নাম তোমার, বাছা?'

'মাখগো,' বলল মেয়েটা। দু'গাল বেয়ে নেমে এল দু' ফোঁটা জল।

'ঠিক আছে, তোমার কোনও ভয় নেই, মা। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে যাও।' ওর চিবুক ছেড়ে দিয়ে নরম গলায় বলল মসিয়ো গাখনাশ।

অবাক চোখে গাখনাশের মুখের দিকে চাইল মেয়েটা। যখন বুঝল, সত্যিই তাকে চলে যেতে দেবে লোকটা, তখন প্রায় দৌড়ে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। আর ভান করে লাভ নেই, বুঝে গেছেন লর্ড সেনিশাল, হেঁট মাথায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি ঘরের মাঝখানে।

'এবার, মাই লর্ড সেনিশাল,' দুই হাত কোমরে রেখে চাইল তাঁর দিকে মসিয়ো গাখনাশ, 'আর কী বলার আছে আপনার?'

শরীরের ওজন এক পা থেকে অন্য পায়ে নিলেন লর্ড সেনিশাল, চোখ তুলতে পারছেন না, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে থর-থর করে কাঁপছে তাঁর সর্বাঙ্গ। তিন-চারবার চেষ্টার পর গলা দিয়ে আওয়াজ ফুটল তাঁর।

'মম-মনে হচ্ছে, মসিয়ো, যে-মানে, আম-আম-আমাকে ঠকানো হয়েছে।'

'আমার তো মনে হলো, টার্গেটটা ছিলাম আমি।'

'হ্যাঁ!' ডুবন্ত মানুষ যেন আঁকড়ে ধরতে চাইছে খড়কুটো। 'ঠিক। আমাদের দুজনকেই ঠকানো হয়েছে!' এবার ব্যাখ্যা দিচ্ছেন তিনি, 'আপনার কথামত কালই আমি কোন্দিয়াকে গিয়ে অনেক ঝগড়া-ঝাঁটির পর মাহ্‌খিসের কাছ থেকে মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছি। বুঝতেই পারছেন, তাঁকে আমি চিনি না, তাই ওঁদের প্রতারণা ধরতে পারিনি।'

ঠাণ্ড চোখে তাকিয়ে থাকল মসিয়ো গাখনাশ। সেনিশালের একটি কথাও বিশ্বাস করেনি সে ভাবছে, আপাতত লোকটার কথা মেনে নেয়াই ভাল। তবে, বুঝতে পারল একে আর বাড়তে না দিয়ে সাইজ করে রাখা উচিত, নইলে আরও শয়তানি করবে লোকটা ভবিষ্যতে।

'মসিয়ো ল্য সেনিশাল,' রাগ সামলে নিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত গলায় বলল গাখনাশ, 'আপনার সপক্ষে বললে বলতে হয় আপনি নিতান্তই নির্বোধ একটি ছাগল, আর বিপক্ষে বললে বলতে হয় আপনি একজন প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক। আসলে ঠিক কোনটা, এই মুহূর্তে সে-সিদ্ধান্তে আমি আসতে চাইছি না।'

'মসিয়ো, আপনি যে-রকম অপমানজনক ভাষা-' গাখনাশের বাধা পেয়ে থেমে গেলেন তিনি।

'শোনেন, আমি যা বলছি, হার ম্যাজেস্টি রানির নামে বলছি। আপনি যদি কোন্দিয়াকের বিধবা স্ত্রীর সমর্থনে রানির বিরুদ্ধে আর একটি পা ফেলেন, আপনার সেনিশালশিপ তো যাবেই, গর্দানও যেতে পারে। অতএব একটু হুঁশ করে

চলবেন ভবিষ্যতে।

'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমাকেই যেতে হবে কোন্দিয়াকে। যদি ওখানে আমাকে বাধা দেয়া হয়, আমি সে-বাধা অতিক্রম করার জন্যে আপনার সাহায্য চাইব।

'একটা কথা মনে রাখবেন: রানির সঙ্গে প্রতারণায় আপনার কতটা যোগসাজশ আছে সে-ব্যাপারে এখনও আমি কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইনি। তবে ভবিষ্যতে আমি যদি আপনার তরফ থেকে সামান্যতম বেঈমানির আভাস পাই, আপনাকে গ্রেফতার করে প্যারিসে নিয়ে যেতে বাধ্য হব। মসিয়ো ল্য সেনিশাল, এবার তা হলে আপনার অনুমতি পেলে আমি বিদায় নিতে পারি।'

মসিয়ো গাখনাশ বিদায় নিতেই পরচুলা খুলে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিলেন লর্ড ত্রেসোঁ, তারপর তর্জনী বাঁকা করে ভুরু থেকে ঘাম ঝরালেন। ধুপধাপ পা ফেলে পায়চারি করছেন তিনি। গত পনেরো বছরে আজ পর্যন্ত কারও সাহস হয়নি তাঁর সঙ্গে এই সুরে কথা বলার। লোকটা তাঁর মুখের ওপর মিথ্যুক, বিশ্বাসঘাতক, বেঈমান বলে গেল; নির্বোধ, ছাগল বলে গেল; ভয়ঙ্কর সব হুমকি দিয়ে গেল—অথচ নীরবে সহ্য করতে হলো তাঁকে! খোদা! কীসে পরিণত হয়েছেন তিনি যে, প্যারিস থেকে ফালতু একটা লোক এসে এভাবে ধমক দিয়ে যায় তাঁকে?

প্রথমেই খুনের কথা মনে এল তাঁর। কিন্তু চিন্তাটা সরিয়ে দিলেন তিনি। এই লোককে শায়েস্তা করবেন তিনি অন্যভাবে। যে কাজে লোকটা এসেছে, সেটা কিছুতেই সফল হতে দেয়া যাবে না! খালি হাতে প্যারিসে ফিরে রানির ধমক খাওয়াতে হবে ওকে।

'ব্যাবিলাস!' হুঙ্কার ছাড়লেন তিনি।

ছুটে এল তাঁর সেক্রেটারি।

'অ্যাই, ব্যাটা! ক্যাপটেন দোভঁ সম্পর্কে কিছু ভেবেছিস?'

'জী, মসিয়ো। সকাল থেকে এই নিয়েই ভাবছি।'

'ভাল কথা। কী সিদ্ধান্তে পৌঁছলি শুনি?'

'কিছুই না, মসিয়ো।'

টেবিলের ওপর এত জোরে চাপড় মারলেন ত্রেসোঁ যে ছড়ানো কাগজের সব ধুলো ভেসে উঠল বাতাসে। 'কপাল আমার! কী সব অপদার্থ লোক এসে জুটেছে এখানে! তোমাকে কীজন্যে বেতন দেওয়া হয় শুনি? মগজ বলতে কিছু নেই? বুদ্ধি, কল্পনাশক্তি কিছুই নেই? এতক্ষণেও ভেবে বের করতে পারলে না কোন্ গোলমালের কারণে দোভঁকে মন্তেলিমা-য় পাঠানো যায়?'

সেক্রেটারিকে থরথর করে কাঁপতে দেখে যার-পর-নাই সন্তুষ্ট হলেন তিনি, কিন্তু সে-ভাব গোপন রাখলেন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'অলস, অকর্মার ঢেঁকি কোথাকার! সব কাজ আমাকেই করতে হবে? তা হলে আর তোদের পুষছি কী করতে? যাও, এক্ষুনি আঁসেলমেকে গিয়ে বলো, ক্যাপটেনকে ডেকে আনতে হবে আমার কাছে।'

কুর্নিশ করে ছুটল ব্যাবিলাস। যেন পালিয়ে বাঁচল

সেক্রেটারির উপর হম্বিতম্বি করে কিছুটা ধাতস্থ হলেন ত্রেসোঁ। রুমালটা

শেষবারের মত মুখ ও টাকের উপর বুলিয়ে নিয়ে পরচুলাটা আবার চাপালেন মাথায়।

দোভঁ যখন ঘরে ঢুকল, ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রায় দেবতার আসনে তুলে ফেলেছেন সেনিশাল। ভারিক্কি চালে বললেন, 'এই যে, দোভঁ, তোমার লোকজন সব তৈরি তো?'

'গত বত্রিশ ঘণ্টা ধরে তৈরি, মসিয়ো।'

'গুড তুমি ভাল সোলজার, দোভঁ। তোমার ওপর আস্থা রাখা যায়।'

বাউ করল দোভঁ। দীর্ঘদেহী, কর্মতৎপর, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর যুবক সে, চেহারাটা ভাল, চমৎকার কালো চোখ। বলল, 'ধন্যবাদ, মসিয়ো ল্য সেনিশাল।'

'একঘণ্টার মধ্যে সৈন্যদের নিয়ে মার্চ করে বেরিয়ে যাবে তুমি গ্রেনোবল্ থেকে, ক্যাপটেন। সোজা মন্তেলিমা জেলার পাহাড়ি অঞ্চলে গিয়ে তাঁবু ফেলবে। ওখানেই তোমার কাছে পৌঁছে যাবে আমার পরবর্তী নির্দেশ। ওখানকার জেলা প্রশাসনকে চিঠি লিখে নির্দেশ দিচ্ছি আমি, ওরাই তোমাকে দেখিয়ে দেবে কোথায় ক্যাম্প করলে ভাল হয়। দশ মিনিটের মধ্যেই তোমার হাতে চিঠিটা পৌঁছে দেবে ব্যাবিলাস। ওখানে গিয়ে আমার পরবর্তী নির্দেশ পৌঁছবার আগে পর্যন্ত তোমার কাজ হবে পাহাড়ি লোকগুলোর চালচলন ও হাবভাব আঁচ করা। বুঝতে পেরেছ?'

'পুরোপুরি না,' অকপটে স্বীকার করল দোভঁ।

'জানি আমি,' মাথা ঝাঁকিয়ে রহস্যময় হাসি হাসলেন সেনিশাল। 'তবে ওখানে যাওয়ার এক হপ্তার মধ্যেই টের পেয়ে যাবে তুমি। অবশ্য, এটা একটা ভিত্তিহীন খবর হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। কিন্তু রাজার স্বার্থে সতর্ক অবস্থান আমাদের নিতেই হবে, কিছু একটা ঘটে যাবার আগেই, তা-ই না? একটা কথা খেয়াল রেখো: একাজে গোপনীয়তা রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।'

লর্ড সেনিশালের কথা শুনে মনে হলো নিগূঢ় কোনও রহস্যের সন্ধান, কিংবা গোপন কোনও দুরভিসন্ধির আভাস পেয়েছেন তিনি, কিন্তু এইমুহূর্তে মুখ খুলছেন না। যদিও এই অসম্পূর্ণ তথ্যে সন্তুষ্ট হতে পারল না দোভঁ, বিনা প্রশ্নে আদেশ পালনের মিলিটারি ট্রেইনিং থাকায় গভর্নরের নির্দেশ মেনে নিতে পারল সহজেই আধঘণ্টার মধ্যেই ড্রাম বাজিয়ে, মার্চ করে গ্রেনোবল থেকে বেরিয়ে পড়ল ক্যাপটেন দোভঁর সৈন্যদল মন্তেলিমা-র পথে। পুরো দুই দিন লাগবে তার সেখানে পৌঁছতে।

চার

ক্যাপটেন দোভঁ যখন তার ট্রুপ নিয়ে গ্রেনোবলের পশ্চিম দিকে চলেছে, মসিয়ো দো গাখনাশ তখন তার সহচরকে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক উল্টোদিকে, ইসেখ উপত্যকা হয়ে কোন্দিয়াক দুর্গের উদ্দেশে। রোদ নেই, আকাশ ছেয়ে আছে নিচু মেঘে। হেমন্তের ভেজা-ভেজা, ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে আল্পস পর্বতমালা থেকে–মনে হচ্ছে

বৃষ্টি হবে।

এসবের কিছুই লক্ষ করছে না মসিয়ো দো গাখনাশ। তার মাথায় পাক খাচ্ছে দুপুরে লর্ড সেনিশালের কামরায় শোনা ও বলা কথাগুলো; সেই সঙ্গে আগামী সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য বাদানুবাদ।

'তুমি তো বিয়ে-পাগলা মানুষ, রাবেক,' হঠাৎ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল সে। 'দু-মাস আগে তো প্রায় করেই বসেছিলে! কী কষ্টই না হয়েছে আমার সেটা ঠেকাতে! তবে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় কাজটা আমি ঠিক করিনি। এই একটা ব্যাপারে তোমার কাছ থেকে আমার বা আমার কাছ থেকে তোমার কিছুই শেখার নেই। তবু আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা, কাজে লাগুক না-লাগুক, তোমার অন্তত জেনে রাখা ভাল। তুমি জানো, মেয়েমানুষ আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। ওরা আমার কাছে ঠিক প্লেগের মত, যে-কোনও ভাল কাজের বাধা। তুমি যা চাইবে, সে চাইবে ঠিক তার উল্টোটা; তুমি যদি ডাইনে যেতে চাও, সে চাইবে বামে যেতে। অনেক ভেবে-চিন্তে ওদের থেকে একশো হাত দূরে থাকব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি সেই প্রথম জীবনেই।

কিন্তু ফলাফল?'

গাল ফুলিয়ে আকাশের দিকে জোরে ফুঁ দিল গাখনাশ। করুণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ।

'দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! কোত্থেকে এক হারামজাদা কসাই এসে খুন করল আমাদের এত ভাল রাজাটাকে—চিরশান্তি হোক তাঁর আত্মার! এখন, তাঁর বড় একটা ছেলে থাকলে পারত না? না, তা-ও হবে না; যেটা আছে সেটা এতই ছোট যে রাজদণ্ড তুলে ধরার সাধ্যি নেই। কাজেই দায়িত্ব নিতে হলো রানিকে। কী দাঁড়াল তা হলে? সোলজার হিসেবে আমি রাষ্ট্রপ্রধানের, মানে আমাদের রাজার অধীন ছিলাম, আর এখন বিনা দোষে অধীন হয়েছি এক মহিলার।

'এই দুর্ভাগ্য মেনে নেয়া কঠিন, কিন্তু যা-ও বা মেনে নিয়েছিলাম, এই মহিলা দুনিয়ায় এত মানুষ থাকতে আমারই ওপর চাপালেন দোফিনির সমস্যা সমাধানের ভার। কীভাবে? একটা মেয়েকে উদ্ধার করে আনতে হবে তৃতীয় আরেক মেয়েমানুষের কব্জা থেকে! বোঝো এখন!

'গ্রেনোবল পর্যন্ত আসতে কী কষ্ট করেছি, তুমি তো জানোই; তুমিও আমার পাশে থেকে সমান কষ্ট করেছ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সামনে যে কষ্ট আছে সেটার কাছে ওসব কিছুই না। মেয়েমানুষ সংক্রান্ত প্রতিটি ব্যাপারই জঘন্য, অথচ, রাবেক, এদেরই একজনের জন্যে আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিলে তুমি!'

চুপ করে থাকল রাবেক। হয়তো কৃতকর্মের জন্য সে লজ্জিত বোধ করছে, কিংবা হয়তো মনিবের সঙ্গে একমত হতে পারছে না। টু শব্দটি করল না সে। বলে চলল মসিয়ো দো গাখনাশ:

'বিবাদটা কী নিয়ে? খেয়াল করো, রাবেক—বিবাহ!' খানিক হেসে নিল গাখনাশ। 'মেয়ে বিয়ে করতে চায় একজনকে, কিন্তু আরেক মেয়েলোক চায়: তাকে বিয়ে না করে সে বিয়ে করুক আরেক লোককে। জ্বালাতনটা দেখেছ? দুনিয়ার যত অশান্তি, বিদ্রোহ, বিপ্লব—সব কিন্তু এই মেয়েমানুষদের জন্যেই। অথচ

তারপরেও তুমি যাচ্ছিলে ওদেরই একজনকে বিয়ে করতে!'

হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল সে, 'মনে হচ্ছে সামনের নদীটা ঘোড়ায় চেপেই পেরোতে হবে।'

'এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু একটু আগে ওপাশে মনে হলো একটা ব্রিজ দেখেছি, মসিয়ো।'

ডানপাশে কিছুটা এগোতে সত্যিই নদী পেরোবার জন্য একটা সেতু পাওয়া গেল। ওখান থেকে পরিষ্কার দেখা গেল একটা টিলার মাথায় তৈরি করা ধূসর রঙের দুর্গটা। সেতু পেরিয়ে সামান্য ঢাল বেয়ে উপর দিকে উঠে এল ওদের ঘোড়া। দুর্গটা দুর্ভেদ্য দেখালেও চারপাশের পরিবেশটা বড়ই শান্ত ও স্নিগ্ধ মনে হলো মসিয়ো গাখনাশের কাছে। দুর্গের কিনার ধরে চারপাশে বেশ চওড়া একটা পরিখা রয়েছে। ড্রব্রিজটা নামানো দেখে, আর আশপাশে কাউকে না দেখে ব্রিজের উপর উঠে পড়ল ওদের ঘোড়া। কাঠের তক্তার উপর দুই ঘোড়ার আট পায়ের খটর-মটর আওয়াজ শুনে গেট হাউসের ভিতর নড়াচড়ার আভাস পাওয়া গেল।

মাস্কেট হাতে ওদের গতি রোধ করল সামরিক পোশাক পরা একজন মিলিটারি ও দারোয়ানের সঙ্কর। গাখনাশ তার নাম জানিয়ে বলল প্যারিস থেকে রানির বার্তা নিয়ে এসেছে মাদাম ল্য মাহ্‌খিসের সঙ্গে দেখা করতে। কথা শুনে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল গেট-কিপার। দুর্গের সামনে প্রশস্ত প্রাঙ্গণে ঘোড়া থেকে নামল ওরা। দেখল, কয়েকটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে আধা-সামরিক পোশাক পরা আরও কয়েকজন জোয়ান। বোঝা গেল, ভালই প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে এ দুর্গে। লাগামটা রাবেকের হাতে দিয়ে, তাকে ওখানেই অপেক্ষা করতে বলে দুর্গের ভিতর ঢুকল মসিয়ো গাখনাশ গেট-কিপারের পিছু পিছু। বামদিকের একটা দরজা দিয়ে ঢুকে প্যাসেজ পেরিয়ে অ্যান্টিরুম, তারপর কালো ওক কাঠের প্যানেল দেয়া, ম্লান আলোয় আলোকিত প্রশস্ত একটা হলরুমে নিয়ে এল লোকটা ওকে।

ওরা ঢুকতেই আগুনের সামনে শোয়া গাঢ় খয়েরি রঙের একটা হাউন্ড চাপা গর্জন ছাড়ল। ওটাকে উপেক্ষা করে ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল গাখনাশ। অপূর্ব সুন্দর করে সাজানো হল-রুমটা। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে প্রাচীন পোশাক পরা প্রয়াত কোন্দিয়াকদের পোর্ট্রেট, নানান ধরনের যুদ্ধাস্ত্র আর বর্ম। ঘরের মাঝখানে কালো ওকের লম্বা একটা টেবিল, পায়াগুলোর খোদাই করা নকশা দেখবার মত। টেবিলের ওপর তাজা গোলাপ দিয়ে সাজানো একটা ফুলদানি রাখা, সৌরভ ছড়িয়ে আছে সারা ঘরে।

এবার গাখনাশের চোখ পড়ল অল্পবয়সী একটা ভৃত্যের উপর। জানালার ধারে বসে একটা বর্ম পালিশ দিয়ে চকচকে করছে। গেট-কিপার না ডাকা পর্যন্ত চোখ তুলে তাকাল না সে।

'মাহ্‌খিসকে গিয়ে খবর দাও,' বলল গেট-কিপার, 'মসিয়ো দো গাখনাশ প্যারিস থেকে কুইন-রিজেন্টের বার্তা নিয়ে এসেছেন, দেখা করতে চান।'

উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। একই সঙ্গে আগুনের পাশে রাখা একটা পিঠ-উঁচু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল আরেকজন; চেয়ারটা এদিকে পিছন ফিরে থাকায় দেখা যায়নি এতক্ষণ। এ-ও অল্প-বয়সী, বিশ কি একুশ হবে বয়স; কালো চুল, কালো

চোখ আর অপূর্ব সুন্দর মুখশ্রী দেখে আন্দাজ করল গাখনাশ–এই তরুণটিই খুব সম্ভব মাখিয়ুস হবে। শিমারিং সিল্কের পোশাক তার পরনে, একটু নড়ে উঠলেই রঙ বদলায়–এই ছিল সবুজ, পরমুহূর্তে দেখায় গাঢ় লাল কিংবা বেগুনী।

পরস্পরকে 'বাউ' করে সম্মান জানাল ওরা–গাখনাশ একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, তবে তরুণটি সহজ আন্তরিকতার সঙ্গে।

'প্যারিস থেকে এসেছেন আপনি, মসিয়ো?' নরম, ভদ্র গলা: শিষ্টাচারে ত্রুটি নেই! 'দীর্ঘ, কঠিন পথ!'

কেন এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে, সে-কথা মনে পড়ে যাওয়ায় মেজাজ গরম হয়ে উঠতে যাচ্ছিল; নিজেকে সামলে নিল গাখনাশ। আর একবার মাথা ঝুঁকাল সে মৃদুহাসির সঙ্গে।

আগুনের ধারে একটা চেয়ার দেখিয়ে বসতে অনুরোধ করল তরুণ গাখনাশকে। জানাল, তার মা খবর পাওয়া-মাত্র এসে পড়বেন।

'আপনার কথা শুনে ধারণা করছি আপনি মসিয়ো মাখিয়ুস দো কোন্দিয়াক,' বলল গাখনাশ। 'আমার নামের একটা অংশ শুনেছেন গেট-কিপারের মুখে। পুরো নাম: মার্খতি মাখি রিগোবেয়া দো গাখনাশ।'

'আপনার কথা আগেই শুনেছি আমরা, মসিয়ো দো গাখনাশ,' পায়ের উপর পা তুলল মাখিয়ুস, লাল সিল্ক হয়ে গেল বেগুনী। দুই আঙুলে কান থেকে ঝুলন্ত একটা মস্ত মুক্তো নাড়াচাড়া করল। 'তবে আমরা ভেবেছিলাম এতক্ষণে প্যারিসের পথে রয়েছেন আপনি।'

'তা-ই বুঝি?' গম্ভীর কণ্ঠে বলল গাখনাশ, 'মাখ্‌গোকে নিয়ে?'

গাখনাশের বক্তব্যের তাৎপর্য টের পেল না মাখিয়ুস, কিংবা হয়তো মাখ্‌গো নামটা তার পরিচিত নয়: নিজের কথা বলে চলল, 'আমরা মনে করেছি, মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে রানির কাছে পৌঁছে দিতে আপনি নিজে সঙ্গে গেছেন। আপনার কাছে গোপন করব না, কোন্দিয়াকের ওপর যে দোষ চাপানো হয়েছে তাতে আমরা খুবই ব্যথিত হয়েছি। যা-ই হোক, রানির আদেশ সর্বদা শিরোধার্য–প্যারিসে যেমন, এখানেও ঠিক তেমনই।'

'কথাটা শুনে খুব ভাল লাগছে,' বলল গাখনাশ শুষ্ক কণ্ঠে। তারপর তরুণের দিকে ভাল করে চাইল। এবং প্রাথমিক ধারণাটা বদলাতে বাধ্য হলো। তরুণের ভুরুজোড়া পেনসিল দিয়ে আঁকা, চোখ দুটো নাকের বেশি কাছে, সুন্দর মুখে যুগপৎ নিষ্ঠুরতা, নীচতা ও দুর্বলতার স্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

সামান্য নীরবতা। তারপর একটা দরজা খোলার শব্দে দুজনেই উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

অপূর্ব সুন্দরী এক রমণী প্রবেশ করলেন কামরায়। আগে থেকে জানা থাকা সত্ত্বেও ছেলের সঙ্গে মায়ের চেহারার আশ্চর্য মিল দেখে অবাক না হয়ে পারল না মসিয়ো দো গাখনাশ। মহিলা বেশ হৃদ্যতার সঙ্গেই অভ্যর্থনা জানালেন তাকে। মাখিয়ুস তার মায়ের জন্য একটা চেয়ার এনে এমনভাবে রাখল, যাতে সবাই সবার মুখ দেখতে পায়। সম্ভাষণপর্ব শেষ হতে তিনজন এমন ভাবে আগুনের ধারে বসল, যেন কতদিনের বন্ধুত্ব তাদের মধ্যে।

আর কিছুটা কম বয়সী ও দুর্বলচিত্তের মানুষ হলে মহিলার অপরূপ সৌন্দর্য, ব্যবহারের মাধুর্য, নম্র-মিষ্টি গলার স্বর হয়তো তাকে সঙ্কল্প-দায়িত্ব-কর্তব্য থেকে টলিয়ে দিতে পারত; কিন্তু মসিয়ো দো গাখনাশ যেন পাথরের মূর্তি, ওসব দিকে খেয়ালই দিল না। কাজে এসেছে, কাজ সেরে ফিরে যেতে চায় সে যত দ্রুত সম্ভব—আগুনের ধারে বসে সারাদিন অর্থহীন গল্প করার মানুষই সে নয়। প্রথম সুযোগেই কাজের কথা পাড়ল:

'মাদাম, আপনার ছেলে মসিয়ো মাথিয়ুসের কাছে শুনলাম কী কাজে আমি দোফিনিতে এসেছি তা আপনাদের জানা আছে। কোন্দিয়াক পর্যন্ত আমার আসার কোনও ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু মসিয়ো দো ত্রেসোঁ, যাঁকে আমার প্রতিনিধি হিসাবে এখানে পাঠিয়েছিলাম, তিনি তাঁর দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ায় বাধ্য হয়েছি আমি নিজে এসে আপনাদের কষ্ট দিতে।'

'গভর্নরের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, আপনি বাধ্য হয়েছেন আমাদের কষ্ট দিতে—এসব একটু বেশি শক্ত কথা হয়ে গেল না, মসিয়ো?' যেন এসব কথায় আহত হয়েছেন এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুললেন মাহ্‌খিস চেহারায়।

'কথা আমার এইটাই,' বলল মসিয়ো গাখনাশ। 'তবে আপনি যদি অন্য কীভাবে বললে খুশি হবেন জানান, আমি না হয় সেই ভাবেই বলব।'

'অনেক ভাবেই বলা যেতে পারে,' বলে হাসলেন মহিলা। ঝিক্ করে উঠল সাদা দাঁত। 'তার আগে, মাথিয়ুস, বেনোয়াকে বলো, ওয়াইন পরিবেশন করুক। এতদূর আসতে বাধ্য হওয়ায় নিশ্চয়ই মসিয়ো দো গাখনাশের পিপাসা পেয়েছে।'

কথা বলল না গাখনাশ। এদের খাতির-যত্ন গ্রহণে আপত্তি আছে তার। তবে মুখের উপর বারণও তো করা যায় না, তাই চুপচাপ অপেক্ষা করছে, এরপর কী হয় দেখবে। আন্দাজ করল, ধূর্ত মহিলা বুঝে গেছে যে মোটা সেনিশাল নকল মেয়েটাকে গছাতে পারেনি ওর কাছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সাজিয়ে ফেলেছে আরেক কাহিনী।

'আমার মনে হয়, মসিয়ো,' একটু চুপ করে থেকে শুরু করলেন মাহ্‌খিস, ঘন, দীর্ঘ পাপড়ির নীচ দিয়ে চেয়ে রয়েছেন ওর দিকে, 'আমরা সবাই, মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইয়ের ব্যাপারটা তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি। মেয়েটা একটু একরোখা ও আবেগপ্রবণ; ঝোঁকের বশে হুট করে একটা কিছু করে বসে। তেমনি পরে আবার ভোগে তীব্র অনুশোচনায়। আসল ব্যাপার হলো, কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে ওর একটু কথা কাটাকাটি হয়েছিল—এ রকম তো সব পরিবারেই হচ্ছে হরহামেশা। কিন্তু রাগের মাথায় আমার অভিভাবকত্বে থাকবে না বলে চিঠি লিখে বসেছে ও রানির কাছে। তারপর থেকে ও যে কী ভয়ানক ভাবে পস্তাচ্ছে, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, মেয়েমানুষের মন—'

'কিচ্ছু জানি না,' বাধা দিয়ে বলে উঠল গাখনাশ। 'এই ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, মাদাম। বড় বড় পণ্ডিতরা সব মার খেয়ে যাচ্ছে, আমি কোন্ ছার!'

এমন ভাবে হেসে উঠলেন মাহ্‌খিস, যেন এটা বছরের সেরা কৌতুক। কিন্তু গাখনাশকে চুপ করে থাকতে দেখে থেমে গেলেন। ফিরে এসে মাথিয়ুসও বোকা

বনে গেল একজনকে হাসি-হাসি, অপরজনকে গম্ভীর দেখে।

'আমার মনে হচ্ছে, মাদাম, আপনি বলতে চাইছেন: অনুতপ্ত মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাই এখন আর প্যারিস যেতে চান না: কোন্দিয়াকে আপনার সস্নেহ আশ্রয়েই থাকতে চান।'

'আপনি ঠিকই বুঝতে পেরেছেন, মসিয়ে।'

'তা-ই যদি হয়,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল গাখনাশ, 'তা হলে কিছু ব্যাপার আবার বুঝতে পারা যায় না–'

চট্ করে মাখিয়ুসের চোখ গেল তার মায়ের দিকে, প্যারিস থেকে আসা বেয়াড়া লোকটাকে মা বাগে এনে ফেলেছে মনে করেছে–দৃষ্টিতে স্বস্তি। কিন্তু মাহ্খিস ঠিকই ধরতে পারলেন বিপদসঙ্কেত। চমকে চাইলেন তিনি গাখনাশের মুখের দিকে।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, মাদাম,' কথাটা শেষ করল মসিয়ো গাখনাশ, 'সেক্ষেত্রে এই মর্মে একটা মেসেজ না পাঠিয়ে, মসিয়ো দো ব্রেসোঁর সঙ্গে রান্নাঘর বা খেত-খামার থেকে একটা মেয়েকে ধরে এনে আমার কাছে মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাই হিসেবে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন কেন?'

হেসে উঠলেন মাহ্খিস। এই বেয়াড়া প্রশ্ন শুনে চিন্তিত হয়ে উঠছিল, কিন্তু মাকে হাসতে দেখে হেসে উঠল ছেলেও।

'ওটা একটা রসিকতা ছিল, মসিয়ো,' বললেন তিনি, যদিও পূর্ণ সচেতন, এর চেয়ে বাজে কৈফিয়ত আর হয় না।

'আমার অভিনন্দন, মাদাম,' বলল গাখনাশ। 'জেনে খুব খুশি হলাম। দোফিনিতে এমন রস-রসিকতা আশা করিনি আমি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হাসতে পারিনি। এই রসিকতা হার ম্যাজেস্টি পর্যন্ত পৌঁছলে তিনিও হাসতে পারতেন বলে মনে হয় না আমার। যা-ই হোক, এ-সব সামান্য ব্যাপার। আপনি যখন বলছেন যে, মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাই আপনার আশ্রয়েই সন্তুষ্ট; আমার সন্তুষ্ট না হওয়ার কোনও কারণ নেই।'

এই কথাই গাখনাশের মুখ থেকে শুনতে চাইছিলেন মাদাম, কিন্তু কথাগুলো ও যে ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল, তাতে উদ্বেগ সামান্যই কমল তাঁর। জোর করে হাসি ধরে রেখেছেন মুখে; সতর্ক, কালো চোখদুটিতে হাসির লেশমাত্র নেই।

'তার পরেও,' কথা শেষ হয়নি এখনও মসিয়ো গাখনাশের, 'আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন, এক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত সন্তুষ্টির কোনও মূল্য নেই: আমি হুকুমের চাকর মাত্র। তা যদি না হোত, তা হলে আপনাদের শান্তি ভঙ্গের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে এই মুহূর্তে আমি বিদায় নিতাম।'

'কী যে বলেন, মসিয়ো–'

'কিন্তু রানির প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি যখন, তাঁর নির্দেশ মানতে হবে আমার; আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে, মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে প্যারিসে পৌঁছে দিতে হবে। এর মধ্যে মাদামোয়াযেল মত পরিবর্তন করেছেন কি না, তিনি আসলে কী চান–এসব প্রশ্নের কোনও অবকাশ নেই। এই দীর্ঘ যাত্রা এখন যদি তাঁর অপছন্দ হয়, তিনি আপনাকে বা আমাকে দোষ দিতে পারবেন না; তিনি

নিজেই বালখিল্যতার বশে এই অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর আপত্তি বর্তমানে মূল্যহীন। কথা হচ্ছেঃ রানি তাঁকে প্যারিসে চান, একজন অনুগত প্রজা হিসেবে রানির আদেশ তাঁকে মান্য করতেই হবে; রানির অনুগত প্রজা হিসেবে আপনারও উচিত তাঁকে এই আদেশ মানতে বাধ্য করা।

'কাজেই, মাদাম, আপনার ওপর নির্ভর করছি আমি। আপনি দয়া করে নিজ প্রভাব বিস্তার করে, তাঁকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে আগামী কাল দুপুরে যাত্রার জন্যে তৈরি করে রাখবেন। ইতিমধ্যেই একটা দিন নষ্ট হয়ে গেছে, মাদাম, আপনার–ইয়ে, রসিকতার জন্যে। রানি তাঁর কর্মচারীদের কাছ থেকে ঝটপট কাজ চান।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিলেন বিধবা। কামড়ে ধরে আছেন নীচের ঠোঁট। এ-লোক গর্দভ সেনিশাল নয়, বুঝে গেছেন তিনি পরিষ্কার। তাঁর ছল-চাতুরী, তাঁর মিথ্যাচার–কিছুই এই লোকের টের পেতে বাকি নেই। তাঁরই অস্ত্র দিয়ে ঘায়েল করা হয়েছে তাঁকে, বন্ধ করে দেয়া হয়েছে জবান। এই পর্যায়ে আলোচনায় যোগ দিল মাখিয়ুস।

'মসিয়ো,' ভুরু কুঁচকে চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আপনি যা করতে চাইছেন, সেটা রানির জুলুমবাজি।'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গাখনাশ। পালিশ করা মেঝের ওপর দিয়ে খড়খড় শব্দ তুলে পিছিয়ে গেল চেয়ারটা।

'কী বললেন, মসিয়ো?' জ্বলন্ত চোখে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল গাখনাশ মাখিয়ুসকে। কথাটা আরেকবার উচ্চারণ করলেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবে।

হেসে উঠলেন মাহ্‌খিস।

'বঁ দিউ! কী বলছ তুমি মাখিয়ুস? বোকা ছেলে কোথাকার! আপনি, মসিয়ো দো গাখনাশ, অনুরোধ করছি, দয়া করে ওর কথা ধরবেন না। এখানে, রাজধানী থেকে এত দূরে দোফিনির এক প্রান্তে খোলামেলা, স্বাধীন পরিবেশে বড় হয়ে ওঠায় অনেক সময় বুঝতেই পারে না ও কোন্ কথাটা অসঙ্গত, অসমীচীন।'

মাহ্‌খিসের কথা মেনে নিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল গাখনাশ।

এমনি সময়ে ট্রে-তে করে কিছু মিষ্টান্ন, ফল আর মদের বোতল, বিকার ও গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকল দু'জন পরিচারক; সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল টেবিলের উপর। বিধবা মাহ্‌খিস উঠে দাঁড়িয়ে পরিবেশনের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন দেখে কুর্নিশ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ভৃত্যরা।

'আমাদের কোন্দিয়াকের ওয়াইন একটু চেখে দেখবেন না, মসিয়ো?'

রাজি হলো গাখনাশ, ধন্যবাদ জানাল; লক্ষ করল তিনটে বিকার-এ মদ ঢাললেন মাহ্‌খিস–একটা ওর জন্য, একটা নিজের জন্য এবং একটা ছেলের জন্য। প্রথম পাত্রটা নিজ হাতে এনে দিলেন তিনি ওকে, মাথা ঝুঁকিয়ে সেটা নিল গাখনাশ। এবার মিষ্টির প্লেটটা এগিয়ে দিলেন তিনি টেবিলের উপর। একটা মিষ্টি নেবে বলে মদের গ্লাসটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল গাখনাশ, একটা হাত ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে সে; কারণ দস্তানা পরা বাম হাতে রয়েছে রাইডিং হেলমেট ও চাবুক।

মাহ্‌খিসকে একটা মিষ্টি তুলে ছোট্ট কামড় দিতে দেখে গাখনাশ তার পাশের

মিষ্টিটা তুলে নিল হাতে। ধমক খাওয়ার পর থেকে মুখ গোমড়া করে আগুনের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মাখিয়ুস, দুই হাত পিছনে বাঁধা।

'মসিয়ো,' বললেন মাহ্‌খিস, 'আপনার কী মনে হয়, আমি যা বলেছি সেই একই কথা মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাই যদি আপনাকে বলে, যদি নিজ মুখে এখানে থাকার ইচ্ছে প্রকাশ করে; তা হলে কি আমাদের প্রস্তাব আপনার পক্ষে মেনে নেয়া সম্ভব?'

ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে মাহ্‌খিসের দিকে চাইল গাখনাশ, ঝকঝকে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। 'আরেকটা রসিকতার কথা ভাবছেন বুঝি, মাদাম?'

হেসে উঠলেন মাহ্‌খিস। 'মঁ দিউ! না, মসিয়ো—আর না! ইচ্ছে করলে ওর সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন আপনি।'

যেন খুব চিন্তায় পড়ে গেছে, এমনি ভঙ্গিতে ফায়ারপ্লেসের সামনে কিছুক্ষণ পায়চারি করল গাখনাশ, তারপর বলল, 'এর ফলে আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হবে, এমন কোনও কথা আমি এখুনি দিচ্ছি না; তবে, হ্যাঁ, মাদামোয়াযেলের সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে আমি সম্মানিত বোধ করব। কিন্তু, আর কোনও ছল-চাতুরী বা অভিনয় নয়, মাদাম, প্লিজ!'

'সে-ভয় পাবেন না।'

বলে দরজার কাছে গিয়ে হাঁক ছাড়লেন মাহ্‌খিস, 'গ্যাসতঁ, ওপরে গিয়ে মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে বলো: আমি এখানে ডাকছি। এক্ষুনি।'

চোখ-কান খোলা রাখল গাখনাশ। ছেলেটাকে বিধবা মাহ্‌খিস ফিসফিস করে কিছু বলে কি না, কিংবা কোনওরকম ইশারা করে কি না খেয়াল করল। কিন্তু সে-রকম কিছু টের পাওয়া গেল না।

টেবিলের অন্যপাশে চলে এসেছে মসিয়ো গাখনাশ, আনমনে হাত বাড়িয়ে মাখিয়ুসের জন্য ঢালা বিকারটা তুলে নিল সে, মাদামকে টোস্ট করে চুমুক দিল। টেবিলের দিকে একবার নজর বুলিয়েই টের পেয়ে গেলেন মাহ্‌খিস গাখনাশের সন্দেহ।

খোদা! কী রকম লোক! এতই সতর্ক যে, সামান্যতম ঝুঁকিও নিচ্ছে না! এটা বুঝতে পেরে মন খারাপ হয়ে গেল মাহ্‌খিসের। মেয়েটাকে কোন্দিয়াকে রেখে দেয়ার শেষ উপায় হিসাবে যা ভেবে বের করেছিলেন, তার কার্যকারিতা সম্পর্কে এখন সন্দেহ হচ্ছে। যে-লোক এত সাবধান, সে কি এখন থেকে নিরাপদে বেরোবার ব্যবস্থা না করেই বোকার মত একা ঢুকে পড়েছে কোন্দিয়াকে?

এবার সত্যিই ভয় পেলেন মাহ্‌খিস। তবে মদের পাত্র বদল করতে দেখে ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসিও ফুটল তাঁর। গাখনাশের জন্য ঢালা মদের গ্লাসটা তুলে এগিয়ে দিলেন তিনি তাঁর ছেলেকে।

'কী হলো, মাখিয়ুস, চুমুক দিচ্ছ না যে?' বললেন মাহ্‌খিস।

মায়ের চোখে আদেশের ভাব দেখে বিকার নিয়ে লম্বা একটা চুমুক দিল মাখিয়ুস। মাহ্‌খিসের ঠোঁটের হাসিতে গাখনাশের সন্দেহের প্রত্যুত্তর।

এমন সময় খুলে গেল হলঘরের দরজা। ঘরে ঢুকল আঠারো-উনিশ বছরের ফুটফুটে সুন্দর এক মেয়ে।

পাঁচ

'আমাকে ডেকেছেন, মাদাম,' প্রশ্ন নয়, বিবৃতি। এতেই অনেকটা বোঝা হয়ে গেল মসিয়ো গাখনাশের। গলাটা মিষ্টি, মোলায়েম; কিন্তু তাতে মাদামের প্রতি শীতল একটা অসন্তোষ স্পষ্ট।

মাহ্‌খিসের কানেও ধরা পড়ল ব্যাপারটা। মুহূর্তে বুঝতে পারলেন, এত বেশি আত্মবিশ্বাস তাঁর বিপদ ডেকে আনতে পারে। ভ্যালেরিকে কিছুতেই এই লোকটার সামনে আসতে দেয়া উচিত হয়নি। তিনি যে ভ্যালেরির কোন্দিয়াকে থাকতে চাওয়ার ব্যাপারে সত্যি কথাই বলেছেন, এটা ছিল এই ধূর্ত লোকটাকে সেকথা বোঝানোর শেষ চেষ্টা গাখনাশ এসেছে, এই খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কী ঘটতে চলেছে আঁচ করে নিয়ে তিনি মেয়েটিকে ধমক-ধামক দিয়ে বলে এসেছেন, তাকে নীচে ডাকা হতে পারে। ডাকা হলে তার ওই লোকটাকে বলতে হবে, এখন সে আর রানির আশ্রয় চায় না, এখানেই থাকতে চায়। এ-নির্দেশ মাদামোয়াযেল বিরক্তির সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করায়, হুমকির আশ্রয় নিয়েছেন মাদাম।

'তুমি যা ভাল মনে করো, তাই করবে,' গলায় মধু ঢেলে তিনি শাসিয়েছেন, 'তবে যা বলেছি তা যদি না করো, জেনে রাখো, আজ সূর্য ডোবার আগেই মাখিয়ুসকে বিয়ে করতে বাধ্য হবে তুমি। তোমার মতামতের ধার ধারা হবে না। মসিয়ো গাখনাশ একা এসেছে এখানে, হয় সে একাই ফিরবে, নয়তো কোনদিনই ফিরবে না। তোমার জানা আছে, কোন্দিয়াকে যথেষ্ট লোক-লস্কর আছে; আমার নির্দেশ পেলে যা বলব তা-ই করবে তারা।

'তুমি হয়তো ভাবতে পার, এই লোকটা লোকজন নিয়ে ফিরে আসবে তোমাকে সাহায্য করতে হয়তো আসবে; কিন্তু যখন আসবে, ততক্ষণে তুমি মাখিয়ুসের বউ; এই লোক ফিরে এলেও তোমার কোনও উপকার হবে না।'

এই ভয়ঙ্কর হুমকিতে দমে গেল অসহায় ভ্যালেরি। বাঁচার কোনও পথ না পেয়ে জিজ্ঞেস করল:

'আর যদি আপনার কথা শুনি, মাদাম? যদি ওই ভদ্রলোককে বলি আমি আর রানির আশ্রয় চাই না—তা হলে কী হবে?'

মুহূর্তে ভোল পালটে গেল মাহ্‌খিসের। আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে মেয়েটির কাঁধে চাপড় দিলেন তিনি। 'তা হলে কোনও রকম জোর বা জুলুম করা হবে তোমার ওপর; যেমন ছিলে, তেমনি থাকবে তুমি এখানে, ভ্যালেরি।'

'আপনি বলতে চান, এতদিন কোনও জোর-জুলুম করা হয়নি আমার ওপর?' জানতে চাইল মেয়েটা।

'অতি সামান্য,' বললেন বিধবা। 'ধরতে গেলে কিছুই না। জোর-জুলুম কতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারে সে সম্পর্কে কোনওই ধারণা নেই তোমার, বাছা। আমরা এতদিন তোমার কীসে মঙ্গল হবে, শুধু সেটুকুই বোঝাবার চেষ্টা করেছি,

বুদ্ধিমতীর মত সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছি। ভবিষ্যতেও এর বেশি আর কিছু ঘটবে না, যদি নীচে ডাকা হলে আমি যা বলতে বলেছি সেই কথা বলো তুমি ওই লোকটাকে। আর তা যদি না বলো, খেয়াল রেখো, আজ সন্ধের আগেই বিয়ে করতে হবে তোমার মাখিয়ুসকে।'

ভ্যালেরির উত্তর শোনার জন্য অপেক্ষা করেননি তিনি আর, তাতে দুর্বলতা প্রকাশ পেতে পারে। মেয়েটির কলজে কাঁপিয়ে দিয়ে সগর্বে নেমে এসেছেন তিনি একগুঁয়ে প্যারিযিয়ান লোকটার মোকাবিলা করতে।

কিন্তু এখন, মেয়েটির শীতল কণ্ঠ, আর চেহারায় সঙ্কল্পের ছাপ দ্বিধায় ফেলে দিয়েছে তাঁকে। ভাবছেন, আর একটু অপেক্ষা করে মেয়েটির শেষ কথাটা শুনে আসা বোধ হয় উচিত ছিল।

উদ্বিগ্ন চোখে গাখনাশের দিকে চাইলেন তিনি। লোকটার স্থির দৃষ্টি মেয়েটির ওপর নিবদ্ধ। দেখছে: মোটামুটি লম্বাই মেয়েটি, তবে শোকের কালো পোশাক পরায় আরও লম্বা দেখাচ্ছে; মুখটার আকৃতি ডিমের মত, কিন্তু একটু যেন ফ্যাকাসে: খাড়া নাক, হালকা বাদামি রঙের আয়ত চোখ, কোমর পর্যন্ত লম্বা ঘন বাদামি চুল, সেই সঙ্গে দুধ-সাদা গায়ের রঙ—কিছুই গাখনাশের চোখ এড়াল না। পরিষ্কার বুঝতে পারল সে, এই অভিজাত চেহারা নকল করার উপায় নেই, এই মেয়ে সত্যিই ভ্যালেরি দো লা ভোভ্রাই

মাদামের ইঙ্গিত পেয়ে এগিয়ে এল মেয়েটা। ব্যস্ততার সঙ্গে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল মাখিয়ুস, বন্ধ করে দিল দরজাটা।

শান্ত ভঙ্গিতে বসল মেয়েটা, বাইরে থেকে কারও বোঝার সাধ্য নেই, কী চলছে তার মনের ভিতর তাকে উদ্ধার করার জন্য রানির পাঠানো লোকটার দিকে আড়চোখে চাইল সে।

গাখনাশের চেহারা একটুও উদ্ধারকারী নায়কের মত নয়। মেয়েটি দেখল: উঁচু চোয়াল, খাড়া নাক, ঘন গোঁফ ও তীক্ষ্ণ ছুরির মত চোখওয়ালা লম্বা এক লোক চেয়ে আছে তার দিকে।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা নামল ঘরে তারপর কথা বলে উঠল মাখিয়ুস। বলল, 'মসিয়ো দো গাখনাশ বিশ্বাস করতে চাইছেন না যে সত্যিই তুমি এখন আর আমাদের ছেড়ে যেতে চাও না।'

কথা বলল না ভ্যালেরি, তার দৃষ্টি চট করে চলে গেল মাদাম মাহুখিসের মুখের উপর, দেখল সেখানে মুহূর্তের জন্য ভ্রূকুটি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। নীরবতা লক্ষ করল গাখনাশ, পৌঁছে গেল আপন সিদ্ধান্তে।

'সেইজন্যেই ডেকে আনা হয়েছে তোমাকে, ভ্যালেরি,' ছেলের কথার সূত্র ধরে বললেন বিধবা মাহুখিস, 'যাতে কথাটা যে মিথ্যা নয়, সে ব্যাপারে তুমি তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারো।'

তাঁর কণ্ঠস্বরের কাঠিন্য, কিছুক্ষণ আগের হুমকির কথা মনে পড়িয়ে দিল; গাখনাশের কানেও একটু বেসুরো ঠেকল কণ্ঠটা, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারল না কেন এমন লাগল।

মেয়েটা উত্তর দিতে পারছে না। গাখনাশের ঝকঝকে, তীক্ষ্ণ চোখের দিকে

তাকিয়ে চট্ করে দৃষ্টি সরিয়ে নিল ভয়ে। তার মনে হলো লোকটা তার মনের কথা পড়তে পারছে, অন্তরের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার। হঠাৎ ওর মনে হলো, তা-ই যদি হয়, তা হলে ও সত্যি বলল কি মিথ্যে বলল—কী এসে যায়? লোকটা তো বুঝেই নেবে সব।

'হ্যাঁ, মাদাম,' অভিব্যক্তিহীন কণ্ঠে বলল সে অবশেষে। 'হ্যাঁ, মসিয়ো মাদাম যা বলছেন, কোন্দিয়াকেই আমার থাকার ইচ্ছা।'

দুই কদম দূরে দাঁড়ানো মাহ্খিসের নিঃশ্বাসের শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল মসিয়ো দো গাখনাশ। কিছুই এড়াচ্ছে না ওর চোখ বা কান। শব্দ শুনে মনে হলো ওটা মাহ্খিসের স্বস্তির প্রকাশ। খেয়াল করল এক-পা পিছিয়ে গেলেন মহিলা যেন আনমনে। গাখনাশ বুঝতে পারল, মাথা না ঘুরিয়ে ও যাতে তাঁর মুখ দেখতে না পায়, সেটা নিশ্চিত করতেই মাহ্খিস সরে গেলেন। গাখনাশও আনমনে সরে গেল এক-পা, যাতে চোখ তুললেই দেখা যায় মাহ্খিসের চেহারা। কিন্তু তাকাল না, কথা বলল ভ্যালেরির উদ্দেশে।

'মাদামোয়াযেল, হুট করে রানিকে চিঠি লিখে এখন এভাবে আপনার মত পালটে ফেলাটা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। আমি একজন বোকা-সোকা, অল্পবুদ্ধির মানুষ, মাদামোয়াযেল, সামান্য এক মাথা-মোটা সোলজার, হুকুম মানাই যার কাজ—চিন্তা করবার অনুমতি নেই। আমার ওপর আপনাকে প্যারিসে নিয়ে যাবার হুকুম জারি করা হয়েছে। আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা সে-সময় বিবেচনায় আনা হয়নি। আমি জানি না, আপনার এই মত পরিবর্তনের কথা জানলে রানি আমাকে কী করতে বলতেন; এমন হতেই পারে যে, তিনি আপনার ইচ্ছা মেনে নিয়ে আপনাকে এখানে রেখে হয়তো আমাকে ফিরে যেতে বলতেন কিন্তু আমি তো আর রানির মনের কথা আন্দাজ করার অধিকার রাখি না। আমাকে তাঁর হুকুম মেনে চলতে হবে। সেই হুকুম অনুযায়ী একটি কাজই করার আছে আমার, সেটা হচ্ছে, আপনাকে অনুরোধ করা: মাদামোয়াযেল, এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিন।'

ভ্যালেরির চেহারা থেকে একটা ছায়া যেন সরে গেল, রঙ ফুটল ফ্যাকাসে গালে; তাই দেখে টের পেল মসিয়ো গাখনাশ, যা সন্দেহ করেছিল সেটাই সত্য।

'কিন্তু, মসিয়ো,' বলল মাখিয়ুস, 'আপনার বোঝা উচিত যে, রানি ওই হুকুম দিয়েছিলেন মাদামোয়াযেলের ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে গিয়ে; এখন যখন তাঁর ইচ্ছার পরিবর্তন হয়েছে, সেটাকে মর্যাদা দেয়ার জন্যে হার ম্যাজেস্টির হুকুমেরও নিশ্চয়ই পরিবর্তন হবে।'

'আপনি স্বাধীন মানুষ, তাই ব্যাপারটা খুব সহজেই বুঝতে পারছেন, মসিয়ো; কিন্তু আমি তো হুকুমের চাকর, দুঃখের বিষয়, আমি পারছি না। আমাকে চালায় ওপরওয়ালার আদেশ-নির্দেশ।' মেয়েটির দিকে ফিরল গাখনাশ, 'মাদামোয়াযেল কি আমার সঙ্গে একমত?'

ঠোঁট ফাঁক হলো, দৃষ্টিতে ফুটল আগ্রহের আলো, কিছু একটা বলতে যাচ্ছে মেয়েটি: পরমুহূর্তে দপ করে নিভে গেল যেন বাতিটা, আগের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল চেহারা। চুপ হয়ে গেল সে। কারণটা বোঝার জন্য আড়চোখে মাহ্খিসের

মুখের দিকে চাইল গাখনাশ–ভুরু কুঁচকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রয়েছেন মহিলা ভ্যালেরির দিকে। মাথায় রক্ত চড়ে যেতে চাইল গাখনাশের।

মহিলার দিকে ফিরল গাখনাশ। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মাদাম ল্য মাহ্‌খিস, আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি: আপনি মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইয়ের সঙ্গে আমার কথা বলার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমি তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।'

গাখনাশের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে প্রথমদিকে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন বিধবা মাহ্‌খিস, কিন্তু কথার শেষটুকু শুনে হাঁফ ছাড়লেন স্বস্তির। হেসে উঠে বললেন, 'আপনি ভুল করছেন, মসিয়ো। একবার রসিকতা করায় আপনি মনে করেছেন–'

'না, না,' বাধা দিল গাখনাশ। 'আপনি ভুল বুঝছেন আমাকে, মাদাম। আমি বলছি না যে, ইনি মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাই নন। আমি বলছি–' এই পর্যন্ত বলে থামল সে এতক্ষণ পরিস্থিতি বুঝে সতর্কতার সঙ্গে উপযুক্ত কথা বলে এসেছে সে, কিন্তু এখন ঠিক কীভাবে ভদ্রতা বজায় রেখে কর্কশ কথাটা বলবে বুঝে পাচ্ছে না। এবং পাচ্ছে না বলেই রেগে উঠল সে ভিতর ভিতর। আর একবার রাগ মাথায় উঠে গেলে কোনও হুঁশ থাকে না গাখনাশের, ফলে বাকি ঘটনা ঘটে গেল খুব তাড়াতাড়িই। ওর চরিত্রের এই একটি দোষের কারণে জীবনে উন্নতি করতে পারেনি ও। শেয়ালের মত কৌশলী, সিংহের মত সাহসী, চিতার মত ক্ষিপ্র, গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান মানুষ হওয়া সত্ত্বেও অতীতে দশ বারোটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রায় সমাধা করে আনার পরেও ভেস্তে গেছে শুধু ওর ভয়ঙ্কর মেজাজের কারণে। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে যাচ্ছে টের পেল সে কান গরম হয়ে উঠছে দেখে। ক্রোধের অন্ধকারে হারিয়ে যাবার আগে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল সে একবার। পরমুহূর্তে ঘটল প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

গাখনাশের মুঠি পাকানো হাত প্রচণ্ড বেগে নেমে এল ওক কাঠের টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে উল্টে গেল দামি মদের বোতল, স্রোতধারার মত কয়েকটা সরু নদী চলল কিনারার দিকে। আঁৎকে উঠল সবাই, সবার চেয়ে বেশি ভয় পেয়েছে মাদামোয়াযেল।

'মাদাম!' হুঙ্কার ছাড়ল গাখনাশ, 'পুতুলনাচ নাচাচ্ছেন, তা-ই না? নাচ যথেষ্ট হয়েছে, আর না! এবার আমি হাঁটব। বলা বাহুল্য, প্যারিসের পথে, এবং মাদামোয়াযেলকে সঙ্গে নিয়েই।'

'মসিয়ো, মসিয়ো!' চেঁচিয়ে উঠে ওর পথ আটকালেন মাহ্‌খিস। কাঁপছে মাখিয়ুস, ভয় পাচ্ছে, এই বুঝি তার মায়ের গায়ে হাত তুলে বসল খেপা লোকটা।

'যথেষ্ট শুনেছি,' ধমকে উঠল গাখনাশ। 'আর একটি কথাও না! এই মুহূর্তে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি মাদামোয়াযেলকে নিয়ে এখানকার কেউ যদি বাধা দেয়ার জন্যে একটা আঙুলও তোলে, কসম খোদার, জীবনে আর কাউকে বাধা দেয়ার উপায় থাকবে না তার। কেউ যদি আমার গায়ে হাত দেয়, একটা তলোয়ার যদি খাপমুক্ত হয়: শপথ করে বলছি, মাদাম, ফিরে এসে ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমি এই নোংরা আবর্জনার আস্তানা!'

রাগের মাথায় স্বভাবসুলভ সতর্কতা খুইয়ে বসেছে গাখনাশ। খেয়াল করল না

মাখিয়ুসের প্রতি মাহ্‌খিসের ইশারা, লক্ষ করল না ধীর পায়ে ওর দরজার দিকে এগোলো। বলেই চলেছে:

'নিজে মেয়েমানুষ হয়েও বাচ্চা একটা মেয়ের সর্বনাশ করতে বাধছে না আপনার! মিষ্টি-মিষ্টি কথা, মধুর হাসি, আর সেই সঙ্গে চোখ পাকিয়ে ভ্রূকুটি! এতই সম্পত্তির লোভ যে, কাণ্ডজ্ঞান, নীতিজ্ঞান সব হারিয়ে বসে আছেন! সরে যান সামনে থেকে!' মাহ্‌খিসের নাকের সামনে আঙুল তুলে নাচাল গাখনাশ। 'পথ ছাড়ুন!'

'ঠিক আছে, মসিয়ো,' মাহ্‌খিসের ঠোঁটে শীতল বিদ্রূপ। 'আপনি ঝগড়াই যখন চাইছেন, আপনার সে-সাধ মিটিয়ে দেয়া হবে।'

এই একটি বাক্য মুহূর্তে ঠাণ্ডা করে দিল গাখনাশের নিয়ন্ত্রণহীন মেজাজ। চট্ করে চারদিকে নজর বুলাল সে। দেখল কখন যেন বেরিয়ে গেছে মাখিয়ুস ঘর থেকে। উঠে দাঁড়িয়ে আকুল মিনতি ভরা দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে মাদামোয়াযেল।

কী করে বসেছে টের পেয়ে নীচের ঠোঁটের কোনা কামড়ে ধরল গাখনাশ। ক্রোধের বশে গর্দভের মত এখান থেকে বেরোবার সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। যদি রানির আদেশ, হুকুমের চাকর—হাসিমুখে এইসব যুক্তি আঁকড়ে ধরে থাকত; তা হলে বড়জোর ওর ঘাড়টা ধরে বের করে দিত এরা; পরে এক হাজার সৈন্য নিয়ে ফিরে আসতে পারত সে।

সন্দেহ নেই, ওই মেয়েলি-তরুণকে লোক ডেকে আনাতে পাঠানো হয়েছে। ভ্যালেরির সামনে গিয়ে দাঁড়াল গাখনাশ।

'তুমি তৈরি তো, মাদামোয়াযেল?' জিজ্ঞেস করল ও নরম গলায়। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, নিজের দোষে যে বিপদ সে ডেকে এনেছে, মেয়েটি যদি ওর সঙ্গে যেতে চায়, তা হলে প্রয়োজনে সেই বিপদেই ঝাঁপ দেবে সে বীরের মত। মৃত্যু তো একবারই হয়; হলে হবে।

মেয়েটি দেখল, শান্ত হয়ে গেছে মসিয়ের রাগ; কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়নি তার সিদ্ধান্তে। আশার আলো জ্বলে উঠল ওর দুই চোখে।

'আমি তৈরি, মসিয়ো,' সাহসের সঙ্গে বলল ভ্যালেরি এক-পা সামনে এগিয়ে। 'কিছু সঙ্গে নেয়ার দরকার নেই, এভাবেই যাব!'

'চলো তা হলে, খুকি; খোদার নাম নিয়ে রওনা হয়ে যাই।'

দরজার দিকে এগোল ওরা, বিধবা মাহ্‌খিসের দিকে তাকাল না একবারও। আগুনের পাশ থেকে উঠে আসা হাউন্ডের মাথায় চাপড় দিচ্ছেন তিনি পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। নীরবে দেখছেন ওদের চলে যাওয়া; ফরসা মুখে নিষ্ঠুর হাসি

বুটের শব্দ শোনা গেল, তারপর অ্যান্টিরুমের ওদিক থেকে কয়েকজনের চেঁচামেচির আওয়াজ। দড়াম করে খুলে গেল হলরুমের ভারী দরজা, খোলা তলোয়ার হাতে কামরায় ঢুকল ছয়-সাতজন লোক, ওদের পিছু পিছু আসছে মাখিয়ুস।

ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেল ভ্যালেরি, দুই হাত দুই গালে। দুই চোখ বিস্ফারিত!

সড়াৎ শব্দে খাপ থেকে বেরিয়ে এল গাখনাশের তলোয়ার, দাঁতে দাঁত চেপে ছোট্ট একটা গালি দিয়ে তৈরি হয়ে দাঁড়াল সে আত্মরক্ষার জন্য। ওর অগ্নিমূর্তি দেখে থমকে গেল লোকগুলো। তাড়া দিল মাখিয়ুস পিছন থেকে, যেন কুকুর লেলিয়ে দিচ্ছে। আঙুল তুলে দেখাচ্ছে গাখনাশকে। রাগে জ্বলজ্বল করছে চোখ।

'ঝাঁপিয়ে পড়ো! নামিয়ে দাও ওর কল্লাটা!'

এগোল ওরা; কিন্তু মাদামোয়াযেলও এগোল একই সঙ্গে। এক লাফে ওদের তলোয়ারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে:

'খবরদার! না, এগোবে না তোমরা!' ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে মেয়েটির মুখ। 'খুন, এ ব্রেফ খুন! কুকুরের দল!'

বাচ্চা মেয়েটা তাকে বাঁচাবার জন্য কেমন ভাবে লাফিয়ে এসে খোলা তলোয়ারের সামনে দাঁড়াল, সে দৃশ্যটা চিরস্থায়ী হয়ে গেল গাখনাশের মনে।

'মাদামোয়াযেল,' বলল সে শান্ত গলায়, 'একটু সরে দাঁড়াও। আমার আগে ওদের কয়জন খুন হয় দেখো।'

কিন্তু সরল না মেয়েটা। দেরি দেখে হাত মুঠো পাকিয়ে ঝাঁকাচ্ছে মাখিয়ুস। বিধবা মাহ্‌খিস হাসিমুখে চেয়ে রয়েছেন এদিকে, আস্তে আস্তে চাপড় দিচ্ছেন কুকুরের মাথায়। ঘাড় ফিরিয়ে তাঁর প্রতি অনুবেদন জানাল মাদামোয়াযেল:

'মাদাম! ওদেরকে ফেরান! ভেবে দেখুন, মসিয়ো দো গাখনাশ এখানে এসেছেন রানির প্রতিনিধি হিসেবে!'

সেকথা খুব ভাল ভাবেই জানা আছে লোভী মহিলার। গাখনাশ পরিষ্কার বুঝতে পারল, নিজের মেজাজকে দোষ দেয়া অর্থহীন, আগে থেকেই প্ল্যান করা ছিল সব, এ ঘটতই। যখনই ও বলেছে রানির আদেশের বাইরে ও যাবে না, তখনই ওর ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে। মাহ্‌খিস জানেন, মাদামোয়াযেলকে না নিয়ে গাখনাশ প্যারিসে ফিরলে কী ঘটবে। কোনও সন্দেহ নেই, বিশাল এক সৈন্যদল নিয়ে ফিরবে ও। তার চেয়ে যদি সেনিশালের মাধ্যমে রানিকে খবর পাঠানো যায় যে মর্মান্তিক এক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন মসিয়ো দো গাখনাশ, তা হলে ছেলের সঙ্গে ভ্যালেরির বিয়েটা পড়িয়ে দেয়ার যথেষ্ট সময় পাবেন তিনি।

'মসিয়ো দো গাখনাশ আমাদেরকে তাঁর অপরিসীম বীরত্ব দেখাবেন বলে একটু আগে নিজ মুখে কথা দিয়েছেন,' টিটকারি মারলেন মাহ্‌খিস। 'আমরা সুযোগটা তৈরি করে দিচ্ছি মাত্র। এই কজনে যদি তিনি সন্তুষ্ট না হন, আরও লোক আছে বাইরে।'

মাদামোয়াযেলকে সামনে থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য এগোল মাখিয়ুস। মুখে বলল, 'ভ্যালেরি, এখানে তোমার থাকা উচিত হচ্ছে না। এখন এখানে যা ঘটবে—'

'হ্যাঁ, ওকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও,' ছেলেকে বললেন মাহ্‌খিস মৃদু হেসে। 'ওর উপস্থিতির কারণে নিজের শক্তিমত্তা দেখাতে বাধা পড়ছেন আমাদের প্যারিসিয়ান মেহমান।'

সশস্ত্র সৈনিকদের পাশ কাটিয়ে ভ্যালেরির সামনে চলে এল মাখিয়ুস, গাখনাশের তলোয়ারের আওতার বাইরে।

সবার অলক্ষে ভান পাটা আর একটু ভাইনে সরাল গাখনাশ, তারপর সেই

পায়ে ভর দিয়ে মেয়েটিকে এড়িয়ে লাফ দিল সামনে। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। সামনে ঝাঁপ দিয়ে মাখিয়ুসের বুকের কাছে থাবা দিয়ে ধরল সে শিমারিং সিল্কের জ্যাকেট, পর মুহূর্তে হ্যাঁচকা টানে তাকে নিয়ে ফিরে গেল মাদামোয়াযেলের পিছনে। তারই ফাঁকে ওর পায়ে একটা লাথি মেরে নষ্ট করে দিয়েছে ছোকরার ভারসাম্য। দড়াম করে আছড়ে পড়ল তরুণ পালিশ করা মেঝেতে, সঙ্গে সঙ্গে ওর গলার উপর রাইডিং বুট তুলে দিল গাখনাশ।

'এখন যদি একটা আঙুল নাড়ো, খোকা,' বলল সে গল্প করার ভঙ্গিতে, 'চাপ দিয়ে তোমার জান বের করে দেব আমি।'

তেড়ে এল লোকগুলো। তলোয়ার দিয়ে ইশারা করল গাখনাশ:

'পিছিয়ে যাও!' ধমক দিল সে। থমকে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ওর কাণ্ড দেখছে সাত জওয়ান। 'পিছাও, নইলে এই মুহূর্তে খুন করব আমি একে!' তলোয়ারটা মাখিয়ুসের বুকে ধরল গাখনাশ।

কী করবে বুঝতে না পেরে মাহ্খিসের দিকে চাইল ওরা নির্দেশ পাওয়ার আশায়। হাসি মুছে গেছে মাদামের মুখ থেকে, হাঁ হয়ে থাকায় অন্ধকার গর্ত দেখা যাচ্ছে ওখানে; দুই চোখে স্পষ্ট আতঙ্ক নিয়ে সামনে গলা বাড়িয়ে দেখছেন তিনি নিজ সন্তানের দুরবস্থা।

হাঁ হয়ে গেছে মাদামোয়াযেলের মুখও। মুহূর্তের মধ্যে পালটে গেছে গোটা পরিস্থিতি। সাময়িক হলেও কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে বিদ্যুৎগতির এই দুর্দান্ত, দুঃসাহসী লোকটা। এ-সবই করছে মানুষটা তার মুক্তির জন্য, সেটা করতে গিয়ে এদের হাতে খুন হয়ে যেতে পারে সে—কিন্তু পরোয়া নেই! প্রশংসার দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সে কঠোর দর্শন মানুষটার দিকে।

কিন্তু এদিকে চোখ নেই গাখনাশের। এক চোখ রেখেছে সে সৈন্যদের উপর, অপর চোখে দেখছে বিধবা মাহ্খিসের চেহারার পরিবর্তন।

'একটু আগেই না আমাকে খুন করা হচ্ছে দেখে হাসি পাচ্ছিল আপনার, মাদাম? এখন সে-হাসি গেল কোথায়? আমার বীরত্ব দেখতে চেয়েছিলেন, আংশিক দেখেই উড়ে গেল হাসি?'

'ছেড়ে দিন ওকে!' ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন মাহ্খিস। 'ছাড়ুন ওকে, মসিয়ো, যদি এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে চান।'

হাসি ফুটল গাখনাশের ঠোঁটে।

'হ্যাঁ, এই দাম পেলে একে ছেড়ে দেয়া যায়। কিন্তু এই অপদার্থের বিনিময়ে দামটা একটু বেশিই দিয়ে ফেলছেন না তো? বোঝাই যাচ্ছে, আমার কাছে এর জীবনের মূল্য যত সামান্যই হোক, আপনার কাছে এর যথেষ্ট মূল্য আছে। এখন ওর জীবনটা আমার হাতে। বিনিময়ে যদি কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে চাই, নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।'

'খোদার দোহাই লাগে, মসিয়ো, ওকে ছেড়ে দিয়ে যেদিকে খুশি চলে যান। কেউ আপনাকে বাধা দেবে না।'

হাসিটা আরও চওড়া হলো গাখনাশের মুখে। 'সেজন্যে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রয়োজন আমার। আপনাকে আমি কতটা বিশ্বাস করি, মাদাম দো

কোন্দিয়াক, তা তো আপনি জানেনই। আপনিই বলুন, আপনার মুখের কথায় কি একে বাগে পেয়েও ছেড়ে দিতে পারি?'

'কী নিরাপত্তা চান আপনি?' ভীত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন তিনি মাখিয়ুসের পাণ্ডুর মুখের দিকে। গাখনাশের ভারী বুটের পাশে মুখটা দেখে মনে হচ্ছে, অসহায়, কচি একটা বাচ্চা যেন।

'এখান থেকে একজনকে পাঠান, সামনের উঠানে ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষায় দাঁড়ানো আমার কাজের লোকটাকে ডেকে আনতে।'

হুকুম পেয়ে বেরিয়ে গেল একজন।

লোকটার ফিরে আসার অপেক্ষায় নীরবে দাঁড়িয়ে রইল ওরা।

ঘরে ঢুকেই অবস্থা দেখে ভুরুজোড়া কপালে তুলে ফেলল রাবেক। এবার সবাইকে যার-যার অস্ত্র মেঝেতে নামিয়ে রাখার আদেশ দিল গাখনাশ। বলল, 'কেউ যদি আদেশ অমান্য করো, তোমাদের প্রভুর কণ্ঠনালী গুঁড়িয়ে দেব আমি পায়ের নীচে।'

গাখনাশের নির্দেশটাই উদ্বিগ্ন কণ্ঠে পুনরাবৃত্তি করলেন মাহ্‌খিস।

অস্ত্রগুলো কুড়িয়ে নিয়ে মনিবের নির্দেশে দীর্ঘ হলঘরের অপর পাশের গরাদ লাগানো জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল রাবেক। এবার নিরস্ত্র লোকগুলোকে ওই জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে বলল গাখনাশ। সবাই দূরে সরে গিয়ে দাঁড়াতেই মাখিয়ুসের গলা থেকে পা সরিয়ে নিল সে।

'উঠে দাঁড়ান, মসিয়ো!'

নির্দেশ পেয়ে ঝটপট উঠে দাঁড়াল মাখিয়ুস। এবার খোলা তলোয়ার হাতে ওর পিছনে দাঁড়িয়ে মাহ্‌খিসের উদ্দেশে বলল গাখনাশ, 'মাদাম, আপনার ছেলেকে কিছুদূর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি আমি। যদি কোনও রকম বেয়াদবি বা অবাধ্যতা না করে, ওর কোনও ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি আমার নির্দেশ অমান্য করে, কিংবা কোন্দিয়াকের একজন লোক যদি আমার বিরুদ্ধে একটা দাঁতও বের করে, আমি শপথ করে বলছি, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে ওর।' ভ্যালেরির দিকে ফিরল সে, 'এবার, মাদামোয়াযেল, আর একবার বলো, আমার সঙ্গে সত্যি তুমি প্যারিসে যেতে চাও তো?'

'হ্যাঁ, মসিয়ো,' দ্বিধা-শঙ্কাহীন চিত্তে বলল ভ্যালেরি। খুশিতে জ্বলজ্বল করছে দু'চোখ।

'গুড, এবার তা হলে রওনা হওয়া যাক। তুমি মসিয়ো মাখিয়ুসের পাশে থাকো। আর রাবেক, তুমি সামলাও আমার পেছনটা। মসিয়ো দো কোন্দিয়াক, এগোন। আমাদেরকে দয়া করে আঙিনা পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন আপনি, ঘোড়ার কাছে।'

হলঘর থেকে ধীর পায়ে চলে যাচ্ছে ওরা। দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে চাইল গাখনাশ।

'আমার কাজ দেখতে চেয়েছিলেন, মাদাম। সন্তুষ্ট তো?'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন মাহ্‌খিস, জবাব দিলেন না।

অ্যান্টিরুম থেকে বেরিয়েই বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে বল্টু লাগিয়ে দিল

রাবেক। প্রায়ান্ধকার প্যাসেজ থেকে বেরিয়ে দুর্গপ্রাঙ্গণে চলে এল ওরা। দেখা গেল ওদের ঘোড়া দুটোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে জল্পনা-কল্পনা করছে কোন্দিয়াক গ্যারিসনের আট দশজন সৈন্য–বেশিরভাগই সশস্ত্র। ওদেরকে দেখে প্রথমে অবাক চোখে চেয়ে থাকল সৈন্যরা, কিন্তু মনিবের পিছনে খোলা তলোয়ার হাতে গাখনাশকে দেখে বুঝে ফেলল তারা, কোথাও মস্ত কিছু গোলমাল ঘটে গেছে। প্রভুর হুকুমে যে-কোনও অবস্থা মোকাবিলার জন্য তৈরি হয়ে গেল লোকগুলো।

সশস্ত্র লোকগুলোকে দেখে আশান্বিত হয়ে উঠল মাখিয়ুস। এতক্ষণ পরিস্থিতি গাখনাশের আয়ত্তে ছিল, কিন্তু এখন যেই ওরা ঘোড়ায় চড়তে যাবে, অমনি সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লে উল্টে যাবে দাবার ছক। বিশেষ করে ভ্যালেরিকে ঘোড়ায় তুলতে গেলে রীতিমত বেকায়দা অবস্থায় পড়তে হবে গাখনাশকে।

বিপদ টের পেতে একমুহূর্ত দেরি হলো না মসিয়ো গাখনাশের, এবং সিদ্ধান্ত ও নিয়ে ফেলল ঝটপট।

'মনে রাখবেন, মসিয়ো দো কোন্দিয়াক,' হুমকি দিল ও পিছন থেকে, 'আপনাদের একজন লোকও যদি তলোয়ার স্পর্শ করে, আপনি শেষ হয়ে যাবেন।' ঘোড়াগুলোর কাছ থেকে দশ গজ দূরে এসেই থেমে দাঁড়িয়েছে ওরা। ডান দিকের একটা দরজার দিকে ইঙ্গিত করল গাখনাশ। 'আপনি ওদেরকে ওই দরজা দিয়ে ওপাশে চলে যাবার নির্দেশ দেবেন।'

একটু ইতস্তত করে মাখিয়ুস বলল, 'যদি আমি প্রত্যাখ্যান করি? যদি নির্দেশ না দিই?'

লোকগুলোর সন্দেহ ক্রমে বাড়ছে, টের পেল গাখনাশ। গম্ভীর কণ্ঠে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'তা আপনি করবেন না।'

'নিজের ওপর আস্থাটা কি মাত্রাছাড়া বেশি হয়ে যাচ্ছে না?' কাষ্ঠ হাসি হেসে উঠল মাখিয়ুস।

'মসিয়ো দো কোন্দিয়াক,' নিচু কিন্তু দৃঢ় কণ্ঠে বলল গাখনাশ। 'আপনি জানেন, বেকায়দায় পড়লে আমি কতটা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারি। হলরুমে আপনার কী অবস্থা হয়েছিল একবার স্মরণ করুন। বিপদ যত বাড়ছে আমার মেজাজ কিন্তু ততই চড়তে শুরু করেছে, প্রতি মুহূর্তে বাড়বে এখন সেটা! পাশার ছক পালটে দেয়ার কথা ভুলে যান। আমার কথা মত এখুনি ওদের সরে যেতে বলুন, নইলে, কসম খোদার, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমি এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেব আপনাকে।'

'তা হলে আপনিও বাঁচতে পারবেন না,' এসব বলে মনে জোর পাওয়ার চেষ্টা করছে মাখিয়ুস।

'হ্যাঁ, আমিও মরব। তবে প্রথমে আপনাকে, তারপর ওদের অন্তত পাঁচজনকে মেরে তারপর মরব। মৃত্যুই যদি আপনার কাম্য হয়, ঠিক আছে, এখনই মরুন–আর দেরি করব না আমি!'

পিছনে সামান্য নড়াচড়ার আভাস পেয়ে মাখিয়ুস আন্দাজ করে নিল, তলোয়ার চালাবার জন্যে হাতটা পিছনে নিচ্ছে গাখনাশ। সেই সঙ্গে অনুভব করল, ওর পাশে দাঁড়ানো ভ্যালেরি পিছনে চেয়েই চমকে উঠল। এক সেকেন্ডের জন্য

ভাবল মাখিয়ুস সামনের দিকে দৌড় দেবে কি না। কিন্তু সাহসে কুলাল না।

'দাঁড়ান! দাঁড়ান!' ককিয়ে উঠল সে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গাখনাশের নির্দেশ অনুযায়ী সরে যেতে বলল সে লোকগুলোকে। কিছুটা ইতস্তত করে রওনা হয়ে গেল ওরা ডানপাশের দরজার দিকে। কিন্তু যাচ্ছে খুব ধীর পায়ে, সতর্ক দৃষ্টিতে চাইছে ঘাড় ফিরিয়ে ফিরিয়ে–মনিবের কাছ থেকে কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি না খেয়াল করতে চাইছে।

'ওদেরকে তাড়াতাড়ি যেতে বলুন, মসিয়ো মাখিয়ুস! আপনি আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছেন!'

মাখিয়ুসের ইঙ্গিত পেয়ে এবার দ্রুত সরে গেল ওরা খিলানের ওপারে। পরিষ্কার বুঝল গাখনাশ, পরিস্থিতি ঠিকই আন্দাজ করে নিয়েছে লোকগুলো। খিলানের ওপাশেই ঘাপটি মেরে থাকবে এখন, ওদেরকে ঘোড়ায় চড়ার উপক্রম করতে দেখলেই ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

মাখিয়ুসও তা-ই আশা করছে। কিন্তু গাখনাশের পরবর্তী নির্দেশ ওর সব আশা-ভরসা শেষ করে দিল।

'রাবেক,' বলল সে, 'যাও, দরজাটা বন্ধ করে হ্যাম্পবোল্টটা লাগিয়ে দিয়ে এসো। আর আপনি,' এবার ফিরল সে মাখিয়ুসের দিকে। 'ওদেরকে জানান, রাবেকের কাজে যেন সামান্যতম বাধা না দেয়। আমার লোককে যদি ওরা তাড়া করে ধরে, তা হলেও আপনি শেষ!' এবার ওর পিঠে হৃৎপিণ্ড বরাবর তলোয়ারের চোখা মাথাটা ছোঁয়াল গাখনাশ।

ভারী পাথর যেভাবে পানিতে পড়ে ডুবে যায়, ঠিক তেমনি অতল তলে তলিয়ে গেল মাখিয়ুসের সমস্ত আশা-ভরসা। কিছুক্ষণ আগে ওর মা যেমন বুঝেছিলেন, ঠিক সেই একই ব্যাপার টের পেল সে: অতিশয় ধূর্ত এই লোক, কাজে কোনও ত্রুটি বা ফাঁক-ফোকর রাখে না। রাগে প্রায় ফোঁপাচ্ছে সে, ভারী গলায় নির্দেশটা জানাল সে দরজার কাছে ভিড় করে থাকা সৈন্যদের। পাথরের উপর বুটের শব্দ তুলে এগিয়ে গেল রাবেক, ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে বন্ধ করল গেটটা, তারপর খটাং করে লাগিয়ে দিল বোল্ট।

মাখিয়ুসের কাঁধে চাপড় দিল গাখনাশ। ঘুরে দাঁড়াল সে।

'যদি কিছু মনে না করেন, এবার ঘরের ছেলে সোজা ঘরে ফিরে যান, মসিয়ো দো কোন্দিয়াক,' এক হাত তুলে যেদিক থেকে এসেছে ওরা, সেই দিকটা দেখাল গাখনাশ।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল পরাজিত মাখিয়ুস। মুঠো করা হাতদুটো কাঁপছে। লাল হয়ে উঠেছে মুখ। কিছু একটা বলতে ইচ্ছে হলো ওর, এমন কিছু যাতে ওর ঘৃণা ও বিদ্বেষ সামান্য হলেও প্রকাশ পায়। কিন্তু সাহসে কুলাল না। একটু ইতস্তত করে, অস্ফুট কী যেন বিড়বিড় করে বলে লেজ দাবানো খেঁকি কুকুরের মত দাঁত খিঁচিয়ে চলে গেল ফিরতি পথে।

দরজাটা লাগিয়ে দিল গাখনাশ, তারপর হাসিমুখে ফিরল ভ্যালেরির দিকে।

'মনে হয়, শেষ পর্যন্ত জিতে গেলাম আমরা, মাদামোয়াযেল। তবে গ্রেনোবল

পর্যন্ত কিছুটা কষ্ট হবে তোমার।'

'ও কিছু নয়,' বলল মেয়েটি কৃতজ্ঞ কণ্ঠে। 'এখানে বন্দি হয়ে থাকার তুলনায় ও-কষ্ট কিছুই না।'

হাতে সময় নেই। খপ্ করে মেয়েটার কবজি চেপে ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেল গাখনাশ ঘোড়ার পাশে। ওখানে দড়ি-টড়ি খুলে তৈরি হয়ে গেছে রাবেক ইতিমধ্যেই। রেকাবে পা দিয়ে একলাফে ঘোড়ায় চড়ল গাখনাশ, তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'হাতটা ধরে আমার পায়ের ওপর পা রেখে একটা লাফ দাও তো, খুকি—আমি তোমার হাত ধরে টান দেব, বাকিটুকু রাবেক করবে। আছড়ে-পাছড়ে গাখনাশের সামনে, ঘোড়াটার প্রায় ঘাড়ের কাছে উঠে বসল মেয়েটি। রাবেকও এক লাফে উঠে বসল নিজের ঘোড়ায়। রেকাবে পা ঢোকাবার আগেই ছুটিয়ে দিল ঘোড়া। পাথরের আঙিনায় খটাখট আর ড্রব্রিজের উপর দিয়ে জোরালো গুম-গুম আওয়াজ তুলে বেরিয়ে গেল ওরা কোন্দিয়াক থেকে। সাদা রাস্তা ধরে ছুটছে নদীর দিকে। সেতু পেরিয়ে দ্রুতবেগে চলল ওরা গ্রেনোবলের পথে। অনেকদূর সরে এসে পিছন ফিরে ধূসর দুর্গটা দেখল গাখনাশ, পাহাড়ের উপর চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ওটা, গম্ভীর। ফেলে আসা রাস্তাটা ফাঁকা, কেউ অনুসরণ করছে না ওদের।

অসহ্য বন্দিদশা থেকে হঠাৎ মুক্তি পেয়ে একই সঙ্গে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে ভ্যালেরির, হেসে উঠতে ইচ্ছে করছে, গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। গত একঘণ্টা যতগুলো ঘটনা ঘটেছে, ওর সারা জীবনে তার অর্ধেকও ঘটেনি। আর এই ঘটনাগুলোতে তার নিজেরও সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে, ভাবা যায়? ভাবাবেগ সামলে নিল সে মনের জোর খাটিয়ে। কাঁধের উপর দিয়ে লাজুক চোখে চাইল গাখনাশের দিকে।

ভ্যালেরির দু'পাশ দিয়ে দুই হাত বাড়িয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে আছে মসিয়ো গাখনাশ। চোখে চোখ পড়তে মিষ্টি করে হাসল সে আশ্বাসের হাসি, বন্ধুত্বের হাসি। ঠিক যেন সস্নেহ পিতা চেয়ে রয়েছে কন্যার দিকে। বলল:

'মনে হয় না, এবার আর ওরা আমাকে দোষ দিতে পারবে!'

'কারা দোষ দেবে আপনাকে?' অবাক প্রশ্ন ভ্যালেরির।

'ওই প্যারিসের ওরা। সব সময় দোষ ধরে আমার।'

'কেন? দোষ ধরে কেন?'

'সব কাজেই গোলমাল করে ফেলি যে, তাই। শেষদিকে সব ভণ্ডুল হয়ে যায় আমার, বিশ্রী মেজাজের জন্যে। তখন দেখলে না, রাগের মাথায় কী রকম একটা কিল মেরে বসলাম টেবিলে? আর একটু হলেই গেছিল আমার হাতটা!'

হেসে ফেলল ভ্যালেরি। 'সত্যি, খুব ভয় পেয়েছিলাম। মাদাম পর্যন্ত আঁৎকে উঠেছিল, হি-হি-হি!' খানিকক্ষণ হেসে নিল সে মনের আনন্দে; পরমুহূর্তে ওর মনে পড়ল সব ঘটনা। এত বড় একটা উপকারের জন্য ধন্যবাদ দেয়া হয়নি দুঃসাহসী মানুষটাকে। যখন চারদিকে অন্ধকার দেখছে ও, কোথাও কোনও আশার আলো নেই, লোভী বিধবা আর তার দলবলের ভয়ে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে; তখন এই মানুষটা বাইরে চাকরকে রেখে একা গিয়ে ঢুকেছে ওই ভয়ঙ্কর দুর্গে। ওদের

সমস্ত বাধা-বিঘ্ন ভেঙে চুরমার করে দিয়ে মুক্ত করে এনেছে ওকে। মাহ্‌খিসের কথা মনে আসতে শিউরে উঠল ভ্যালেরি।

'ঠাণ্ডা লাগছে?' বলেই বাতাসের অত্যাচার থেকে ওকে বাঁচাবার জন্যে ঘোড়ার গতি কমাল গাখনাশ।

'না, না!' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেরি। 'দোহাই লাগে, যত জোরে পারেন ছোটান ঘোড়া, ওরা যাতে ধরে ফেলতে না পারে!'

আবার পিছন ফিরে চাইল গাখনাশ। বহুদূর পর্যন্ত ফাঁকা রাস্তা দেখতে পেল সে, জন-মনিষ্যির চিহ্ন নেই।

'কোনও ভয় নেই, খুকি,' অভয় দিল সে হাসিমুখে। 'কেউ পিছু নেয়নি আমাদের। হয়তো সাহসেই কুলায়নি আর কিছুক্ষণ পরেই পৌঁছে যাব আমরা গ্রেনোবলে। ওখানে একবার পৌঁছে গেলে আর কোনও ভয় নেই তোমার।'

'তাই বুঝি?' মেয়েটির প্রশ্নে সন্দেহ প্রকাশ পেল।

'কিচ্ছু ভেবো না তুমি,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল গাখনাশ। 'লর্ড সেনিশালকে বললেই তিনি গার্ডের ব্যবস্থা করবেন।'

'তবু,' একটু ইতস্তত করে বলল ও, 'ওখানে থামতে না হলেই ভাল হত, মসিয়ো।'

'তোমার জন্যে একটা গাড়ির ব্যবস্থা হয়ে গেলেই রওনা হয়ে যাব।'

'তা হলে খুবই ভাল হয়,' বলল মেয়েটা। 'গ্রেনোবল থেকে অন্তত তিরিশ মাইল সরে না যাওয়া পর্যন্ত ভয় যাবে না আমার। এই অঞ্চলে মাহ্‌খিস আর তার ছেলে খুবই ক্ষমতাশালী।'

'তবে রানির বিরুদ্ধে ওদের কারও ক্ষমতা টিকবে না

খানিকক্ষণ চুপচাপ চলার পর অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাল মেয়েটি গাখনাশকে। বলতে বলতে ওর সাহস ও বীরত্বের প্রশংসায় যখন পঞ্চমুখ হয়ে উঠল ভ্যালেরি, তখন লজ্জা পেয়ে বাধা দিল গাখনাশ:

'অনেক বাড়িয়ে বলছ তুমি, মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাই।' মেয়েটির কানে ধমকের মত শোনাল কথাটা। থমকে গেল সে মাঝপথে। 'আমি তোমার উদ্ধারকর্তা নই, আমি হার ম্যাজেস্টির হুকুমের চাকর। তাঁর কাছ থেকে দায়িত্ব পেয়ে আমার কর্তব্য পালন করছি মাত্র। তোমার ধন্যবাদ আসলে রানির প্রাপ্য।'

'হ্যাঁ, কিন্তু, মসিয়ো,' বলল ভ্যালেরি, 'প্রাণ বাজি রেখে আমাকে উদ্ধার করার জন্যে আপনার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। আপনার জায়গায় আর কেউ হলে কি তিনি আমার জন্যে এতটা করতেন?'

'তা আমি জানি না, খুকি, জানতে চাইও না,' বলে হেসে উঠল গাখনাশ। 'তবে এটুকু বলতে পারি, তুমি না হয়ে যদি আর কেউ হতো, তার জন্যেও আমি ঠিক এতটুকুই করতাম। আমাকে আসলে তুমি একটা যন্ত্র ধরে নিতে পার।'

নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে অভ্যস্ত নয় মসিয়ো গাখনাশ, ত ছাড়া, সত্যিই সে মনে করে মেয়েটির সমস্ত প্রশংসা প্রাপ্য হার ম্যাজেস্টির, যেহেতু তিনিই তার আবেদনে সাড়া দিয়ে এতদূরে লোক পাঠিয়েছেন—সেজন্যই এসব কথা বলেছে সে; কিন্তু এসব বলতে গিয়ে যে মেয়েটির কল্পনার ফানুশ ফাটিয়ে দিচ্ছে, তাকে

অন্য যে-কোনও মেয়ের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়ে তার বিরক্তিভাজন হচ্ছে; সে-সব কিছুই টের পেল না। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা নেই বলে তাদের মনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একেবারে অনভিজ্ঞ বেচারা ভুল করল নিজের অজান্তেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ চলল ওরা, তারপর হঠাৎ প্রসঙ্গত গাখনাশের মনে এল একটা কথা।

'ধন্যবাদ যদি দিতেই হয়,' বলল সে—মেয়েটি চোখ তুলে দেখল সস্নেহ দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে কর্কশ লোকটা—'আমাদের মধ্যে কারও যদি সত্যিই ধন্যবাদ প্রাপ্য হয়, সে হচ্ছ তুমি। অনেক আগেই আমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত ছিল তোমাকে।'

'আমাকে? আপনি আমাকে ধন্য—'

'একশোবার!' জোরের সঙ্গে বলল মসিয়ো গাখনাশ। 'তুমি যদি আজ বিধবার খুনিদের সামনে ওভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে রক্ষা না করতে, ওই কোন্দিয়াকের হলঘরেই লাশ পড়ে যেত আমার।'

মুহূর্তের জন্য হালকা বাদামি চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল, তারপর সরু হলো। ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটল দু'একটা, বোঝা যায় কি যায় না।

'মসিয়ো দো গাখনাশ,' বলল সে ওর পক্ষে যতটা সম্ভব কর্কশ গলায়, 'অনেক বাড়িয়ে বলছেন আপনি আমি আপনার রক্ষাকর্ত্রী নই। তবে এটুকু বলতে পারি, আপনি না হয়ে যদি অন্য আর কেউ হতো, তার জন্যেও আমি ঠিক এতটুকুই করতাম। আমাকে আসলে একটা যন্ত্র ধরে নিতে পারেন।'

কপালে উঠল গাখনাশের ভুরুজোড়া। অবাক চোখে দেখছে মেয়েটাকে। ওর ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা এতক্ষণে খেয়াল করল সে। পরমুহূর্তে হা-হা করে হেসে উঠল প্রাণ খুলে। দারুণ মজা পেয়েছে সে মেয়েটির বকা খেয়ে।

'ভাল বলেছ!' প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখছে সে ভ্যালেরিকে। 'একেবারে দাঁতভাঙা জবাব! তবে শেষ কথাটা ঠিকই বলেছ তুমি! আসলে যন্ত্রই ছিলে। কিন্তু তোমার সাহায্যের পেছনে ছিল খোদার হাত; আর আমারটার পেছনে ছিল রানির। আমি উদ্ধার করেছি তোমার স্বাধীনতা, আর তুমি বাঁচিয়েছ আমার জীবন। দুটো কি সমান হলো? সত্যিই আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

মেয়েটি মনে মনে ভাবল, ধন্যবাদ এড়িয়ে যাওয়ার উচিত জবাব তো দেয়া গেলই, মহৎ মানুষটার সঙ্গে যে দূরত্ব তৈরি হতে যাচ্ছিল, সেটাও বুজে গেল। ভালই হলো।

ছয়

গ্রেনোবল পৌঁছতে পৌঁছতে রাত নেমে গেল। বৃষ্টিও শুরু হয়েছে।

শহরে পৌঁছেই লোকের উৎসুক দৃষ্টি এড়াবার জন্য ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে ওরা। বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা থেকে বাঁচাবার জন্য নিজের ভারী চাদরটা খুলে

চাপিয়েছে গাখনাশ মাদামোয়াযেলের উপর। মাথা ঢেকে নেমে গেছে ওটা ওর হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। তাতে আড়াল হয়েছে ওর অনিন্দ্যসুন্দর মুখটাও।

সোজা নিজের সরাইখানা, ওবেয়ায দ্য ডো কি তেত (সাকিং কাফ)-এর দিকে চলেছে ওরা ভেজা, পিচ্ছিল পথ ধরে; এখানে-ওখানে জমে থাকা পানিতে দু'পাশের দরজা-জানালা দিয়ে আসা আলো টলমল করছে। ওদের ঠিক পিছনেই ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসছে রাবেক।

অসলারের হাতে ঘোড়া তুলে দিল রাবেক। সরাই মালিক নিজে ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে দোতলার একটা চমৎকার ঘর দেখিয়ে দিল। মাদামোয়াযেলকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নিতে বলে রাবেককে দরজার বাইরে পাহারায় রেখে গাখনাশ বেরুলো গাড়ি ভাড়া করতে।

সরাইখানা থেকে বেরিয়েই সেনিশালের প্রাসাদের দিকে চোখ গেল গাখনাশের। ওর মনে হলো, সেনিশালের সঙ্গে দেখা করে মাদামোয়াযেলের এসকর্টের ব্যবস্থা করাটাই প্রথম কাজ, তারপর ভাড়া করবে গাড়ি। কয়েক কদম দূরেই প্রাসাদ, সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলো সে।

মসিয়ো দো ত্রেসোঁর অফিসঘরে নিয়ে যাওয়া হলো গাখনাশকে। এইমাত্র কোন্দিয়াক থেকে মাদামোয়াযেলকে নিয়ে ফিরেছে শুনে কপালে উঠল সেনিশালের চোখ। প্রমাদ গনলেন তিনি, যখন শুনলেন প্যারিস পর্যন্ত মাদামোয়াযেলকে নিরাপদে পৌঁছে দেয়ার জন্য তার এসকর্ট দরকার।

'কারণ, আমি চাই না,' ব্যাখ্যা করে বলল গাখনাশ, 'পথে কোন্দিয়াকের রক্তলোভী বাঘিনীটা তার বাচ্চা আর খুনির দল নিয়ে হামলা করে ছিনিয়ে নিক তাদের শিকার।'

বেঁটে, মোটা আঙুল দিয়ে দাড়ি আঁচড়ালেন লর্ড সেনিশাল, চোখ পেঁচিয়ে ছাদের দিকে তুললেন দৃষ্টি, গাল দুটো এমনই কুঁচকালেন যে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখ। কিছুতেই বুঝতে পারছেন না, এ কী করে সম্ভব হয়। আন্দাজ করলেন, রানির পাঠানো এই বেয়াড়া লোকটাকে এবার হয়তো ভাল মতই ঘোলাপানি খাওয়ানো হয়েছে, গছিয়ে দেয়া হয়েছে আরেকটা নকল মেয়ে।

মনের কথা গোপন রেখে ভালমানুষের মত জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'জিজ্ঞেস করতে পারি, আপনি কি গায়ের জোরে, না কি কৌশলে কোন্দিয়াক থেকে নিয়ে এসেছেন মেয়েটিকে?'

'দুই ভাবেই, মসিয়ো,' বলল গাখনাশ সংক্ষেপে।

কেন যেন বেপরোয়া লোকটার কথা বিশ্বাস করলেন তিনি।

কিন্তু কী করে সম্ভব হলো এটা? মসিয়ো দো গাখনাশের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বেড়ে গেল তাঁর কয়েকগুণ। তাঁকে ধমক দিয়ে, যা-নয় তাই বলে নিজেই ছুটল কোন্দিয়াকের পথে, একা। ত্রেসোঁ ভাবতে পারেননি একে আর কোনদিন জীবিত দেখতে পাবেন। অথচ দিব্যি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা, শান্ত কণ্ঠে জানাচ্ছে, একা এমন একটা কাজ উদ্ধার করে ফিরে এসেছে, যে-কাজ করা আর কারও পক্ষে এক রেজিমেন্ট সৈন্য নিয়ে গেলেও সম্ভব ছিল কি না সন্দেহ।

দাড়ি খিলাল করতে করতে ব্যাপারটা ভাল ভাবে উল্টে-পাল্টে ভেবে

দেখলেন ত্রেসোঁ। বুঝতে পারলেন, যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, তাঁর কোনও অসুবিধা নেই। এই ব্যাপারে তাঁর কোনও হাত আছে, তা বলতে পারবে না কোনও পক্ষই। তিনি খরগোশের সঙ্গে পালিয়েছেন, আবার হাউন্ডের সঙ্গে তাড়াও করেছেন। দুই পক্ষের কেউই বলতে পারবে না তিনি সামান্যতম আনুগত্য বা বিশ্বাস ভঙ্গ করেছেন।

কীভাবে কী হলো জানার অদম্য আগ্রহ দমন করতে না পেরে সবকিছু খুলে বলার অনুরোধ জানালেন সেনিশাল গাখনাশকে। হাতে সময় নেই বলে সংক্ষেপে ঘটনাটা জানাল ও। তাই শুনে তাজ্জব হয়ে ওর সাহসের প্রশংসা করতে যাচ্ছিলেন তিনি।

'কিন্তু এখনও আমরা বিপদমুক্ত নই,' জানাল গাখনাশ লর্ড সেনিশাল মুখ খুলতে যাচ্ছেন দেখে। 'মাদামোয়াযেলকে প্যারিসে পৌঁছে দেয়ার জন্যে এসকর্ট প্রয়োজন।'

অস্বস্তি দেখা দিল লর্ডের চেহারায়। 'কতজন হলে চলবে আপনার?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, তাঁর ভয়, এক কোম্পানী সৈন্য না আবার চেয়ে বসে লোকটা।

'একজন সার্জেন্টের অধীনে জনা ছয়েক হলেই হবে।'

শুনে উদ্বেগ দূর হয়ে গেল সেনিশালের। ছয়-সাতজন লোক দেয়া তাঁর জন্য কোনও ব্যাপারই নয়। বেশি চেয়ে বসলে উভয়-সঙ্কট হতে পারত: না-দিলে রানির রোষানলে, আর দিলে মাহ্‌খিসের রোষানলে পড়তে হতো। একবাক্যে রাজি হয়ে গেলেন তিনি, জানতে চাইলেন এই সাতজনকে কবে কখন দরকার।

'এই মুহূর্তে,' বলল গাখনাশ। 'আজ রাতেই গ্রেনোবল ছেড়ে যাচ্ছি আমি। ধরুন, এই– ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।'

উঠে দাঁড়ালেন লর্ড সেনিশাল লোকের ব্যবস্থা করবেন বলে। আঁসেলমেকে হুকুম দিয়ে গভর্নর হাউসের ব্যারাক থেকে লোক আনালেন তিনি। তাদেরকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সোপর্দ করে দিলেন মসিয়ো গাখনাশের হাতে। ধূর্ত, বেয়াড়া লোকটাকে বিদায় করতে পেরে হাঁফ ছাড়লেন তিনি। বিশ মিনিটের মধ্যেই একজন সার্জেন্ট ও ছয়জন সোলজার নিয়ে সাকিং কাফ-এ ফিরল গাখনাশ, সরাইখানার কমোন-রুমে ওদেরকে বসতে বলে প্রথমে নাস্তা-পানির ব্যবস্থা করল, তারপর রাবেককে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের সঙ্গে। সর্জেন্টকে বলল, নাস্তা হয়ে গেলে এখানে বসেই ডিউটি দিতে হবে সোলজারদের; রাবেক যেভাবে যা বলবে, সেই মত কাজ করতে হবে ওদেরকে।

কাছেপিঠে কোনও পোস্ট-হাউস না থাকায় ভাড়াটে গাড়ির খোঁজে শহরের পুবে পোর্তে দো স্যাভোয়ার কাছে ওবেয়ায দো ফর্খস্-এর উদ্দেশে রওনা হলো এবার গাখনাশ। বৃষ্টি বেড়েছে, ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে জ্যাকেট, দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছে ও রাস্তা দিয়ে একা।

অনেকক্ষণ লেগে গেল পৌঁছতে, কিন্তু ওবেয়ায দো ফর্খস-এ গিয়ে হতাশ হতে হলো ওকে। আজ একটা গাড়ি তো নেই-ই, একটা ঘোড়াও নেই ওদের কাছে। কাল সকাল দশটার আগে প্যারিস যাওয়ার উপযোগী কোনও গাড়ি দেয়া তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না।

মসিয়ো দো গাখনাশের যে অসুবিধে হলো, সেজন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করল পোস্ট-হাউসের মালিক। কেন সে গাড়ি দিতে পারছে না, সে-গল্প সবিস্তারে শোনাল লোকটা। গল্পটা শাখা-প্রশাখায় এতই বিস্তারিত যে, গাখনাশের মনে কেন সন্দেহ জাগল না, সেটাই আশ্চর্য।

আসলে ওর আগেই কোন্দিয়াক থেকে লোক পৌঁছে গেছে এখানে। মসিয়ো দো গাখনাশ বা তার লোক এলে গাড়ি ভাড়া দিতে নিষেধ করা হয়েছে মালিককে। লোভ দেখানো হয়েছে, কথা শুনলে অনেক টাকা পুরস্কার দেয়া হবে; আর না শুনলে গাড়িগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হবে।

কেবল এখানেই নয়, শহরের যেখানে-যেখানে গাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়, সবগুলো জায়গাতেই লোক গিয়ে এই একই লোভ ও ভয় দেখিয়েছে। গ্রেনোবলের কোথাও আজ একটি গাড়িও পাবে না গাখনাশ। সেনিশালের কাছে যাবার আগে এখানে এলে এতক্ষণে গাড়ি পৌঁছে যেত সরাইখানার সামনে। ওদেরকে ঠেকাবার জন্য কোন্দিয়াকের মাহ্‌খিস ও তার পুত্র যে এই ব্যবস্থা নিতে পারে, সে-কথা একটিবারের জন্যও মনে আসেনি মসিয়ো গাখনাশের। যদি আসত, তা হলে হয়তো ভবিষ্যতের অনেক কষ্ট, বিপদ ও ঝামেলা থেকে রেহাই পেতে পারত।

কিন্তু কপালের লিখন কে খণ্ডাবে!

পরবর্তী একটি ঘণ্টা শহরের প্রতিটি পোস্ট-হাউসে ধরনা দিয়ে ফিরল গাখনাশ বৃথাই। যখন সরাইখানায় ফিরল তখন ঠিক ভেজা কাকের অবস্থা তার। প্রশস্ত কমোন-রুমের এক কোণে, উপরে যাবার সিঁড়ির কাছাকাছিই একটা টেবিলে বসে ছয়জন সোলজারকে তাস পিটতে দেখল সে, সার্জেন্ট বসে আছে কিছুটা দূরে অন্য টেবিলে।

আরেক টেবিলে চারজন সুবেশী লোক বসে গল্প করছিল, গাখনাশ প্রবেশ করতেই গলা নামিয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন ফিসফিস করল। এসব কিছুই খেয়াল না করে সোজা সিঁড়ির দিকে চলে গেল ও। পিছন ফিরলে দেখতে পেত, ওর প্রতিটা পদক্ষেপ লক্ষ করছে ওই চারজন লোক, সার্জেন্টের স্যালিউটও চোখ এড়াল না তাদের।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়েও ফিরে এল গাখনাশ, সরাই-মালিকের কাউন্টারে গিয়ে রাবেক আর ওর সাপার এখানেই নীচে, আর মাদামোয়াযেলের সাপার উপরে তার ঘরে দিতে বলে চলে গেল উপরে।

সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে পাহারায় আছে রাবেক। মনিবকে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে জানাল সবকিছু ঠিক আছে।

গাখনাশের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল ভ্যালেরি, ওকে দেখে হাসি ফুটল ওর মুখে। কেন কোথায় গিয়েছিল, এবং তার ফলাফল কী জানাল গাখনাশ। সব শুনে আবার মুখ শুকিয়ে গেল মাদামোয়াযেলের।

'কিন্তু, মসিয়ো, রাতটা গ্রেনোবলে কাটানো কি আমাদের উচিত হবে?'

'আর কোনও উপায় আছে এ ছাড়া?'

'এ-জায়গা কিন্তু একটুও নিরাপদ নয়, মসিয়ো,' বলল মেয়েটি। 'আপনি

জানেন না, এখানে কোন্দিয়াকরা কতটা ক্ষমতাশালী।'

আগুনের ধারে গিয়ে ওদিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল গাখনাশ, মৃদু হাসল মেয়েটির দিকে চেয়ে, 'তুমিও জানো না, আমরা এখন কতটা ক্ষমতাশালী। সেনিশালের রেজিমেন্টের ছয়জন সৈনিক আর একজন সার্জেন্ট রয়েছে নীচে। আমরা মোট নয়জন থাকছি তোমার পাহারায়। যত ক্ষমতাশালীই হোক, আমার মনে হয় না কোন্দিয়াকরা এখানে, এই গ্রেনোবলে এসে অস্ত্রের মুখে তোমাকে ছিনিয়ে নেয়ার সাহস পাবে।'

'তার পরেও,' বলল মেয়েটা, 'আমার মনে হয়, সবচেয়ে ভাল হতো যদি আপনি গাড়ির অপেক্ষায় না থেকে একটা ঘোড়া জোগাড় করতে পারতেন। স্যাঁ মাহ্সুল-এ পৌঁছতে পারলে অনেক গাড়ি পাওয়া যেত।'

'তোমাকে অত কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি আমার,' বলল গাখনাশ। 'জোর বৃষ্টি হচ্ছে।'

'তাতে কী?' অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'তা ছাড়া,' একটু ইতস্তত করল গাখনাশ, 'কোনও পোস্ট-হাউসে একটা ঘোড়াও দেখলাম না। বড় বিচিত্র জায়গা তোমাদের এই দোফিনি, মাদামোয়াযেল।'

'একটা ঘোড়াও নেই?' ঝট্ করে গাখনাশের দিকে ফিরল ওর বাদামি চোখ। আশঙ্কার ছায়া পড়ল মুখে। 'অসম্ভব ব্যাপার!'

'যা দেখে এলাম, তা-ই বলছি। শুধু পোস্ট-হাউস নয়, গোটা শহরের একটি সরাইখানাতেও একটা বাড়তি ঘোড়া পেলাম না।'

'মসিয়ো, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি, এর মধ্যে কোন্দিয়াকের হাত আছে!'

'কীভাবে?' ভুরু নাচাল গাখনাশ। স্পষ্টতই বিরক্ত হচ্ছে মেয়েটির অমূলক ভয় দেখে।

'আপনি এখন কী করবেন, বুঝে নিয়েছে ওরা। ব্যবস্থা করেছে যাতে আপনি বা আমি গ্রেনোবল থেকে নড়তে না পারি।'

'তাতে লাভ কী ওদের?' বিরক্তি বাড়ছে গাখনাশের। 'ওবেয়ায দো ফ্রান্স আমাকে কথা দিয়েছে, কাল ঠিক দশটায় একটা গাড়ি পাঠাবে। আজ রাতে এখানে আমাদের আটকে রেখে কী লাভ কোন্দিয়াকের?'

'নিশ্চয়ই কোনও প্ল্যান আছে ওদের, মসিয়ো! সত্যিই ভয় লাগছে আমার!'

'কোনও ভয় নেই, খুকি,' হালকা সুরে বলল গাখনাশ। ওকে আশ্বস্ত করতে হাসল, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, রাতভর পাহারা দেব আমরা। রাবেক, আমি আর ট্রুপাররা। সেলজারদের সঙ্গে অর্ধেক রাত জাগবে রাবেক, বাকি অর্ধেক রাত জাগব আমি। এর পরেও ভয় লাগবে তোমার?'

'আমার জন্যে যা করেছেন,' অন্তর থেকে উথলে উঠল ওর কৃতজ্ঞতা, 'এবং যা করছেন, আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম।' গাখনাশ দরজার কাছে চলে যেতে আবার বলল ও, 'আপনি নিজের ব্যাপারেও কিন্তু সাবধান থাকবেন।'

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পড়ল গাখনাশ, অবাক হয়ে চাইল পিছন ফিরে, তারপর

হাসল, 'ওটা আমার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, খুকি।' চোখে-মুখে কৌতুক ফুটিয়ে তুলল গাখনাশ।

কিন্তু হাসল না মেয়েটি। চেহারায় উদ্বেগ।

'চোখ রাখবেন চারদিকে। ওরা যেমন ধূর্ত, তেমনি নিষ্ঠুর—ওই কোন্দিয়াকের ওরা। আপনার যদি কিছু হয় আমি—'

'আমার কিছু হয়ে গেলেও ভয় নেই, মেয়ে। রাবেক থাকবে, সৈন্যরা থাকবে: কিচ্ছু হবে না তোমার।'

'তবু, আপনি কথা দিন সাবধানে থাকবেন।'

মাথা ঝাঁকাল গাখনাশ, দরজাটা লাগিয়ে দেয়ার আগে বলল, 'দরজায় খিল দিয়ে রাখো। রাবেক বা আমার গলার আওয়াজ না পেলে দরজা খুলো না।'

রাবেককে নিয়ে নীচে নেমে গেল গাখনাশ। একজন সেন্ট্রিকে দোতলায় পাঠিয়ে দিল দরজার বাইরে পাহারা দেয়ার জন্য। প্রথমে রাবেককে দিয়ে মেয়েটির জন্য খাবার পাঠাল গাখনাশ, তারপর বসল একটা টেবিলে।

সেই চার ভদ্রলোক এখনও গল্প করছে নিচু গলায়। হঠাৎ তাদের একজন ধমকের সুরে চেঁচিয়ে উঠল সরাই মালিকের উদ্দেশে, জানতে চায়, কখন দেয়া হবে সাপার, এত দেরি হচ্ছে কীজন্য।

'এই এক্ষুনি দিচ্ছি, সার,' বলে রান্নাঘরের দিকে দৌড় দিল মালিক লোকটা।

এই সুযোগে রাবেককে জানাল গাখনাশ, কেন আজ রাতে ওদের থাকতে হচ্ছে গ্রেনোবলে। গাড়ি-ঘোড়া হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা শুনে বুদ্ধিমান সহচর পরিষ্কার ভাষায় যা বলল, তা হুবহু মিলে গেল ভ্যালেরির বলা কথাগুলোর সঙ্গে। তারও বদ্ধমূল ধারণা, এটা বিধবা ও তার ছেলের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। মনিবকে কোনও উপদেশ দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না, তা হলে থাবড়া খেতে হবে কান বরাবর: কিন্তু মনে মনে স্থির করল রাবেক, আজ রাতে চোখ রাখবে গাখনাশের উপর, কিছুতেই তাকে সাকিং কাফের বাইরে যেতে দেবে না।

চারপাশে লোভনীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে ট্রেতে করে গাখনাশের জন্য সুপ ও সাপার নিয়ে এল সরাই মালিক, আহ্‌মানিয়াকের বোতল নিয়ে এল তার স্ত্রী। অভ্যস্ত হাতে পরিবেশন শুরু করল রাবেক, ওয়াইন ঢেলে দিল গ্লাসে। মনিবের খাওয়া হয়ে গেলে তবেই সে বসবে খেতে।

সুপের বাটি অর্ধেকও শেষ করেনি গাখনাশ, এমনি সময়ে একটা ছায়া পড়ল টেবিলের উপর। উঠে এসেছে ওই চারজনের একজন।

'এতক্ষণে বোঝা গেল!' কর্কশ, আক্রমণাত্মক কণ্ঠে বলে উঠল লোকটা।

সুপ মুখে তুলতে গিয়েও থেমে চোখ তুলল গাখনাশ। রাবেকের ঠোঁট চেপে বসল একটার উপর আরেকটা। ফ্ল্যাগনের কর্ক খুলতে গিয়েও থমকে গেল সরাই মালিক। কিন্তু কেউ কিছু বলার আগেই গাখনাশের তীক্ষ্ণ গলা শোনা গেল।

'কিছু বলছেন, মসিয়ো?'

'আপনাকে কিছুই বলছি না,' বলল লোকটা কর্কশ কণ্ঠে। ভুরু কুঁচকে চেয়ে রয়েছে গাখনাশের চোখের দিকে।

লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল গাখনাশ। এই লোকটাই একটু আগে

খাবার দিতে দেরি দেখে চেঁচাচ্ছিল। বেশ লম্বা-চওড়া লোক, পেশিবহুল; চওড়া কাঁধ আর উঁচু বুক দেখে আন্দাজ পাওয়া যায় শক্তির। জামা-কাপড় ধোপ-দুরস্ত, কিন্তু আচরণে ভদ্রতার লেশমাত্র নেই। কথাতেও বিদেশী টান।

'মসিয়োর ভুল হয়েছে,' বলে উঠল সরাই মালিক। 'আসলে ইনিই আগে—'

'আমার ভুল?' তড়পে উঠল লোকটা। 'ভুল তোমার হয়েছে! আমার খাবার দিয়েছ তুমি আরেকজনকে এই টেবিলে। সারারাত হাঁ করে বসে থাকব নাকি আমি? তোমার এই শুয়োরের খোঁয়াড়ে ইঁদুর-বাঁদর যে আসবে, পরে এলেও তাকেই আগে খাওয়াতে হবে কেন?'

'ইঁদুর-বাঁদর?' বলল গাখনাশ। লক্ষ করল লোকটার তিন সঙ্গী এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। সব ক'জন সৈনিক তাস হাতে নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে এদিকে, আশা করছে একটা মজাদার ঝগড়া দানা বেঁধে উঠবে এখনই।

গাখনাশকে ভুরু কুঁচকে দেখল লোকটা, ওকে পাত্তা না দিয়ে রুষ্ট ভঙ্গিতে ফিরল সরাই-মালিকের দিকে।

'ইঁদুর-বাঁদর?' আপন মনে বিড়বিড় করল গাখনাশ, তারপর সে-ও ফিরল সরাই-মালিকের দিকে। 'বলুন তো, মসিয়ো ল্যোত, আপনাদের গ্রেনোবলে ইঁদুর-বাঁদরদের গোর দেয়া হয় কোথায়? আমার দরকার হতে পারে।'

সরাই-মালিক কোনও উত্তর দেয়ার আগেই পাঁই করে ঘুরল লোকটা, তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল, 'কী বলতে চাইছেন আপনি?'

'বলছি, গ্রেনোবলের মানুষ হয়তো আগামীকাল বিদেশী কোনও বলদের শবযাত্রা দেখতে পাবে, মসিয়ো লেত্রাঁয্যার,' হাসিমুখে বলল গাখনাশ। ঠিক সেই মুহূর্তে খেয়াল করল, তার পিঠে, কাঁধের পাখনায়, চাপ দিচ্ছে কে যেন। সেদিকে খেয়াল না দিয়ে সামনে দাঁড়ানো লোকটার মুখের দিকে চেয়ে রইল। প্রথমে বিস্ময় ফুটল, তারপর রাগে লাল হয়ে উঠল লোকটার চেহারা।

'কথাটা কি আপনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, মসিয়ো?' গরগর করে উঠল ওর গলাটা।

দুই হাত ওল্টালো গাখনাশ। 'মসিয়ো যদি মনে করেন টুপিটা তাঁর মাথায় ফিট করছে, তিনি ওটা পরতে চাইলে আমি বাধা দিতে যাব না।'

টেবিলের ওপর একটা হাত রেখে সামনে ঝুঁকে এল লোকটা। শ্বদন্ত দেখিয়ে বলল, 'মসিয়ো কি আর একটু পরিষ্কার করে বলবেন কথাটা?'

চেয়ারে হেলান দিয়ে লোকটার দিকে চেয়ে হাসল গাখনাশ। চট্ করে রেগে যাওয়া স্বভাব বটে, কিন্তু এখন মজাই পাচ্ছে সে। অতি সামান্য ব্যাপার থেকে অনেক বিরাট গোলমাল বেধে যেতে দেখেছে সে জীবনে, তবে এতটা গায়ে পড়া ঝগড়া দেখেনি সে আর। মনে হচ্ছে, তার পায়ে পা বাধিয়ে হাঙ্গামা পাকাতে চেষ্টা করছে লোকটা।

একটা সন্দেহ খেলে গেল ওর মাথায়। মাদামোয়াযেলের সাবধানবাণী মনে পড়ল। এটা কি কোনও রকম অ্যামবুশের আলামত? কিন্তু লোকটার মুখ দেখে ঠিক তা মনে হচ্ছে না, বরং মনে হচ্ছে, বিদেশী কোনও বড়লোকনন্দন, অপেক্ষায় অনভ্যস্ত, কিংবা হয়তো বেশি খিদে লেগেছে বলে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তা-ই

যদি হয়, তা হলে ওকে শিখিয়ে দেয়া দরকার যে, এটা ফ্রান্স; এখানে মানুষ ভদ্রতা বজায় রেখে কথা বলে। কিন্তু গোটা ব্যাপারটা যদি সাজানো নাটক হয়? এই লোক কোন্দিয়াকের হোক বা না হোক, আপোষের নীতি অনুসরণ করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল ও; এই মুহূর্তে কোনও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়া হবে পাগলামির নামান্তর।

'আপনাকে কিন্তু আমি স্পষ্ট ভাষায় কথাটা উচ্চারণ করতে অনুরোধ করেছি, মসিয়ো!' জেদের সুরে বলল লোকটা।

গাখনাশের হাসি আরও একটু চওড়া হলো। 'সত্যি কথা বলতে কী,' মিথ্যে কথা বলল সে, 'আসলে স্পষ্ট কিছু বলিনি আমি। কথাটা আমি যেমন আবছা ভাবে বলেছি, সেভাবেই রাখতে চাই।'

'কিন্তু সে কথায় আমি অসন্তুষ্ট বোধ করেছি,' লোকটার কণ্ঠে অভিযোগ।

ভুরু উঁচু করে ঠোঁটের দুই কোণ নিচু করল গাখনাশ। 'তা হলে আমি দুঃখিত,' বলল সে।

কিন্তু হাল ছাড়বার পাত্র নয় বিদেশী লোকটা। বিরক্ত একটা ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করল, 'তা হলে কি আমি ধরে নেব, মসিয়ো ক্ষমা প্রার্থনা করছেন?'

লাল হয়ে উঠছে গাখনাশের মুখটা, হারিয়ে ফেলছে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ; ঠিক সেই সময় আবার চাপ পড়ল পিঠে। এবার সে টের পেল, সাবধান করছে তাকে রাবেক।

'আপনাকে কখন কীভাবে অসন্তুষ্ট করেছি আমার জানা নেই, মসিয়ো,' বলল সে অবশেষে। লোকটাকে এক ঘুসিতে চিত করে ফেলে দেয়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে সামলে রেখেছে। 'তবে যদি করে থাকি, জানবেন, সেটা ঘটেছে অনিচ্ছাকৃত ভাবে; ইচ্ছাকৃত নয়।'

টেবিলের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা। বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'বেশ, এই যখন অবস্থা, আমার আর বলার কিছু নেই। মাফ চাইলে মাফ করে দেয়ার মত উদারতা আমার আছে।'

পাত্রের সুপটুকু লোকটার মুখে ছুঁড়ে দিতে যাচ্ছিল গাখনাশ, পিঠে রাবেকের খোঁচা খেয়েও নিজেকে সামলে রাখা মুশকিল হয়ে পড়েছিল, ঠিক এমনি সময়ে রান্নাঘর থেকে ট্রে হাতে বেরিয়ে এল সরাই-মালিকের স্ত্রী।

'এই যে, মসিয়ো, এসে গেছে আপনাদের খাবার,' বলল সরাই-মালিক। স্ত্রীর সঙ্গে সে-ও হাত লাগাল টেবিল সাজাবার কাজে।

'বেশ,' বলল লোকটা, নাক টেনে গরম খাবারের গন্ধ নিল, আড়চোখে গাখনাশের খাবারের দিকে চাইল। 'ঠিক আছে, আমার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া খাবার খাক যার খুশি; আমি তার গরমটা পেলে–' কথা আর না বাড়িয়ে কোনও রকম সম্ভাষণ ছাড়াই ঘুরল লোকটা, চলে গেল নিজের টেবিলে।

ওর পিঠের দিকে চেয়ে রইল গাখনাশ বিদ্বেষ নিয়ে। জীবনে আর কোনদিন এতটা অপমান সহ্য করতে হয়নি ওকে, অনেক আগেই খুনোখুনিতে গড়িয়েছে বাক্-বিতণ্ডা। দোতলার ওই বাচ্চা মেয়েটার খাতিরে আজ ও যতটা সয়েছে তার অর্ধেক আত্মনিয়ন্ত্রণ দেখাতে পারলে এতদিনে ও অনেক উপরতলার মানুষ হয়ে

যেত। ওর কিছু হলে মেয়েটা মস্ত বিপদে পড়বে, এই চিন্তাটা আজ সারাক্ষণ হাত-পা বেঁধে রেখেছে গাখনাশের। রাগ দমন করেছে ঠিকই, কিন্তু বারোটা বেজে গেছে ওর খিদের। উঠে দাঁড়াল ও, রাবেককে খেয়ে নিতে বলে সিঁড়ি বেয়ে চলে গেল দোতলায়, নিজের ঘরে।

সাত

নির্ঘুম একটা রাত কাটল গাখনাশের। বেশিরভাগ সময়ই টহল দিয়েছে সে ভ্যালেরির দরজার সামনে। কিন্তু কোন্দিয়াকদের তরফ থেকে কোনও আক্রমণ এল না। গাখনাশ অবশ্য জানত, ভ্যালেরির ভয়টা সম্পূর্ণ অমূলক; এরকম কিছু ঘটবে না, ঘটতে পারে না।

সকালে রাবেককে পাঠাল সে ওবেয়ায দো ফখঁস-এ গিয়ে ওদের দেয়া কথা অনুযায়ী গাড়ি নিয়ে আসার জন্য। তারপর কমোন-রুমে গিয়ে নাস্তা সারল। ওখানে আবার দেখা হলো গত রাতের সেই ঝগড়াটে লোকটার সঙ্গে। আজ একটু দূরে বসেছে লোকটা, ভাব-ভঙ্গি দেখেও মনে হচ্ছে না ঝগড়ার মুডে আছে। গত রাতের সঙ্গীদের মধ্যে শুধু একজন আছে আজ। গাখনাশ ভাবল, লোকজন কম বলেই কি আজ আস্ফালন কমে গেল বীর পুঙ্গবের?

আর একটা টেবিলে, হঠাৎ কোত্থেকে হাজির হলো কে জানে, বসে আছে দুজন সুবেশী ভদ্রলোক। ওদের দিকে মনোযোগ না দিয়ে নিজের চিন্তায় মগ্ন ছিল গাখনাশ, হঠাৎ লক্ষ করল, চোখ তুলে ওর দিকে চেয়েই একটু যেন চমকে উঠল একজন। পরমুহূর্তে ওর নাম ধরে ডেকে উঠল। অবাক হয়ে লোকটার দিকে তাকাল গাখনাশ, কিন্তু চেষ্টা করেও মনে আনতে পারল না চেহারাটা। চেয়ার ছেড়ে উঠে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল গাখনাশ।

'মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে চেনেন, মসিয়ো?' অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল সে।

'বলেন কী, মসিয়ো দো গাখনাশ!' স্বতঃস্ফূর্ত হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'প্যারিসে বাস করে, অথচ আপনাকে চেনে না, কেউ আছে নাকি এমন? কতবার দেখেছি আমি আপনাকে ওতেল দো বুহ্‌গানিয়াহে।'

মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে সায় দিল গাখনাশ। ওই হোটেলে প্রায়ই যায় সে।

'একবার আপনার সঙ্গে পরিচয়ও হয়েছিল মসিয়ো লা দ্যুকের মাধ্যমে। আমার নাম গামবেল–ফাবোর গামবেল।' বলতে বলতে গাখনাশের সম্মানে উঠে দাঁড়াল লোকটা। নাম শুনেও চিনতে পারল না ওকে গাখনাশ, কিন্তু তাকে সন্দেহ করবারও কোনও কারণ দেখল না। বরং দোফিনির মত অপরিচিত প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিচিত একজনকে পেয়ে রীতিমত খুশিই হলো সে। হ্যান্ডশেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সামনে।

'আপনি আমাকে মনে রেখেছেন দেখে আমি সম্মানিত বোধ করছি, মসিয়ো,'

বলল গাখনাশ। লোকটার সঙ্গে হাত মিলিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে পোর্চে গিয়ে দাঁড়াল সে। বৃষ্টি থেমে গেছে, তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, থেকে থেকে শীতল দমকা হাওয়া আসছে আল্পস পর্বতমালা থেকে। বাইরে রাস্তায় যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে ঘোড়ায় চড়ে অপেক্ষা করছে সার্জেন্ট ও তার ছয় সৈনিক।

এমনি সময়ে বিচিত্র ক্যাঁচ-কোঁচ আওয়াজ তুলে তিন-ঘোড়ায় টানা একটা কোচ পোর্চে এসে থামল। ওটা থেকে লাফিয়ে নামল রাবেক। দেরি না করে এখনই মাদামোয়াযেলকে নিয়ে আসতে বলল ওকে গাখনাশ।

রাবেক দোতলায় যাবার জন্য ঘুরতেই একজন চাকর-কিসিমের লোক ছোট একটা সুটকেস হাতে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এসে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দিল ওকে সামনে থেকে। লোকটার পিছু নিয়ে মাথা উঁচু করে, যেন গাখনাশকে দেখতেই পায়নি, সোজা সামনের দিকে চেয়ে বীরদর্পে হেঁটে আসছে গতকালকের সেই বিদেশী লোকটা।

পোর্চের একটা থামের সঙ্গে গিয়ে জোর ধাক্কা খেল রাবেক, ঘাড় ফিরিয়ে বিরক্ত দৃষ্টিতে চাইল সুটকেস বাহকের দিকে। আর গাখনাশ অবাক চোখে দেখছে বেয়াড়া লোকটাকে। লোকটার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনও সন্দেহ জাগেনি তার মনে।

হুঁশ হলো, যখন কোচের দরজা খুলে চাকর লোকটা সুটকেস তুলে দিল ভিতরে। নড়ে উঠল, যখন দেখল পা-দানিতে একটা পা তুলে দিয়েছে বিদেশী লোকটা।

'এই যে, মসিয়ো!' ডাকল ওকে গাখনাশ। 'আমার গাড়িতে উঠছেন কী মনে করে?'

ডাক শুনে পিছন ফিরল লোকটা, অবাক হয়ে দেখছে গাখনাশকে, তারপর চিনতে পেরে বিদ্রূপের ভঙ্গি করে বলল, 'আরে! নতজানু সেই ভদ্রলোক দেখছি! কিছু বলছেন?'

বুক টান করে তার দিকে এগোল গাখনাশ, তার এক কদম পিছনে রাবেক। মসিয়ো গামবেলও এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে সরাইখানা থেকে। ওদের দুজনের পিছনে বিদেশীর বন্ধুকে দেখা যাচ্ছে, হন্তদন্ত হয়ে আসছে এদিকে। সবার পিছনে দুই চোখে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে সরাই-মালিক।

'হ্যাঁ,' বলল গাখনাশ, মেজাজ চড়তে শুরু করেছে, 'আমি জিজ্ঞেস করেছি, আমার কোচে উঠছেন কী মনে করে?'

'আপনার কোচ? বলে কী!' আক্রমণাত্মক ভঙ্গি নিল লোকটা। নিচু গলায় বলল, 'মাথা খারাপ নাকি ব্যাটার! মগের মুল্লুক?' তারপর গলা একটু চড়াল, 'নতজানু ভদ্রলোক, আমার প্রশ্নের জবাব দিন: গ্রেনোবলের সবকিছুই আপনার নাকি?' ঝট্ করে ফিরল সে পোস্ট-বয়ের দিকে, 'তুমি ওবেয়ায় দো ফ্রান্স-এর লোক না?'

'হ্যাঁ, মসিয়ো,' জবাব দিল লোকটা। 'এই কোচ কাল রাতে সাকিং কাফ-এ ওঠা এক ভদ্রলোক অর্ডার দিয়েছিলেন।'

'ঠিক বলেছ,' বলল বিদেশী। 'আমিই অর্ডার দিয়েছিলাম।' যেন চূড়ান্ত কথা

বলে দিয়েছে, আর কারও কিছু বলার থাকতে পারে না, এমনি ভঙ্গিতে গাখনাশকে অগ্রাহ্য করে আবার গাড়িতে উঠতে গেল সে।

আরও এক-পা সামনে এগোল গাখনাশ। অত্যন্ত ভদ্র ভাবে বলল, 'কথা শুনুন, মসিয়ো। এদিকে তাকান।' একমাত্র রাবেক খেয়াল করল মনিবের গলার কাঁপন। 'কোচটা ভাড়া করেছি আমি, আমার লোক একটু আগে গিয়ে নিয়ে এসেছে এটা এখানে। এই কোচে চড়েই সে ফিরেছে এইমাত্র।'

ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল লোকটা, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বেঁকে গেছে ঠোঁট।

'মনে হচ্ছে, আপনি ওই জাতের গায়েপড়া মানুষ, যারা কিছু পয়সার আশায় ভদ্রলোকদের বিরক্ত করে।' পকেট থেকে একটা পার্স বের করে খুলল সে। 'কাল রাতে আমার সাপার নিজের বলে দখল করলেন। মাফ চাওয়ায় দয়া করে ছেড়ে দিলাম আমি। এখন আবার আমার কোচটা দখল করতে চাইছেন। আজকে মাফ চাইলেও ছাড়ব না। এই রাখেন আপনার খাটা-খাটনির জন্যে কিছু ধরে দিচ্ছি, এবার কেটে পড়ুন।' একটা রূপার মুদ্রা ছুঁড়ে দিল সে গাখনাশের দিকে।

দর্শকদের চোখে বিস্ময় আর ভীতি, চাপা কণ্ঠে কী যেন বলছে তারা। পিছন থেকে সামনে চলে এল মসিয়ো দো গামবেল।

'সার, সার!' ডাকছে সে উত্তেজিত স্বরে, 'কার সঙ্গে কথা বলছেন নিশ্চয়ই জানা নেই আপনার। ইনি মসিয়ো মাখতি মাখি রিগোবেয়া দো গাখনাশ, রাজার সৈন্যদলের মেস্ত্রে-দো-শ্যাঁ।'

'অতসব গালভরা নামের মধ্যে মেয়েলোকের "মাখি" নামটাই আমার মনে হয় মানাতে পারত ওকে, চেহারাটা যদি অমন কুৎসিত না হতো,' বলল লোকটা বাঁকা হেসে। তারপর আবার ঘুরে গাড়িতে উঠতে গেল।

এতক্ষণে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেল গাখনাশের, প্রচণ্ড ক্রোধে ভেসে গেল ওর এত কষ্টের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। আস্তিন ধরে টানছে সতর্ক রাবেক, এক ঝটকায় সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে থাবা দিয়ে ধরল লোকটার কাঁধ। লোকটার একটা পা কোচের পা-দানিতে থাকায় খুব সহজেই ভারসাম্য হারাল সে। একটানে লোকটাকে পিছনে এনে একপাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল ও রাস্তার পাশে ড্রেনের কাদায়। চিৎপাত হয়ে কাদায় পড়ে ওখান থেকে অগ্নিবর্ষণ করছে তার চোখদুটো গাখনাশের দিকে।

ঘটনার আকস্মিকতায় চুপ হয়ে গেল জটলা, আরও লোক এসে জুটছে। সুবেশী এক ভদ্রলোককে পিছন থেকে ওভাবে আক্রমণ করে কাদায় ছুঁড়ে ফেলায় সবার সহানুভূতি এখন বিদেশী লোকটার পক্ষে। কী কারণে কাজটা করতে বাধ্য হয়েছে সে, সেটা দেখবে না মানুষ এখন, ভিড়ের মধ্য থেকে একটা কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল ওর উদ্দেশে: শেইম!

কথাটা কানে যাওয়ামাত্র ধাঁ করে রক্ত চড়ে গেল ওর মাথায়। ভুলে গেল কেন সে গ্রেনোবলে এসেছে, ভুলে গেল দোতলায় রয়েছে মাদামোয়াযেল, ভুলে গেল কোন্দিয়াকদের থেকে সাবধান থাকার কথা। সব উড়ে গেছে ওর মাথা থেকে।

ধীর ভঙ্গিতে পচা কাদা থেকে উঠল লোকটা, জামা-কাপড় আর মুখ থেকে

দুর্গন্ধময় কাদা সরাচ্ছে। তার বন্ধু আর চাকরটা ছুটে গেল সাহায্য করবে বলে, কিন্তু তাদের সরিয়ে দিল সে। ধীর পায়ে এগোল সে গাখনাশের দিকে, জ্বলন্ত চোখ সরছে না ওর চোখ থেকে।

'হয়তো,' বলল সে তার বিদেশী টানের ফ্রেঞ্চ ভাষায়, নকল ভদ্রতা দেখাচ্ছে, কিন্তু সারা শরীর কাঁপছে রাগে, 'হয়তো মসিয়ো আবার মাফ চাইবেন বলে ভাবছেন?'

'সার, সার, আপনি পাগল হয়ে গেছেন,' লোকটাকে বাধা দিল গামবেল। 'মনে হচ্ছে আপনি বিদেশী, তা নইলে আপনি–'

লোকটাকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল গাখনাশ। 'আপনাকে ধন্যবাদ, মসিয়ো গামবেল, তবে আমাকে কথা বলতে দিন।' ওর শান্ত কণ্ঠস্বর শুনে কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, কী চলছে ওর ভিতর। বিদেশীর দিকে ফিরল সে, ওরই মত উপহাসের সুরে বলল, 'আমার ধারণা, আপনার অবর্তমানে পৃথিবীতে অনেকটা শান্তি ফিরে আসবে, সেনিয়র। সেই কারণেই ক্ষমা চাইতে বাধছে আমার। অবশ্য, সেনিয়র যদি আমার ভাড়া করা কোচ দখলের চেষ্টা করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন–'

'হয়েছে!' বাধা দিল লোকটা। 'অযথা সময় নষ্ট করছি আমরা। বহুদূর যেতে হবে আমাকে। কুখতোঁ,' নিজের বন্ধুর দিকে ফিরল সে, 'তুমি কি এই ভদ্রলোকের তলোয়ারের মাপটা জেনে নিয়ে আমাকে জানাবে? আমার নাম, মসিয়ো,' গাখনাশের উদ্দেশ্যে বলল, 'স্যাঙ্গুইনেট্টি।'

'বাহ্! রক্তপিপাসু লোকেরই উপযুক্ত নাম!' বলল গাখনাশ।

'যদিও, অল্পক্ষণেই নিজের রক্তে নিজের পিপাসা মেটাতে হবে ভদ্রলোককে,' বলে উঠল গামবেল। 'মসিয়ো দো গাখনাশ, আপনার যদি কোনও বন্ধু হাতের কাছে না থাকে, আপনার সেকেন্ড হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেলে আমি সম্মানিত বোধ করব।'

'ধন্যবাদ, মসিয়ো,' বলল গাখনাশ। 'ভালই হয়েছে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায়। ওতেল দো বুহ্‌গানিয়াহে যখন আপনার যাতায়াত আছে, কোনও সন্দেহ নেই, আপনি একজন ভদ্রলোক। আপনার সাহায্য পেলে আমি কৃতজ্ঞ বোধ করব।'

মসিয়ো কুখতোঁকে নিয়ে একটু দূরে সরে গেল গামবেল, দুজনে মিলে স্থান-কাল-পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে জটলার উপর চোখ বুলাচ্ছে স্যাঙ্গুইনেট্টি, চেহারায় আহত আত্মাভিমান। রাস্তার দুপাশের ঘর-বাড়ির জানালা খুলে যাচ্ছে, সবাই মজা দেখতে চায়। লক্ষ করলে প্রাসাদের একটা জানালায় মসিয়ো দো ত্রেসোঁর ফোলা মুখটাও দেখতে পেত গাখনাশ।

মনিবের গায়ের কাছে সেঁটে এল রাবেক।

'সাবধান, মসিয়ো!' বলল সে ফিসফিস করে। 'এটা একটা ফাঁদ মনে হচ্ছে!'

চমকে উঠল গাখনাশ। মুহূর্তে হুঁশ ফিরে পেল সে। গতরাতের সন্দেহটা মনে পড়ল। কিন্তু এতটা জড়িয়ে পড়ার পর, অনুভব করল, এখন আর এ-থেকে ছাড়া পাওয়ার উপায় নেই। তবে সিদ্ধান্ত নিল, সরাইখানা থেকে ওকে অন্য কোথাও

নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সে যাবে না। এগিয়ে গেল সে কুখ্‌তোঁ ও গামবেলের দিকে। ওদের জানাল, সরাইখানা ছেড়ে অন্য কোথাও সে যাবে না–দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হয় কমোন-রুমে হতে হবে, নয়তো সরাইখানার প্রাঙ্গণে।

কিন্তু কথাটা কানে যেতেই জোরে-শোরে প্রতিবাদ করল সরাই-মালিক; এটা কিছুতেই সম্ভব নয়, তাকে তার ব্যবসার স্বার্থ দেখতেই হবে। এখানে ওসব চলবে না।

একথা শুনে প্রমাদ গনল গাখনাশ। এখন তো সাবধান হওয়ার পথও খোলা নেই। নাকি আছে? চেষ্টা করে দেখবে সে একবার?

'মসিয়ো কুখ্‌তোঁ,' বলল সে লজ্জিত কণ্ঠে, 'রাগের মাথায় জরুরি একটা কাজের কথা ভুলে গেছিলাম। এই মুহূর্তে আপনার বন্ধুর মোকাবিলা করা আমার জন্যে কঠিন হয়ে পড়েছে।' কথাটা বলতে গিয়ে অনুভব করল গাখনাশ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ করার চেয়ে সেটা না করে ফিরে আসা অনেক বেশি কঠিন।

ভুরু কুঁচকে তাকাল কুখ্‌তোঁ ওর দিকে, যেন বেয়াদব কোনও চাকরের দিকে তাকাচ্ছে।

'জরুরি কী কাজ হতে পারে সেটা? নিজের মানের পরিবর্তে প্রাণ বাঁচানো?'

ওদের কথা শোনার জন্য কাছে চেপে আসা ভিড়ের ভিতর থেকে কেউ কেউ টিটকারির হাসি হেসে উঠল। গামবেলও ফিরল ওর দিকে, অবাক হয়ে দেখছে ওকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত।

'আশ্চর্য ব্যাপার!' বলল সে, 'আমি যদি আপনাকে মসিয়ো দো গাখনাশ বলে না জানতাম, তা হলে কিছুতেই–'

ওর কথা শেষ করতে দিল না গাখনাশ।

'সরে যাও!' ধমক দিল সে উৎসাহী দর্শকদের। দুই হাতে চড়-চাপড় মারল ডাইনে-বাঁয়ে। সরে গেল ওরা বেশ কিছুটা, হাসি মুছে গেছে মুখ থেকে। 'ব্যাপারটা হচ্ছে, মসিয়ো দো কুখ্‌তোঁ, কুইন-রিজেন্টের আদেশে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করতে এসেছি আমি গ্রেনোবলে। এই মুহূর্তে ব্যক্তিগত ঝগড়ায় জড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

চুলের গোড়ায় পৌঁছে গেল কুখ্‌তোঁর ভুরু।

'মসিয়ো স্যাঙ্গুইনেট্টির মত একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে ধাক্কা দিয়ে পচা কাদায় ফেলার আগেই আপনার একথা ভাবা উচিত ছিল,' শীতল কণ্ঠে বলল সে।

'সেজন্যে প্রয়োজনে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব,' বলল গাখনাশ। 'কিন্তু এর পরেও যদি তিনি সন্তুষ্ট না হন, একমাসের মধ্যেই ফিরে আসব আমি।'

'এ হয় না,' বলল কুখ্‌তোঁ। 'কে আপনার জন্যে একমাস–'

'আপনার বন্ধুকে জানান আমি কী বলেছি!'

কাঁধ ঝাঁকাল সে, গেল বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করতে।

'আচ্ছা! তা-ই বুঝি?' নরম গলায়, তবে উপস্থিত সবাই যাতে শুনতে পায় ততটা জোরে, বলল স্যাঙ্গুইনেট্টি। 'কিন্তু বেয়াদবির জন্যে পাছায় বেতের বাড়ি খেতে রাজি থাকলে, তবেই ওকে আমি মাফ করব।' তারপর উঁচু গলায় ঘোড়ার চাবুকটা চাইল পোস্ট-বয়ের কাছে।

মাথায় আগুন ধরে গেল গাখনাশের, সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সমস্ত সাবধানতা। স্যাঙ্গুইনেট্টির দিকে এগোল সে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। ওকে জানিয়ে দিল, বিদেশী কুত্তার বাড় যখন এতটা বেড়েছে, এখনই ওর গলাটা দু'-ফাঁক করে দেয়ার জন্য তৈরি সে। কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর ঠিক হলো, এখনই আধ-মাইল দূরের শ্যাঁ ওউ কাপুসাঁ-এ যাবে ওরা, ফ্র্যাঙ্গিসকান কনভেন্টের পিছনের মাঠে হবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ।

রওনা হয়ে গেল ওরা। সবার আগে কুখ্‌তোঁ ও স্যাঙ্গুইনেট্টি, তারপর গামবেল ও গাখনাশ; আর ওদের পিছনে এক দঙ্গল উৎসাহী দর্শক। রাবেককে মাদামোয়াযেলের পাহারায় রেখে এসেছে গাখনাশ, সার্জেন্টকে নির্দেশ দিয়ে এসেছে: ও ফিরে না আসা পর্যন্ত একজন সৈনিকও যেন ডিউটি ছেড়ে না নড়ে। নিজের নিরাপত্তার ব্যাপারে তেমন একটা দুশ্চিন্তা করছে না গাখনাশ। এরা যদি কোন্দিয়াকের লোক হয়ও, এত মানুষের সামনে অন্যায় কিছু করে পার পাবে না। তাই সহজ ভঙ্গিতেই চলেছে সে বধ্যভূমির দিকে।

শ্যাঁ ওউ কাপুসাঁ-এ বিচ গাছ দিয়ে ঘেরা সবুজ একটা মাঠে গিয়ে পৌঁছল ওরা। মাঠ ঘিরে দাঁড়িয়ে গেল দর্শকরা। ডুয়েলিস্টরা গিয়ে দাঁড়াল মাঠের মাঝখানে। যোদ্ধা ও সহকারী সবাই তাদের কোট-জ্যাকেট খুলে ফেলল। স্যাঙ্গুইনেট্টি, কুখ্‌তোঁ ও গামবেল তাদের ভারী বুটও খুলে ফেলল, তবে গাখনাশ শুধু স্পারগুলো খুলল।

তাই দেখে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল স্যাঙ্গুইনেট্টি সেই দিকে। এ নিয়ে কিছুক্ষণ চলল বিতণ্ডা। গামবেল এসে বুট খোলার জন্য অনুরোধ করল গাখনাশকে। মাথা নাড়ল গাখনাশ।

'ঘাসগুলো ভেজা।'

'সেইজন্যেই তো আপনার জুতো খুলে ফেলা দরকার, মসিয়ো,' যুক্তি দেখাল গামবেল, কণ্ঠে আন্তরিকতা। 'বুট পায়ে থাকলে শক্ত হয়ে দাঁড়াতেই পারবেন না এই জমিতে, পা পিছলাবে।'

'সেটা আমার ব্যাপার, তা-ই না?'

'মোটেও না, মসিয়ো,' আপত্তি জানাল গামবেল। 'আপনি যদি বুট পরে লড়াই করেন, তা হলে আমাদের সবাইকেই তা-ই করতে হবে। আমি তো এখানে আত্মহত্যা করতে আসিনি, সার।'

'শোনেন, মসিয়ো গামবেল,' শান্তকণ্ঠে বলল গাখনাশ, 'আপনার প্রতিযোগী হচ্ছেন মসিয়ো কুখ্‌তোঁ। তিনি যখন মোজা পরা অবস্থায় আছেন, আপনিও থাকতে না পারার কোনও কারণ নেই। আমি বুট পরেই থাকব, তাতে যদি মসিয়ো স্যাঙ্গুইনেট্টির সুবিধা হয়, হোক না, আমার কোনও আপত্তি নেই। খোদার ওয়াস্তে বাজে কথায় সময় নষ্ট না করে লড়াইটা শুরু হতে দিন। আমার তাড়া আছে।'

বাউ করে গাখনাশের কথা মেনে নিল গামবেল; কিন্তু হাউমাউ করে উঠল স্যাঙ্গুইনেট্টি। 'না, না, অসম্ভব!' বলল সে। 'কোনও সুবিধা দরকার নেই আমার। কুখ্‌তোঁ, বুট জোড়া পরতে একটু সাহায্য করো আমাকে।' অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেল তার জুতো পায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে।

এতক্ষণে কাছাকাছি এল চারজন। এবার আরেক ফ্যাঁকড়া: মাপ নিতে হবে তলোয়ারের। দেখা গেল স্যাঙ্গুইনেটির তলোয়ার অন্যদেরগুলোর চেয়ে দুই ইঞ্চি বেশি লম্বা।

'ইটালির তলোয়ার এই সমানই হয়,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে লাচার ভাব প্রকাশ করল স্যাঙ্গুইনেটি।

'মসিয়োর বোধহয় খেয়াল ছিল না যে, তিনি এখন আর ইটালিতে নেই,' বলল গাখনাশ মেজাজি গলায়।

'কিন্তু এখন কী করা যাবে?' জানতে চাইল হতবুদ্ধি গামবেল।

'লড়াই,' বলল গাখনাশ। 'এ ছাড়া আর কী? এই সব বাজে প্যাচাল কি শেষ হবে না কোনওদিন?'

'কিন্তু আমি তো আপনাকে দুই ইঞ্চি বেশি লম্বা তলোয়ারের বিরুদ্ধে লড়তে দিতে পারি না!' রাগ-রাগ ভাব করে বলল গামবেল।

'কেন নয়, আমার যদি আপত্তি না থাকে?' বলল গাখনাশ। 'আমার হাত ওঁর চেয়ে বেশি লম্বা, তাতেই তো সমান-সমান হয়ে গেল ব্যাপারটা।'

'সমান?' গর্জে উঠল গামবেল। 'আপনার লম্বা হাত আপনি পেয়েছেন খোদার কাছ থেকে, ওঁর লম্বা তলোয়ার তৈরি করেছে মানুষ। দুটো সমান হলো?'

'ঠিক আছে,' বলে উঠল স্যাঙ্গুইনেটি অসহিষ্ণু কণ্ঠে, 'উনি আমার তলোয়ার নিতে পারেন, আমি নেব ওঁরটা। আমারও তাড়া আছে।'

'মরার জন্যে তাড়াহুড়ো,' খোঁচা দিল গামবেল।

'মসিয়ো, এসব বলা কোনও অবস্থাতেই ভদ্রোচিত হচ্ছে না,' আপত্তি জানাল কুখতোঁ।

'তলোয়ার হাতে নিয়ে তারপর আমাকে ভদ্রতা শেখাতে আসবেন, মসিয়ো!' পাল্টা জবাব দিল গামবেল।

'আপনারা দয়া করে থামবেন?' হাঁপিয়ে উঠল গাখনাশ। 'কথা আর কথা—সারাটা দিনই তো এইভাবে কথা বলে পার করে দেবেন মনে হচ্ছে! মসিয়ো গামবেল, ওই দেখুন ওখানে কয়েকজন ভদ্রলোকের কোমরে তলোয়ার ঝুলছে। ওঁদের কাছে চাইলেই মসিয়ো স্যাঙ্গুইনেটির জন্যে একটা ধার করে আনতে পারবেন।'

'আমার বন্ধু গেলেও আনতে পারবেন,' বলল স্যাঙ্গুইনেটি। কুখতোঁ এগিয়ে গেল তলোয়ার-ঝুলানো লোকগুলোর দিকে। সমস্যাটা তাদেরকে বুঝিয়ে সঠিক মাপের একটা তলোয়ার নিয়ে ফিরে এল।

এতক্ষণে গাখনাশের মনে হলো প্রস্তুতিপর্ব শেষ, এবারে শুরু হবে আসল কাজ। কিন্তু ভুল। এবার গামবেল ও কুখতোঁর মধ্যে তর্ক বাধল দ্বন্দ্বযুদ্ধের জায়গা নিয়ে। ভেজা ঘাস ও আগাছা পিচ্ছিল হয়ে আছে। সহকারী দুজন এখানে যায়, ওখানে যায়; ওদের পিছন পিছন চলেছে যোদ্ধা দুজনও; কিন্তু কোনও জায়গাই পছন্দ হচ্ছে না ওদের। বিরক্ত গাখনাশ ভাবছে, পিছলা জমিতে যদি এতই আপত্তি, তা হলে এখানে এসেছে কী করতে? খটখটে, শক্ত জমি ডিঙিয়েই এসেছে ওরা এখানে, এখন এত বায়নাক্কা কীসের?

বিরক্তি প্রকাশ করল গাখনাশ। সঙ্গে সঙ্গে ওকে পূর্ণ সমর্থন জানাল কুখ্‌তোঁ। বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, মসিয়ো। কিন্তু আপনার সেকেন্ড অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে, কোনও জায়গাই তাঁর পছন্দ নয়। আপনি নিজেও তো কম যান না, অনেক আগেই শুরু করা যেত, যদি আপনি বুটজোড়া খুলতেন।'

'শুনুন, সার!' শক্ত হলো গাখনাশ। সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'অনেক বিতর্ক শুনেছি আপনাদের। আমি বুট পরে লড়াই করব, হয় এখনই এইখানে; নয়তো কখনও নয়। আপনাদের বহুবার বলেছি আমার তাড়া আছে, তার পরেও আপনারা ফালতু তর্ক করে সময় নষ্ট করে চলেছেন। যদি লড়তে হয়, দাঁড়িয়ে যান তলোয়ার হাতে, ঠাণ্ডায় কষ্ট পাচ্ছি আমি। আপনারা ভাল করেই জানেন, এই পিচ্ছিল মাঠে একই সমান অসুবিধা হবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর, তা হলে কথা বাড়াচ্ছেন কেন? শুধু আমি না, দর্শকরাও অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে; হাসাহাসি শুরু করেছে আপনাদের কারবার দেখে। ওরা মনে করছে, আমরা বুঝি ভয় পাচ্ছি একে অপরকে।'

'আমারও সেই একই কথা!' বলল স্যাঙ্গুইনেট্টি।

'শুনলেন তো, মসিয়ো,' গামবেলের দিকে ফিরে বলল কুখ্‌তোঁ। 'আমার মনে হয় না আর কোনও আপত্তি থাকতে পারে আপনার!'

'বেশ তো; সংশ্লিষ্ট সবাই যখন সন্তুষ্ট, তখন আমার আর বলার কিছু নেই,' অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বলল গামবেল। 'সেকেন্ড হিসাবে আমার দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করেছি আমি নিষ্ঠার সঙ্গে। ঠিক আছে, আমার আর কোনও দায়িত্ব রইল না। শুরু হোক তা হলে।'

গাখনাশের ডানদিকে দাঁড়িয়ে কুখ্‌তোঁর সঙ্গে লড়বে গামবেল, ঝন্ করে উঠল ওদের তলোয়ারে ঠোকাঠুকি লাগতেই। গাখনাশ তৈরি হয়ে দাঁড়াল স্যাঙ্গুইনেট্টির আক্রমণ ঠেকাবে বলে। থেমে গেল হই-হল্লা, সবাই উৎসুক চোখে চেয়ে রয়েছে এদিকে। এমনি সময়ে রাগী একটা কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল:

'দাঁড়াও, স্যাঙ্গুইনেট্টি, থামো!'

চওড়া কাঁধের দৈত্যের মত এক লোক দুই হাতে ধাক্কা দিয়ে ভিড় সরিয়ে ঢুকে পড়ল এরিনায়। থেমে গেল যুদ্ধরত চারজন।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল নবাগত লোকটা, হাঁপাচ্ছে।

'কসম খোদার, স্যাঙ্গুইনেট্টি! এটাকে তুমি বন্ধুত্ব বলো?'

'মাই ডিয়ার, ফ্রাঁসোয়া,' বলল ইটালিয়ান, 'বাজে একটা সময়ে এসেছ। দেখতেই পাচ্ছ—'

'ব্যস? আমাকে দেখে খুশি হওয়ার এ-ই নমুনা?'

গাখনাশের মনে পড়ল গতকাল সন্ধ্যায় এই লোকটাও ছিল ওর প্রতিপক্ষের সঙ্গে।

'দেখতে পাচ্ছ না আমি একটা কাজে ব্যস্ত আছি?'

'হ্যাঁ, আমার রাগটা তো ওখানেই। একটা দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামতে যাচ্ছ তুমি, অথচ সেখানে আমার কোনও ভূমিকা নেই। তুমি কি আমাকে অধীনস্থ কর্মচারী মনে করো নাকি? যা-ই হোক, দেখা যাচ্ছে বেশি দেরি করে ফেলিনি।'

লোকটার মতলব টের পেল গাখনাশ। সাকিং কাফ ছেড়ে এসেছে সে আধঘণ্টার বেশি হয়ে গেছে; নানান ভাবে শুধু দেরির পর দেরি করাচ্ছে লোকগুলো। লোকটাকে জানাল সে, আর দেরি করবার উপায় নেই, যেন দয়া করে সরে দাঁড়িয়ে কাজটা শেষ করতে দেয়। কিন্তু কে কার কথা শোনে! তার বক্তব্য: এমন একটা মজাদার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে নেই, ধীরে-সুস্থে হওয়া দরকার। দেখা গেল আর সবাই ওকে সমর্থন করছে; এমনকী মসিয়ো গামবেলও।

'আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, মসিয়ো গাখনাশ, দোহাই লাগে আপনার, এমন একটা বিনোদন থেকে মানুষকে বঞ্চিত করবেন না। সরাইখানায় আমার এক বন্ধু আছে, যে এই ভদ্রলোককে মোকাবিলা করার সুযোগ হারালে আমাকে জীবনে ক্ষমা করতে পারবে না। কয়েকটা মিনিট, প্লিজ! আমি এক দৌড়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসছি ওকে।'

'দেখুন, মসিয়ো,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রতিবাদ করল গাখনাশ, 'আপনাদের কাছে যা-ই মনে হোক না কেন, এটা কোনও খেলা বা ঠাট্টা-মশকরার ব্যাপার নয়। একটা ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে বাধ্য হচ্ছি–'

'মোটেও না, সার,' বলল কুখ্‌তো। 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে পচা কাদায় ফেলে দিয়ে আপনিই বরং মসিয়ো স্যাঙ্গুইনেট্টিকে বাধ্য করেছেন আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করতে।'

বিরক্ত গাখনাশ নিজের ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের করে ফেলবার জোগাড় করল।

'ঝগড়াটা যেভাবেই শুরু হোক না কেন,' বলল ফ্রাঁসোয়া, 'শুরু হয়ে গেছে!' হো-হো করে হেসে উঠল সে মহানন্দে। 'এখন কোনও ব্যাটা আমার যোগ দেওয়াটা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। হয় আমাকেও নিতে হবে, নইলে থাকো দাঁড়িয়ে সারাদিন!'

'রাজি হয়ে যান, মসিয়ো,' গাখনাশের কানে কানে পরামর্শ দিল গামবেল। 'আমি যাব আর আসব। এতে দেখবেন শেষপর্যন্ত সময় বাঁচবে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা, যান তা হলে! খোদার ওয়াস্তে নিয়ে আসুন আপনার বন্ধুকে। এই সুযোগে দুনিয়ার সবাই তাদের লড়াইয়ের শখ মিটিয়ে নিক।'

ছুটল গামবেল। দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে নতুন করে গুঞ্জন শুরু হলো, তবে গামবেলের ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যের কথা শুনে দূর হয়ে গেল অসন্তোষ। পাঁচ মিনিট গেল, দশ মিনিট গেল; ফিরল না লোকটা। স্যাঙ্গুইনেট্টি তার দুই বন্ধুর সঙ্গে নিচুগলায় খোশগল্প করছে, ওদের থেকে কয়েক গজ দূরে পায়চারি করছে গাখনাশ গা-টা গরম রাখার জন্য। জ্যাকেটটা গায়ে চাপিয়েছে আবার। আরও পনেরো মিনিট পার হলো, গামবেলের দেখা নেই। ঢং ঢং করে বারোটার ঘণ্টা পড়ল স্যাঁ ফ্রাঁসোয়া অ্যাসিযোর গির্জায়। থমকে দাঁড়াল গাখনাশ, এটা তো চলতে দেয়া যায় না। এর একটা সমাপ্তি টানতে হবে, এবং এখনই।

মসিয়ো স্যাঙ্গুইনেট্টির দিকে ফিরল গাখনাশ। এই মুহূর্তে লড়াই শুরু করার কথা ওকে বলতে যাবে, এমনি সময় হঠাৎ নোংরা জামা আর অবিন্যস্ত চুল নিয়ে এক লোক দর্শকদের সারি ভেদ করে ছুটে গেল মসিয়ো স্যাঙ্গুইনেট্টি ও তার

বন্ধুদের দিকে। ওকে চিনতে পারল গাখনাশ–ওবেয়ায দো ফখঁস-এর অসলার লোকটা। ওর কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পেল গাখনাশ।

'মসিয়ো স্যাঙ্গুইনেট্টি, আমার মনিব জানতে চেয়েছেন, আজকের জন্যে আপনি যে কোচ ভাড়া করেছিলেন, সেটা কি আপনার প্রয়োজন আছে? একঘণ্টা যাবৎ ওবেয়ায দো ফখঁস-এর সামনে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে ওটা, আপনার যদি দরকার না থাকে–'

'কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?' স্বভাবসুলভ কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল স্যাঙ্গুইনেট্টি।

'ওবেয়ায দো ফখঁস-এর দরজায়।'

'বোকা গাধা কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল স্যাঙ্গুইনেট্টি, 'ওখানে কেন দাঁড়িয়ে থাকবে? আমি না ওটা সাকিং কাফে পাঠাতে বলেছিলাম?'

'তা আমি জানি না, সার। মালিক আমাকে এই কথা জিজ্ঞেস করতে পাঠালেন।'

'প্লেগ হয়ে মরুক ব্যাটা!' বলেই গাখনাশের ওপর চোখ পড়ল স্যাঙ্গুইনেট্টির। ওকে দেখে বিব্রত ভঙ্গিতে চোখ নামাল সে মাটির দিকে। ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও অসলারের দিকে ফিরল লোকটা, 'তাকে গিয়ে বলো, হ্যাঁ, গাড়ি আমার দরকার, এখনই আসছি আমি।' কথাটা বলেই গাখনাশের দিকে এগিয়ে এল লোকটা, চেহারা থেকে অসহ্য ঔদ্ধত্য দূর হয়ে গেছে; মনে হচ্ছে, মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে লজ্জায়।

'মসিয়ো, কী বলি এখন আমি আপনাকে?' অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বলল ইটালিয়ান। 'দেখাই যাচ্ছে বিচ্ছিরি একটা ভুল হয়ে গেছে। আমি আন্তরিক দুঃখিত, বিশ্বাস করুন–'

'থাক, থাক, আর বলবেন না, প্লিজ,' বলল গাখনাশ। ভদ্রতা করে যোগ করল, 'আমিই বরং আপনার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে ফেলেছি বলে দুঃখিত।'

'না, না,' ভদ্রতায় ইনিই বা কম যাবেন কেন, 'বলতে দ্বিধা নেই, ওই ব্যবহার আমার প্রাপ্য ছিল। ভুলটা ছিল আমার, আমিই আগে দুর্ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে। দর্শকরা খুবই হতাশ হবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু ওদের আনন্দ দেয়ার জন্যে আমরা লড়াই করতে যাব কেন–কী বলেন?'

'ঠিক,' বলল গাখনাশ। ভদ্রতার পেছনে আর বেশি সময় নষ্ট না করে দ্রুতহাতে জ্যাকেটের উপর ভারী চাদরটা চাপাল, তারপর তলোয়ার ঢুকিয়ে রাখল সে খাপে। হাতে সময় থাকলে না হয় লোকটাকে বেত মেরে আনন্দ পাওয়া যেত, কিন্তু এখন যত দ্রুত সম্ভব সাকিং কাফে ফেরা দরকার ওর, রওনা হয়ে যাওয়া দরকার প্যারিসের পথে। সামান্য দু'চার কথায় বিদায় নিয়ে হ্যাট মাথায় দিয়ে রওনা হয়ে গেল গাখনাশ। ভাবছে, এতক্ষণেও ফিরল না কেন মসিয়ো দো গামবেল?

আট

শ্যাঁ ওউ কাপুসাঁ থেকে সাকিং কাফ পর্যন্ত পাঁচ মিনিটে দৌড়ে এসে বেদম হাঁপাচ্ছে মসিয়ো গামবেল, বিধ্বস্ত চেহারায় যন্ত্রণার অভিব্যক্তি।

দূর থেকে দেখল দরজার সামনে ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে কোচটা, পোর্চ-এ দাঁড়িয়ে এক বেয়ারার সঙ্গে গল্প করছে কোচের চালক, গাখনাশের আদেশ মোতাবেক সটান সোজা হয়ে ঘোড়ার উপর বসে গার্ড দিচ্ছে সোলজাররা। সরাইখানার দরজায় দাঁড়িয়ে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে রাবেক চারদিকে, চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই কী পরিমাণ অস্থির হয়ে রয়েছে সে ভিতর ভিতর।

মসিয়ো গামবেলকে ওভাবে দৌড়ে আসতে দেখে সামনে এগোতে যাচ্ছিল রাবেক, দেখতে পেল সেনিশালের প্রাসাদ থেকে হেলেদুলে লর্ড ত্রেসোঁও আসছেন এদিকে। দুজন একই সঙ্গে পৌঁছলেন সরাইখানার দরজায়।

অশুভ চিন্তায় ছেয়ে গেল রাবেকের মন। চেঁচিয়ে উঠল, 'কী ব্যাপার? আপনি একা যে? মসিয়ো দো গাখনাশ কোথায়?'

থমকে দাঁড়াল মসিয়ো গামবেল, গোঙানির মত কাতর ধ্বনি বেরুলো তার মুখ থেকে, জবাব দিতে গিয়ে ভেঙে গেল গলা।

'খু-খুন হয়ে গেছেন!' ফুঁপিয়ে উঠল গামবেল, মাথাটা নাড়ছে এপাশ-ওপাশ। 'জবাই করা হয়েছে ওঁকে। ওহ্! বীভৎস দৃশ্য!'

লোকটার কাঁধ খামচে ধরল রাবেক, 'কী বলছেন আপনি?' সারা শরীরে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে তার, চেহারা রক্তশূন্য।

কথাটা কানে যেতেই থেমে দাঁড়িয়েছেন ত্রেসোঁ, মোটা ঘাড় ঘুরিয়ে চাইলেন গামবেলের দিকে। 'কে খুন হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'নিশ্চয়ই মসিয়ো দো গাখনাশ নয়?'

'উনিই!' কাতর কণ্ঠে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। 'ওটা ফাঁদ ছিল। অ্যামবুশ! আমাদেরকে শ্যাঁ ওউ কাপুসাঁয় নিয়ে গিয়ে চারজন ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। উনি যতক্ষণ বেঁচে ছিলেন, আমি ছিলাম পাশে। যখন দেখলাম ধরাশায়ী হয়েছেন, ছুটে এসেছি আমি সাহায্যের আশায়।'

'হায়, খোদা!' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল রাবেক। ছেড়ে দিল মসিয়ো গামবেলের কাঁধ।

'কারা করল কাজটা?' প্রশ্ন করলেন ত্রেসোঁ, গম-গম করে উঠল তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'আমি চিনি না তাদের। যে লোকটা মসিয়ো দো গাখনাশের সঙ্গে গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়েছিল, তার নাম স্যাঙ্গুইনেট্টি। এই মুহূর্তে রায়ট শুরু হয়েছে ওখানে। লড়াই দেখতে ভিড় করেছিল অনেক লোক। ওরাও জড়িয়ে পড়েছে দাঙ্গায়। খোদাই জানে, ওরা ওই ভদ্রলোককে বাঁচাতে পারল কি না!'

'দাঙ্গা? দাঙ্গা বেধে গেছে বলছেন?' যেন কর্তব্যবোধ চেগিয়ে উঠল গভর্নরের।

'হ্যাঁ,' বলল গামবেল নিস্পৃহ কণ্ঠে, 'যে যাকে সামনে পাচ্ছে, তারই গলা কাটছে।'

'কিন্তু··· কিন্তু··· সত্যিই উনি মারা গেছেন, মসিয়ো? আপনি নিজে দেখেছেন?'

'পড়ে যেতে দেখেছি,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল গামবেল। 'তবে এমনও হতে পারে, জখম হয়েছেন শুধু, মারা যাননি।'

'ওই অবস্থায় ওঁকে ফেলে পালালেন আপনি?' গর্জে উঠল রাবেক।

কাঁধ ঝাঁকাল গামবেল। 'তা ছাড়া আর কী করব আমি? একা লড়াই করব চার-চারটে খুনির সঙ্গে? যখন দেখলাম, দর্শকদের এক অংশ বাধা দিচ্ছে ওদেরকে, সাহায্যের জন্যে ছুটে এসেছি আমি। ওই যে সৈন্যরা, ওরা যদি এখনই—'

'ঠিক বলেছেন,' চেঁচিয়ে উঠলেন ত্রেসোঁ। 'বিষয়টা এখন আমার এক্তিয়ারে চলে এসেছে।' নিজের পরিচয় দিলেন তিনি মসিয়ো গামবেলকে। 'আমি হচ্ছি দোফিনির লর্ড সেনিশাল।'

'কী কপাল আমার!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল গামবেল, নিচু হয়ে ঝুঁকে বাউ করল লর্ডকে, 'পেয়ে গেলাম আপনাকে, মানে, সরাসরি কর্তৃপক্ষকে!'

সার্জেন্টের দিকে ফিরে সৈন্যদের নিয়ে এই মুহূর্তে শ্যঁ ওউ কাপুসাঁর দিকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিলেন ত্রেসোঁ। এক লাফে তাঁর সামনে চলে গেল রাবেক।

'না, না, মসিয়ো ল্য সেনিশাল! এরা মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে পাহারা দিচ্ছে। ওদেরকে এখানেই থাকতে দিন। আমি যাচ্ছি মসিয়ো দো গাখনাশের কাছে।'

ওর দিকে চেয়ে ঠোঁট উল্টালেন ত্রেসোঁ বিরক্ত ভঙ্গিতে। 'তুমি যাবে? কী করবে তুমি একা গিয়ে? কে তুমি?'

'আমি মসিয়ো দো গাখনাশের ভ্যালে।'

'ও, চাকর! সরো সামনে থেকে!' সার্জেন্টের দিকে ফিরলেন তিনি আবার। 'জলদি ছুট লাগাও, পমিহ্, সোজা শ্যঁ ওউ কাপুসাঁর দিকে। তোমাদের সাহায্য করার জন্যে আরও লোক পাঠাচ্ছি আমি এখনই।'

রেকাবে পা রেখে লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠল সার্জেন্ট। হুকুম পেয়ে ঘোড়ার মুখ ঘোরাল সৈন্যরা। আরেক হুকুম পেয়ে ছুটল সার্জেন্ট পমিহ্-এর পিছু নিয়ে।

লর্ড সেনিশালের হাত চেপে ধরল রাবেক।

'থামান ওদের, মসিয়ো!' বলল ও, 'থামতে বলুন ওদেরকে! ফাঁদে পা দিচ্ছেন, মসিয়ো! ধাপ্পা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে মাদামোয়াযেলের পাহারা!'

'থামতে বলব!' তাজ্জব হয়ে রাবেককে দেখলেন সেনিশাল আপাদমস্তক। 'পাগল নাকি তুমি?' ঝাড়া দিয়ে রাবেকের হাত সরিয়ে হেলেদুলে রওনা দিলেন প্রাসাদের দিকে—বলা বাহুল্য, দাঙ্গা দমন করার জন্য আরও লোক পাঠাতে চলেছেন।

দোটানায় পড়ে গেছে, কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না রাবেক। মনিবের সাহায্য দরকার; তাঁর জন্য উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও ভক্তি-ভালবাসা অমোঘ টানে টানছে ওকে শ্যাঁ ওউ কাপুসাঁর দিকে, অথচ ওদিকে এক-পা এগোবার ক্ষমতা নেই ওর এখন। কারণ, ত্রেসোঁর হুকুমে ট্রুপাররা চলে যাওয়ায় এখন ও ছাড়া মাদামোয়াযেলের প্রহরায় আর কেউ নেই, তাঁকে একা ফেলে কোথাও যাওয়া চলে না। অন্যদিকে, এই মসিয়ো গামবেল লোকটাকে একটুও পছন্দ করতে পারছে না ও; ওর সন্দেহ, মোটা সেনিশালকে যা-তা বুঝিয়ে ট্রুপারদের এখান থেকে সরাবার পিছনে বিশেষ কোনও উদ্দেশ্য আছে লোকটার।

গামবেলের পিছু নিয়ে সরাইখানার ভিতরে ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রাবেক। ছয়জন ষণ্ডামার্কা সশস্ত্র লোক দেখা যাচ্ছে কমোন-রুমে! ওদের চেহারা-সুরত অনেকটা গতকাল বিকেলে কোন্দিয়াকের দুর্গে দেখা কয়েকজন প্রহরীর মত লাগল। এরা হঠাৎ কোত্থেকে উদয় হলো বুঝতে অসুবিধা হলো না রাবেকের। আস্তাবলের প্রাঙ্গণ হয়ে সরাইয়ের পিছন দিয়ে ঢুকেছে ওরা, নইলে ও দেখতে পেতই। দোতলায় যাবার সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কয়েক কদম দূরে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে দেখছে ওদেরকে সরাই-মালিক।

আরেকবার চমকাল রাবেক, যখন দেখল গামবেল লোকটা এই মুহূর্তে হাসিমুখে গল্প করছে ওর দিকে পিছন ফিরে থাকা চমৎকার পোশাক পরা এক তরুণের সঙ্গে। তরুণকে বলতে শুনল, 'ওকে বলো, মসিয়ো দো গাখনাশ এখুনি নেমে এসে গাড়িতে উঠতে বলেছেন।'

রাবেকের পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল তরুণ। মাখিয়ুস দো কোন্দিয়াক! ওকে চিনতে পেরে সব বুঝে ফেলল রাবেক মুহূর্তে। মাদামোয়াযেলের এখন ঘোর বিপদ!

সিঁড়ির দিকে এগোল রাবেক দ্রুতপায়ে। মাখিয়ুসের ইঙ্গিতে দুইজন লোক উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে, বাকি চারজন কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পথ রোধ করল রাবেকের।

পিছন ফিরে দেখল রাবেক, সরাই-মালিককে নিচু গলায় কী যেন বলছে মাখিয়ুস ও গামবেল। ওদের বক্তব্য শোনা না গেলেও সরাই-মালিকের উত্তরটা শোনা গেল পরিষ্কার। প্রথমে মাথা ঝুঁকিয়ে 'বাউ' করল সে, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, মসিয়ো দো কোন্দিয়াক। আপনাদের কোন কাজে আমি বাধা দেব না। কিছুই দেখিনি আমি, কিছুই শুনিনি।'

'একটু জায়গা দিন, ওপরে যাব,' বলল রাবেক সামনে ঠিক দেয়ালের মত দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোকে। এক হাত বাড়িয়ে একজনকে সামনে থেকে সরাবার চেষ্টা করল।

'এদিক দিয়ে যাওয়া যাবে না,' বলল ওদের একজন। কেউ ওরা নড়ল না একচুল।

হাতের মুঠো খুলছে আর বন্ধ করছে রাবেক, থরথর করে কাঁপছে রাগে। মনে মনে অভিসম্পাত দিচ্ছে মোটকা ত্রেসোঁকে–এখন যদি সোলজাররা থাকত, তা হলে এদের সামাল দেয়া কোন ব্যাপারই ছিল না। মসিয়ো দো গাখনাশ

অনুপস্থিত, হয়তো মারাই গেছেন; সেই সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে মাদামোয়াযেলের সব আশা-ভরসা। কোন্দিয়াকদেরই জয় হলো তা হলে! ও একা এত লোককে সামলাতে পারবে না, হয়তো আহত বা নিহত হবে; কিন্তু পরোয়া করল না রাবেক—এক-পা পিছিয়ে টান দিয়ে তলোয়ার বের করল খাপ থেকে।

'যেতে দাও আমাকে!' হুঙ্কার ছাড়ল ও। পরমুহূর্তে শুনতে পেল ওর ঠিক পিছনেই কে যেন তলোয়ার বের করল। আক্রমণকারীকে বাধা দেয়ার জন্য ঘুরতেই হলো। দেখল, নাঙ্গা তলোয়ার হাতে হাসছে মসিয়ো গামবেল।

'নোংরা, নীচ, বিশ্বাসঘাতক কোথাকার!' চেঁচিয়ে উঠল রাবেক, 'দাঁড়া, তোকে—'

ব্যস, এইটুকুই বলতে পারল সে; পিছন থেকে ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল একজন, আরেকজন চেপে ধরল ডানহাতের কবজি; জোরে একটা মোচড় দিয়ে কেড়ে নিল তলোয়ার। হ্যাঁচকা টানে মাটিতে ফেলা হলো ওকে, টেনে এক কোণে নিয়ে ওর পিঠে ঠিক শিরদাঁড়ার উপর হাঁটু গেঁথে আটকে রাখল একজন। ওই অবস্থায় দেখল রাবেক, ত্রস্ত পায়ে মাদামোয়াযেল নেমে আসছে সিঁড়ি বেয়ে, থমকে দাঁড়াল সামনে মাখিয়ুসকে দেখতে পেয়ে; পরমুহূর্তে রাবেকের অবস্থা দেখে রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার মুখ।

মাখিয়ুস দুই হাত দু'পাশে ছড়িয়ে 'বাউ' করল ওকে।

'কো-কোথায়··· মসিয়ো দো গাখনাশ কোথায়?' বিস্ফারিত চোখে এদিক-ওদিক উদভ্রান্ত দৃষ্টি ফেলে গাখনাশকে খুঁজল ভ্যালেরি।

'কোন্দিয়াকদের সঙ্গে লাগতে গেলে যা হয় তা-ই হয়েছে ওর,' হাসিমুখে বলল মাখিয়ুস চালিয়াতি ভঙ্গিতে। 'ওকে··· বিদায় করা হয়েছে।'

'কী বলতে চাও?' আঁৎকে উঠল মাদামোয়াযেল। 'উনি মারা গেছেন?'

'আমার বিশ্বাস, এতক্ষণে কাজটা শেষ,' মুচকি হাসল সে। 'অতএব, দেখতেই পাচ্ছ, মাদামোয়াযেল, তোমার জন্যে রানির পাঠানো অভিভাবক যখন···ইয়ে, তোমাকে ছেড়ে চলেই গেছে, তোমার উচিত হবে আমার মায়ের ছাদের নীচে ফেরত যাওয়া। আমি এটুকু আশ্বাস দিতে পারি, কেউ দোষ দেবে না, সবাই খুব খুশি মনেই ফেরত নেবে তোমাকে ওখানে। গাখনাশ ছাড়া আর কারও ওপর আমাদের কোন বিদ্বেষ নেই, তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসার উপযুক্ত শাস্তি সে পেয়ে গেছে।'

সরাই-মালিকের দিকে ফিরল ভ্যালেরি সাহায্যের আশায়।

'মসিয়ো ল্যোত—'

কথা শুরু করল কিন্তু শেষ করতে পারল না মাদামোয়াযেল। বাধা দিল মাখিয়ুস। হুকুম দিল নিজের লোকদের।

'নিয়ে যাও ওকে,' আঙুল তুলে দরজা দেখাল সে। 'কোচে তোলো! জলদি!'

প্রাণপণে বাধা দেয়ার চেষ্টা করল ভ্যালেরি, কিন্তু দু'জন দু'হাত ধরে জোর করে টেনে বের করে নিয়ে গেল ওকে। বাকি সবাই বেরিয়ে গেল ওদের পিছু নিয়ে। সবার শেষে গেল গামবেল, বেরিয়ে যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে রাবেককে ঠেসে ধরে রাখা লোকটাকে বলল, 'আমরা রওনা হয়ে গেলেই চলে এসো।'

প্যাসেজে পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল, দড়াম করে দরজা আছড়াবার শব্দ শোনা গেল। তারপর খানিক চুপচাপ, কেবল ঠেসে ধরে রাখা রাবেকের কষ্ট করে টানা শ্বাসের শব্দ শোনা গেল। বাইরে কেউ একজন চেঁচিয়ে হুকুম দিল, ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল, সেই সঙ্গে কোচের ক্যাঁচ-কোঁচ। ভারী কোচের চাকা গড়াচ্ছে। দ্রুত মিলিয়ে গেল সে আওয়াজ।

এইবার ষণ্ডা লোকটা রাবেককে ছেড়ে লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে। ওর পিছু নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে দেখল রাবেক, প্রাণপণে ছুটছে ষণ্ডা, কোচ অদৃশ্য হয়েছে। ঘুরে চোখ গরম করে চাইল সে সরাই-মালিকের দিকে।

'শুয়োর কোথাকার!' দাঁত খিঁচিয়ে নিজের নিষ্ফল রাগ ঝাড়ল ও লোকটার ওপর, 'ভীতু, কাপুরুষ, নর্দমার কীট!'

'আর কী করার ছিল আমার?' জবাব দিল সরাই-মালিক নিচু গলায়। 'বাধা দিলেই জবাই করত ওরা আমাকে!'

আরও কিছুক্ষণ মেরুদণ্ডহীন লোকটাকে গালি-গালাজ করার পর কিছুটা শান্ত হয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলা নিজের তলোয়ার তুলে নিতে গেল রাবেক। এমনি সময়ে দ্রুত অগ্রসরমান পায়ের আওয়াজ কানে গেল ওর, দরজার কাছ থেকে ভেসে এল তীক্ষ্ণ, কর্কশ, রাগী একটা কণ্ঠ:

'রাবেক!'

হাত থেকে ছুটে গেল তলোয়ার, হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে রাবেক মনিবের দিকে। তার প্রিয় মানুষটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার সামনে, জলজ্যান্ত, সুস্থ।

'মসিয়ো!' বলতে বলতেই পানি এসে গেল রাবেকের চোখে। ঢোক গিলে নিয়ে আবার ডাকল ও, 'মসিয়ো!' এবার গাল বেয়ে টপ টপ পড়তে শুরু করেছে অশ্রু। 'ধন্যবাদ, খোদাকে ধন্যবাদ!'

'কীসের জন্যে?' ভুরু কুঁচকে দেখল ওকে গাখনাশ। এগিয়ে এল সামনে। হাত চেপে ধরল রাবেকের। 'কোচটা গেল কোথায়? আর সৈন্যরা? মাদামোয়াযেল? উত্তর দাও!'

'ওরা, ওদের–' ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল রাবেক। ওর মনে হলো খবরটা শুনলে প্রথমে ওকেই খুন করবে মনিব। কিন্তু ভয়ই সাহস যোগাল ওকে হঠাৎ। জীবনে যা সম্ভব বলে কল্পনাও করেনি, সেই সুরে চেঁচিয়ে উঠল ও, 'আপনারই বোকামিতে! বারবার বলেছি আমি সাবধান হতে! বলেছি, ফাঁদে পা দিচ্ছেন! না, কানেও তুললেন না আমার কোনও কথা। অনেক বেশি জানেন আপনি, অনেক বেশি বোঝেন! ঝগড়া-ফ্যাসাদে জড়াতেই হবে আপনাকে! চালাকি করে বুদ্ধু বানিয়ে রেখে গেছে ওরা আপনাকে, মসিয়ো!'

রাবেকের হাত ছেড়ে দিয়ে এক-পা পিছিয়ে গেল গাখনাশ।

পরিষ্কার বুঝে নিল সে কী ঘটেছে। আগেই সন্দেহ করেছিল, এখন রাবেকের কথায় স্পষ্ট হলো সব। আরও বুঝল, যা ঘটেছে তার জন্য দায়ী সে নিজেই। সম্পূর্ণ দোষ ওর···ওর অভিশপ্ত লড়াকু মেজাজের।

'কে–কে বোকা বানাল আমাকে?'

'গামবেল। যে-লোকটা আপনার বন্ধু সেজেছিল! ওরা সবাই একই দলের।

গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল আপনাকে। তারপর দৌড়ে এসে খবর দিল খুন হয়ে গেছেন আপনি, দাঙ্গা বেধে গেছে শ্যঁ ওউ কাপুসাঁয়। সে সময় মসিয়ো দো ত্রেসোঁ ছিলেন এখানে। দাঙ্গার কথা শুনে সব সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন ওখানে। আমার কোনও কথা শুনলেন না। সৈন্যরা সরে যেতেই গামবেল সরাইখানায় ঢুকে যোগ দিল মসিয়ো দো কোন্দিয়াক আর তার ছয় জওয়ানের সঙ্গে। আমি একা কিছুই করতে পারলাম না। আমাকে ওইখানে ঠেসে ধরে রেখে আমারই চোখের সামনে দিয়ে মাদামোয়াযেলকে কোচে তুলে নিয়ে গেল ওরা। এই ব্যাটা সরাই-মালিক–' বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল রাবেক। 'আমি কিছুই–'

'কতক্ষণ আগে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল গাখনাশ।

'এই তো, আপনি দরজা দিয়ে ঢোকার কয়েক মিনিট আগে।'

'তা হলে ওই কোচটাই পঁখতে দো স্যভোয়ায় পাশ কাটিয়ে গেল আমাকে। আমি তখন শর্ট কাট করে স্যাঁ ফ্রঁসিসের গোরস্থানের মধ্য দিয়ে আসছিলাম। হায়, খোদা! ওদের ধাওয়া করে ধরতে হবে এখন, রাবেক। ইশ্‌শ্‌! কী বোকামি করলাম! সব গুছিয়ে এনে মুহূর্তের অসতর্কতায়–' কথা শেষ না করেই ঝট্ করে পিছন ফিরল গাখনাশ। 'আমি মসিয়ো দো ত্রেসোঁর কাছে চললাম,' বলে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

পোর্চে গিয়েই দেখল গাখনাশ, ফিরে আসছে সার্জেন্টের পিছু নিয়ে সৈন্যরা। ওকে দেখে বিস্ময় দেখা দিল সার্জেন্টের দু'চোখে। ঘোড়া থেকে নেমে বলল, 'যাক, তা হলে নিরাপদেই আছেন, মসিয়ো! আমরা শুনেছিলাম খুন হয়ে গেছেন আপনি। কেউ রসিকতা করেছে আমাদের সেনিশালের সঙ্গে। খামোখা–'

'রসিকতা নয়, সার্জেন্ট,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল গাখনাশ। 'সেনিশালের প্রাসাদে ফিরে যেতে পার তোমরা এবার। আমার আর এসকর্টের প্রয়োজন নেই, এখন দরকার বড়সড় সৈন্যদল।'

পা বাড়াল ও সেনিশালের প্রাসাদের দিকে।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার।

নয়

'মসিয়ো ল্য সেনিশাল,' সরাসরি প্রশ্ন করল গাখনাশ, 'যে এসকর্ট আপনি আমার অধীনে ন্যস্ত করেছিলেন, তাদেরকে পোস্ট ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার হুকুম দিলেন আপনি কী মনে করে?'

'কী মনে করে!' মনে খুব দুঃখ পাওয়ার ভঙ্গি করলেন লর্ড সেনিশাল। 'কী আবার, আপনাকে সাহায্য করতে! আমাকে জানানো হয়েছিল, শ্যঁ ওউ কাপুসাঁর মাঠে খুন হয়ে যাচ্ছেন আপনি!'

যদিও গাখনাশের ঘোর সন্দেহ আছে, ঠিক এই কারণেই সৈন্যদের

সরাইখানার সামনে থেকে সরানো হয়েছিল কি না, লর্ড সেনিশালের উত্তরটা, এবং পরবর্তীতে ওকে জীবিত দেখে কী যে খুশি হয়েছেন তিনি, তার পল্লবিত বর্ণনা শুনে এ-মুহূর্তে এ নিয়ে কিছু বলতে পারল না। বদলে তার দাঁড় করিয়ে যাওয়া সৈন্যদের ওখান থেকে সরিয়ে দেয়ার ফলে কী ঘটেছে সেটা জানাল অল্প কথায়। এবারও প্রচুর সহানুভূতি জানিয়ে গাখনাশকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন তিনি।

'এবার, মসিয়ো,' বলল গাখনাশ, 'আর মাত্র একটাই রাস্তা খোলা রয়েছে আমার জন্যে—ফোর্স নিয়ে ফিরে গিয়ে অস্ত্রের মুখে মাদামোয়াযেলকে আমার হাতে তুলে দিতে ওদের বাধ্য করা। শুধু তা-ই নয়, বিধবা, তার গুণধর পুত্র আর দুর্গের গুণ্ডা-পাণ্ডাদের ধরে নিয়ে আসব এখানে। রানির হুকুম অমান্য করতে ওই মহিলাকে সাহায্য করার জন্যে দুর্গরক্ষীদেরকে কী শাস্তি দেবেন সেটা আপনি বুঝবেন; ওরা গ্রেনোবলের জেলখানায় থাকবে। তবে বিধবা মাদাম আর তার ছেলেকে আমার সঙ্গে যেতে হবে প্যারিসে।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন সেনিশাল। চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের দাড়ি আঁচড়ালেন কিছুক্ষণ, চশমার কাঁচের ওপাশ থেকে তাঁর খুদে চোখ দুটো বার কয়েক চট্ করে গাখনাশের দিকে চেয়ে ওর ভাব বোঝার চেষ্টা করল।

'ঠিক বলেছেন,' পূর্ণ সমর্থন জানালেন তিনি গাখনাশের ইচ্ছের প্রতি। 'এটাই এখন আপনার একমাত্র করণীয়।'

'আপনি একমত হচ্ছেন বলে ভাল লাগছে। কারণ, আপনার সাহায্য দরকার পড়বে আমার।'

'আমার সাহায্য!' আঁৎকে উঠলেন সেনিশাল।

'কোন্দিয়াকের গ্যারিসন চুরমার করতে আপনার কাছ থেকে সৈন্য নিতে হবে আমাকে।'

খানিকক্ষণ অবাক চোখে গাখনাশের দিকে চেয়ে থেকে দুঃখের হাসি হাসলেন সেনিশাল, মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ।

'কোথায় পাব আমি সে সৈন্য?' জানতে চাইলেন তিনি।

'দুশোর ওপর সৈন্য রয়েছে আপনার গ্রেনোবলে।'

'নেই,' বললেন ত্রেসোঁ। 'আর যদি থাকতও, কী করতে পারত ওরা কোন্দিয়াকের মত দুর্ভেদ্য একটা দুর্গের বিরুদ্ধে? বিভ্রান্তিতে ভুগছেন, মসিয়ো। ওরা যদি প্রতিরোধ করে, ওই সংখ্যার দশগুণ লাগবে আপনার ওদেরকে কাবু করতে। যথেষ্ট পরিমাণ খাবার মজুদ করা আছে ওদের, পানিরও কোনও অভাব নেই। ওরা ব্রিজটা তুলে নিয়ে ওপার থেকে প্রাণ খুলে হাসাহাসি করবে আপনাদের উদ্দেশে।'

মোটা লোকটাকে যতই অপছন্দ আর অবিশ্বাস করুক না কেন, মানতে বাধ্য হলো গাখনাশ, তার কথায় যুক্তি আছে।

'দুর্গ ঘিরে বসে থাকব প্রয়োজন হলে,' বলল সে তর্কের খাতিরে।

আবার মাথা নাড়লেন লর্ড সেনিশাল। 'তা হলে শীতকালটা ওখানেই কাটাতে হবে আপনাকে। আর ইসেখ উপত্যকার শীত যে কী ভয়ঙ্কর শীত! বাপরে! ওদের গ্যারিসন ছোট-জনা বিশেক বড় জোর; কিন্তু দুর্গ-প্রতিরক্ষার জন্যে ওই সংখ্যাই

যথেষ্ট। অল্প লোককে খাওয়াতে হয়, ফলে রসদেও কমতি পড়ার সম্ভাবনা নেই। না, মসিয়ো, জোর খাটিয়ে কোন্দিয়াক দুর্গ জয় করতে হলে আরও অনেক বড় বাহিনী লাগবে আপনার।'

কথাগুলো বলতে বলতেই একটা বুদ্ধি খেলে গেল ব্রেসোঁর মাথায়। বরাবরের মতই ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকবেন তিনি এই ব্যাপারে–খরগোশের সঙ্গে পালাবেন, হাউন্ডের সঙ্গে তাড়া করবেন। মাদাম দো কোন্দিয়াককে পাওয়ার দুরাশা ত্যাগ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। এই লোকটা রাজ-প্রতিনিধি, একেও চটাবার সাহস নেই। কাজেই মধ্যপন্থা অবলম্বন ছাড়া তাঁর গতি নেই। মাদাম কোন্দিয়াকের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলো কি হলো না, তাতে তাঁর কিছুই এসে যায় না; ভ্যালেরি দো লা ভোভ্রাই মাখিয়ুস দো কোন্দিয়াককে বিয়ে করল, নাকি গ্রেনোবলের নোংরা কোনও মুচিকে, তাতে কী এসে যায় তাঁর? বিধবার অজান্তে তাঁর প্ল্যান ভেস্তে যাওয়ার মত কিছু করতেও কোন আপত্তি নেই।

'মসিয়ো,' বললেন তিনি গম্ভীর কণ্ঠে, 'আমি বলি কী, সফল হতে হলে ফিরে যান প্যারিসে। আমার এখানে তলোয়ার ও দু'চারটে মাস্কেট ছাড়া আর কোনও অস্ত্র নেই, লোকও কম; ওখান থেকে যথেষ্ট লোক আর অঢেল গোলা-বারুদ-কামান নিয়ে এসে তিন দিনের মধ্যে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিন কোন্দিয়াকের দুর্গ।'

সেনিশালের এই কথার মধ্যেও যুক্তি খুঁজে পেল গাখনাশ। কিন্তু এটা করতে হলে আত্মসম্মান বলে কিছু থাকবে না তার। এটা পরাজয় মেনে নেয়ারই নামান্তর। মানে দাঁড়াবে, যে কাজ পারবে বলে ওর উপর ভরসা রেখেছেন রানি, একা পাঠিয়েছেন ওর উপর অগাধ আস্থা আছে বলেই–সেই কাজে বিফল হয়ে ফিরে যাওয়া।

কয়েক মুহূর্ত পিছনে হাত বেঁধে ভুরু কুঁচকে পায়চারি করল গাখনাশ। তীক্ষ্ণ নজর রাখলেন সেনিশাল ওর গতিবিধির উপর। হঠাৎ ঘুরে এসে দাঁড়াল সে তাঁর টেবিলের সামনে, রাজকীয় চেয়ারের মুখোমুখি।

'আপনার সুপরামর্শ কাজে লাগাব আমি যখন আর কোনও উপায় থাকবে না, তখন,' বলল গাখনাশ। 'কিন্তু তার আগে আপনার সৈন্যদল নিয়েই আমি দেখতে চাই কী করা যায়।'

'কিন্তু আমার তো একজন সৈন্যও নেই এখানে,' বলতে বাধ্য হলেন সেনিশাল। ঠারেঠোরে বললে আর চলছে না, ব্যাপারটা ভেঙেই বলতে হবে এখন একে!

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকল গাখনাশ কয়েক মুহূর্ত।

'কী বললেন? একজন সৈন্যও নেই মানে?' সন্দেহ ফুটল ওর চোখে। 'একজনও নেই?'

'বড়জোর এক কুড়ি লোক হয়তো জোগাড় করা যাবে, তার বেশি নেই।'

'কিন্তু, মসিয়ো, আমার জানা মতে কমপক্ষে দুইশো সৈন্য আছে আপনার গ্যারিসনে। গতকাল সকালে আমি নিজের চোখেই তো পঞ্চাশ-ষাটজন দেখলাম আপনার আঙিনায়।'

'ছিল, মসিয়ো,' চট করে বললেন সেনিশাল। দু'হাত দুই পাশে তুলে খানিকটা ঝুঁকে এলেন টেবিলের উপর। 'ছিল। কিন্তু মন্তেলিমা-র ওদিকে একটা গোলমাল দমন করার জন্যে গতকালই পাঠিয়ে দিয়েছি আমি ওদের। আপনি যখন দেখেছেন, সোলজাররা তখন রওনা হওয়ার জন্যে তৈরি।'

এক মুহূর্ত সেনিশালের দিকে চেয়ে থাকল গাখনাশ নীরবে। তারপর তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, 'ওদেরকে ফিরিয়ে আনতে হবে, মসিয়ো।'

এইবার ক্ষুব্ধ একটা ভঙ্গি নিলেন লর্ড সেনিশাল।

'ফিরিয়ে আনতে হবে?' ক্ষোভের সঙ্গে ভয়েরও ছাপ ফুটল তাঁর চেহারায়। 'কীসের জন্যে? মাথাগরম একটা অবাধ্য মেয়েকে উদ্ধারের জন্যে, যে কিনা অভিভাবকের মতামতের তোয়াক্কা না করে নিজের ইচ্ছামত বিয়ে করতে চায়! আর ওদের সামান্য একটা পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে গোটা একটা প্রদেশের সমস্ত সৈন্যকে বিদ্রোহী দমন করার কাজ ছেড়ে ছুটতে হবে আপনার পেছনে! এখন তো আমার মনে হচ্ছে, সামান্য দায়িত্ব পেয়ে আপনার মাথাটাই বিগড়ে গেছে। বিষয়টার যত না গুরুত্ব, তারচেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়ে ধরছেন আপনি।'

'মসিয়ো, হয়তো সত্যিই আমার মাথা বিগড়ে গেছে, কিংবা হয়তো নয়; কিন্তু শেষ পর্যন্ত যদি আপনার মাথাটা কাটা পড়ে, আমি অবাক হব না। এবার শোনা যাক: মন্তেলিমা-য় কীসের গোলমাল, কীসের বিদ্রোহ চলছে?'

থতমত খেয়ে গেলেন লর্ড ত্রেসোঁ। উত্তরটা তাঁর জানা নেই। তাই প্রশ্ন শুনে রাগ চড়ে গেল মাথায়।

'এটা কি আপনার ব্যাপার, মসিয়ো?' ভুরু কোঁচকালেন তিনি। 'আপনি দোফিনির সেনিশাল, না আমি? আপনাকে আমি গোলমালের কথা জানিয়েছি, যথেষ্ট জেনেছেন। দয়া করে আমার কাজ আমাকে করতে দিন, আপনি মেয়েলোকের ব্যাপার নিয়ে মেয়েলোকের সঙ্গে টানাহেঁচড়া করুন গে যান।'

আত্মায় চোট লেগে গেল গাখনাশের। সত্যিই যে সে ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিশ্রী, অনভিপ্রেত এক মেয়েলি ব্যাপারে জড়িয়ে গেছে, তাতে কোনও ভুল নেই। আর সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে এই মোটা গাধাটা! রাগে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্বলে গেল ওর। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে নিল নিজেকে। যে-ই বলুক না কেন, কথা তো সত্য। কিন্তু খালি মাঠ ছেড়ে দিল না ও সেনিশালকে।

'ঠিক আছে, মসিয়ো সেনিশাল, আপনি যা বলছেন, তা-ই করব আমি। চলে যাচ্ছি আমি প্যারিসে। ফিরে যখন আসব, কপালে খারাবি আছে কোন্দিয়াকের। আর ফিরে এসেই লোক পাঠাব আমি মন্তেলিমা-য়, কী গোলমালের কথা বলছেন আপনি তা জানার জন্যে। যদি কোনও গোলমাল পাওয়া না যায়, মনে রাখবেন, আপনার কপালেও খারাবি আছে। মাদামোয়াযেলের গার্ডদের ডিউটি থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে জবাবদিহি করতে তো হবেই, রানির কাজে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত সৈন্য এখান থেকে সরিয়ে ফেলার অপরাধেও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে আপনাকে।'

কথা শেষ করে হতভম্ব সেনিশালের দিকে পিছন ফিরল গাখনাশ, ভেজা হ্যাটটা মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে গেল বাইরে।

পরদিন সকালে গ্রেনোবল থেকে বিদায় নিল হতোদ্যম গাখনাশ। মাথা হেঁট করে বসে আছে সে ঘোড়ার উপর। টের পাচ্ছে, কী অনাবিল আনন্দে ওকে নিয়ে হাসাহাসি করবে লাক্সেমবার্গের ওরা। এই রকম সাধারণ একটা মেয়েলি ব্যাপারও সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদন করার ক্ষমতা নেই ওর–আহা, বেচারা!

মনিবের মনের অবস্থা দেখে দুঃখে ফেটে যেতে চাইছে বিশ্বস্ত ভ্যালে রাবেকের কলজেটা। নীরবে চলেছে সে মনিবের এক কদম পিছনে থেকে।

দুপুর নাগাদ ভোয়াহোঁ-য় পৌঁছল ওরা, ওখানে নিরিবিলি একটা সরাইখানায় থামল কিছু খেয়ে একটু জিরিয়ে নেবে বলে। অসম্ভব ঠাণ্ডা পড়েছে। বৃষ্টিটা থামলেও আকাশের ভার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে আরও পানি ঝরাবে। খাবার-ঘরে গনগনে আগুন জ্বলছে দেখে এগিয়ে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের পাশে দাঁড়াল গাখনাশ। একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আগুনের লকলকে শিখার দিকে।

পরাজয়ের গ্লানি ম্লান করে দিয়েছে ওর প্রাণশক্তি। ভাবছে, কী পরিমাণ টিটকারি হজম করতে হবে ওকে প্যারিসে। গতকাল ব্রেসোঁকে বড় মুখ করে বলে এসেছে ফিরে আসবে ও। এসে কী হাতি-ঘোড়া মারবে? আসলে হয়তো ওকে আর না পাঠিয়ে যোগ্যতর কাউকে পাঠাবেন এবার রানি। কিংবা হয়তো পাঠাবেন না। যদি পাঠানও, কোন্দিয়াকে পৌঁছতে সৈন্যদের ওখান থেকে বিশ-পঁচিশ দিন লেগে যাবে। ততদিনে সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে যাবে মাদামোয়াযেলের।

একেবারে লেজে-গোবরে করে ফেলেছে সে গোটা ব্যাপারটা। কাল যদি রাগ দমন করে, ওই লোকগুলোর অপমান গ্রাহ্য না করে নিজেকে স্থির রাখতে পারত, তা হলে আজ আর এই অবস্থা হয় না–এতক্ষণে মেয়েটিকে নিয়ে বহুদূর সরে যেতে পারত ও।

'আপনার ওয়াইন, মসিয়ো,' ওর কনুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে গ্লাস এগিয়ে দিল রাবেক। মদটুকু গিলে নিয়ে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হলো, কিন্তু এক পিপে মদেও চাঙ্গা হবে না ওর মন।

'রাবেক,' মনের কষ্ট চাপতে না পেরে বলে ফেলল গাখনাশ, 'বুঝলে, আমার মত এত বড় গাধা বোধহয় ত্রিভুবনে আর নেই। একটা দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কী সুন্দর ভজকট করে দিলাম সব!'

কী সান্ত্বনা দেবে ভেবে পেল না রাবেক।

'তবে, মসিয়ো, আর কিছু না হলেও কোন্দিয়াকের ওদের আত্মা কাঁপিয়ে দিয়েছেন আপনি। ভয়ে ওদের–'

'হুঁহ্, ভয়! মহানন্দে প্রাণ খুলে হাসছে ওরা এখন আমাকে বোকা বানিয়ে। টিটকারি, বুঝলে–'

'ভয়, মসিয়ো,' বলল রাবেক। 'তা না হলে ওরা ওদের গ্যারিসন জোরদার করার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে কেন?'

'তা-ই নাকি?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বলল গাখনাশ, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওর দিকে। 'তা-ই করছে বুঝি? জোরদার করছে? তুমি জানলে কী করে?'

'আস্তাবলে। অসলার বলছিল: ক্যাপটেন ফরচুনিও নামে এক লোক,

কোন্দিয়াকের রক্ষীবাহিনীর ইটালিয়ান চিফ, গ্রেনোবলে এসেছিল গতরাতে। মাদাম লা মাহ্খিসের তরফ থেকে মাগনা মদ খাইয়ে গেছে সরাইখানার উপস্থিত সবাইকে, সামরিক পেশার মহিমা গেয়ে শুনিয়েছে; আর সক্ষম যারাই তার কথায় কান দিয়েছে, তাদেরকেই তার বাহিনীতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে।'

'অনেক লোক যোগ দিয়েছে বুঝি?'

'একজনও না, মসিয়ো। অসলার লোকটা খুব আগ্রহ নিয়ে ওর মাকড়সার জাল বিছানো খেয়াল করেছে। কিন্তু একটা মাছিও নাকি ধরতে পারেনি। কেন ওদের নতুন লোক দরকার টের পেয়ে গেছে মানুষ আগেভাগেই। সবাই জানে, ক্ষমতার গর্বে রানির হুকুম অমান্য করেছে কোন্দিয়াক, প্রয়োজনে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে। যত বেতনের লোভই দেখাক, ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কেউ নিজের কল্লা হারাতে রাজি নয়।'

কাঁধ ঝাঁকাল গাখনাশ। 'স্বাভাবিক। মানুষের দোষ নেই। যা-ই হোক, আরেক গ্লাস ওয়াইন নিয়ে এসো।'

রাবেক মদ আনার জন্য ঘুরতেই হঠাৎ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মসিয়ো দো গাখনাশের মুখ।

দশ

শ্যাতো দো কোন্দিয়াকের মস্ত হলরুমে দুপুরের খাওয়া সেরে আগুনের ধারে বসে শলা-পরামর্শ করছেন বিধবা, তাঁর পুত্রধন ও লর্ড সেনিশাল।

অক্টোবরের শেষ বৃহস্পতিবারের দুপুর। সাত দিন হয়ে গেছে ভগ্ন মনোরথ মসিয়ো দো গাখনাশ গ্রেনোবল থেকে বিফল হয়ে ফিরে গেছে প্যারিসের উদ্দেশে।

জানালার লাল কাঁচের ভিতর দিয়ে রঙীন হয়ে ঘরে ঢুকেছে নিস্তেজ রোদ। মধুময় পরিবেশ, কিন্তু মাদামের কথায় যেন নিমের তেতো। এই একই কথা তিনি গত এক সপ্তাহে অন্তত পঞ্চাশবার বলেছেন।

'লোকটাকে ফিরে যেতে দেয়া মস্ত বোকামি হয়েছে। চাকর সহ লোকটাকে যদি সরিয়ে ফেলা যেত, আজ আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারতাম। রাজ দরবারের ব্যাপার-স্যাপার ভাল করেই জানা আছে আমার। প্রথম দিকে হয়তো খানিকটা চিন্তা করত, লোকটা কাজ সেরে ফিরতে এত দেরি করছে কেন; কোনও খবরই বা পাঠাচ্ছে না কেন। কিন্তু চোখের আড়াল তো মনের আড়াল, একসময় ভুলে যেত সবাই ওর কথা, এমনকী কোন্ ব্যাপারে রানি অযথা নাক গলাতে যাচ্ছিলেন, তা-ও মনে রাখত না কেউ আর।

'কিন্তু এখন কী হবে? লোকটা ফিরে গিয়ে রাজসভায় জানাবে সব। গরম হয়ে উঠবে প্যারিস, ব্যাপারটাকে ধরা হবে অবাধ্যতা হিসেবে, রানির আদেশের প্রতি চরম অবজ্ঞা হিসেবে, বিদ্রোহ হিসেবে। আমাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেবে উপদেষ্টা পরিষদ এবং তার ফলাফল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে

কে বলতে পারে!'

'প্যারিস কোন্দিয়াক থেকে বহু দূরে, মা,' মাহ্‌খিসকে শান্ত করার চেষ্টা করল মাখিয়ুস।

'তা ছাড়া এতদূরে সৈন্য পাঠাবার ঝামেলা না করে হয়তো বিষয়টা ভুলে যাওয়াই উত্তম মনে করবে প্যারিস-কর্তৃপক্ষ,' বললেন সেনিশাল।

'তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে, নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনও চিন্তাই নেই। যেন তোমরা জানো কী করবে ওরা, আর কী করবে না। সময়ে বোঝা যাবে সব। এ-ই আমি বলে রাখলাম, ওদের হাতের মুঠোয় পেয়েও ছেড়ে দেয়ায় এক সময় পস্তাতে হবে তোমাদের।'

ভিতর ভিতর ভয়ে কুঁকড়ে আছেন লর্ড সেনিশালও। কিন্তু ভয় পাওয়ার পাত্র মাখিয়ুস নয়। আসলে বয়সটাই ওর বেপরোয়া।

'যদি এসেই যায়,' বলল সে, 'ব্রিজ তুলে নিয়ে গেট আটকে দেব আমরা। কীভাবে হামলা করবে ওরা? যথেষ্ট লোক আছে আমাদের–আরও লোক রিক্রুটের চেষ্টায় আছে ফরচুনিও।'

'চেষ্টায় তো আছে,' বললেন মাহ্‌খিস নাক কুঁচকে, 'বুঝলাম। গত একটা সপ্তাহ ধরে পানির মত হড়হড় করে টাকা ঢালছে ও মদের পেছনে; গ্রেনোবলের অর্ধেক লোককে বদ্ধ-মাতাল বানিয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যেই। আজ পর্যন্ত শুনলাম না যে, একটা লোক পেয়েছে।'

হেসে উঠল মাখিয়ুস। 'তোমার সবকিছুতেই খালি হতাশা, মা। সবসময় খালি খারাপটাই ভেবে নিতে ভাল লাগে তোমার! ভুল শুনেছ তুমি। আমি তো জানি, একজন অন্তত পাওয়া গেছে, যোগ দিয়েছে সে কাজে।'

'ই-য়্যাক জন!' ঠোঁট ওল্টালেন তিনি। 'তা হলে তো আর কোনও চিন্তাই নেই! বিরাট একটা সংখ্যা শোনালে যা হোক!'

'তাও, শুরু হিসেবে কম কী?' বললেন সেনিশাল, 'যে-কোনও কিছুর শুরু তো ওখান থেকেই হয়।'

'হ্যাঁ, অনেক সময় শেষও ওই ওখানেই হয়ে যায়,' বললেন মাহ্‌খিস তিক্ত কণ্ঠে। 'ভাবছি, কী ধরনের গর্দভ কিংবা পোড়া-কপালে লোকটা যে, আমাদের কাজে যোগ দিতে এসেছে!'

'ইটালিয়ান একজন,' বলল মাখিয়ুস, 'ভাগ্যান্বেষী। স্যাভোয়া থেকে পায়ে হেঁটে চলেছিল প্যারিসের পথে, ফরচুনিও ওকে ধরে বুঝিয়েছে ওর কপাল খুলে যাবে কোন্দিয়াকের কাজে যোগ দিলে। শক্তিশালী, তাগড়া লোক; তবে একটা ফরাসী শব্দও বোঝে না। দেশি লোক পেয়ে আকাশের চাঁদ পেয়েছে হাতে।'

ব্যঙ্গ খেলে গেল মাহ্‌খিসের সুন্দর কালো চোখে।

'বেচারি!' বললেন তিনি। 'বোঝা গেল ওর এই কাজে যোগ দেয়ার আসল কারণটা। একটা ফ্রেঞ্চ শব্দ বোঝে না, তাই টের পায়নি বেচারি কোন্ আগুনে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে, কী ঘটতে চলেছে এখানে। এরকম আরও লোক পেলে মন্দ হত না। কিন্তু কোথায় পাবে? এই একটা লোক দিয়ে তো আর রানির বাহিনী ঠেকানো যাবে না। ঘুরে ফিরে সেই আগের কথাটাই আসছে বার বার: ওই

গাখনাশ ব্যাটাকে ফিরে যেতে দেয়া মস্ত ভুল হয়েছে তোমাদের।

'মাদাম,' বললেন ত্রেসোঁ, 'আমার মনে হচ্ছে, কোনও কিছুতে আশার আলো দেখতে পান না আপনি।'

'হতে পারে, তবে আমার সাহসের অভাব আছে, এ-কথা কেউ বলতে পারবে না, মসিয়ো ল্য কোঁতো,' উত্তরে বললেন তিনি; 'আর এটুকু নিশ্চিত জানবেন, যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, প্রয়োজনে নিজ হাতে তলোয়ার ধরব, তবু প্যারিসের কাউকে পা ফেলতে দেব না কোদ্দিয়াকে।'

'হ্যাঁ,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল মাখিয়ুস, 'তুমি সারাক্ষণ ওসবই ভাবতে থাকবে। কল্পনাও করতে পারবে না, অবস্থার বিন্দুমাত্র অবনতি না-ও হতে পারে, রানিকে বাধা দেয়ার প্রয়োজনই হয়তো হবে না। তিন মাস হতে চলল, ফ্লোরিমঁর কোনও খবর নেই। এই তিন মাসে যুদ্ধরত একজন মানুষের ভাগ্যে অনেক কিছুই ঘটে গিয়ে থাকতে পারে। মারা গেলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'তা হলে তো কথাই ছিল না,' বললেন মাহ্‌খিস নিচু গলায়।

'হ্যাঁ,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাখিয়ুস, 'তা হলেই আমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।'

'সবটা হত, তা বলা যায় না। মাদামোয়াযেলের ব্যাপারটা থাকছে, রাজ দরবারে তার বান্ধব-বান্ধবীরা থাকছে—মড়ক হয়ে ঝাড়ে-বংশে সবকটা মারা পড়লে হাড়ে হাওয়া লাগত। লা ভোভ্রাইয়ের বিপুল সম্পত্তি হারাবার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। আমাদের সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ওই মেজাজি ছুঁড়িটাকে তোমার বিয়ে করে ফেলা।'

'এটা কবেই হয়ে যেতে পারত, সম্ভব হয়নি তোমারই কারণে,' ফস্ করে বলে বসল মাখিয়ুস।

'কীভাবে?' ফোঁস করে উঠলেন বিধবা মাহ্‌খিস, 'আমারই কারণে মানে?'

'তুমি যদি চাঁদা দেয়া থেকে বাঁচতে গিয়ে চার্চের সঙ্গে শত্রুতা না বাধাতে, বিশপের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করতে, তা হলে আমরা আজ একঘরে হয়ে থাকতাম না; ডাকলেই চলে আসত পুরোহিত—ভ্যালেরি রাজি থাক বা না থাক, বিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যেত।'

ভুরু কুঁচকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে চাইলেন মাহ্‌খিস ছেলের মুখের দিকে, তারপর ফিরলেন ত্রেসোঁর দিকে সমর্থনের আশায়।

'শুনলেন, কোঁতো,' বললেন তিনি, 'প্রেমিক প্রবরটিকে দেখে নিন ভাল করে। মেয়েটি ওকে ভাল বাসুক বা না বাসুক, তিনি তাকে বিয়ে করতে রাজি! আমাকে কসম খেয়ে বলেছে ও ভালবাসে মেয়েটাকে, বিয়ে করতে চায়!'

'ও রাজি না হলে আর কীভাবে এটা সম্ভব?' মুখ কালো করে জিজ্ঞেস করল মাখিয়ুস।

'শোনেন কথা! ও আমাকে জিজ্ঞেস করছে আর কীভাবে সম্ভব! খোদা! আমি যদি পুরুষ হতাম, আর তোমার চেহারা-ফিগার পেতাম, দুনিয়ার কোনও মেয়ে আমাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারত? মেয়েদের ব্যাপারে আসলে তুমি একটা ভ্যাবলা। তোমার জায়গায় আমি হলে তিন মাস আগেই ওকে জয় করে নিতাম,

এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই। ওকে আমি কোন্দিয়াকের বাইরে, প্রয়োজনে ফ্রান্সের সীমান্ত পেরিয়ে স্যাভোয়ায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে করতাম; যেখানে আমাদের বিরুদ্ধে চার্চের কোনও বিধিনিষেধ নেই।'

মুখ-চোখ পাকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল মাখিয়ুস, কিন্তু তার আগেই মুখ খুললেন গ্রেসোঁ।

'কথাটা কিন্তু ঠিক, মাখিয়ুস,' বললেন তিনি ভুরু কপালে তুলে। 'তোমার মায়ের চেহারা পেয়েছ তুমি। তুমি ভাগ্যবান! এত সুন্দর চেহারা ফ্রান্স কেন, ফ্রান্সের বাইরেও কোথাও খুঁজে পাবে না তুমি।'

এসব কথায় খুশি হলো না মাখিয়ুস। নিজেকে প্রেমে ব্যর্থ এক তরুণ ভাবতে কারই বা ভাল লাগে। বলল, 'কী বলছেন আপনারা! কেবল অর্ধেকটা দেখতে পাচ্ছেন, আর তারই ভিত্তিতে যার যা মনে আসছে কথা সাজাচ্ছেন। বাকি অর্ধেকটা দেখবেন না? মনে হচ্ছে, আপনারা ভুলেই গেছেন যে ভ্যালেরি ফ্লোরিমঁর বাগদত্তা, বাগদানের মর্যাদা রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর।'

'উহ! মর্যাদারক্ষা!' ফুঁসে উঠলেন মাহ্‌খিস। 'কীসের বাগদান? গত তিন-তিনটে বছর দেখা দেয়া তো দূরের কথা, একটা চিঠিও লেখেনি ফ্লোরিমঁ ওকে। বাগদান অনুষ্ঠান যখন হয়, তখন ও তো কিশোরী। এখনই কি ওকে সাবালিকা বলা যায়? সেই ছুঁড়ি এখন একজন পূর্ণবয়স্কা মহিলার মত বাগদানের মর্যাদা রক্ষার বুলি কপচাচ্ছে! আর তাতেই ঘাবড়ে যাচ্ছেন ইনি! জোরেশোরে চেষ্টা করো তুমি, বোকা ছেলে। বাগদানের মর্যাদা-ফর্যাদা কিচ্ছু না; ও তার বাপের ইচ্ছা পূরণ করতে চাইছে। সত্যিকার একজন পুরুষ পেলে, যে প্রেম নিবেদন করতে জানে, কোথায় উড়ে যাবে ওইসব ঠুনকো বাগদান!'

'চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি আমি,' ঘাড় বাঁকা করে বলল মাখিয়ুস।

মাথা নেড়ে দুঃখের হাসি হাসলেন মাহ্‌খিস।

'যা-ই হোক, সুযোগ কিন্তু বেশিদিন পাবে না, মাখিয়ুস। একবার আমাদেরই এক কর্মচারীকে ঘুষ দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ও প্যারিসে—তার জন্যে ভোগান্তির একশেষ হচ্ছি আমরা সবাই। এরপর আরেকজনকে যদি পটাতে পারে, তা হলে গাথনাশের মত একা একটা ঘাড়-ত্যাড়া লোক না পাঠিয়ে বিশাল সেনা-বাহিনীই পাঠাবে রানি।'

'সেটা যাতে না হয়, সেজন্যে বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করা তো হয়েছেই। তুমি ভুলে যাচ্ছ, মা—'

'ভুলে যাচ্ছি? মোটেও না!' খেঁকিয়ে উঠলেন মাহ্‌খিস। 'এই গার্ডকেও যে ঘুষ দিয়ে সুযোগ বের করে নিয়ে ও পালাবে না, তার কী নিশ্চয়তা?'

হেসে উঠল মাখিয়ুস, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল।

'আবার তুমি তোমার প্রিয় কেয়ামতের প্রসঙ্গে ফিরে গেছ। নিশ্চিন্ত থাকো, মা। পাহারায় রাখা হয়েছে জিল্লা-কে। রাতে বাইরের অ্যান্টিরুমেই ঘুমায় ও। ও হচ্ছে ফরচুনিওর সবচেয়ে বিশ্বস্ত লোক। ওকে ঘুষ দিয়ে বশ করা যাবে না।'

ছেলের আস্থা দেখে দুঃখের হাসি হাসলেন বিধবা আগুনের দিকে চেয়ে, তারপর ঝট করে ফিরলেন মাখিয়ুসের দিকে। 'যেহেতু আমাদের কম বিশ্বস্ত ছিল

না। তার পরেও ভবিষ্যতে এক সময় পুরস্কার পাবে, এই ভরসায় রানির কাছে লেখা চিঠি নিয়ে যায়নি সে প্যারিসে? বলো, বেঁখতুকে সম্ভব হয়ে থাকলে জিল্লাকে নষ্ট করা সম্ভব নয় কেন?'

'রোজ রাতে সেন্ট্রি বদল করতে পারেন,' পরামর্শ দিলেন ত্রেসোঁ।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মাহ্‌খিস, 'যদি জানতাম কাদেরকে বিশ্বাস করা যায়, কারা কোরাপশনের ঊর্ধ্বে। ওটা করতে গেলে দেখা যাবে, একে একে সবাইকে ঘুষের লোভ দেখিয়ে পচিয়ে ফেলবে ছুঁড়িটা, তারপর ওরা সব একজোট হয়ে বেরিয়ে যাবে দুর্গ ছেড়ে।'

'পাহারার দরকার পড়ছে কেন?' জিজ্ঞেস করলেন সেনিশাল।

'সম্ভাব্য বিশ্বাসঘাতক ঠেকাবার জন্যে, আবার কেন?'

হেসে উঠল মাখিয়ুস। 'মা সবসময় সবচেয়ে খারাপটা চিন্তা করবে, মসিয়ো।'

'সেটা আমার বাস্তব-বুদ্ধিরই প্রমাণ। আমাদের গ্যারিসনের সব লোক মার্সেনারি, আমাদের সঙ্গে আছে কেবল ভাল বেতন পাচ্ছে বলে। ওরা সবাই জানে মেয়েটা কে, ওর ধন-সম্পদের পরিমাণ কী এবং আমরা কী চাইছি।'

'একজন কালা-বোবা লোক পেলে সুবিধে হত,' ঠাট্টার ছলে বললেন ত্রেসোঁ। কিন্তু কথাটা শুনেই লাফিয়ে উঠল মাখিয়ুস।

'আরে! ঠিক বলেছেন! আছে তো এরকম একজন! গতকালই চাকরিতে নিয়েছে ওকে ফরচুনিও। লোকটা না চেনে মেয়েটাকে, না জানে ওর ধন-দৌলতের কথা। চেষ্টা করলেও ওকে লোভের ফাঁদে ফেলতে পারবে না ভ্যালেরি, কারণ ওই লোক একবিন্দু ফ্রেঞ্চ জানে না, আর একবিন্দু ইটালিয়ান জানে না ভ্যালেরি।'

হাততালি দিয়ে উঠলেন মাহ্‌খিস।

'তা-ই তো! এ-ই তো ঠিক লোক!'

'তবে জিল্লার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে, যদিও—'

বাধা দিলেন মাহ্‌খিস মাখিয়ুসের কথায়। 'তোমার তো বেঁখতুর ওপরও পূর্ণ আস্থা ছিল! ঠিক আছে, জিল্লার ওপর তোমার এতই যখন বিশ্বাস, থাকুক ও-ই।'

মায়ের কথায় এখন আস্থা কিছুটা টলে গেল পুত্রের। বলল, 'আমি ঠিক তা বলছি না। বলছি, বোবা-কালার বিকল্প যখন একটা পাওয়াই গেছে, তখন ওর ইন্টারভিউ নিয়ে দেখা যায়।'

'বেশ, ডাকো তা হলে।'

মসিয়ো গাখনাশকে যে-লোকটা স্যাঙ্গুইনেট্টি নামে নিজের পরিচয় দিয়েছিল, সে-ই আসলে ক্যাপটেন ফরচুনিও। ডাক পেয়ে নতুন লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে হল-রুমে ঢুকল সে।

লোকটা লম্বা, পেশিবহুল, শক্ত-সমর্থ। রোদে পোড়া গায়ের রং, মাথার কুচকুচে কালো কোঁকড়া চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, পুরু গোঁফজোড়া নেমে এসেছে চিবুক পর্যন্ত। গালে কয়েকদিনের না-কামানো দাড়ি। নীল, তীক্ষ্ণ চোখ দুটো চেহারার সঙ্গে বেমানান। অপরিষ্কার জামা-কাপড়, কাদামাখা বুট জুতো আর তলোয়ারের সস্তা চামড়ার খাপ দেখে বোঝা গেল খুবই অভাবি লোক।

তিনজন পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল লোকটাকে।

'বাপ-রে! এর চেয়ে নোংরা লোক আমি জীবনে দেখিনি!' নাক কুঁচকে বলল মাখিয়ুস।

'ওর নাকটা পছন্দ হচ্ছে আমার,' বললেন মাহ্‌খিস। 'সাহসী লোকের নাক।'

'অনেকটা গাখনাশের মত,' হেসে উঠে বললেন সেনিশাল।

'না, ওই ব্যাটার চেয়ে এ-লোক দেখতে অনেক ভাল,' হেসে বলল মাখিয়ুস।

সবাইকে হাসতে দেখে ইটালিয়ান লোকটাও হাসি-হাসি মুখ করে চেয়ে রইল তিন জনের দিকে। বোঝা গেল, ওর সম্পর্কে যে আলোচনা হচ্ছে, সেটা বুঝতে পেরেছে লোকটা, কিন্তু কী কথা হচ্ছে বুঝতে পারছে না একটুও।

'তোমার দেশের লোক, ক্যাপটেন ফরচুনিও?' হাসিমুখে জানতে চাইল মাখিয়ুস।

একবাক্যে নাকচ করে দিল ফরচুনিও। 'না, মসিয়ো। বাতিস্তা পিয়েডমন্টের লোক। আমি ভেনিশিয়ান।'

'ওর ওপর আস্থা রাখা যায়? তোমার কি মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলেন মাহ্‌খিস। দুই হাত দু'-পাশে ছড়িয়ে দিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল ফরচুনিও। দুনিয়ার কাউকে বিশ্বাস করার বান্দা সে নয়।

'অভিজ্ঞ সৈনিক, এটুকু বলতে পারি,' মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন, 'নিয়াপলিটার যুদ্ধে ছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমি নিজে জেরা করে জেনেছি, ওর কথায় সত্যতা আছে।'

'ফ্রান্সে এসেছে কী করতে?' জিজ্ঞেস করলেন ত্রেসোঁ।

আবার কাঁধ ঝাঁকাল ফরচুনিও, হাসিমুখে বলল, 'যুদ্ধবাজ লোক, মসিয়ো! রোজগারের ধান্ধায়।'

মাদামোয়াযেলকে পাহারা দেয়ার জন্য জিল্লার বদলে একে দায়িত্ব দেয়া যায় কিনা জানতে চাওয়ায় আবার হাসল ক্যাপটেন। মাথা ও কাঁধ দুটোই ঝাঁকাল এবার। বলল, এ-লোক ফ্রেঞ্চ জানে না যখন, এতে ঝুঁকি কম বলে মনে করে সে। বাতিস্তা তার ছোঁড়া-ফাটা হ্যাট হাতে মেঝের দিকে চেয়ে রয়েছে।

হঠাৎ ওকে প্রশ্ন করলেন মাদাম ভাঙা ভাঙা ইটালিয়ানে। জানতে চাইলেন কোথা থেকে এসেছে ও। মাথা কাত করে মন দিয়ে শুনল লোকটা। কিছু বুঝল, কিছু বুঝল না। ফরচুনিও দু'-একটা শব্দের মানে বুঝিয়ে দিল বোকা পিয়েডমন্টেসি যোদ্ধাকে। মোটা, কর্কশ কণ্ঠে আঞ্চলিক ভাষায় উত্তর দিল বিদেশী। সবটুকু বোঝার জন্য ফরচুনিওর সাহায্য নিতে হলো মাহ্‌খিসকে।

লোকটার কর্কশ ইটালিয়ান শুনে, আর ফ্রেঞ্চে বলা তাঁর একটি কথাও বুঝতে না পারায়, সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় দিলেন তিনি ওদের। ক্যাপটেনকে হুকুম দিলেন, যেন ওকে গোসল করতে বাধ্য করা হয়, এবং তারপর পরিষ্কার ইউনিফর্ম দেয়া হয় পরার জন্য।

সেনিশাল গ্রেনোবলের পথে রওনা হয়ে যাওয়ার এক ঘণ্টা পর মাখিয়ুস ও ফরচুনিওকে সঙ্গে নিয়ে মাদাম নিজে গেলেন টাওয়ারের মাথায় বন্দি ভ্যালেরির কামরায়, নতুন লোকটাকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দেবেন বলে।

সেই সঙ্গে আর একবার একটু চেষ্টা করে দেখবেন তিনি, জেদি মেয়েটাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নরম করা যায় কিনা।

কাউকে বুঝিয়ে নরম করার মানুষ তিনি নন, কিন্তু দুশ্চিন্তায় গত ক'দিনে কাবু হয়ে পড়েছেন মাহ্খিস। মুখে যতই বাহাদুরি করুন, তিনি জানেন, মসিয়ো গাখনাশের কাছ থেকে ভ্যালেরিকে ওভাবে ছিনিয়ে আনায় পরিস্থিতি এখন সত্যিই গুরুতর। কোনও সন্দেহ নেই, গোঁয়ারগোবিন্দ লোকটা প্যারিস থেকে সৈন্য-সামন্ত আর কামান-গোলা-বারুদ নিয়ে ফিরে এসে গুঁড়িয়ে দেবে কোন্দিয়াক; দুর্গরক্ষীরা তলোয়ার-মাস্কেট দিয়ে কিছুই করতে পারবে না। এখন বাঁচার একমাত্র রাস্তা এই মেয়েটি। মাখিয়ুসের সঙ্গে বিয়েতে একে যদি কোনও ভাবে রাজি করানো যায়, তা হলে সব কুল রক্ষা পেতে পারে।

'সাধারণ যুক্তির কথা বুঝতে চাইছ না কেন, মা?' নরম কণ্ঠে বললেন তিনি। 'এ তো সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়।'

চোখ তুলে তাকাল ভ্যালেরি মাহ্খিসের চোখের দিকে। রাগ ফুটল ওর চেহারায়। 'কী বুঝতে চাইছি না আমি?' বলেই একবার তাকাল জানালার সামনে এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়ানো নতুন প্রহরী বাতিস্তার পিঠের দিকে। ফরচুনিওকে নিয়ে আগেই নেমে গেছে মাখিয়ুস।

সূর্যাস্তের পর কেমন তামাটে দেখাচ্ছে ইসেখ নদীর পানি, কালো হয়ে আসছে আকাশ; বিষণ্ন দৃষ্টিতে তা-ই দেখছে বাতিস্তা। ভাষা বোঝে না বলে দুই মহিলার মধ্যে কী কথা হচ্ছে সে-ব্যাপারে অসচেতন।

অসহিষ্ণু একটা ভঙ্গি করলেন বিধবা মাহ্খিস। অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছেন, তবু বললেন, 'বুঝতে চাইছ না যে, তোমার হয়ে কে কী কথা দিল, সেটা আঁকড়ে ধরে বসে থাকা বোকামি।'

'কথাটা আমি দিয়েছি, মাদাম।' শান্ত মেয়েটির গলা।

'বুঝলাম, তোমারই দেয়া, কিন্তু এমন একটা সময়ে দেয়া, যখন এর গুরুত্ব বোঝার বয়সই হয়নি তোমার। তোমাকে ওভাবে বাঁধনে আটকে ফেলার কোনও অধিকার ছিল না ওদের।'

'অধিকার ছিল কি ছিল না, সে নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারি একমাত্র আমি,' বিধবার চোখের দিকে চেয়ে সোজা-সাপ্টা জানিয়ে দিল ভ্যালেরি। 'আমি প্রশ্ন তুলছি না। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে চাইছি। নইলে আত্মসম্মান বলতে কিছু থাকবে না আমার।'

'প্রতিশ্রুতি! আত্মসম্মান!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন মাহ্খিস, পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'বুঝলাম, বাপু, কিন্তু তোমার মন? মনের কী খবর? ভালবাসা?'

'আমার মন তো আমারই ব্যাপার, তা-ই না? ফ্লোরিমঁর সঙ্গে বাগদান হয়েছে আমার, ব্যস, এইটুকুই বাইরের মানুষের জানার বিষয়। তা ছাড়া, আমি তাকে পছন্দ করি, সম্মান করি; আপনি বা আপনার ছেলে যা-ই বলুন বা করুন না কেন, যখন সে ফিরে আসবে, তার স্ত্রী হতে পারলে নিজেকে আমি ভাগ্যবতী বলে মনে করব।'

হেসে উঠলেন বিধবা মাহ্‌খিস, অনেকটা আপন মনে।

'যদি বলি মারা গেছে ফ্লোরিমঁ, তখন?'

'আপনি তো যা-খুশি তা-ই বলতে পারেন, মাদাম। যদি প্রমাণ দেখাতে পারেন, বিশ্বাস করব।'

অপমানটা গায়ে মাখলেন না মাহ্‌খিস, বললেন, 'যদি সত্যিই প্রমাণ হাজির করতে পারি, তখন?'

একটু যেন থমকাল ভ্যালেরি, তারপর বলল, 'তা হলেও আপনার ছেলের ব্যাপারে আমার মনোভাব বদলাবে না।'

'এটা নির্বুদ্ধিতা, ভ্যালেরি–'

'আপনার জন্যও তা-ই, মাদাম,' কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল মেয়েটি; 'যদি ভেবে থাকেন জুলুমবাজি করে বা গায়ের জোরে কোনও মেয়েকে ভালবাসতে বাধ্য করা সম্ভব–নিশ্চয়ই সেটা নির্বুদ্ধিতা। যদি ভেবে থাকেন আমাকে এখানে বন্দি করে রেখে ছেলেকে দিয়ে আমার হৃদয় জয় করাবেন–নিশ্চয়ই সেটা নির্বুদ্ধিতা। আর যা-ই হোক, জেলখানায় আটকে রেখে–'

'জেলখানা?' আকাশ থেকে পড়লেন মাহ্‌খিস, 'কে জেলে আটকাল তোমাকে?'

দুঃখের হাসি ফুটল মেয়েটির ঠোঁটে, সেই সঙ্গে মিশে আছে কিছুটা বিদ্রূপও।

'তা হলে আপনি বলতে চান, এটা জেলখানা নয়, আমাকে বন্দি করা হয়নি? তা হলে এটার কী নাম দেবেন আপনি? ওই নোংরা লোকটা কী করছে এখানে? আমার দরজার বাইরে পাহারায় থাকবে লোকটা, যাতে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারি। আপনার অশেষ দয়ায় সকালে হাওয়া খেতে যাব আমি বাগানে, ওই লোকটাও যাবে আমার সঙ্গে। ঘুমিয়ে থাকি বা জেগে, সারাক্ষণ লেগে থাকবে ও আমার পেছনে, যাতে ওর অজান্তে একটি শব্দ উচ্চারণ করতে–'

'উচ্চারণ করলে অসুবিধে কী? ও তো ফ্রেঞ্চ জানে না।'

'আচ্ছা! এইজন্যেই ওকে এখানে দেয়া হয়েছে! যাতে ওর সাহায্য নিয়ে এই জেলখানা থেকে পালাতে না পারি! মাদাম, বৃথা চেষ্টায় সময় নষ্ট করছেন আপনি, আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন, নিজেকে অপমানিত করছেন। মাখিয়ুসকে যদি ভালবাসার উপযুক্ত মানুষ বলে মনে হতও, আপনার এইসব কর্মকাণ্ডের ফলে ওকে ঘৃণা করা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না আমার। আর যখন ওকে মানুষের মর্যাদাই দিতে পারি না, তখন আপনার জোর-জুলুমে আমার মনোভাব কী হতে পারে নিজেই বুঝে দেখুন।'

এই শেষ কথায় বিধবার বোধোদয় হলো। এর সঙ্গে কোনও আপোষ রফায় পৌঁছানো যাবে না। মুহূর্তে বদলে গেল তাঁর আচরণ। রাগে জ্বলে উঠল চোখ

দুটো।

'ঘৃণা করো, না?' ফোঁস করে উঠল যেন কালনাগিনী। 'অথচ গোটা ফ্রান্সে এমন একটা মেয়ে নেই যে ওকে বিয়ে করতে পারলে বর্তে যাবে না! জোর-জুলুম চলবে না, তা-ই না?' বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠলেন মাহ্‌খিস। 'অত দেমাক ভাল না, মেয়ে! আজ যাকে ঘৃণা করো বলে মনে হচ্ছে, একটা সময় আসতে পারে যখন দুই হাঁটু মেঝেতে রেখে ওর দয়া ভিক্ষা করতে হবে তোমার। তোমাকে কীভাবে বাধ্য করতে হয় তা ভাল করেই জানা আছে আমার!'

কথাগুলো যেন চাবুক। এক পা পিছিয়ে গেল মেয়েটি ভয়ে।

'খোদা বলে কেউ আছেন, মাদাম!'

'হ্যাঁ, স্বর্গে!' বলে হেসে উঠলেন মাহ্‌খিস। রওনা হয়ে গেলেন দরজার দিকে। ইটালিয়ান লোকটা ছুটে গিয়ে দরজা মেলে ধরল।

'আবহাওয়া ভাল থাকলে কাল সকালে বাগানে তোমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে মাখিয়ুস। ততক্ষণ আমার কথাগুলো একটু বিচার-বিশ্লেষণ করে বুঝে দেখো।'

'এই লোকটা কি এখানেই থাকবে, মাদাম?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি, কেঁপে গেল ওর গলার স্বর।

'হ্যাঁ, বাইরের অ্যান্টিরুমে থাকবে ও। তবে এই ঘরের তালা যখন বাইরের দিকে, ওর যখন খুশি, দরকার মনে করলেই ঢুকতে পারবে এখানে। ওর চেহারা যদি তোমার পছন্দ না হয়, তোমার চেম্বারের দরজায় তুমি তালা মেরে রাখতে পার।'

একই বক্তব্য ইটালিয়ানে অনুবাদ করে শোনালেন মাহ্‌খিস লোকটাকে, মাথা ঝোঁকাল বাতিস্তা—বুঝেছে, মাহ্‌খিসের পিছু নিয়ে মাদামোয়াযেলের দিকের দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে চলে এল বাইরের অ্যান্টিরুমে। এ-ঘরে আসবাব বলতে শুধু একটা টেবিল ও একটা চেয়ার রয়েছে পাহারাদারের খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রামের জন্য।

মনিবানি মাহ্‌খিসের জন্য বাইরের দরজাটা মেলে ধরল বাতিস্তা। আর একটি কথা না বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন, খট-খট শব্দ তুলে নেমে যাচ্ছেন পাথরের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। বেশ অনেকক্ষণ লাগল নামতে, তারপর দড়াম করে লেগে গেল নীচের আঙিনার দরজা, দরজায় বাইরে থেকে তালা মারার শব্দও কানে এল পরিষ্কার। মার্সেনারি লোকটা বুঝল, শ্যাতো দো কোন্দিয়াকের টাওয়ারে কেবল মেয়েটি নয়, সে-ও বন্দি।

অ্যান্টিরুম ছেড়ে দুজন বেরিয়ে যেতেই জানালার দিকে এগিয়ে গেল মাদামোয়াযেল, অবসন্ন ভঙ্গিতে বসল একটা চেয়ারে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা। আজ সত্যিই ভয় পেয়েছে সে বিধবার হুমকিতে। গত তিন মাস ধরে চলছে ওর উপর এই হুমকির মুখে প্রেম নিবেদন, অনুনয় কমে ক্রমে বাড়ছিল হুমকির পরিমাণ; কিন্তু আজ মাহ্‌খিসের স্বার্থ-লোলুপ চেহারাটা একেবারে ঘাবড়ে দিয়েছে ওকে।

শক্ত মনের সাহসী মেয়ে ও, কিন্তু আজ নিভে গেছে ওর সমস্ত আশা-ভরসা। মনে হচ্ছে, ফ্লোরিমঁও ত্যাগ করেছে ওকে। হয় সে ভুলে গেছে ওকে, নয়তো—বিধবা যেমন বলছেন—মারা গেছে। কী ঘটেছে জানে না ভ্যালেরি,

জানবার আগ্রহও বোধ করে না তেমন একটা। কিন্তু আজ ডাকাতের মত চেহারার, ফ্রেঞ্চ-না-জানা বিদেশী এক লোককে ওর পাহারায় বসিয়ে দেয়ায় বুঝে ফেলেছে ও, এখান থেকে ও যাতে কিছুতেই পালাতে না পারে, তার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। পুরোপুরি কোন্দিয়াকের বিধবা ও তাঁর ছেলের হাতের মুঠোয় রয়েছে সে এখন। কারও পরোয়া না করে ওরা যা খুশি জুলুম চালাতে পারে ওর উপর—এত বড় দুর্গে একটা লোক নেই যে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে। মনটা আসলে ভেঙেই গেছে ওর।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে আকাশের সব আলো নিভে যাওয়া দেখছে ভ্যালেরি। পিশাচ ও ডাইনীর পাল্লায় পড়ে গেছে ও, মনে হচ্ছে এবার আর ওর রক্ষে নেই। মসিয়ো দো গাখনাশকে ওরা খুন করায় বাইরে থেকে আর কোনও সাহায্যের আশা নেই। এক সপ্তাহ আগে কীভাবে মানুষটা ওকে এই লোভী রাক্ষসদের হাত থেকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল, সেই দৃশ্যটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। মনে পড়ল অল্পক্ষণের সেই মুক্তির আনন্দ। এর ফলে বর্তমানের হতাশা বাড়ল আরও।

মনের পর্দায় আবার ভেসে উঠল গম্ভীর লোকটার বলিষ্ঠ শরীর, তার লম্বা নাক, কাঁচা-পাকা চুল, কড়া গোঁফ, তীক্ষ্ণ একজোড়া চোখ। মনে হলো কান পাতলেই শুনতে পাবে ওর ভারী, কর্কশ, অকপট, আন্তরিক কণ্ঠ, হাসি। আবার যেন দেখতে পাচ্ছে: নীচের হলে বেয়াড়া মাখিয়ুস কোন্দিয়াকের গলায় পা তুলে সবাইকে স্তব্ধ করে দেয়ার দৃশ্যটা, ওর ঘোড়ার সামনে বসে গ্রেনোবলের দিকে ছুটে যাওয়া, বৃষ্টির মধ্যে নিজের চাদর খুলে ওর গায়ে চাপানো। নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল ওকে কাঁপিয়ে দিয়ে। সত্যি, বাবা মারা যাওয়ার পর ওই লোকটাকেই সত্যিকার পুরুষ বলে মনে হয়েছিল ওর। গাখনাশকে যদি ওরা মেরে না ফেলত, তা হলে এতটা ভেঙে পড়ত না ও, সাহস হারাত না, আশায় বুক বাঁধতে পারত। কী যেন একটা ছিল মানুষটার মধ্যে মুহূর্তে যাকে বিশ্বাস করা যায়, বিপদের সময় যার ওপর ভরসা রাখা যায়। আবার যেন স্পষ্ট শুনতে পেল ও গাখনাশের চড়া, কর্কশ কণ্ঠস্বর, মাহ্‌খিসকে বলছে: 'আমার কাজ দেখতে চেয়েছিলেন, মাদাম। সন্তুষ্ট তো?'

কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল ভ্যালেরি, হঠাৎ যেন সেই লোকটার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে; একেবারে কাছ থেকে, জীবন্ত! চমকে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ভ্যালেরি, কিন্তু সামলে নিল নিজেকে।

'মাদামোয়াযেল,' বলল কণ্ঠটি, 'এতটা ভেঙে পোড়ো না তো! মন খারাপ কোরো না, খুকি! ফিরে এসেছি আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে। ওই বাঘিনী আর তার শাবক এবার আর ঠেকাতে পারবে না আমাকে।'

দম আটকে মূর্তির মত বসে থাকল ভ্যালেরি বেগুনি-রঙা আকাশের দিকে চেয়ে। গলার আওয়াজ থেমে গেছে তবু কিছুক্ষণ বসে থাকল ও। তারপর বুঝতে পারল: স্বপ্ন নয়, ভারাক্রান্ত মনের বিভ্রমও নয়, সত্যিই, জ্যান্ত কেউ কথা বলেছে ঠিক ওর পিছন থেকে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আবার একবার চমকে উঠল ভ্যালেরি। দেখল, ওর

ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে জ্বলজ্বলে চোখে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে সেই কালো চুলের ইটালিয়ান প্রহরীটা, ফ্রেঞ্চ জানে না বলে যাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এই কাজের।

কখন নিঃশব্দে দরজা খুলে লোকটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায়নি ভ্যালেরি। একটু ঝুঁকে রয়েছে লোকটা, যেন শিকারের উপর এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে কোনও হিংস্র জানোয়ার। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে আছে ও, এমনি সময়ে আবার নির্ভুল ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলে উঠল ফ্রেঞ্চ-না-জানা লোকটা, সেই একই কণ্ঠে:

'ভয় পেয়ো না, খুকি। আমিই সব-গুবলেট-করে-ফেলা সেই আহাম্মক গাখনাশ। মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে এক হপ্তা আগে তোমাকে নিরাপদে প্যারিসে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ হারিয়েছিলাম।'

মেয়েটার চোখে পাগলের দৃষ্টি।

'গাখনাশ!' ফিস ফিস করে বলল সে, 'সত্যিই আপনি মসিয়ো গাখনাশ?'

গলাটা যে গাখনাশের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাকিয়ে থাকতে থাকতে টের পেল, নাকটা অবিকল গাখনাশের, যদিও চামড়ার রঙ আলাদা; নীল চোখ দুটোও গাখনাশের; বাদামি চুলগুলো এখন দেখাচ্ছে কালো; বনবিড়ালের মত খাড়া লালচে গোঁফ জোড়াও কালো দেখাচ্ছে, আর নীচের দিকে ঝোলানো; গায়ের রং রোদে পোড়া খয়েরী।

হাসল ইটালিয়ান লোকটা, ব্যস, আর কোনও সন্দেহ রইল না মনে। মুহূর্তে হাসি ফুটল ভ্যালেরির মুখে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে।

'মসিয়ো, মসিয়ো!' কেবল এইটুকুই বলতে পারল মেয়েটি। ওর ইচ্ছে করল দুই হাতে গলা জড়িয়ে ধরে গাখনাশের, ঠিক যেভাবে কেউ আপন বড় ভাই অথবা বাবার গলা জড়িয়ে ধরে। স্বস্তিতে বাচ্চা মেয়ের মত কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করল।

গাখনাশের দুচোখ থেকে নিখাদ স্নেহ ঝরল। মেয়েটির মনের অবস্থা বুঝতে পারছে। হাসল, তারপর কথাবার্তায় ওকে ভোলাবার চেষ্টা করল, ভেঙে বলল কীভাবে এখানে পৌঁছল।

'ভাগ্য খুব সাহায্য করেছে, বুঝলে? আমি কল্পনাও করতে পারিনি আমার এই চাষাড়ে চেহারাও ছদ্মবেশ নিয়ে ঢাকা যেতে পারে। এতে অবশ্য আমার বিন্দুমাত্র কৃতিত্ব নেই। এ হচ্ছে আমার তুখোড় ভ্যালের হাতের কাজ। ও হলো দুনিয়ার সেরা ভ্যালে, পড়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় বুদ্ধুর হাতে। অল্প বয়সে আমি বছর দশেক ইটালিতে ছিলাম, সেই সময়ে ভাষাটা ভাল মতন শিখে নেয়ায় ফরচুনিওকে সহজেই ফাঁকি দিতে পেরেছি। তা ছাড়া ও তখন দুর্গ-রক্ষী নিয়োগের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছিল এদিক-ওদিক। আমাকে পেয়ে একেবারে লুফে নিয়েছে। এখন আমার চুল-দাড়ির কলপ আর গায়ের রং উঠে যাওয়ার আগেই এখান থেকে পালাতে পারলে আর কোনও ভয় নেই।'

'কিন্তু, মসিয়ো,' বলে উঠল ভ্যালেরি, 'ভয়ের অনেক কিছুই আছে!' বলতে বলতে আবার চোখে-মুখে ভয় দেখা দিল ওর।

'কিচ্ছু ভেবো না,' হাসিমুখে বলল গাখনাশ, 'ভাগ্যের সহায়তা পাব আমরা। কপাল খুলে গেছে আমার, বললাম না? মনে হয় আরও কিছুদিন ভালই যাবে।

আমি কোন্দিয়াকে আসার সময় কি জানতাম, ফ্রেঞ্চ না জানার ভান করলে তোমাকে পাহারা দেয়ার ভার আমাকে দেয়া হবে? সবই কপাল, বুঝলে? ভেবে দেখো, কত সহজে পৌঁছে গেলাম তোমার কাছাকাছি।'

'কিন্তু এত লোকের বিরুদ্ধে একা আপনি কী করবেন, মসিয়ো?' প্রশ্ন করল ভ্যালেরি হতাশ কণ্ঠে।

'জানি না,' বলল গাখনাশ, 'এখনও জানি না।' জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল সে। 'তবে এখান পর্যন্ত যখন পৌঁছে গেছি, একটা কিছু বুদ্ধি বের করেই ফেলব। এখানকার নিয়ম-কানুন লক্ষ করতে হবে আমার, আর কিছুটা ভাবতে হবে।'

'কিন্তু আপনি জানেন, আমাকে কী হুমকি দেয়া হয়েছে? আমার এখন কী বিপদ–' গাখনাশকে হাসতে দেখে থেমে গেল ভ্যালেরি। মনে পড়ে গেছে, না-বোঝার ভান করে মাহ্‌খিসের সব কথাই শুনেছে মসিয়ো গাখনাশ।

'তুমি যদি মনে করো, প্রস্তুতি না নিয়েই এভাবে একা হুট করে চলে আসা আমার বোকামি হয়েছে–'

'না, না, না, মসিয়ো! আমি তা মনে করি না! এটা মহৎ একজন মানুষের কাজ, বিরাট বড় মনের দুর্দান্ত সাহসী মানুষের কাজ–কথা দিয়ে এর বর্ণনা করা যায় না।'

'এ কিছুই না,' বলল গাখনাশ। 'আসল মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছি, যখন হতভাগা রাবেক কালিঝুলি মেখে আমার চেহারাটা বিকৃত করছিল। আমার গোঁফজোড়া যখন নিচু করে দিল, তখন তো মনে হচ্ছিল ওকে আমি, ওকে আমি–'

গাখনাশকে দাঁত কিড়মিড় করতে দেখে হা-হা করে হেসে উঠল মাদামোয়াযেল। তারপর হাসি সামলে নিয়ে বলল, 'তা হলে বোঝা যাচ্ছে, প্যারিসের পথে রওনা দিয়েও ভোয়াহোঁ থেকে ফিরে এসেছেন একা ছদ্মবেশ নিয়ে। কিন্তু প্যারিস থেকে লোকজন, কামান-বন্দুক নিয়ে ফিরে এলেই কি ভাল হত না?'

মাথা নাড়ল গাখনাশ। 'সময় পাওয়া যেত না, খুকি। ওখানে ফিরে গালি-গালাজ-টিটকারি হজম করার পর রানির অনুমতি নিয়ে সৈন্য-সামন্ত-গোলা-বারুদ-রসদ জোগাড় করে এখানে ফিরে আসতে আসতে লেগে যেত একমাসের ওপর। ততদিনে সর্বনাশ করে ছাড়ত ওরা তোমার। মাদাম মেয়েলোকটার ছল-চাতুরী, কৌশল ও দুষ্টবুদ্ধির কোনও সীমা-সংখ্যা নেই।'

'কিন্তু একা আপনি কী করতে পারবেন?' আবার জিজ্ঞেস করল মাদামোয়াযেল।

'আমাকে দু'-একটা দিন সময় দাও, খুকি; অবস্থাটা একটু বুঝে নিতে পারলেই উপায় কিছু না কিছু বের করে ফেলতে পারব। এদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোথাও না কোথাও ফাঁক-ফোকর পাওয়া যাবেই। তবে–' একটু থেমে ভ্যালেরির দিকে সরাসরি চাইল গাখনাশ, 'তুমি যদি মনে করো, আমার আত্মবিশ্বাস মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে; বাইরে থেকে লোক এনে কোন্দিয়াকের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালানোই উচিত; তা হলে বলো, কালই রওনা হয়ে যাই আমি। চেষ্টা করে দেখি

প্যারিস পর্যন্ত না গিয়ে আশপাশ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করা যায় কিনা।'

'কোথায় যাবেন সাহায্যের জন্যে?' ভয় পেল মেয়েটা।

'লিঅঁ কিংবা মুলাহ্-এ গিয়ে সাহায্য চাইতে পারি,' বলল গাখনাশ। 'রানির আদেশের কথা যদি বলি, তা হলে কেউ হয়তো সাহায্য করতে রাজি হবে। তবে গ্রেনোবল যে আমাকে সাহায্য করেনি, এই কথাটা চেপে রাখার চেষ্টা করতে হবে। ওরা যদি পার্চমেন্টটা দেখতে চায় তা হলে টের পেয়ে যাবে, সবরকম সাহায্যের আদেশ দেয়া হয়েছে আসলে দোফিনির সেনিশালকে, আর কাউকে নয়। তবু, চেষ্টা করে দেখতে পারি আমি। ওরা কেউ লোক দিতে রাজি না হলে প্যারিস তো রয়েছেই।'

'না, না!' ওকে ছেড়ে গাখনাশ লোক জোগাড়ের চেষ্টায় গেলে যে নিরাপত্তা বলতে কিছুই থাকবে না ওর, সেটা বুঝতে পেরে চট্ করে গাখনাশের হাত চেপে ধরল মেয়েটা। 'না, মসিয়ো, আমাকে এই বাঘের খাঁচায় রেখে আপনি কোথাও যাবেন না। ভীরুর মত হয়ে যাচ্ছে কথাটা, আপনি আমাকে ভীতু মনে করতে পারেন, মসিয়োঃ সত্যিই আমি ভয় পেয়েছি। ওরা আমাকে একটা ভীরু বানিয়ে ছেড়েছে।'

মেয়েটি কী ভয় পাচ্ছে বুঝল গাখনাশ, ধীর ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল ও। কোন্দিয়াকের ডাইনী ও তার বখাটে পুত্রের পক্ষে সবই করা সম্ভব। নির্বান্ধব, অসহায় এই মেয়েটির জন্য ওর উদার মনে উথলে উঠল মমতা। ওর হাত আঁকড়ে ধরা নরম আঙুলের পিঠে মৃদু চাপড় দিয়ে আশ্বাস দিল ও।

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছে, খুকি। এখানে একটা সুবিধাজনক অবস্থানে বসে উপায় খুঁজে নেয়া খুব কঠিন হবে না। চিন্তা কোরো না, একটা না একটা বুদ্ধি বের করেই ফেলব।'

'স্বর্গীয় সাহায্যে বুদ্ধি এসে যাক আপনার মাথায়, এ-ই প্রার্থনা করি। সারারাত আজ প্রার্থনা করব আমি। আমার মনে হয়, খোদা আর তাঁর ফেরেশতাদের খুব করে অনুরোধ করলে আপনাকে তাঁরা ঠিকই পথ দেখাবেন, মসিয়ো।'

'আমারও তা-ই মনে হয়। ছোট মেয়েদের কথা খোদা বেশি করে শোনেন,' বলেই ঘাড় কাত করল গাখনাশ, কী যেন শোনার চেষ্টা করছে। পরমুহূর্তে নড়ে উঠল সে।

'শ্‌শ্‌শ্! কে যেন আসছে!' বলে দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে বাইরের ঘরে ফিরে গেল মসিয়ো গাখনাশ, দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে হেলান দিয়ে বসল নিজের চেয়ারে।

পায়ের শব্দ উঠে এল উপরে। খোলা দরজা দিয়ে আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ধীরে ধীরে জোরাল হচ্ছে হলুদ আলো। সম্ভবত খাবার আসছে ভ্যালেরির জন্য।

বারো

বিধবা ও তাঁর পুত্রের আস্থা পাকাপোক্ত করার জন্য ছোট্ট একটা নাটকের আয়োজন করল গাখনাশ কোন্দিয়াকে। মাদামোয়াযেলের পাহারাদার হিসাবে দু'-দিন কাজ করার পরই রাত দুপুরে বিপদ-সঙ্কেত দিয়ে জাগিয়ে তুলল সে গোটা কোন্দিয়াকের সবাইকে। ছুটে এল অর্ধেক পোশাক পরা রক্ষীরা, তাদের পিছন পিছন দৌড়ে অ্যান্টিরুমে এসে ঢুকলেন মাদাম, সঙ্গে মাখিয়ুস।

মাদামকে দেখেই তুফান মেলের মত ইটালিয়ান ছুটিয়ে দিল উত্তেজিত গাখনাশ; অর্ধেক তার বোঝা গেল, বাকিটুকু আন্দাজ করে নিতে হলো। দেখা গেল, বিছানার চাদর লম্বা করে কেটে গিঠ দিয়ে দিয়ে টুকরোগুলো জোড়া লাগিয়ে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে জানালার বাইরে। মাদামের ভাঙা ভাঙা ইটালিয়ানে করা প্রশ্নের উত্তরে গাখনাশ যা বলল, তা হচ্ছে: ভিতরের অ্যান্টিরুমে নড়াচড়ার শব্দ শুনে তার সন্দেহ হয়। তাই আস্তে করে তালা খুলে ঘরে ঢুকে দেখে পালাবার সব ব্যবস্থা সারা, মাদামোয়াযেল জানালায় উঠতে যাচ্ছেন। তাকে এগোতে দেখেই ছুটে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি।

অনেক ডাকাডাকি করেও ভ্যালেরিকে ঘর থেকে বের করা গেল না। ভিতর থেকে জানিয়ে দিল সে: এখন ঘুমিয়ে আছে, দরজা খুলতে পারবে না। মেয়েটা ভিতরে আছে সে-ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে এত রাতে আর বেশি শোরগোল করলেন না মাহ্খিস।

'বোকা একটা!' বললেন তিনি মাখিয়ুসকে, 'আর একটু হলেই মারা পড়ত। ওই দড়ি বেয়ে বড়জোর বিশ ফুট নামা যেত, বাকি তিরিশ ফুট? নির্ঘাত মারা পড়ত ছুঁড়ি ওখান থেকে পড়লে।

পরদিন সজাগ তৎপরতার জন্য বিশ্বস্ত বাতিস্তাকে কয়েকটা স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে পুরস্কৃত করা হলো। জানালাটা পেরেক মেরে আটকে দেয়া হলো, যাতে ভবিষ্যতে পলায়নের এরকম আত্মঘাতী প্রচেষ্টা সে না করতে পারে। ওই জানালার পাল্লা খুলতে গেলেই শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে যাবে সতর্ক বাতিস্তার।

এর পর থেকে গাখনাশের পরামর্শে বাতিস্তার প্রতি ভয়ানক বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করতে শুরু করল মাদামোয়াযেল।

এক সকালে, পলায়নপ্রচেষ্টার দিনতিনেক পর বাগানে পায়চারি করছে ভ্যালেরি, কয়েক কদম পিছন পিছন হাঁটছে সদা সতর্ক বাতিস্তা; হঠাৎ আরেক পথ দিয়ে মাখিয়ুস এসে হাজির। সুন্দর চেহারা আরও সুন্দর লাগছে বাদামি ভেলভেটের তৈরি চমৎকার রাইডিং সুট, বিস্কিট রঙা রাইডিং হোয আর ম্যারোকুইন লেদারের উঁচু বুট পরায়। ঠিক যেন রাজপুত্র। খয়েরি রঙের হাউন্ডটা আসছে ওর পায়ে পায়ে।

বরাবরই ওর জন্য অপেক্ষা না করে নিজের মত হাঁটতে থাকে ভ্যালেরি;

হাঁটার গতি বাড়ায় না, কমায়ও না–মাখিয়ুসের আগমন বা বিদায় সম্পর্কে নিরাসক্ত একটা ভাব নেয়। কিন্তু আজ ওকে আসতে দেখে থামল, ডাকল কাছে আসার জন্য। প্রায় ছুটে এল মাখিয়ুস, চোখের দৃষ্টিতে বিস্ময়ের পাশাপাশি খেলা করছে আশার আলোও।

রোজকার নিস্পৃহ ভ্যালেরির আজ কী হলো, ভেবে অবাক তরুণ; ওর পাশে পাশে হাঁটছে। আরও কয়েক পা পিছিয়ে গেল বাতিস্তা। মিনিট কয়েক গাছ, ফুল, পাখি, আকাশ আর সুন্দর সকাল নিয়ে আলাপ হলো, তারপর হঠাৎ করেই থেমে দাঁড়িয়ে মাখিয়ুসের দিকে ফিরল ভ্যালেরি। থমকে দাঁড়িয়েছে তরুণও।

'আমার একটা কথা রাখবে, মাখিয়ুস?'

কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল তরুণ। হালকা বাদামি রঙের চোখ তুলে ওর দিকে সরাসরি চেয়ে রয়েছে মেয়েটা। কী যেন ঘটে যাচ্ছে মাখিয়ুসের ভিতর।

'তোমার কথা রাখা তো কোনও ব্যাপারই না, ভ্যালেরি,' বলল ও, 'পৃথিবীতে এমন কাজ নেই যা আমি তোমার জন্যে করতে পারি না।'

মুচকি হাসল ভ্যালেরি। 'মুখে বলা কত সহজ!'

'আমাকে বিয়ে করো,' একটু ঝুঁকে এল সে সামনে, নজর বুলাচ্ছে মেয়েটির শরীরে, 'তারপর দেখো, আমার কথা কত দ্রুত কাজে পরিণত হয়।'

'ও,' হাসিটা চওড়া হলো, সেখানে এখন বিদ্রূপের ভাঁজ, 'শর্ত রয়েছে সঙ্গে! যদি তোমাকে বিয়ে করি, তা হলে আমার জন্যে সব করবে; কথাটা ওলটালে দাঁড়ায়, যদি তোমাকে বিয়ে না করি, তা হলে আমার জন্যে কিছুই করবে না তুমি। তবে যতক্ষণ তোমাকে বিয়ে করব কি করব না সে সিদ্ধান্ত নিতে না পারছি, ততক্ষণ কি সামান্য একটা অনুরোধও তুমি রাখবে না আমার?'

'যতক্ষণ সিদ্ধান্ত না নিতে পারছ?' উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর সুশ্রী মুখটা। এতদিন কেবল প্রত্যাখ্যান, অবহেলা, অবজ্ঞা ও ভ্রূকুটি ছাড়া কিছুই পায়নি সে এই মেয়ের কাছ থেকে; আজকের কথায় ওর প্রতি মনোভাবের পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এতদিন ছিল "করব না", আজ তার আগে যুক্ত হয়েছে "করব কি"। সরল মেয়েটা কি খেলাচ্ছে ওকে? কথাটা মাথায় আসতেই ভাবাবেগ দূর হয়ে গেল মাখিয়ুসের। ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল, 'আসলে কী চাইছ তুমি আমার কাছে?'

'ছোট্ট একটা জিনিস, মাখিয়ুস।' চট্ করে একবার পিছনে দাঁড়ানো লম্বা লোকটার দিকে তাকাল সে। 'ওই গুণ্ডাটার সান্নিধ্য থেকে আমাকে রেহাই দাও।'

ঘাড় ফিরিয়ে 'বাতিস্তা'কে দেখল মাখিয়ুস, তারপর দৃষ্টি ফিরে এল ভ্যালেরির দিকে। হাসি ফুটল ওর মুখে, সামান্য ঝাঁকাল কাঁধ দুটো।

'কেন, কীসের জন্যে? ওকে সরিয়ে দিলে ওর বদলে আসবে অন্য একজন। পছন্দ করার মত একটা লোকও কি পাবে তুমি কোন্দিয়াকের গ্যারিসনে?' খপ্ করে মেয়েটির কব্জি চেপে ধরল ও, 'ইচ্ছে করলেই তুমি ওর হাত থেকে রেহাই পেতে পার। আমাকে বিয়ে করো, ভ্যালেরি, তা হলে আর সারাক্ষণ লেগে থাকবে না ও তোমার সঙ্গে, বদলে থাকব আমি। আমাকে–'

হঠাৎ থামল মাখিয়ুস। মেয়েটির চেহারায় নগ্ন ঘৃণা দেখতে পেয়েছে সে। প্রচণ্ড একটা চড় খাওয়ার অনুভূতি হলো ওর। হাত ছেড়ে দিয়ে সরে গেল এক পা।

'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, ওই একই রকম লাগছে তোমার কাছে আমার সান্নিধ্যও?'

চুপ করে থাকল ভ্যালেরি। মাটির দিকে চোখ। রাগ চড়ে গেল মাখিয়ুস দো কোন্দিয়াকের মাথায়। কুটিল একটুকরো হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'আমাদের ধারণা, বাতিস্তা খুবই ভাল প্রহরী। ওকে তোমার ভাল লাগার কোনও প্রয়োজন নেই। একটা ফ্রেঞ্চ শব্দও বোঝে না ও। ফলে ওকে কোনওরকম লোভ দেখিয়ে পালাবার সুযোগ বের করতে পারবে না তুমি। যে-কারণে ওকে তোমার এত অপছন্দ, ঠিক ওই একই কারণে ওকে আমাদের এত পছন্দ।'

হেসে উঠল সে। হ্যাটটা খুলে মাথা ঝুঁকিয়ে অনাবশ্যক ভদ্রতার অভিনয় করল, তারপর শিস দিয়ে কুকুরটাকে ডেকে নিয়ে চলে গেল অন্য পথে।

মাখিয়ুসের মুখে সব শুনে সদা-সতর্ক "বাতিস্তা"র প্রতি আস্থা বেড়ে গেল বিধবা মাহ্‌খিসের। সেই সুযোগে পরিকল্পনা তৈরি ও সেটা বাস্তবায়নের কাজে মনোনিবেশ করল গাখনাশ।

প্যারিসে না গিয়ে গাখনাশের কোন্দিয়াকে ফিরে আসার প্রধান কারণ জেদ। মেয়েমানুষের ব্যাপারে জড়াতে চায়নি সে, কিন্তু বিধবা মাহ্‌খিসের কাছে হেরে গিয়ে আত্মসম্মান রক্ষার খাতিরেই আসতে হয়েছে ওকে, নোংরা কাপড় পরে ছদ্মবেশ নিতে হয়েছে সাধারণ এক মার্সেনারির। এটা কি ওর মত স্বনামধন্য, বংশমর্যাদা সম্পন্ন, রানির দরবারের সম্মানিত, বয়স্ক একজন উচ্চপদস্থ সৈনিকের কাজ?

মরমে মরে যাচ্ছিল গাখনাশ বর্তমান ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হয়ে। কিন্তু সেদিন ভ্যালেরি ও মাদাম দো কোন্দিয়াকের বাক্যালাপ শুনে ওর গ্লানিবোধ অনেকটা দূর হয়ে গেছে। অসহায় একটা বাচ্চা মেয়ের দুরবস্থার কথা টের পেয়ে আশ্চর্য এক মমতা জেগেছে ওর কঠোর হৃদয়ে। সেই সঙ্গে স্বার্থান্বেষী এক মহিলার নীচ মতলব চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সরল এই মেয়েটির উপর যথেচ্ছাচার করার ঔদ্ধত্য দেখে তীব্র ঘৃণা জন্মেছে ওর যোদ্ধা সত্তায়। প্রবলের অত্যাচার থেকে দুর্বলকে রক্ষা করার মনোবৃত্তি কাজ করছে এখন ওর মধ্যে।

উত্তর ইটালির এক মার্সেনারি, আর্সেনিও নামের এক দুর্বৃত্তের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলেছে গাখনাশ ইতিমধ্যেই। লোকটা যে লোভী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী তা বুঝতে পেরে তাকেই ব্যবহার করবে বলে স্থির করেছে ও মনে মনে। প্রহরীর ডিউটি থেকে যে দু'-চার ঘণ্টা ছুটি মেলে সেই সময়টুকু এই আর্সেনিওর পিছনে ব্যয় করছে ও আজকাল। ধীরে ধীরে ওকে বুঝিয়েছে সে, চার্চের আশীর্বাদবঞ্চিত এই কোন্দিয়াকে সামান্য বেতনে পড়ে থাকা অর্থহীন, তার চেয়ে অন্যখানে অনায়াসে মেলা—কমপক্ষে পঞ্চাশ পিসটোল—বেতনে চাকরি পাওয়া যায়।

'বলো কী! পঞ্চাশ পিসটোল? কোথায় পাওয়া যায় এমন লোভনীয় চাকরি?' চক-চক করে উঠেছে আর্সেনিওর চোখ।

'কাছেই। এই গ্রেনোবলেই।'

'তুমি নিলে না কেন অমন চাকরি?'

'কপাল খারাপ, আগেই ফরচুনিওর সঙ্গে চুক্তি করে ফেলে এখন পস্তাচ্ছি। এখানকার ভাব-চক্কোর আমার ভাল ঠেকছে না।'

'এখনও লোক লাগবে ওদের? কয়জন?'

'লোক তো দরকার ছিল ছয়জন, পাওয়া গেছে মাত্র দু'-জন। আরও চারজন লাগবে ওদের।'

'তুমি কি যাচ্ছ?'

'ভাবছি।'

আর্সেনিও লোকটা ধর্মবিশ্বাসী এবং লোভী। পঞ্চাশ পিসটোল বেতন শুনে জোঁকের মত আঁকড়ে ধরল "বাতিস্তা"কে। ওর কাছ থেকে কথা আদায় করে নিল, যদি ও এই কাজ ছেড়ে বেশি বেতনের কাজে যায়, তাকেও সঙ্গে নেবে।

তারপর প্রশ্ন উঠল কোন্দিরাক ছেড়ে যাওয়াটা বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যায় কিনা। উত্তরটা এল আর্সেনিওর কাছ থেকেই: চার্চ যাদের পরিত্যাগ করেছে, তাদেরকে ত্যাগ করাই ধর্মভীরুর উচিত কাজ।

মাথা ঝাঁকাল গাখনাশ।

আরও দুটো দিন লোকটাকে খেলিয়ে এখান থেকে পালাবার দিন-তারিখ ঠিক করল দুজনে মিলে। স্থির হলো, আগামী যে-রাতে আর্সেনিওকে পাহারার ডিউটি দেয়া হবে, সেই রাতেই পালাবে ওরা। আঙিনায় নেমে আসার দরজার বাইরে দাঁড়ানো লোকটার একটা ব্যবস্থা করে তালাটা খুলে দেবে আর্সেনিও, তারপর দুই বন্ধু গলা ধরাধরি করে বেরিয়ে যাবে দুর্গ থেকে।

'লোকটাকে কি–' গলায় ছুরি চালানোর ভঙ্গি করল আর্সেনিও, কিন্তু মাথা নাড়ল বাতিস্তা, ওরফে গাখনাশ।

'মাথার ওপর একটা ডাণ্ডার বাড়ি, ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।'

'তুমি ঠিক ঠিক জানো তো, চাবিটা ওর কাছেই থাকবে?'

'স্বয়ং মাদামের মুখে শুনেছি। জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্যে চাবিটা ওর হাতে দিতেই হয়েছে। মাদামোয়াযেল পালাবার জন্যে যে-রকম হন্যে হয়ে উঠেছে, দেখলে না সেদিন–'

জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল আর্সেনিও।

চুক্তিটা পাকাপোক্ত করার জন্য ধার হিসাবে দুটো সোনার লুই গুঁজে দিল গাখনাশ ওর হাতে, গ্রেনোবলের সেই লোভনীয় চাকরির বেতন পেয়ে ফেরত দিলেই চলবে।

স্বর্ণমুদ্রা হাতে পেয়েই পূর্ণ বিশ্বাস এসে গেল আর্সেনিওর যে স্বপ্ন দেখছে না, সত্যিই পঞ্চাশ পিসটোলের চাকরি অপেক্ষা করছে ওর জন্য গ্রেনোবলে। পরদিন গাখনাশকে জানাল সে, ওর ধারণা, আগামী বুধবারই নাইট-গার্ডের ডিউটি পড়বে ওর।

'আজ হলো শুক্রবার,' বলল গাখনাশ। 'তা হলে চারদিন পর, দিবাগত রাত্রে–তা-ই তো?'

'হ্যাঁ। যদি প্রোগ্রামে কোনও পরিবর্তন হয়, আগেই জানাব আমি তোমাকে।'
এই কথার উপর হাত মিলিয়ে চলে গেল ওরা যে-যার কাজে।

তেরো

আর্সেনিওর সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে পেরে খুশি মসিয়ো দো গাখনাশ। সব খুলে বলল ভ্যালেরিকে।

'এখন কেবল একটু ধৈর্য ধরা, বুঝলে। তোমাকে বলেছিলাম না, হঠাৎ করে কপাল খুলে গেছে আমার?'

অ্যান্টিরুমের টেবিলে সাপার খেতে বসেছে ভ্যালেরি, পরিবেশন করছে ওর "অপ্রিয়" গার্ড বাতিস্তা। গাখনাশের উপর এই বাড়তি দায়িত্ব চাপানো হয়েছে ভ্যালেরিকে শায়েস্তা করার জন্য। শ্যাতোর কোনও কাজের লোককে ভিতরের অ্যান্টিরুমে ঢুকতে দেয়া হয় না, যাতে একটা কথা বলারও সুযোগ না পায় মেয়েটা। টাওয়ারের গার্ডরুম বলা হয় এখন বাইরের অ্যান্টিরুমকে। দুপুরে নীচে হলরুমে গিয়ে মাদাম দো কোন্দিয়াক ও মাখিয়ুসের সঙ্গে খেতে হয় ভ্যালেরিকে, কিন্তু সকালের নাস্তা ও রাতের খাবারটা পাঠিয়ে দেয়া হয় টাওয়ারের গার্ডরুমে বাতিস্তার কাছে। মাদামোয়াযেলের অ্যান্টিরুমে গিয়ে টেবিলে দস্তরখান বিছানো, খাবার পরিবেশন করা ইত্যাদি চাকরের কাজ করতে হচ্ছে গাখনাশকে। প্রথম প্রথম ভয়ানক বিরক্তি লেগেছে ওর—আরে, মাখর্তি মাখি রিগোবেয়া দো গাখনাশ কি শেষে খানসামা হয়ে গেল? টেবিলে কাপড় বিছিয়ে ডিশ সাজিয়ে দেবে, পিছনে দাঁড়িয়ে থাকবে কখন কী লাগে এগিয়ে দেয়ার জন্য?

তবে এখন আর অতটা খারাপ লাগছে না। এই সুযোগে খবর আদান-প্রদান সহজ হয়েছে ওদের জন্য। ছয়টা করে মোমবাতি জ্বলছে দুটো ঝকঝকে মেন্টলপিসে, পিঠ-উঁচু চামড়ার চেয়ারে বসে সামান্য কিছু মুখে তোলে কুণ্ঠিত মাদামোয়াযেল; আর গাখনাশের কাছে শোনে আশার কথা, ভরসার কথা, সাহসের কথা, বন্দিদশা থেকে মুক্তির কথা। ওর মনে হয় মায়ের মত আগলে রেখেছে ওকে এই মহৎপ্রাণ, দুঃসাহসী লোকটা।

'খালি আগামী বুধবার পর্যন্ত ভাগ্যটা যদি অনুকূল থাকে, ব্যস, ধরে নাও কোন্দিয়াক থেকে বহুদূর চলে গেছ তুমি। আর্সেনিও অবশ্য জানে না, তুমিও ভাগছ আমাদের সঙ্গে। কাজেই ও যদি মত পাল্টিয়ে ফরচুনিওকে জানিয়ে দেয়ও, তোমার কোনও ক্ষতি হবে না; আর আমি তো হো-হো করে হাসব ওকে বোকা বানিয়েছি বলে। তবে শেষমুহূর্তে তোমাকে দেখলেও টু-শব্দ করতে পারবে না ব্যাটা, মাস গেলেই পঞ্চাশ পিসটোলের লোভ ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখল ভ্যালেরি গাখনাশকে।

'বেশ সুন্দর গুছিয়ে এনেছেন তো!' প্রশংসা ঝরল ওর কণ্ঠে। 'যদি আমরা পালাতে—'

'যদি না, মাদামোয়াযেল,' বাধা দিল গাখনাশ, 'বলো যখন আমরা–'

'আচ্ছা, বেশ। কোন্দিয়াক থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব আমি?'

'কেন, কোথায় আবার, আমার সঙ্গে সোজা প্যারিস। টাকা-পয়সা দিয়ে এসেছি, আমার লোক ভোয়াহোঁয় ঘোড়া আর গাড়ি নিয়ে তৈরি হয়ে রয়েছে। একবার কোন্দিয়াকের কুৎসিত দেয়ালের দিকে পিছন ফিরতে পারলে আর কোথাও কোনও বাধা নেই। রানি তোমাকে খুব আদর করে নিরাপদে রাখবেন নিজের কাছে, যতদিন না মসিয়ো ফ্লোরিমঁ তাঁর বউকে নিতে আসেন।'

ছোট্ট চুমুক দিল ভ্যালেরি মদের পাত্রে, তারপর ওটা নামিয়ে রাখল। টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে হাতের তালুতে ফরসা গালটা রাখল, তারপর শান্ত গলায় বলল, 'মাদাম আমাকে বলেছেন, মারা গেছে ফ্লোরিমঁ।'

চমকে উঠে ভুরু কোঁচকাল মসিয়ো গাখনাশ। কথাটা বলার সময় মেয়েটির ঠাণ্ডা ভঙ্গি দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ও মেয়েটির মুখের দিকে। তা হলে কি এই মেয়েটিও আর সব আবেগশূন্য, লাভ-লোকসানের হিসেব-কষা মেয়েদের মত? নিজের ভালবাসার পাত্রের মৃত্যুর সম্ভাবনার কথা কেউ এভাবে বলে কী করে? একে তো উষ্ণহৃদয়, প্রাণবন্ত, পবিত্র মনের একটা মেয়ে বলে ধরে নিয়েছিল ও। এবং সেই কারণেই বিপদের সময় আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েও এর পাশে দাঁড়াবার প্রেরণা পেয়েছিল। এখন দেখা যাচ্ছে এর সম্পর্কে যা ভেবেছিল সব ভুল।

ওর নীরবতায় সচকিত হয়ে চোখ তুলল মেয়েটি। গাখনাশের মুখের দিকে চেয়েই বুঝে নিল ওর মাথায় কী চলছে। ম্লান হাসি ফুটল ওর মুখে।

'আমাকে নিষ্ঠুর, হৃদয়হীনা ভাবছেন, মসিয়ো দো গাখনাশ?'

'ভাবছি, তুমি নারী জাতিরই একজন।'

'আপনার কাছে তো এ দুটো একই কথা, তা-ই না? আচ্ছা, একটা কথা বলবেন, মেয়েদের সম্বন্ধে আপনি অনেক জানেন, মসিয়ো?'

'ওরেব্বাপ! আমার জীবনে সমস্যা-সঙ্কটের কোন অভাব নেই, মাদামোয়াযেল।'

'অনেক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় আছে বুঝি আপনার?'

'খোদার রহম রয়েছে আমার ওপর, একজনও না।'

'কোনই অভিজ্ঞতা নেই?'

'নাহ্। তার দরকারও নেই।'

'যাদের চেনেন না, জানেন না, তাদের সম্পর্কে কীসের ভিত্তিতে বিচার করে রায় দিয়ে ফেলছেন, মসিয়ো, মনে মনে?'

'জ্ঞান কি কেবল অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আসে?' মাথা নাড়ল গাখনাশ। 'কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে। আরেকজনকে তাবাহ্ হয়ে যেতে দেখলেও বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার হতে পারে মানুষ। বোকারাই কেবল ঠেকে ও ঠকে শেখে।'

'আপনি খুবই বিচক্ষণ, মসিয়ো,' নরম গলায় বলল ভ্যালেরি। এতই নরম, যে গাখনাশের সন্দেহ হলো, মনে মনে হাসছে মেয়েটা। 'বিয়ে করেননি কখনও?'

'না, না, মাদামোয়াযেল,' গম্ভীর গলায় বলল গাখনাশ, 'ওই বিপদের ধারে-

কাছেও যাইনি কোনদিন।'

'সত্যিই আপনার মনে হয় কাজটা বিপজ্জনক?'

'ভয়ঙ্কর! ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক, বাপরে!' শিউরে উঠল গাখনাশ।

তারপর হেসে উঠল দুজন একসঙ্গে।

চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে উঠে পড়ল মেয়েটা। টেবিলের পাশ দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল গাখনাশের দিকে মুখ করে।

'মসিয়ো দো গাখনাশ,' বলল সে, 'আপনি ভাল একজন মানুষ, সত্যিকারের মহৎ একজন ভদ্রলোক। তবে আমাদের সম্পর্কে আপনার আর একটু ভাল ধারণা থাকলে আমি খুশি হতাম। সব মেয়েই ঘৃণা বা অবজ্ঞার পাত্রী নয়, বিশ্বাস করুন। প্রার্থনা করি, আপনি যেন এমন কাউকে পেয়ে যান, যিনি প্রমাণ করবেন আমার কথার সত্যতা।'

মৃদু হাসল গাখনাশ, মাথা নাড়ল।

'যতটা বলছ, তার অর্ধেক মহত্ত্বও নেই আমার মধ্যে, খুকি। আমার মধ্যে একধরনের গোঁয়ার্তুমি আর অন্ধ অহঙ্কার আছে, যেটা দেখে কেউ কেউ সদ্‌গুণ বলে ভুল করে। আমার এখানে ফিরে আসার কথাটাই ধরো না কেন, আমাকে এনেছে আসলে আমার অহঙ্কার। প্যারিসে ফিরে বিধবা কোন্দিয়াকের কাছে ঘোল খেয়ে এসেছি, এ-কথা স্বীকার করবার সাহস আমার ছিল না; ওদের হাসি-টিটকারি সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই। তোমাকে এসব কথা বলছি এইজন্যে যে, তা হলে হয়তো তুমি আমার জন্যে কাউকে পেয়ে যাওয়ার প্রার্থনাটা করবে না, যেটা পূরণ হওয়াকে আমি ভয় পাই। তোমার এই প্রার্থনা যদি তিনি ফট্ করে পূরণ করে বসেন, বিশ্বাস করো, স্রেফ মারা পড়ব আমি! তোমাকে আগেও বলেছি, মাদামোয়াযেল, তোমার মত পবিত্র মনের ভাল মেয়েদের প্রার্থনা খোদা পূরণ করেন।'

'অথচ একটু আগেই মনে মনে ভাবছিলেন আমি একটা হৃদয়হীনা, বাজে মেয়ে।'

'ফ্লোরিমঁ দো কোন্দিয়াকের বাঁচা-মরার ব্যাপারে তোমাকে খুবই নিস্পৃহ, উদাসীন মনে হয়েছিল আমার।'

'তা-ই হয়তো মনে হয়েছিল, কিন্তু আসলে আমি তা নই। যে আমার স্বামী হতে চলেছে, তার ব্যাপারে আমি কী করে নিস্পৃহ থাকব? আসলে, মসিয়ো, মাদাম দো কোন্দিয়াকের কথা আমি এক বিন্দুও বিশ্বাস করিনি। আমি আমার শপথ ভাঙব না বুঝতে পেরে তিনি এখন আমাকে বিশ্বাস করাতে চাইছেন, মারা গেছে ফ্লোরিমঁ, খোদা নিজেই আমাকে আমার শপথরক্ষা থেকে মুক্তি দিয়েছেন; কাজেই, আমি নিশ্চিন্তে সাড়া দিতে পারি মাখিয়াসের প্রেম নিবেদনে। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণ ভুল দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছেন গোটা ব্যাপারটা। আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছি। আমার সোজা কথা: আমার বাবা চেয়েছিল আমি যেন ফ্লোরিমঁকে বিয়ে করি। ওর বাবা ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন তার। আমি আমার বাবাকে কথা দিয়েছিলাম তার ইচ্ছে আমি মান্য করব। আমার বাবার কাছে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আর কারও কাছে নই। ফ্লোরিমঁ যদি সত্যিই মারা গিয়ে থাকে,

আমি মুক্ত হয়ে গেলাম ঠিকই, কিন্তু তার মানে এ নয় যে এবার আমার পছন্দ করতে হবে মাখিয়ুসকে। ও যদি দুনিয়ার একমাত্র পুরুষ হত, তবুও তো পছন্দ করতাম না আমি ওকে। কিন্তু তিনি কিছুতেই বুঝবেন না কারও কোনও কথা, স্বার্থচিন্তায় একেবারে অন্ধ হয়ে গেছেন মাদাম।'

এক কদম সামনে বাড়ল গাখনাশ।

'খুকি, কথা শুনে মনে হচ্ছে ফ্লোরিমঁকে বিয়ে করার ব্যাপারে তেমন কোনও আগ্রহ নেই তোমার; কিন্তু রানিকে লেখা চিঠিতে তোমার ব্যগ্রতাই প্রকাশ পেয়েছিল। ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না আমার।'

'রানিকে লিখেছিলাম এদের অত্যাচার থেকে মুক্তির আশায়। ফ্লোরিমঁর ব্যাপারে কোনও অনাগ্রহ বা বিতৃষ্ণা নেই আমার,' বলল ভ্যালেরি শান্ত কণ্ঠে, স্পষ্ট ভাষায়। 'ছোটবেলায় একসঙ্গে খেলেছি আমরা, মানুষটা ভদ্র ও সৎ, আত্মসম্মানজ্ঞান আছে, দেখতেও ভাল; ওকে আমার ভালই লাগত, অনেকটা বড় ভাইয়ের মত। আমার ধারণা স্বামী হিসেবেও খারাপ হবে না ও, কাজেই ওর হাতে নিজেকে সঁপে দিতে খারাপ লাগবে না আমার। চেহারা ভাল, মানুষটা ভদ্র, সৎ, আত্মসম্মানজ্ঞান সম্পন্ন—এর চেয়ে বেশি আর কী চাওয়ার থাকতে পারে একটা মেয়ের?'

'আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না, মাদামোয়াযেল; এসব ব্যাপারে কিচ্ছু বুঝি না আমি, একেবারে বকলম!' বলল গাখনাশ। 'তবে তোমার জীবনদর্শন শুনে বুঝতে পারছি অত্যন্ত শিক্ষিত, জ্ঞানী ও গুণী, চমৎকার এক শিক্ষক পেয়েছ তুমি। একেবারে পাকা বুড়ির মত কথা বলছ!' কথা শেষ করে হা-হা করে হেসে উঠল গাখনাশ। বোঝা গেল খুবই মজা পেয়েছে সে কচি একটা মেয়ের মুখে ওসব কথা শুনে।

লজ্জা পেল মেয়েটি। একটু পরে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'আমার যা-কিছু শিক্ষা, সব পেয়েছি বাবার কাছে। আমার কাছে তিনি ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিচক্ষণ, সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে মহৎ ও সবচেয়ে সাহসী মানুষ।'

শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেল মসিয়ো গাখনাশ, মাথা ঝুঁকিয়ে সশ্রদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'তাঁর আত্মার শান্তি হোক!'

'আমেন!' বলল মেয়েটা।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফ্লোরিমঁর প্রসঙ্গে ফিরে গেল ভ্যালেরি। 'ও যদি বেঁচে থাকে, তা হলে ওর এই দীর্ঘ অনুপস্থিতি, একটা খবর পর্যন্ত না দেয়া, অস্বাভাবিকই বলতে হবে। গত তিন মাস, না, চার মাস ওর কোনও চিঠি আসেনি। অথচ ওর বাবার মৃত্যুসংবাদ পেয়েই ওর ফিরে আসার কথা।'

'খবরটা কি জানানো হয়েছিল তাঁকে?' জিজ্ঞেস করল গাখনাশ। 'তুমি নিজে কি খবর দিয়েছিলে?'

'আমি?' অবাক হলো ও, 'না, মসিয়ো। আমি কোনদিনই কোনও চিঠি দিইনি ওকে।'

'এটাই কারণ,' বলল গাখনাশ। 'আমার বিশ্বাস, মাহ্‌খির মৃত্যুসংবাদ ফ্লোরিমঁর কাছ থেকে চেপে রেখেছেন ওঁর সৎ-মা।'

'হায়, খোদা!' আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মেয়েটি গাখনাশের মুখের দিকে। 'আপনার ধারণা, এখনও কিছুই জানে না ও?'

মাথা নাড়ল গাখনাশ। 'এতদিনে জানার কথা। মাসখানেক আগেই রানি-মা মাহুখির মৃত্যুসংবাদ এবং এখানকার সব ঘটনা জানাবার জন্যে একজন দূত পাঠিয়েছেন ওঁর কাছে।'

'একমাস আগে?' ভুরুজোড়া কপালে উঠল মেয়েটির। 'অথচ তার পরেও কোনও খবর নেই ওর! এটা তো ভয়ের ব্যাপার, মসিয়ো, তা-ই না?'

'আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল গাখনাশ, 'বরং আমি আশা করছি, খুব শীঘ্রিই তাঁর খবর পাওয়া যাবে; দু'চার দিনের মধ্যেই।'

দেখতে দেখতে এসে গেল বুধবার। আজই রাতে নাইট-গার্ডের ডিউটি পড়বে আর্সেনিওর। রোজকার মত আজও দুপুরে যখন হলরুমে ডিনারে বসল কোন্দিয়াকরা, ছুটি পেয়ে "বাতিস্তা" গেল আর্সেনিওর সঙ্গে গল্প করতে।

একটু আড়ালে গিয়েই কাজের কথা পাড়ল গাখনাশ।

'সব ঠিক-ঠাক তো, দোস্ত? তোমার ডিউটি তো আজ রাতে?'

'হ্যাঁ,' উত্তর এল। 'সন্ধে থেকে সকাল পর্যন্ত। ঠিক কোন্ সময়ে বেরোচ্ছি আমরা?'

'মাঝ রাতে,' বলল গাখনাশ। 'সবাই যখন ঘুমে বিভোর থাকবে। যদি দেখ, দু'একজন তখনও জেগে আছে, তা হলে আরও পরে। আধঘণ্টা আগে বেরোতে গিয়ে ধরা পড়ার কোনও মানে হয় না; না হয় একঘণ্টা পরেই রওনা হলাম। কী বলো?'

'ঠিক। একদম খাঁটি কথা। শোনো,' গলাটা একেবারে খাদে নামিয়ে ফেলল আর্সেনিও, 'তোমার টাওয়ারের তালা খুলে আমি শিস দেব। তার আগে গার্ডরুম থেকে পেছনের গেটের চাবিটা হাতিয়ে নেব আমি, ঠিক আছে?'

'ভেরি গুড! তা হলে সেই কথাই থাকল। মাঝরাতের কাছাকাছি যে-কোনও সময়।' হাত মিলিয়ে বিদায় নিল ওরা পরস্পরের কাছ থেকে।

কিন্তু এক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াতে হলো গাখনাশকে। গেটের কাছে একটা হই-হল্লার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গার্ডহাউসের ওদিকে ছোটাছুটি করছে লোকজন, ফরচুনিওর হেঁড়ে গলা শোনা গেল। একজন ঘোড়সওয়ার এসে হাজির হয়েছে কোন্দিয়াকের গেটে। ব্রিজ পেরিয়ে এসে চাবুকের গোড়া দিয়ে খটাখট আওয়াজ করছে গেটের পুরু তক্তায়।

ফরচুনিওর নির্দেশে খোলা হলো গেট। ধূলি-ধূসরিত এক লোক মুখে-ফেনা-ওঠা ঘোড়া নিয়ে ঢুকল ভিতরে। খিলান পেরিয়ে শ্যাতোর আঙিনায় এসে নামল ঘোড়া থেকে।

লোকটাকে দেখে বার্তাবাহক বলে মনে হলো গাখনাশের। জাঁকের সঙ্গে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ফরচুনিও, জানতে চাইল সে কী চায়।

'বিধবা মাহ্খিস দো কোন্দিয়াকের জন্যে চিঠি এনেছি আমি,' বলল লোকটা।

মাতব্বরি চালে মাথা ঝাঁকাল ফরচুনিও, তারপর ঘোড়াটার দেখাশোনা করার

জন্য একজনকে হুকুম দিয়ে লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে ঢুকে গেল দুর্গের ভিতর।

ভাবছে গাথনাশ, কোত্থেকে বার্তা এল? প্যারিস থেকে রানি পাঠালেন? নাকি ইটালি থেকে ফ্লোরিমঁ? চিঠির বিষয়বস্তু কী, সেটা জানা খুবই দরকার। প্রয়োজনে পরিকল্পনা পরিবর্তন করতে হতে পারে ওকে।

কী করবে বুঝতে পারছে না গাথনাশ। হলরুম তো চেনাই আছে—ও কি আড়ি পাতবে ওখানে গিয়ে? কাজটা করতে হলে আত্মমর্যাদায় লাগবে ওর। আর যদি ধরা পড়ে যায়? নাহ্, এসব ঝুঁকি নেওয়ার কোনও অর্থ হয় না। ধরা পড়লে চড়-চাপড় মারা হবে—অপমান; ফলে রক্তারক্তি কাণ্ড হবে—এতদিনের এত কষ্ট, পরিকল্পনা, সব মাঠে মারা যাবে। টাওয়ারের মাথায় নিজের গার্ডরুমে যাবার জন্যে ঘুরতে গিয়েও আবার থমকাল ও। কে যেন ডেকে উঠল ওর নাম ধরে, 'বাতিস্তা!'

ফরচুনিও ডাকছে ওকে। কাছে যেতেই হুকুম দিল ক্যাপটেন, 'মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে এখুনি ফিরিয়ে নিয়ে যাও তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে।'

'বাউ' করে ক্যাপটেনের পিছু নিয়ে শ্যাতোর ভিতর ঢুকল ও। বুঝতে পারছে, ওই বার্তাবাহকের আগমনের কারণেই খাওয়া ছেড়ে নিজের ঘরে ফিরে যেতে হচ্ছে ভ্যালেরিকে।

উত্তরের টাওয়ারে নিজের অ্যান্টিরুমে পৌঁছেই ঘুরে দাঁড়াল ভ্যালেরি। 'জানেন, বার্তা এসেছে একটা?'

'দেখেছি লোকটাকে, কিন্তু জানি না কোত্থেকে এল। তুমি শুনেছ কিছু? কার কাছ থেকে এল বার্তা?'

'ফ্লোরিমঁর কাছ থেকে।' ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর মুখ।

'বলো কী! মাহ্‌খি দো কোন্দিয়াকের বার্তা? ইটালি থেকে?'

'না, মসিয়ো। মনে হয় না ইটালি থেকে। যতদূর আন্দাজ করতে পারলাম, কোন্দিয়াকের পথে রয়েছে এখন ফ্লোরিমঁ। খবর শুনেই খাওয়া ছেড়ে উঠে পড়ল ওরা, খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। হয়তো ভাবল, আমারও একই অবস্থা—ঘরে ফিরে যেতে বলা হলো আমাকে।'

'অর্থাৎ, শুধু জানতে পেরেছ, বার্তা এসেছে মাহ্‌খির কাছ থেকে, কিন্তু বিষয়বস্তু তোমাকে শুনতে দেয়া হয়নি?'

'কিচ্ছু না,' নালিশের ভঙ্গিতে বলল মেয়েটা।

জানালার দিকে ফিরল মসিয়ো গাথনাশ। বাইরে চোখ রেখে ভাবছে। একটু আগের চিন্তাগুলো আবার ঘুরছে ওর মাথায়। হলরুম তো চেনাই আছে, আড়ি পাতবে ওখানে গিয়ে? কী বার্তা এল জানতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সে-চেষ্টা করতে গেলে মারাত্মক ঝুঁকি নিতে হবে। ঘাড় ফেরাতেই সামনে দাঁড়ানো মেয়েটির উপর চোখ পড়ল ওর। কেমন শ্লথ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মিষ্টি মেয়েটা, অসহায়, বিষণ্ন। এর খাতিরে করতে পারবে ও কাজটা, যতই অসম্মানজনক হোক না কেন।

'জানতেই হবে,' বলল সে। 'কী বার্তা নিয়ে এল ফ্লোরিমঁর পাঠানো লোক, জানতেই হবে আমাদের। তা হলে আজ রাতে এখান থেকে পালিয়ে প্যারিসে না

গিয়ে আমরা সোজা ওঁর কাছেই যেতে পারি।'

'পালাবার সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন?' জিজ্ঞেস করল ভ্যালেরি, হেসে উঠল, ঝলমল করছে মুখটা।

'সব!' ওকে আশ্বস্ত করল গাখনাশ। তারপর নিচু গলায় বলল, 'শোনো, খুকি, আমি যাচ্ছি খবর সংগ্রহ করতে। কিছুটা ঝুঁকি আছে বটে, কিন্তু ফ্লোরিমঁর খবরটা না জেনে অন্ধকারে ঝাঁপ দেয়া উচিত হবে না আমাদের। কেউ যদি এসে আমার কথা জিজ্ঞেস করে–সেটার সম্ভাবনা যদিও খুবই কম, কারণ সবার মনোযোগ এখন হলরুমের ওই বার্তাবাহক কী খবর আনল তার ওপর–তুমি বলবে কিছুই জানো না; ইটালিয়ান বোঝো না তুমি, আমি বুঝি না ফ্রেঞ্চ। তবে এটুকু বলতে পার, এই একটু আগে ছিলাম এখানে, হয়তো পানি আনতে গেছি। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল মেয়েটা।

'তারপর ঘরে ঢুকে তালা মেরে দেবে, আমি যতক্ষণ ফিরে না আসি, খুলবে না দরজা।'

বড় একটা মাটির কলস তুলে নিয়ে গার্ডরুমের জানালা দিয়ে ওটার সব পানি ফেলে দিল গাখনাশ বাইরের পরিখায়। তারপর ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে চলে এল ভিতরের আঙিনায়। এদিকে এ সময়ে লোকজন এমনিতেই কম থাকে, দরজায় তালা ও প্রহরী থাকে শুধু রাতের বেলা। এই আঙিনা থেকে একটা বিশেষ দরজা দিয়ে ঢুকলে শ্যাতোর যে-কোনও অংশে যাওয়া সম্ভব বলে ওর ধারণা। কলসটা দরজার পাশে রেখে, দ্রুতপায়ে চলল সে হল-রুমের অবস্থান লক্ষ্য করে। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কাটাকুটি চলছে এখনও ওর মনের ভিতর। এই এখন গাল দিচ্ছে নিজেকে তাড়াতাড়ি জায়গামত পৌঁছতে পারছে না বলে; পরমুহূর্তে গাল দিচ্ছে আড়ি পাতার মত একটা নোংরা, বাজে কাজে জড়িয়েছে বলে; সেই সঙ্গে সমানে শাপ-শাপান্ত করে চলেছে দুনিয়ার তাবৎ মেয়েমানুষকে: যাদের দুষ্কর্মের কারণে আজ ওর এই হেনস্তা, তারা যেন চিরকাল নরকের আগুনে পোড়ে।

চোদ্দো

কোন্দিয়াকের মস্ত হল-রুমে মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাই ও পুত্র মাখিয়ুসকে নিয়ে খেতে বসেছিলেন মাহ্‌খিস। কোন্দিয়াকের মাহ্‌খি ফ্লোরিমঁর কাছ থেকে চিঠি নিয়ে লোক এসেছে শুনেই খাওয়া মাথায় উঠল মা ও ছেলের।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মাদাম, ভয় ও অবাধ্যতা একই সঙ্গে খেলা করছে তাঁর চেহারায়। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথমেই বিদায় করলেন মাদামোয়াযেলকে। ভ্যালেরি একবার ভাবল লোকটাকে জিজ্ঞেস করবে ওর জন্য কোনও চিঠি আছে কি না, জিজ্ঞেস করবে কেমন আছে ফ্লোরিমঁ, কোথায় আছে–কিন্তু মাহ্‌খিসের মারমূর্তি দেখে কিছু বলার সাহস হলো না। বাতিস্তাকে ডেকে আনার জন্য

ফরচুনিওকে পাঠানো হতে উঠে দাঁড়াল সে খাওয়া ছেড়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আড়চোখে লক্ষ করল, চাবুক ও হ্যাট মেঝেতে ফেলে ধুলোমাখা লোকটা তার ওয়ালেট খুলে চিঠি বের করছে, সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিধবা সেটা নেয়ার জন্য।

যেন এটা তেমন কোনও ব্যাপারই নয়, এমনি একটা ভাব দেখিয়ে টেবিলেই বসে রইল মাখিয়ুস। পরিচারক ছেলেটা ওর পিছনে দাঁড়িয়ে, পায়ের কাছে শুয়ে রয়েছে ওর হাউন্ড; মদের গ্লাসটায় ছোট্ট চুমুক দেয়, উঁচু করে তুলে ধরে গাঢ় লাল মদের সৌন্দর্য অবলোকন করে। যেন কিছুই পরোয়া করে না সে।

ভ্যালেরি বেরিয়ে যেতেই চাকর ছেলেটিকেও চলে যেতে বললেন মাহ্‌খিস। চিঠিটা হাতে নিয়ে খোলার আগে পত্রবাহকের দিকে ফিরলেন তিনি আবার।

'মাহ্‌খি এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'লা হোশেথ-এ, মাদাম,' জবাব দিল লোকটা।

কথাটা শোনা মাত্র সমস্ত ভান-ভণিতা ছেড়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল মাখিয়ুস। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে, 'এত কাছে?'

কিন্তু বিধবা নিজেকে শান্ত রাখলেন। বললেন, 'নিজেই তো চলে আসতে পারত কোন্দিয়াকে—তা না করে এত কাছ থেকে চিঠি পাঠাবার মানে?'

'আমি জানি না, মাদাম। আমার সঙ্গে মসিয়ো ল্য মাহ্‌খির দেখা হয়নি। তাঁর চাকর চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে এখানে পৌঁছে দিতে বলেছে।'

মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল মাখিয়ুস। ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী লিখেছে দেখা যাক না।'

কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে মাদাম বললেন, 'মসিয়ো ল্য মাহ্‌খি সম্পর্কে আর কিছুই জানাবার নেই তা হলে তোমার?'

'আমি যতটুকু জানি বলেছি, মাদাম।'

ফরচুনিওকে ডেকে আনতে পাঠালেন তিনি মাখিয়ুসকে। সে এলে তাকে নির্দেশ দিলেন, যেন পত্রবাহককে ভাল মত খাইয়ে-দাইয়ে তারপর বিদায় দেয়া হয়।

ঘরে যখন তিনি আর মাখিয়ুস ছাড়া আর কেউ নেই, তখন ত্রস্ত হাতে খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলেন বিধবা মাহ্‌খিস, ভাঁজ খুলে মেলে ধরলেন চোখের সামনে। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা চাপতে না পেরে, মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল মাখিয়ুস যাতে সে-ও পড়তে পারে চিঠিটা। চিঠিটা এইরকম:

প্রিয় মাহ্‌খিস,

সন্দেহ নেই, আমি বাড়ি ফিরে আসছি, এ-খবর শুনে আপনি আনন্দিত হবেন। মেসেঞ্জার না পাঠিয়ে সরাসরি চলেই আসতাম, কিন্তু সামান্য জ্বরের কারণে লা হোশেথে আটকা পড়ে গেছি কয়েকদিনের জন্য। প্যারিস থেকে পাঠানো রানির চিঠি পেয়েছি আমি দুই সপ্তাহ আগে মিলান-এ। সেই চিঠিতে জানতে পারলাম ছয় মাস আগেই মারা গেছেন বাবা। যত শীঘ্র সম্ভব কোন্দিয়াকে ফিরে প্রশাসনের ভার হাতে নেওয়ার জন্য রাজ দরবার থেকে আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ দুঃসংবাদ আপনার পরিবর্তে প্যারিস

আমাকে জানাচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছি। ছয়মাস আগেই আমাকে খবর দেওয়া আপনার উচিত ছিল। অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজ দরবারের আদেশ মোতাবেক মিলান থেকে আমাকে ছুটে আসতে হলো। মাস কয়েক যাবৎ কোন্দিয়াকের কোনও খবর না পেয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, বাবার মৃত্যুই হয়তো এর প্রধান কারণ; যদিও এমনটি হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না।

যা-ই হোক, মাদাম, আশা করি, আমাকে বাবার মৃত্যুসংবাদ না জানানোর উপযুক্ত কারণ আপনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়ে আমার মনের খটকা নিরসন করতে পারবেন। চলতি সপ্তাহের শেষেই আমি কোন্দিয়াকে পৌঁছে যাব। তবে আমার উপস্থিতি কোনও ভাবে আপনাকে বা আমার প্রিয় ছোটভাই মাখিয়ুসকে বিব্রত বা ব্যতিব্যস্ত করুক, তা আমি চাই না। রাজ দরবারের নির্দেশে শাসনভার গ্রহণ করলেও, আমার আপত্তির যদি কোনও কারণ না ঘটে, আমি আশা করব, আপনি ও ছোট ভাই মাখিয়ুস যতদিন খুশি বা প্রয়োজন, কোন্দিয়াককে নিজের বাড়ি মনে করে ওখানেই বাস করবেন।

ইতি আপনার স্নেহধন্য, প্রিয় সৎ-পুত্র,
ফোরিন।

চিঠি পড়া শেষ হলে পাতা উল্টে একটা বিশেষ অংশ আবার পড়লেন বিধবা, এবার মাখিয়ুসকে শুনিয়ে।

'...মাস কয়েক যাবৎ কোন্দিয়াকের কোনও খবর না পেয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, বাবার মৃত্যুই হয়তো এর প্রধান কারণ; যদিও এমনটি হওয়া মোটেই বাঞ্ছনীয় ছিল না।

'যা-ই হোক, মাদাম, আশা করি, আমাকে বাবার মৃত্যুসংবাদ না জানানোর উপযুক্ত কারণ আপনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়ে আমার মনের খটকা নিরসন করতে পারবেন।'

চোখ তুলে মাখিয়ুসের দিকে চাইলেন মাহ্‌খিস, জায়গা বদল করে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সে এখন।

'ও সন্দেহ করেছে, মা। বুঝে গেছে, এমন কিছু হচ্ছে এখানে, যা হওয়া মোটেই উচিত ছিল না,' মুখ বাঁকাল মাখিয়ুস।

'তার পরেও, দেখো, চিঠির ভাষায় কড়া কিছু নেই, মোটামুটি নম্র, সৌহার্দ্যপূর্ণই বলা যায়। মনে হচ্ছে, প্যারিস থেকে সব কথা তাকে জানানো হয়নি।' ছোট্ট একটুকরো তিক্ত কাষ্ঠহাসি বেরুলো তাঁর গলা দিয়ে। 'আমরা যতদিন খুশি বা প্রয়োজন, কোন্দিয়াককে নিজের বাড়ি মনে করে এখানেই বাস করতে পারি, যতক্ষণ না তার আপত্তির কোনও কারণ ঘটে!'

চিঠিটা ভাঁজ করে দুই হাত পিছনে বাঁধলেন তিনি, সরাসরি চাইলেন ছেলের মুখের দিকে।

'এবার শোনা যাক,' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'তুমি কী করবে বলে ভাবছ?'

'আমার অবাক লাগছে, ভ্যালেরি সম্পর্কে একটা শব্দও লেখেনি ও,' বলল মাখিয়ুস।

'দূর! বাজে কথা ছাড়ো–কোন্দিয়াকরা মেয়েমানুষকে সামান্য গুরুত্বও দেয় না। তুমি কী করবে বলে ভাবছ?'

কালো ছায়া পড়েছে মাখিয়ুসের সুন্দর মুখে। কয়েক মুহূর্ত বিষণ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মায়ের দিকে, তারপর কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকিয়ে ফায়ারপ্লেসের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, ম্যানটেল শেলফে কনুই রেখে মুঠি করা হাতের উপর রাখল কপালের এক পাশ। ভাবছে। ভুরু কুঁচকে উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকে লক্ষ করছেন মাহ্‌খিস।

'হ্যাঁ, ভাবো!' বললেন তিনি। 'লা হোশেথে আছে ও, ঘোড়ায় চড়ে এলে সাত-আট ঘণ্টার পথ; জ্বরের কারণে সাময়িক ভাবে আটকা পড়েছে ওখানে। তবে, এসে পড়বে এই সপ্তাহের মধ্যে। তার মানে, শনিবার পর্যন্ত সময় পাচ্ছি আমরা; তারপরই বেরিয়ে যাবে কোন্দিয়াক আমাদের হাতের মুঠি থেকে। চিরতরে। তুমি কি লা ভোভ্রাইও হারাতে চাও?'

সোজা হয়ে দাঁড়াল মাখিয়ুস, ঘুরল মায়ের দিকে।

'কী করতে পারি আমি? তুমিই বা কী করতে পার, মা?' বোঝা গেল নিজের অক্ষমতায় রেগে যাচ্ছে ও।

কাছে এসে ছেলের কাঁধে একটা হাত রাখলেন মহিলা।

'মেয়েটাকে বিয়েতে রাজি করানোর জন্যে পুরো তিনটে মাস সময় পেয়েছিলে তুমি, মাখিয়ুস। কিন্তু এক পা-ও এগোতে পারনি। এখন তোমার সামনে রয়েছে বড়জোর তিনটে দিন। কিছু করার কথা ভাবছ?'

'সেদিন ঠিকই বলেছিলে তুমি, এসব ব্যাপারে একেবারেই আনাড়ি আমি,' তিক্ত কণ্ঠে বলল মাখিয়ুস। 'দিনের পর দিন কেবল ধৈর্যই ধরেছি। তা ছাড়া, কেন যেন ধরেই নিয়েছিলাম, ফ্লোরিঁ আর কোনদিন ফিরবে না। কিন্তু ওর অপছন্দ আর ঘৃণার দৃষ্টি সহ্য করে যতটুকু করেছি, তার বেশি আর কী করতে পারতাম আমি? জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে বুকে ছুরি ধরে বাধ্য করতাম আমাকে বিয়ে করতে?'

এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে হাসলেন মাহ্‌খিস। হাত সরিয়ে নিলেন ওর কাঁধ থেকে।

'চাতুরীর অভাব আছে তোমার মধ্যে, মাখিয়ুস,' বললেন তিনি। 'এখনও সময় আছে, মাথাটা একটু খাটাও। মনে রেখো, আগামী রোববার থেকে মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকবে না আমাদের। মাহ্‌খি দো কোন্দিয়াকের কাছ থেকে কোনও রকম দয়া বা দাক্ষিণ্য গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়; আমার মনে হয়, তোমার পক্ষেও সম্ভব হবে না।'

'যদি সব চেষ্টা বিফল হয়,' বলল মাখিয়ুস, 'তুখাইনের বাড়িটা তো তোমার আছেই।'

'বাড়ি?' ক্ষোভ ফুটল বিধবার কণ্ঠে। 'ওটাকে তো খোঁয়াড় বললেও বেশি বলা হয়! পারবে তুমি ওই শুয়োরের খোঁয়াড়ে থাকতে?'

'সব যদি ভেস্তে যায়, ওই খোঁয়াড়ই হয়তো আমাদের কাছে স্বর্গ বলে মনে হবে।'

'আমার তা মনে হবে না। অথচ আগামী তিন দিনের মধ্যে তুমি কিছু একটা করতে না পারলে ভেস্তেই যাবে সব। কোন্দিয়াক, ধরে নিতে পার, হারিয়েছ–চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছে ফ্লোরিমঁ। লা ভোভ্রাইয়ের সম্পত্তিও হারাবে, যদি এই তিন দিনে কোনও বুদ্ধি বের না করতে পার।'

'তুমি তো বলেই খালাস, অসম্ভবকে কী করে সম্ভব করব আমি, মা?' বিরক্ত হয়ে পড়েছে সে মায়ের অযৌক্তিক চাপাচাপি আর দোষারোপে।

'কে তোমাকে তা করতে বলছে?'

'তুমিই তো বলছ!'

'আমি? না তো! যা সম্ভব তা-ই বলছি আমি। ভ্যালেরিকে স্যাভোয়ায় নিয়ে গিয়ে একটা পুরুতকে ঘুষ দিয়ে বিয়ে পড়িয়ে নেয়া কি একেবারে অসম্ভব কোনও কাজ?'

'সেই অসম্ভব কথাই তো বলছ! ও যাবে কেন আমার সঙ্গে? তুমি ভাল করেই জান–'

চুপ হয়ে গেলেন মাদাম। চট্ করে ছেলেকে একবার দেখেই নামিয়ে নিলেন চোখ। যে কথাটা তাঁর মাথায় ঘুরছে সেটা মুখে উচ্চারণ করা যায় না। তিনি জানেন, কীভাবে মাদামোয়াযেলকে বাধ্য করা যায় ওর সঙ্গে যেতে; সেক্ষেত্রে কেবল স্বেচ্ছায় নয়, অধীর আগ্রহের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াবে সে বেদির সামনে। কিন্তু মা হয়ে ছেলেকে সে-কথা কী করে বলবেন তিনি? গাধাটার কি সামান্য বুদ্ধিও নেই যে নিজে থেকে বুঝতে পারছে না?

মাকে চুপ করে থাকতে দেখে হাসল মাখিয়ুস বিদ্রূপের হাসি। 'ভাবো, মা। ভাবতে থাকো–দেখো, কোনও বুদ্ধি বের করতে পার কি না। কাউকে কিছু করতে বলা সোজা, কী করে করতে হবে বলো দেখি?'

ছেলের নির্বুদ্ধিতা দেখে রেগে গেলেন তিনি। রাগের জোয়ারে ভেসে গেল দ্বিধা।

'তোমার বদলে যদি আমি হতাম, মাখিয়ুস, একটা উপায় খুঁজে নিতামই,' ভাবলেশহীন ভঙ্গিতে বললেন তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে।

অবাক চোখে মাকে দেখছে মাখিয়ুস। তাঁর ভাব-ভঙ্গি, চোখের দিকে তাকাতে না পারা, গলার স্বর, আচরণের আড়ষ্টতা অবাক করেছে ওকে। ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে গিয়ে হঠাৎ সবকিছু দিনের মত পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। একটু যেন চমকে উঠল সে, লজ্জাও পেল। তারপর ঠোঁটজোড়া শক্ত হয়ে চেপে বসল পরস্পরের সঙ্গে।

'সেক্ষেত্রে,' বলল সে কয়েক মুহূর্ত পর, এমন ভাবে বলল, যেন কথার মানেটা বোঝেনি এখনও, 'আমার বদলে তুমি না হওয়ায় দুঃখই হচ্ছে আমার। আমি শুধু তুখাইনের খোঁয়াড়টাকে বাসযোগ্য করে নেওয়ার কথাই ভাবতে পারছি।'

দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন মাহ্‌খিস। লজ্জায়, বিরক্তিতে মাটিতে মিশে যাচ্ছেন তিনি। বুঝতে পেরেছেন তাঁর কথা ঠিকই বুঝেছে মাখিয়ুস, কিন্তু এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন বুঝতে পারেনি। হঠাৎ মুখ তুললেন তিনি, কালো চোখ

দুটো জ্বলছে, দুই গালে লালচে আভা।

'গর্দভ!' বকা দিলেন তিনি ওকে; 'একটা ইঁদুরের কলজেতেও তো তোমার চেয়ে বেশি সাহস থাকে! আমার ছেলে হয়ে তুমি–তুমি কি–খোদা! কী সহজে মেনে নিচ্ছে ও পরাজয়!' এক পা এগোলেন তিনি ছেলের দিকে। 'তোমার কাপুরুষতার কারণে ভিক্ষা করে খেতে হবে তোমাকে! তোমার সাহসে না কুলালে তুমি যেদিকে খুশি চলে যেতে পার। কিন্তু আমি মেনে নেব না কিছুতেই। যতক্ষণ আমার হাত আছে, হুকুম দেয়ার ক্ষমতা আছে–আমি লড়ব। ড্র-ব্রিজ তুলে নেব আমি। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি ফ্লোরিমঁ দো কোন্দিয়াক পা রাখতে পারবে না এই দুর্গে। মাস্কেটের আওতায় পেলে বিনা দ্বিধায় খুন করব আমি ওকে।'

'পাগল হয়ে গেছ তুমি, মা!' বলল মাখিয়ুস। 'সেজন্যে ওকে বাধা দেয়ার কথা ভাবতে পারছ, সেইজন্যেই আমাকে কাপুরুষ বলতে পারছ। তুমি চাইলে আমি চলে যাব, তবে সেটা তুমি শান্ত হওয়ার পর।' বকা খেয়ে লাল হয়ে গেছে মাখিয়ুসের মুখ। কথা শেষ করেই ঘুরে দাঁড়াল সে, বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলেন মাহ্‌খিস, রীতিমত হাঁপাচ্ছেন তিনি; তারপর ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। হাঁটুর উপর কনুই আর হাতের তালুতে চিবুক রেখে চুপচাপ বসে থাকলেন আগুনের দিকে চেয়ে। আর কোনও মহিলা হলে কান্নায় ভেঙে পড়তেন, কিন্তু মাহ্‌খিস দো কোন্দিয়াকের সুন্দর চোখে কান্না সহজে আসে না।

চুপচাপ বসে অনেক কিছু ভাবলেন মাহ্‌খিস। তারপর একজন এসে খবর দিল মসিয়ো ল্য কোঁতো দো ত্রেসোঁ, দোফিনির লর্ড সেনিশাল এসেছেন: মাদামের সাক্ষাৎপ্রার্থী।

'আগে চাকরদের ডেকে টেবিল পরিষ্কার করতে বলো,' হুকুম দিলেন তিনি, 'তারপর নিয়ে এসো লর্ড ত্রেসোঁকে।'

টেবিল থেকে না-খাওয়া ডিশ নিয়ে গেল পরিচারকরা। আগুনের দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন তিনি। সব যদি শেষও হয়ে যায়, তবু কিছুতেই তুখাইনের খোঁয়াড়ে যাবেন না তিনি–এই দোফিনিতেই থাকবেন তিনি কোঁতেস দো ত্রেসোঁ হিসাবে। বোকামি ও ভীরুতার শাস্তি একা ভোগ করতে হবে মাখিয়ুসকে।

উত্তর টাওয়ারের অ্যান্টিরুমে বসে তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনছে মাদামোয়াযেল ভ্যালেরি মসিয়ো দো গাখনাশের গুপ্তচরবৃত্তির ফলাফল।

চিঠি সম্পর্কে মাখিয়ুস ও তার মায়ের সব কথাই শুনেছে সে, চিঠির বিষয়বস্তুও জানতে বাকি নেই। মাদামোয়াযেলকে জানাল সে, জ্বরের কারণে লা হোশেথে থামতে বাধ্য হয়েছে ফ্লোরিমঁ, তবে এই সপ্তাহের শেষেই পৌঁছে যাবে কোন্দিয়াকে। শুনে ভ্যালেরি বলল: তা হলে আর এখান থেকে পালাবার দরকার নেই, ফ্লোরিমঁর পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়।

কিন্তু মাথা নাড়ল গাখনাশ। আরও কিছু শুনে এসেছে সে। মাখিয়ুসের মতিগতি সম্পর্কে কিছুই বলা যায় না। মাকে বলা ওর কথা শুনে মনে হলো ওর তরফ থেকে ভ্যালেরির কোনও বিপদ নেই, কিন্তু তার মতলব কখন কোন্‌দিকে মোড় নেবে কে বলতে পারে। ফ্লোরিমঁর ফিরে আসার সময় যত ঘনিয়ে আসবে,

দিশে হারিয়ে মাখিয়ুস কী করে বসবে তার ঠিক নেই। এখানে থেকে যাওয়ার বিপদ সম্পর্কে কিছু না বলে ওর মতামত জানাল গাখনাশ মাদামোয়াযেলকে: আজ রাতে পালিয়ে যাওয়াই ভাল। বলল, 'এখানে কখন কী হয় তার ঠিক আছে? প্যারিস পর্যন্ত যাওয়ার কষ্ট যখন পোহাতে হচ্ছে না, লা হোশেথ পর্যন্ত ছয়-সাত ঘণ্টার পথ গেলেই তুমি পেয়ে যাচ্ছো ফ্লোরিমঁকে। কাজেই আমার মনে হয়, আজই পালিয়ে গিয়ে ওর সঙ্গে ফিরে আসা ভাল।'

'চিঠিতে ও আমার সম্পর্কে কিছু লিখেছে বলে শুনেছেন, মসিয়ো?' জিজ্ঞেস করল ভ্যালেরি।

'ওরা বলছিল, কিছু লেখেনি তোমার কথা,' বলল গাখনাশ। 'তবে আমার মনে হয় এর উপযুক্ত কারণ থাকতে পারে। চিঠিতে যতটুকু লিখেছে, তার চেয়ে হয়তো অনেক বেশিই জানে সে।'

'তা-ই যদি হয়,' ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল ভ্যালেরি, 'তা হলে সামান্য জ্বরের কারণে লা হোশেথে যাত্রাবিরতি দেবে কেন, মসিয়ো? আপনি যাকে ভালবাসেন, যদি জানেন বা সন্দেহ করে থাকেন যে সে বিপদে আছে; আপনি কি জ্বর এসেছে বলে চিঠি পাঠাতেন লা হোশেথ থেকে?'

'কী জানি, মাদামোয়াযেল। আমি রুক্ষ এক বয়স্ক লোক, জীবনে প্রেমে পড়িনি কখনও; আমার পক্ষে প্রেমিকদের কী করা উচিত সে-সম্পর্কে মন্তব্য করা সাজে না।'

কথাটা বলল বটে, বলেই তাকাল জানালার পাশে বসা মেয়েটির দিকে। এত নম্র, ভদ্র, মিষ্টি, সুন্দর একটা মেয়ে; ও যদি ফ্লোরিমঁ দো কোন্দিয়াক হত, মেয়েটির বিপদের সম্ভাবনা থাক বা না থাক; জ্বর কেন, প্লেগ হলেও এত কাছে এসে তিন-চার দিন লা হোশেথে বসে থাকতে পারত না।

মিষ্টি করে হাসল মেয়েটি গাখনাশের অনভিজ্ঞতার কথা শুনে। তারপর মূল প্রসঙ্গে ফিরে গেল।

'তা হলে আজ রাতেই যাচ্ছি আমরা।' বিনা আপত্তিতে গাখনাশ যা বলেছে তা সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছে ভ্যালেরি।

'ঠিক মাঝরাতে, অথবা তার একটু পর,' বলল গাখনাশ। 'তৈরি থেকো, মাদামোয়াযেল। আমি তোমার দরজায় দুটো টোকা দিলেই বেরিয়ে আসবে। যা করার ঝটপট করতে হবে আমাদের।'

'ঠিক আছে, বন্ধু—আমি তৈরি থাকব,' বলে ভাবাবেগের বশে একটা হাত বাড়িয়ে দিল ভ্যালেরি। 'আপনার কাছে আমি চিরঋণী হয়ে থাকলাম, মসিয়ো দো গাখনাশ। আপনি এখানে ফিরে এসে আমার জীবনটাই বদলে দিয়েছেন। আপনি আসার আগে কী যে আতঙ্কে কাটছিল আমার প্রতিটা মুহূর্ত, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনি একা আসায় আপনার দোষ ধরেছিলাম, মনে আছে? কিন্তু মস্ত ভুল করেছিলাম। আপনার উপস্থিতি আমার সমস্ত ভয়-ভীতি-আশঙ্কা দূর করে গত একটা সপ্তাহ আমাকে কী যে শান্তি আর কী যে স্বস্তি দিয়েছে, তা আমি কিছুতেই বোঝাতে পারব না। সত্যিকার একজন বন্ধু বোধহয় একেই বলে।'

নিচু হয়ে বাড়ানো হাতটা ধরল গাখনাশ, মিষ্টি হাসি ফুটল ওর কর্কশ

চেহারায়, কোমল হয়ে গেল চোখের দৃষ্টি। আশ্চর্য এক অনুভূতি উথলে উঠল ওর হৃদয়ে। মনে হলো, হয়তো কন্যার প্রতি এই একই রকম মমতা বোধ করে পিতা।

'খুকি,' বলল সে, 'তোমার বন্ধুত্ব আমি মাথা পেতে নিলাম। তবে তুমি আমাকে অনেক বেশি সম্মান দিয়ে ফেলেছ। আমি যেটুকু করেছি, অন্য আর কেউ হলেও ঠিক ততটুকুই করত।'

'তবু আমার বাগদত্ত ফ্লোরিমঁর চেয়ে অনেক-অনেক বেশি করেছেন আপনি। সামান্য জ্বরের ছুতোয় রয়ে গেল ও লা হোশেথে, অথচ নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকিও আপনাকে এখানে ছুটে আসা থেকে বিরত রাখতে পারেনি।'

'তুমি ভুলে যাচ্ছ, মাদামোয়াযেল, এমন হতেই পারে যে উনি হয়তো তোমার দুরবস্থার কথা জানেনই না।'

'হয়তো,' বলল মেয়েটি এমন সুরে, মনে হলো যেন দীর্ঘশ্বাস, 'হয়তো সত্যিই জানে না।' তারপর হঠাৎ চাইল গাখনাশের মুখের দিকে, 'যাওয়ার কথা ভাবতে আমার খারাপই লাগছে, মসিয়ো।'

'খারাপ লাগছে?' চোখ বড় করে তাকাল ওর দিকে গাখনাশ, তারপর হেসে উঠল। 'খারাপ লাগছে কেন?'

'এইজন্যে যে, আজ রাতের পর আর হয়তো কোনদিনই দেখা হবে না আপনার সঙ্গে।' সরল সাদাসিধে কথাটা কোনও রকম ছলা-কলার আশ্রয় না নিয়ে সহজ, দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলল মেয়েটি। খোলা জায়গায় মুক্ত পরিবেশে বড় হয়েছে বলে শহুরে চাতুরী ঘেঁষতে পারেনি এর ধারে-কাছে। 'আপনি ফিরে যাবেন ব্যস্ত প্যারিসে, ওখানে দুনিয়াটা খোলা; আমি জীবন কাটাব দোফিনির এই কোণে। কাজকর্মের ভিড়ে আমাকে ভুলেই যাবেন আপনি, মসিয়ো; কিন্তু আমি চিরকাল আপনার স্মৃতি মনে রাখব যত্নের সঙ্গে, কৃতজ্ঞচিত্তে। বাবা মারা যাওয়ার পর সত্যিকার বন্ধু, সুহৃদ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পেয়েছি আমি আপনাকে। ফ্লোরিমঁ আমার বাগদত্ত, কিন্তু আমার সঙ্কটের সময়ে তো ওকে পাইনি; বিপদের বন্ধু হিসেবে বারবার পেয়েছি আমি আপনাকেই।'

'মাদামোয়াযেল,' কী উত্তর দেবে ভাবছে গাখনাশ। সরল মেয়েটার কথাগুলো ওর অন্তরের এমন এক জায়গা স্পর্শ করল, এবং এমন জোরাল ভাবে নাড়া দিল ওর কর্কশ সত্তাকে যে, একেবারে থতমত খেয়ে গেছে। 'খুবই ভাল লাগছে আমার। তোমার সম্মান ও বন্ধুত্ব যদি পেয়ে থাকি তা হলে নিজেকে যতটা মনে করি, নিশ্চয়ই তার চেয়ে কিছুটা ভালই আমি। বুড়ো গাখনাশের জন্যে এটা মস্ত বড় পাওয়া। বিশ্বাস করো, খুকি, আমিও কোনওদিন তোমাকে ভুলব না।'

এরপর অনেকক্ষণ চুপচাপ।

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রয়েছে মেয়েটা। অক্টোবরের উজ্জ্বল আকাশে ভাসমান চিল দেখছে। গাখনাশ চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে ওর কাঁধের উপর বসানো বাদামি চুলে ছাওয়া সুন্দর মাথাটা। কেমন যেন একটা অপরিচিত অনুভূতি হচ্ছে ওর। মানেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল ও। মনে হলো, সময় মত যদি বিয়ে করত, আজ হয়তো ঠিক এই রকম একটা ফুটফুটে মেয়ে থাকত ওর।

পনেরো

কোন্দিয়াকের শ্যাতোয় বার্তাবাহক আসার খবর কানে যেতেই তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসতে হয়েছে মসিয়ো দো ত্রেসোঁকে। তাঁকে জানতে হবে কোত্থেকে এল পত্রবাহক, কী সংবাদ নিয়ে।

বেশ কিছুদিন ধরেই অস্বস্তি ও অস্থিরতায় ভুগছেন লর্ড সেনিশাল। রানির আদেশ অমান্যের ব্যাপারটা ভাবাচ্ছে তাঁকে, এটা বিদ্রোহের সমতুল্য; এবং এতে মাহ্‌খিসের সঙ্গে বোকার মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছেন তিনি নিজেকে। এত ব্যস্ততার মধ্যেও কোথায় চলেছেন, ভোলেননি তিনি; প্যারিস থেকে আনা অপূর্ব ডিজাইনের হাতা-ঝোলানো হলুদ জ্যাকেট আর তেলেমঁ থেকে আনা সুন্দর লাল বেল্টটা পরতে ভোলেননি। কোমরে ঝোলানো তলোয়ারের খাপে ঝলমল করছে সোনার কারুকাজ।

উদ্বেগ চেপে রেখে হাসিমুখে 'বাউ' করলেন তিনি হল-রুমে ঢুকেই। মাহ্‌খিসের কাছ থেকে সাদর অভ্যর্থনা পেয়ে যদিও একটু অবাক হলেন, তিনি ভেবে নিলেন সেটা তাঁর পোশাকের গুণ।

কিছুক্ষণ কথা হলো এটা-সেটা নিয়ে, তারপর বাতি জ্বেলে দিয়ে পরিচারকরা বেরিয়ে যেতেই আসল কথায় এলেন সেনিশাল:

'শুনলাম কীসের নাকি বার্তা এসেছে কোন্দিয়াকে, মাদাম?'

সব খুলে বললেন তাঁকে বিধবা মাহ্‌খিস। সব শেষে বললেন, 'কাজেই, মসিয়ো দো ত্রেসোঁ, কোন্দিয়াকে আমার দিন শেষ হয়ে এল। এবার বিদায়ের পালা।'

'কেন? এই না বললেন, ফ্লোরিমঁ সহৃদয় ভাব দেখিয়েছে চিঠিতে? নিশ্চয়ই বাবার বিধবা স্ত্রীকে তাড়িয়ে দেবে না সে বাড়ি থেকে?'

আগুনের দিকে চেয়ে হাসলেন মাহ্‌খিস মলিন হাসি।

'না, তাড়াবে না। ও লিখেছে, আমার যতদিন খুশি থাকতে পারব এখানে।'

'বাহ্! চমৎকার!' উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন সেনিশাল, 'তা হলে আর যাওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন?'

'আপনি কী মনে করেন আমাকে, ত্রেসোঁ? কি করে ভাবতে পারলেন ওই লোকটার দয়া-দাক্ষিণ্য নিয়ে বেঁচে থাকব আমি?'

মাথাটা যতই মোটা হোক, লর্ড সেনিশাল বুঝতে পারলেন ঠিক কী বলতে চাইছেন মাহ্‌খিস।

'ফ্লোরিমঁর প্রতি এখনও চরম বিতৃষ্ণা রয়ে গেছে দেখছি আপনার!'

কাঁধ ঝাঁকালেন মাহ্‌খিস। 'ভাবাবেগের বেলায় চরমপন্থী মানুষ আমি, মসিয়ো। প্রেম বা ঘৃণা–দুটোর কোনওটার বেলাতেই আমি আপোস করতে পারি না–হয় এটা, নয়তো ওটা। আমার নিজের ছেলে মাখিয়ুসকে আমি যতটা

ভালবাসি, ঠিক ততটাই ঘৃণা করি আমি ওই ভাঁড়টাকে।'

স্বামীর বড় ছেলের প্রতি কেন তাঁর এই তীব্র আক্রোশ সে-ব্যাখ্যায় গেলেন না তিনি। কারণ যুক্তিগ্রাহ্য বাক্য দিয়ে কাউকে বোঝাতে পারবেন না তিনি বিতৃষ্ণার কারণ বা পরিমাণ। তিল তিল করে দীর্ঘ দিন ধরে জমেছে ঘৃণার পাহাড়। শুরুটা হয় মাখিয়ুসের জন্মের পরপরই। যখন বুঝলেন, গোলাপি গালের ওই বড় ছেলেটার জন্য তাঁর মাখিয়ুস কোন্দিয়াকের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না, তখন থেকেই সৎ-পুত্র ফ্লোরিমঁর মৃত্যু কামনা করেছেন তিনি দিনে হাজার বার করে। কিন্তু দেখা গেল, মরল তো না-ই, দিন দিন তরুণ ফ্লোরিমঁ তরতরিয়ে বেড়ে উঠে নানান সদ্‌গুণ অর্জন করে বাপের চোখের মণি হয়ে দাঁড়াল। আর ছোটজন নানান কারণে অপ্রিয় হয়ে উঠল তাঁর।

এদিকে সুবিধা হবে না বুঝতে পেরে আপন সন্তানকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য চোখ পড়ল তাঁর কোন্দিয়াকের চেয়ে সম্পদশালী লা ভোভ্রাইয়ের উপর। তাঁর খুবই ইচ্ছা ছিল, যেহেতু লা ভোভ্রাইয়ের একটি মাত্র মেয়ে সন্তান রয়েছে, ছেলে নেই, ভ্যালেরিকে বিয়ে করে মাখিয়ুস দাঁড়িয়ে যাক। কথাটা তিনি তুলেছিলেন মাহ্‌খির কানে, প্রস্তাবটা খুবই ভাল লেগেছিল তাঁর কাছে; ফলে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করে ভ্যালেরির বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেললেন তিনি মাখিয়ুসকে বাদ দিয়ে ফ্লোরিমঁর সঙ্গে।

তখন থেকেই গৃহযুদ্ধ বেধে গেল কোন্দিয়াক পরিবারে। এক পক্ষে মাহ্‌খি ও ফ্লোরিমঁ, অপর পক্ষে মাহ্‌খিস ও মাখিয়ুস। দুই পক্ষের তিক্ততা এতই বৃদ্ধি পেল যে, দুনিয়া ঘুরে দেখে আসার এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও যোদ্ধা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য ফ্লোরিমঁকে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হলেন মাহ্‌খি।

এতদিনে আশা পূরণের একটা সম্ভাবনা দেখতে পেলেন মাহ্‌খিস। কায়-মনো-বাক্যে প্রার্থনা শুরু করলেন তিনি, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু তো ঘটেই, যে-কোনও ছুতায় খোদা যেন ফ্লোরিমঁকে তুলে নিয়ে মাখিয়ুসের পথ পরিষ্কার করে দেন। কিন্তু খোদা সে-কথায় কান দিলেন না। সৎ-পুত্রের মৃত্যু কামনা করতে করতে পাগল হওয়ার দশা হলো মাহ্‌খিসের; এমন এক পর্যায়ে চলে গেলেন তিনি যে জাগরণেও স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন তিনি–ফ্লোরিমঁর মৃত্যু হয়েছে, ও আর ফিরবে না কোনদিন।

মাস গড়িয়ে বছর যায়, চিঠি আসে ইটালি থেকে; কাঙ্ক্ষিত খবরটা শুনবার আশায় কান খাড়া করে রাখেন মাহ্‌খিস। কিন্তু কীসের কী, জানা যায় দিব্যি আছে ফ্লোরিমঁ, যুদ্ধে সুনাম অর্জন করছে, চুটিয়ে উপভোগ করছে জীবনটা।

আর এখন, যখন তিনি ভ্যালেরির বাবার মৃত্যুর সময় তাঁর কাছ থেকে ওর অভিভাবকত্ব আদায় করে নিয়ে লা ভোভ্রাইয়ের সম্পত্তি আত্মসাতের ব্যবস্থা করে ফেলেছেন; মেয়েটিকে বন্দি করে জোর-জুলুম খাটিয়ে মাখিয়ুসকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে চলেছেন; রানির আদেশ অমান্য করে হলেও, দুর্বৃত্ত হিসেবে ঘোষিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও ছেলের ভবিষ্যৎ পাকা করতে চলেছেন; তখনই তাঁর সমস্ত পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়ে মাখিয়ুসকে পথের ভিখারী বানাবার জন্য দোর গোড়ায় এসে হাজির হয়েছে সেই ঘৃণিত ফ্লোরিমঁ।

ঘৃণার কারণ খুঁজতে এইসব টুকিটাকি কথাই মাথায় এল মাহ্‌খিসের, বলার মত কিছুই পেলেন না তিনি। এমনি সময়ে ত্রেসোঁর প্রশ্ন শুনে ফিরে এলেন তিনি বাস্তবে।

'কী করবেন বলে ভাবছেন, মাদাম? এখন তো মাহ্‌খিকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করা নিছক পাগলামি হবে, তা-ই না?'

'মাহ্‌খি? ও হ্যাঁ—ফ্লোরিমঁ।' মস্ত চেয়ারের ছায়া থেকে সরে একটু এগিয়ে বসলেন মাহ্‌খিস, যাতে বাতির আলো পড়ে তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর মুখের উপর। তাঁর বলতে ইচ্ছে করল: যতক্ষণ পর্যন্ত কোন্দিয়াকের একটা পাথর আস্ত থাকবে ইত্যাদি, কিন্তু সামলে নিলেন নিজেকে। বলা যায় না, হয়তো ওসব কিছুই করা যাবে না শেষপর্যন্ত, নিজেকেই শুধু খেলো করা হবে। বেঁটে, মোটা, কুৎসিত কোলাব্যাঙের মত চেহারা ত্রেসোঁর, একে বিয়ে করার কথা কল্পনাও করা যায় না, গা ঘিন ঘিন করে ওঠে। কিন্তু লোকমুখে শোনা যায় লোকটা ধনী। সেই দিকটা বিবেচনা করে তিনি হয়তো ওঁর বেঢপ শারীরিক আকৃতি মেনে নিতে পারবেন। তাই ওঁকে হাতে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন তিনি।

'কিছুই ঠিক করিনি এখনও,' করুণ কণ্ঠে বললেন তিনি। 'আমি মাখিয়ুসের ওপর ভরসা রেখেছিলাম, কিন্তু মনে হচ্ছে, ভ্যালেরিকে বিয়েতে রাজি করানো ওর কম্মো নয়। শেষমেশ তুখাইনে আমার গরীবখানাতেই ফিরে যেতে হয় কি না…'

সেনিশাল বুঝলেন, এখনই সময়। এতদিন যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, সেটা এসে গেছে। মনে মনে আশীর্বাদ করলেন তিনি ফ্লোরিমঁকে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন বিধবার সামনে। মাহ্‌খিসের মনে হলো উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়লেন বুঝি ত্রেসোঁ, একটু অবাকও হলেন, এত বিশাল ধড় পড়লে তো ধপাস করে জোর আওয়াজ হওয়ার কথা—কই তেমন কোনও শব্দ তো হলো না! কিন্তু পরমুহূর্তে লোকটার এই বিদঘুটে ভঙ্গির কারণ টের পেয়েই ছিটকে সরে গেলেন তিনি মস্ত চেয়ারের ছায়ায়। ফলে তাঁর চেহারায় ফুটে ওঠা বিরাগ, বিতৃষ্ণা ও ঘৃণার ভাবটা দেখার সুযোগ হলো না লর্ড সেনিশালের।

প্রস্তাবটা দিলেন ত্রেসোঁ। হাস্যকর ভঙ্গিতে কাঁপছে কণ্ঠস্বর, নাটকীয় ভঙ্গিতে উঁচু করা হাতের বেঁটে, মোটা আঙুলগুলো থরথর করছে আবেগে।

'গরিবি হালের কথা কল্পনাতেও আনবেন না, মাদাম, যতক্ষণ আমার প্রস্তাব আপনি বাতিল না করছেন,' কাতর অনুনয়ের সুরে বললেন তিনি। 'শুধু মুখে একটিবার উচ্চারণ করুন আপনি কোঁতেস অভ ত্রেসোঁ হবেন। আমার যা আছে, আপনার সৌন্দর্যের তুলনায় যদিও তা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, সে-সব এবং সেই সাথে গোটা ফ্রান্সের সবচেয়ে মুগ্ধ হৃদয় আমি সবিনয়ে তুলে দিচ্ছি তোমার হাতে। মাহ্‌খিস…ক্লোচিল্‌দে, আমি নিজেকে সমর্পণ করছি তোমার পায়ে। মারো-কাটো, যা তোমার খুশি। আমি তোমাকে ভালবাসি।'

অনেক কষ্টে বিবমিষা দমন করলেন বিধবা। কোন্দিয়াকের মাহ্‌খিস হিসেবে নিজেকে তিনি এতই উঁচুতে স্থান দিয়েছেন যে তাঁর মনে হলো তাঁর নারীত্বের অবমাননা করায় এই লোকটাকে চাবুক মারা উচিত। কিন্তু মারকিসি গর্ব বা

নারীত্বের মর্যাদা তিনি শক্ত হাতে দমন করলেন। এই লোকটাকে হাতে রাখতে হবে। যদি আর সব উপায় বন্ধ হয়ে যায়, এই তিক্ত ওষুধই তাঁকে গিলতে হতে পারে।

খুব দ্রুতই নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। চেহারা ও কণ্ঠস্বরে বিষাদ টেনে এনে বললেন, 'মসিয়ো, মসিয়ো!' বমির ভাবটা কাটিয়ে উঠে আদরের ভঙ্গিতে একটু ছুঁয়েও দিলেন লোকটার হাত, 'মাত্র ছয় মাস হলো বিধবা হয়েছি। এসব কথা এখন আমাকে বলা কিংবা আমার শোনা কি ঠিক হচ্ছে?'

যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন লর্ড সেনিশাল। তিনি ভয় পেয়েছিলেন জোর এক ধমক খাবেন বুঝি, কিন্তু মাহ্‌খিসের কথায় ক্ষীণ একটু প্রশ্রয়ের আভাস পেয়ে বললেন, 'তা হলে আমাকে আশা দিচ্ছ, ক্লোচিল্‌দে? কিছুদিন পর যদি আবার আমি–?'

বড় করে শ্বাস ফেললেন মাহ্‌খিস, আবার মুখটা নিয়ে এলেন আলোতে।

'যদি আমার মনে হত, আমার আর্থিক অসুবিধার কথা ভেবে আপনি আমাকে কৃপা করছেন, তা হলে আপনাকে আশা দেয়ার প্রশ্নই উঠত না। আমার আত্মসম্মান আছে। তবে আরও কিছুদিন আমার মাহ্‌খিস পরিচিতি থাকার পরও, উপযুক্ত সময়ে যদি আপনি আবার এই প্রস্তাব দিতে চান, আমি হয়তো শুনব।'

আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন ত্রেসোঁ। সামনে ঝুঁকে খপ্ করে বিধবার হাতটা ধরে চুমো দিলেন হাতের পিঠে। আবেগে আপ্লুত কণ্ঠে বললেন, 'ক্লোচিল্‌দে! ক্লোচিল্‌দে!'

এমনি সময়ে দরজা খুলে হল-রুমে ঢুকল মাথিয়ুস।

দরজায় শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ত্রেসোঁ, ঘাড় ফিরিয়ে চাইলেন জ্বলন্ত চোখে। কিন্তু দরজায় দাঁড়ানো বিস্ময়ে বিমূঢ় মাথিয়ুসকে দেখে নিভে গেল তাঁর চোখের আগুন।

'এই যে, মাথিয়ুস,' বললেন তিনি, 'মাই ডিয়ার মাথিয়ুস!'

ট্রেসানের উপর থেকে সরে গেল মাথিয়ুসের চোখ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে মায়ের মুখটা। চেয়ার ছেড়ে ধড়মড় করে মায়ের উঠে দাঁড়ানোটা খেয়াল করে কুঁচকে গেল ওর ভুরু। লালচে আভা ফুটল মাহ্‌খিসের দুই গালে, কিন্তু চোখ দুটো উদ্ধত ভঙ্গিতে চেয়ে আছে, যেন চ্যালেঞ্জ করছে ছেলেকে।

ধীর পায়ে এগিয়ে এল মাথিয়ুস। গলা পরিষ্কার করলেন সেনিশাল। মাদাম দুই কোমরে হাত রেখে তাঁর চিরাচরিত বেপরোয়া ভঙ্গি নিলেন। চুলোর ধারে গিয়ে দামি জুতোর প্রতি মায়া না করে লাথি দিয়ে কয়েকটা কাঠের গুঁড়ি পাঠিয়ে দিল মাথিয়ুস ভিতরে।

'মসিয়ো ল্য সেনিশাল কুরিয়ার এসেছে শুনে খবর নিতে এসেছেন।'

'ওহ্!' বলে ভুরু কপালে তুলে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বাঁকা চোখে চাইল মাথিয়ুস ত্রেসোঁর দিকে। সেই মুহূর্তে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন লর্ড ত্রেসোঁ, ওর মায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর এই বেয়াদবটাকে আচ্ছা মত টিট করবেন।

'মসিয়ো ল্য কোঁতো সাপার খেয়ে তারপর গ্রেনোবল ফিরে যাবেন,' বললেন

মাহ্‌খিস।

'ওহ্!' বলল ও আবার একই সুরে।

দুজনের মাঝখানে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল—অটল, অনড়।

সাপারের আগে মাকে একা পেল মাথিয়ুস তাঁর ঘরে।

'মা!' অভিযোগের সুরে বলল সে, রাগ ও ভীতিও আছে কথার সুরে; 'তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? তা নইলে ওই হোঁৎকা শুয়োর ত্রেসোঁ ব্যাটা তোমাকে প্রস্তাব দেয়ার সাহস পায় কী করে?'

ছেলেকে মাথা থেকে পা এবং পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করলেন তিনি।

'এটা আমার ব্যক্তিগত বিষয়, মাথিয়ুস!'

'এটা আমারও ব্যক্তিগত বিষয়, মা!' মায়ের হাত চেপে ধরল ও। 'ভেবে দেখো, মা। কিছু করার আগে ভাল করে ভেবে দেখো! ওই রকম একটা হিপোপটেমাসকে বিয়ে করবে তুমি? তোমার পাশে কল্পনা করা যায় ওকে?'

কথার সুরেই বোঝা গেল মাকে কত উঁচু আসনে বসিয়েছে ছেলে। তিনি এই কাজটা করলে ছেলের চোখে কোথায় নেমে যাবেন, বুঝতে অসুবিধে হলো না সুন্দরী মাহ্‌খিসের।

'আমি আশা করেছিলাম, তুমি হয়তো আমাকে বাঁচাতে পারবে এ-থেকে, মাথিয়ুস!' এবার অভিযোগ মাহ্‌খিসের কণ্ঠে। দৃষ্টি স্থির হয়ে রয়েছে ছেলের চোখে। 'ভেবেছিলাম লা ভোভ্রাইয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো কাটিয়ে যাব নিশ্চিন্তে, মর্যাদার সঙ্গে। কিন্তু—' কাঁধ দুটো ঝুলে পড়ল তাঁর, একটুকরো তিক্ত হাসি বের হলো গলা থেকে।

'কিন্তু মা, লা ভোভ্রাইয়ের মর্যাদা আর ত্রেসোঁর অমর্যাদা—এ দুটোর মাঝে নিশ্চয়ই কোনও মধ্যপন্থা আছে?'

'আছে,' তেড়ে উঠলেন তিনি, 'তুখাইনে ফিরে গিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে থাকা! ওভাবে বাঁচার কোনও ইচ্ছা আমার নেই।'

মায়ের হাত ছেড়ে দিল ও, নত হয়ে গেছে মাথা, দুই হাত মুঠি পাকাচ্ছে আর খুলছে। তাকিয়ে দেখছেন মাহ্‌খিস, দেখছেন ওর ভিতর পৌরুষ মাথা চাড়া দেয় কি না।

'মা,' বলল সে অবশেষে। 'এ-কাজ কোরো না তুমি! কিছুতেই কোরো না!'

'আমার জন্যে আর কী বিকল্প আছে বলো?' বড় করে শ্বাস ফেললেন তিনি। 'তুমি যদি একটু চালাক-চতুর হতে, আর একটু কৌশলী বা উদ্যমী হতে, এতদিনে বিয়ে হয়ে যেত তোমার; ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের কোনও চিন্তাই করতে হত না। ফ্লোরিমঁ আসছে, তখন আমরা—' মুখ বিকৃত করলেন তিনি, সেই মুহূর্তে খুবই কুৎসিত দেখাল তাঁকে। 'চলো, টেবিলে সাপার দেয়া হয়েছে, অপেক্ষা করছেন লর্ড সেনিশাল।'

মাথিয়ুস কোনও উত্তর দেয়ার আগেই ওকে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মাহ্‌খিস। মুখ ভার করে পিছু নিল সে, টেবিলে বসল ঠিকই, কিন্তু পেটে খিদে থাকা সত্ত্বেও ধরতে গেলে কিছুই খেল না। লর্ড সেনিশালের আনন্দ-উল্লাসে

বা মাথিয়সের হালকা কথায় কোনও অংশগ্রহণ করল না। স্পষ্ট বুঝতে পারছে ও, ওকে লেজে খেলাচ্ছেন মাথিয়স; ত্রেসোর প্রতি ওর ঘোর অপছন্দটাকে কাজে লাগিয়ে ওকে দিয়ে ঠিক কী হাসিল করতে চাইছেন, তা-ও জানে। ইঙ্গিতটা এরকম: হয় ভ্যালেরিকে যেভাবে পার শনিবারের আগে তোমাকে বিয়ে করতে বাধ্য করো, নইলে চেয়ে চেয়ে দেখো বিয়ে করছে তোমার অতুলনীয় সুন্দরী মা ওই চর্বির ডিপোটাকে।

বাপকে কোনদিনই পছন্দ করেনি সে, তিনি বেঁচে থাকতে সামান্যতম সম্মানও দেখায়নি, মৃত্যুর পরও তাঁর স্মৃতির প্রতি একবিন্দু শ্রদ্ধা বা ভক্তি প্রকাশ করেনি–কিন্তু আজ চোখ গেল দেয়ালে টাঙানো তাঁর প্রাণবন্ত, সুদর্শন ছবিটার দিকে; পরমুহূর্তে দৃষ্টি নেমে এল কুৎসিত ভঙ্গিতে ভোজনরত কদাকার সেনিশালের উপর, সেখান থেকে মায়ের মুখে।

গলা দিয়ে খাবার নামছে না মাথিয়সের, তার বদলে ঢক-ঢক করে গ্লাসের পর গ্লাস গিলছে মদ। ধীরে ধীরে শিরায় গিয়ে ওকে উত্তেজিত করে তুলল দামি মদ, মনমরা ভাবটা দূর হয়ে যাচ্ছে ক্রমে; বদলে আসছে একটা বেপরোয়া উন্মাদনা।

ভবিষ্যদ্বক্তা তার ক্রিস্টালের দিকে যেভাবে তাকায়, সেই ভঙ্গিতে গ্লাসের ভিতর রঙীন মদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল মাথিয়স, হঠাৎ চোখ তুলে দেখল সশব্দে হাপুস-হুপুস খাওয়ার ফাঁকে লোভীর মত চেয়ে রয়েছেন সেনিশাল ওর মায়ের দিকে, চোখ বুলাচ্ছেন তাঁর শরীরে, মুখটা হাসি হাসি হয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যৎ আনন্দপ্রত্যাশায়। গ্লাসের মদটুকু লোকটার ফোলা মুখের দিকে ছুঁড়ে দেয়ার প্রবল ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে দমন করল সে।

মনে মনে অবজ্ঞার হাসি হাসল মাথিয়স, প্রতিজ্ঞা করল, ওর মায়ের প্রতি মোটা লোকটার যত লোভই হোক, এ-বিয়ে সে যেমন করে হোক ঠেকাবে। ভ্যালেরির কথা মনে এল। নানান দুষ্কর্মের ফলে ওই পথ ওর জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। হতাশায় পেয়ে বসল ওকে। তা হলে এত কিছু করে কী লাভ হলো? কী পেল ও, কিংবা ওর বিধবা মা? মেয়েটিকে ও সত্যি-সত্যিই ভালবাসে। ওর মায়ের কাছে মেয়েটির ধন-সম্পদের বিবেচনাটাই আসল, কিন্তু ওর কাছে কোনদিনই তা ছিল না। মা অবশ্য মনে করেন, ঠিক তাঁর মতই ভ্যালেরির ব্যাপারে ওরও আগ্রহের প্রধান কারণ মেয়েটির বিপুল সম্পত্তি। কিন্তু সেটা মায়ের ভুল। সেজন্যেই ওর ব্যাপারে মাথিয়স চরম কিছু করে বসছে না কেন, তা-ই নিয়ে মায়ের এত অসন্তোষ। কিন্তু কী করবে ও? আর সব ব্যাপারে ও আত্মবিশ্বাসী, দক্ষ, সিল্কের মত পিচ্ছিল, প্রয়োজনে দুষ্ট এক দুর্বৃত্ত; কিন্তু এই মেয়েটির সামনে গেলেই কেমন আড়ষ্ট, আনাড়ি হয়ে যায়।

কিন্তু এই মুহূর্তের চরম হতাশা দ্রুত বদলে দিচ্ছে ওকে। সেজন্য অর্ধেক দায়ী মাত্রাছাড়া মদ, বাকিটুকু সামনে বসা ওই কদাকার লোকটা। লোকটা ওর শরীরের প্রতিটি স্নায়ুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, নির্লজ্জ দৃষ্টিতে যতবার ওর মায়ের দিকে তাকাচ্ছে, ততবারই ভয়ঙ্কর কিছু একটা করে বসার চিন্তা মাথায় আসছে ওর। সেনিশাল ও মদ, এই দুটিতে মিলে ওর ভিতর এমন এক অশুভ শক্তির জন্ম

দিচ্ছে, মনে হলো এবার ও ভেসে যাবে বানের জলে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সামনে যা পড়বে সবকিছু।

আর ওরা দু'জন যখন ওর এই বিমর্ষ নীরবতা মেনে নিয়েছে, ঠিক তখনই হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে মাথা চাড়া দিল ওর ভিতরের দুষ্ট চরিত্রের নষ্টামি; ওর অন্তরের অন্তস্তলে যে শয়তানটার বাস, জেগে উঠল সে।

মাহ্‌খিস বলছিলেন ফ্লোরিমঁ ফিরে আসার আগেই কয়েকটা কাজ সেরে ফেলা দরকার। ঝট্ করে তাঁর দিকে ফিরল মাথিয়ুস। 'ফ্লোরিমঁকে ফিরতেই হবে কেন?' জানতে চাইল সে। আর একটি কথা বলার দরকার পড়ল না, উপস্থিত দুজনেই বুঝে নিলেন ও কী বলতে চায়। ওই চারটি শব্দ যে-সুরে বলেছে মাথিয়ুস, তাতেই পরিষ্কার হয়ে গেছে সব।

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে চাইলেন মাদাম, দৃষ্টিতে অবিশ্বাস। মদের প্রভাবে গালদুটোর লালচে আর চোখের জ্বলজ্বলে ভাব ঠিকই দেখলেন তিনি, কিন্তু সেই সঙ্গে ওর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা ক্ষীণ হাসিটুকুও দেখতে পেলেন। স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, যে-পৌরুষের অভাবের জন্য তাঁর এতদিনের এত খোঁচাখুঁচি, সেটা জেগে উঠছে আজ; একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছে এতদিনে তাঁর মাথিয়ুস।

অনেকক্ষণ কেউ কোনও কথা বলল না। হাঁ হয়ে গেছে লর্ড সেনিশালের মুখ, পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আলাজিভ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট, রক্ত সরে যাচ্ছে তাঁর মুখ থেকে। নীরবতা ভাঙলেন মাদামই, চোখ সরু করে নিচু গলায় বললেন, 'ফরচুনিওকে ডাকো!'

শব্দ মাত্র দুটো, কিন্তু মাথিয়ুসও পরিষ্কার বুঝল কী ভাবছেন মাদাম, কেন ডাকা হচ্ছে ক্যাপটেন ফরচুনিওকে।

দরজার কাছে গিয়ে কাজের ছেলেটাকে পাঠাল মাথিয়ুস ক্যাপটেনকে ডেকে আনার জন্য। ফিরে এসে নিজের সিটে বসল না ও, চুলোর ধারে গিয়ে ওভারম্যানটেল-এ পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

ক্যাপটেন ফরচুনিও হল-রুমে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। মাহ্‌খিস নিজে তাকে বসতে বললেন, নিজ হাতে এক গ্লাস আঁযো ঢেলে দিলেন তাকে।

বিস্মিত ক্যাপটেন আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসল চেয়ারে, চুমুক দিল ওয়াইনে, গ্লাসটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ কোনও কথা বলল না। নীরবতাটুকু চাপ সৃষ্টি করল অসহিষ্ণু মাথিয়ুসের মনের উপর, মাহ্‌খিস যে-কথা বলার জন্য নরম শব্দ খুঁজছেন, সেই কথাটাই সোজা-সাপ্টা বলে বসল সে চড়া গলায়, কর্কশ ভাষায়।

'কত টাকা দিলে আমার ভাই, মাহ্‌খি দো কোন্দিয়াকের গলাটা দু'ফাঁক করতে রাজি হবে তুমি, ফরচুনিও?'

চমকে উঠে চেয়ারের ভিতর সেঁধিয়ে গেলেন সেনিশাল। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল ক্যাপটেনের, ঘাড় ফিরিয়ে চাইল সে মাথিয়ুসের দিকে। কাজের ধরনটা তার মোটেও আপত্তিকর বলে মনে হয়নি, কিন্তু যে ভাষা ব্যবহার করে যেভাবে বলা হয়েছে সেটা তার পছন্দ নয়।

'মসিয়ো দো কোন্দিয়াক,' যেন আত্মসম্মানে লেগেছে, এমন ভঙ্গিতে বলল সে, 'আমার মনে হচ্ছে, মানুষ বাছতে ভুল হয়েছে আপনার। আমি একজন

সৈনিক–খুনি বা ডাকাত নই।'

'তা ঠিক,' চট্ করে বললেন মাহ্খিস, একটা হাত রাখলেন ক্যাপটেনের বাহুতে। 'আমার ছেলে যা বলেছে আর যা বলতে চায়–দুটো সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।'

হেসে উঠল মাখিয়ুস। টিটকারির ভঙ্গিতে বলল, 'দুটোর তফাতটা ওকে একটু বুঝিয়ে দাও, মা; আমিও শিখে নিই!'

নড়ে উঠলেন সেনিশাল, গলা পরিষ্কার করে বললেন, দেরি হয়ে গেছে অনেক, এখনই তাঁর বাড়ি ফেরা খুব দরকার। কিন্তু তাঁকেও দুই-চার কথায় শান্ত করলেন মাহ্খিস। তিনি চান না এই মুহূর্তে ফসকে বেরিয়ে যান লর্ড সেনিশাল। এই আলোচনায় তাঁর উপস্থিত থাকাটা অত্যন্ত জরুরি, কেবল উপস্থিতি নয়, তিনি চান এই বিশেষ কাজে তিনিও জড়িত থাকুন। দু'-চারটে নরম কথা আর আকুল নয়নের দৃষ্টি বেঁধে ফেলল সেনিশালকে।

কিন্তু ক্যাপটেনটা অত সহজে কাবু হওয়ার বান্দা নয়। সে তো আর মাহ্খিসকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে নেই। তা ছাড়া এমনিতেই ফ্রান্সে তার রেকর্ড ভাল না। এরকম একটা কাজ লর্ড সেনিশালকে সাক্ষী রেখে হাতে নিলে প্রয়োজনে তিনি তাকে ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচাবেন কি না তার জানা নেই। মুখ ফুটে বললও সে কথাটা। কিন্তু চুপ করে থাকলেন ব্রেসোঁ।

এই কাজে ঝুঁকি অনেক, জানে ফরচুনিও। যত বেশি ঝুঁকি টাকার পরিমাণও ততই বেশি। যত বেশি অসুবিধার কথা জানাবে, ততই বাড়বে টাকার পরিমাণ। তবে প্রথম কথা, গর্দান বাঁচবে কি না। সেটা না বাঁচলে টাকা দিয়ে কী হবে? কাজেই প্ররোচিত হবে কি না বুঝে উঠতে পারছে না সে।

'মসিয়ো ফরচুনিও,' নরম গলায় বললেন মাহ্খিস, 'মসিয়ো মাখিয়ুসের কথায় কান না দিয়ে আমার কথা শোনো। তুমি হয়তো জানো, মাহ্খি দো কোন্দিয়াক এখন লা হোশেথে। যে-কারণেই হোক, তাকে আমরা এখানে চাই না। কোনও শুভাকাঙ্ক্ষীর সাহায্যে আমরা তাকে আমাদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাই। তুমি কি এ-ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করবে?'

'কাজেই বুঝতেই পারছ,' হেসে উঠল মাখিয়ুস, 'মাহ্খিস ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যা বলছেন, আর আমি সোজা কথায় যা বলেছি, তার মধ্যে তফাত কতখানি!'

'কোনও তফাত আমি দেখতে পাচ্ছি না, মসিয়ো,' চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মাথা উঁচু করে, যেন মারাত্মক অপমান করা হয়েছে তাকে, এমনি ভঙ্গিতে বলল ফরচুনিও। ও বুঝে নিয়েছে এখানে প্রচুর দর কষাকষির সুযোগ রয়েছে। 'এবং মাদামকেও আমি ওই একই উত্তর দিতে চাই: মাদাম, আমি একজন সৈনিক–খুনি বা ডাকাত নই।'

রাগ চেপে মাখিয়ুসের বাঁকা হাসি ও বোকা কথা অগ্রাহ্য করলেন মাদাম, থামিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে হাতটা নাড়লেন একবার।

'তোমাকে তো কেউ খুন করতে বলছে না।'

'তা হলে ভুল শুনেছি আমি,' বলল সে অম্লান বদনে।

'তুমি শুনেছ ঠিকই, কিন্তু বুঝেছ ভুল,' বললেন মাহ্খিস। 'অনেক ভাবেই করা যায় এসব কাজ। কারও গলা দু'-ফাঁক করার জন্যে তোমাকে ডাকার

প্রয়োজন পড়ে না। গ্যারিসনে অন্তত এক ডজন লোক পাওয়া যাবে, যারা খুশি মনে করবে এ-কাজটা।'

'তা হলে ঠিক কী চাইছেন আপনারা?' একটু যেন নরম শোনাল ওর গলা। কাজটা হাতছাড়া করতে চায় না।

'আমরা এমন ভাবে ব্যাপারটা ঘটাতে চাই, যাতে কারও ওপর কোনও দোষ না চাপতে পারে। লা হোশেথের সংলিয়ে নোয়ায় রয়েছে বর্তমান মাহ্খি। তাকে খুঁজে পাওয়া কোনও ব্যাপারই নয়, আর পেলে অপমান করে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামানোও কঠিন কোনও কাজ নয়।'

'চমৎকার!' পিছন থেকে বলল মাখিয়ুস নিচু গলায়। 'তোমার মত উঁচুদরের একজন নামকরা তলোয়ার-যোদ্ধার জন্যে এটা তো ছেলেখেলা।'

'ডুয়েল?' বেয়াড়া ভাবটা দূর হয়ে গেল ক্যাপটেনের, সেই জায়গায় স্থান নিয়েছে অনিশ্চয়তা। হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখটা। ডুয়েল হলে ব্যাপারটা ঠিক খুনোখুনির মধ্যে পড়ে না। 'কিন্তু খোদা না খাস্তা, আমিই যদি খুন হয়ে যাই তাঁর হাতে? সেটা চিন্তা করে দেখেছেন, মাদাম?'

'তুমি খুন হয়ে যাবে!' বিস্ময়ে যেন হতবাক হয়ে গেছেন মাহ্খিস, ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন চোখ বড় বড় করে। 'ঠাট্টা করছ, ফরচুনিও!'

'তার ওপর জ্বরে কাবু হয়ে আছে ও!' বলল মাখিয়ুস।

'অ্যাঁ? জ্বরে কাবু? তা হলে তো…যা-ই হোক, দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে, তাই না?'

'তলোয়ার-যুদ্ধে ফ্লোরিমঁ কখনও ভাল ছিল না,' বিড়বিড় করে অনেকটা আপন মনে বলল মাখিয়ুস।

সুযোগটা টের পেয়ে ঝট করে ফিরল ক্যাপটেন তার দিকে।

'তা হলে, মসিয়ো মাখিয়ুস,' বলল সে, 'তা-ই যদি হয়, আপনি নিজে একজন কুশলী তলোয়ার-যোদ্ধা; আমার সমান বা আমার চেয়ে ভাল; আর ওপর উনি রয়েছেন জ্বরের ঘোরে কাবু। তা হলে আর আমাকে ভাড়া করার প্রয়োজন পড়ছে কেন?'

'তুমি দেখছি রীতিমত জেরা শুরু করে দিয়েছ!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল মাখিয়ুস। 'আমি কেন লড়ছি না, সেটা কি তোমার ব্যাপার? তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, কাজটা করতে কত টাকা চাও। পাল্টা প্রশ্ন করার তো কোনও দরকার পড়ে না।'

আসলে টিনের খেলনা তলোয়ারে সত্যিই ভাল মাখিয়ুস, কিন্তু সত্যিকার স্টিলকে সে ভয় পায়। ক্যাপটেনের খোঁচাটা তাই জায়গা মতই লেগেছে, কিন্তু ওরকম আক্রমণাত্মক ভাষা ব্যবহার করা তার ঠিক হয়নি।

'আরও একবার বলতে হচ্ছে,' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল ফরচুনিও, 'ভুল মানুষকে ডেকেছেন আপনারা। কারও দিকে আঙুল তুলে বলবেন: ওই লোকটাকে খুন করতে কত চাও?—আমি ঠিক সেই পর্যায়ের লোক নই।'

চলে যাবার জন্য ফরচুনিও ঘুরে দাঁড়াবার আগেই ব্যাপারটা হাতে তুলে নিলেন মাহ্খিস। নরম-গরম অনেক কথাই বললেন তিনি। শেষে একশো পিসটোল পুরস্কারের কথাটাও বললেন কায়দা করে। টাকার পরিমাণ শুনে ঠোঁট

ভিজাল ক্যাপটেন, কিছুক্ষণ টানাটানি করল গোঁফ নিয়ে। টাকার পরিমাণটা এতই আকর্ষণীয় মনে হলো যে নিজেকে এখন আর খুনি বা ডাকাত মনে হচ্ছে না তার।

'আবার একবার বলুন, মাদাম, ঠিক কীভাবে কী চান,' বসে পড়ল সে চেয়ারে।

বললেন মাহ্‌খিস। সব শুনে একটা আপোসরফায় আসতে চাইল লোকটা। ভেবেচিন্তে বলল, 'যদি একাজ হাতে নিই, আমি একা যাব না।'

'বেশ তো,' বলল মাখিয়ুস। 'যে কয়জন লাগে নাও না তুমি সঙ্গে।'

'আর যদি ভজকট হয়ে যায়, ওদের সঙ্গে ফাঁসির দড়িতে ঝুলে পড়ি আর কী! ওই একশো পিসটোল তা হলে আর ভোগ করার সুযোগ হবে না আমার কোনদিন। শোনেন, মসিয়ো দো কোন্দিয়াক, আর আপনিও, মাদাম—যদি আমি যাই, নিরাপত্তার ব্যবস্থা হতে হবে নিশ্ছিদ্র। এমন কাউকে যেতে হবে আমার সঙ্গে যে আমাকে বাঁচাবে, আর আমি যাকে বাঁচাব—অন্তত আমার আগে সে আহত বা নিহত হবে না।'

'কী বলতে চাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, স্পষ্ট করে বলো, ফরচুনিও,' আদেশ দিলেন মাহ্‌খিস।

'আমি বলতে চাই, মাদাম, কারও গলা কাটতে যাব না আমি। যাব, আমার সঙ্গীর সাহায্যকারী হিসাবে। আরও স্পষ্ট করে বলি: মসিয়ো দো কোন্দিয়াক যাবেন বড় ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে তাঁর সঙ্গে ডুয়েল লড়তে, আমি থাকব সঙ্গে। আমার কাজ: ইনি যাতে আহত বা নিহত না হন সেটা দেখা; আর, প্রয়োজনে, কাজটা শেষ করা।'

চমকে উঠল তিনজন। সেনিশাল টেবিলের উপর কনুই রেখে দু'-হাতে চেপে ধরলেন কপাল। আর যত দোষই থাক, মানুষটা তিনি রক্তলোলুপ নন। খুন-খারাবির কথা শুনে এখন এত বড় পেটের সব খাবার উল্টে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

ছেলেকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে পাঠাতে রাজি নন মাহ্‌খিস। নানান ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু নিজের কথা থেকে একচুল নড়ল না ফরচুনিও। মাহ্‌খিসের কথার মাঝখানে হঠাৎ কথা বলে উঠল মাখিয়ুস:

'তুমি এতটা নিশ্চয়তা দাও কী করে, ফরচুনিও? তুমি কি বলতে চাও, আমরা দুজন মিলে ঘিরে ঝাঁপিয়ে পড়ব ওর ওপর? ওখানে ওর আরও লোক থাকবে, কথাটা ভুলে গেছ? ডুয়েল এক কথা, আর দুজন মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ে খুন করা সম্পূর্ণ আলাদা কথা। আমার মনে হয়, এই দুটোর কোনওটাতেই আমরা তেমন সুবিধে করতে পারব না।'

'পারব,' বলে চোখ টিপল ক্যাপটেন। 'আমরা মাঝামাঝি থাকব—ডুয়েলেও যাব না, খুনোখুনিতেও না। ব্যাপারটা দেখাবে ডুয়েলের মত, কিন্তু আসলে হবে খুন।'

'বলো কী!' মাখিয়ুস এগিয়ে এল এক পা।

'আর বলবার কী আছে? আমরা মসিয়ো ল্য মাহ্‌খির সঙ্গে দেখা করব এমন এক জায়গায়, যেখানে তাঁর কোনও লোক থাকবে না। ধরুন, ঢুকে পড়লাম তাঁর

চেম্বারে। দরজায় তালা লাগিয়ে দিলাম আমি। আপনি তাঁকে উস্কানি দিয়ে এমনই খেপিয়ে তুলবেন যে তক্ষুনি, ওখানেই তলোয়ার বের করতে বাধ্য হবেন মাইখি। আমি আপনার বন্ধুর পরিচয়ে গেছি; অগত্যা দুই তরফেরই সেকেন্ড হিসেবে কাজ চালিয়ে নিতে হবে আমাকে। আপনারা লড়বেন, আমি পাশে দাঁড়িয়ে থাকব। আপনি বলেছেন তলোয়ার-যুদ্ধে উনি তেমন ভাল না, তার ওপর জ্বরে কাবু; তাঁকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়া মোটেও কঠিন হবে না আপনার পক্ষে। এটা হলো ডুয়েল। কিন্তু যদি দেখি তিনিই আপনাকে বেকায়দায় ফেলতে চলেছেন, আমার তলোয়ারটা আমি সেঁধিয়ে দেব ওঁর বুকের ভেতর। ওটা টেনে বের করে নিয়ে আমি যখন রক্ত মুছছি, আপনারটা ওই গর্তে ঢুকিয়ে দেবেন আপনি। এইভাবে আমাদের ঘাড়ে কেউ কোনও দোষ চাপাতে পারবে না।'

'সবচেয়ে ভাল হয় তুমি যদি–' অস্থির হয়ে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন মাদাম, আবার তাঁর কথায় বাধা দিল মাখিয়ুস।

'ঠিক সময় মত ঠিক কাজটা করতে পারবে তুমি, ফরচুনিও? কোনও ভুল হবে না?'

'খোদার কসম!' বলল ও, 'যে তলোয়ারের জোরে নিজে খাই, বাল-বাচ্চাকে খাওয়াই, সেই তলোয়ারের কসম! একটু ভুল হলেই তো গেল আমার একশো পিসটোল। আমার মনে হয় আমার ওপর আস্থা রাখতে পারেন, মসিয়ো, কোনও ভুল হবে না। ব্যস, আমার কথা শেষ। এখন সারারাত তর্ক করলেও আমাকে আমার কথা থেকে একচুলও টলাতে পারবেন না। কী করবেন জানিয়ে দিন। আমার প্রস্তাবে যদি রাজি থাকেন, আমি আছি আপনার সঙ্গে।'

'আমিও আছি তোমার সঙ্গে, ফরচুনিও,' জোরের সঙ্গে বলল মাখিয়ুস।

সাত-পাঁচ ভেবে রাজি হয়ে গেলেন মাদামও। আগামীকাল সকাল সকাল রওনা হতে বললেন ওদের দুজনকে।

'সাড়ে ছ'টাতে ফরসা হয়ে যায়, তার চেয়ে আর দেরি কোরো না; আর সন্ধের আগেই ফিরে আসবে–এতে যেন কোনও ভুল না হয়। তোমাদের ফিরে না আসা পর্যন্ত খুবই উদ্বেগের মধ্যে থাকব আমি।'

ক্যাপটেনের জন্য আবার এক গ্লাস মদ ঢাললেন মাদাম। মাখিয়ুস এগিয়ে এসে নিজের জন্যও ঢালল। ব্রেসোঁর গ্লাসটাও ভরে বাড়িয়ে ধরলেন মাইখিস তাঁর দিকে।

'আপনি ওদের সাফল্য কামনা করবেন না, ব্রেসোঁ?' নরম গলায় কথাটা বলে মায়াভরা চোখ দুটো রাখলেন তিনি লর্ড সেনিশালের চোখে। 'মনে হচ্ছে, এতদিনে আমাদের সমস্যার একটা সুসমাধান হতে চলেছে, মসিয়ো। তা হলে কোন্দিয়াক ও লা ভোভ্রাই, দুটোরই লর্ড হতে পারবে মাখিয়ুস।'

বোকা সেনিশাল সুন্দর চোখের মায়াজালে পড়ে ঠোঁটে তুললেন গ্লাসটা, এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের সাফল্য কামনা করে চুমুক দিলেন মদে।

মা'কে লা ভোভ্রাই শব্দটা উচ্চারণ করতে শুনে ভুরু কোঁচকাল মাখিয়ুস। হয়তো–ভাবল সে–কোন্দিয়াকের সঙ্গে ওটাও জুটবে কপালে; কিন্তু মা যেভাবে চাইছে সেভাবে নয়। অন্য ভাবে জয় করবে সে ভ্যালেরিকে। হাসি ফুটল তার

সুন্দর মুখে॥ আরও এক গ্লাস ওয়াইন ঢেলে এক ঢোকে গিলে নিল, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে গেল হল-রুম থেকে। টলছে সে।

পিছন থেকে অবাক চোখে ওর দিকে চেয়ে রইল তিনজন।

ষোলো

উত্তর টাওয়ারে তখন সাপার শেষ করেছে ভ্যালেরি। নিজেই টেবিল থেকে থালা-বাটি-চামচ তুলে নিয়ে রেখে এল গার্ডরুমে। মসিয়ো দো গাখনাশের অসম্মানের ভাগ নেবার জন্য তার প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে আজকাল এ-কাজটা ও নিজেই করে॥

রাত নয়টা বেজে গেছে দেখে ওকে তৈরি হয়ে নিতে বলল গাখনাশ। হাসল ভ্যালেরি॥ বলল, কোটের পকেটে যা আঁটে তার বেশি কিছুই নেবে না সে।

কাল সকালে উঠে বিধবা ও তাঁর ছেলে যখন দেখবে খাঁচার পাখি উড়ে গেছে, তখন ওদের চেহারা কী রকম হবে, তাই নিয়ে খানিকক্ষণ হাসাহাসি করল ওরা॥ আরশার প্রসঙ্গ বদলে নিজের ছোটবেলার কথা বলল ভ্যালেরি। মাকে ওর মনে পড়ে না, বাবা ছিল ঠিক বন্ধুর মত; ডানার ভিতর আগলে রেখেছিল, মায়ের অভাব বুঝতেই দেয়নি। একসময় গাখনাশের কথাও এল। ওর যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইল ভ্যালেরি, তারপর জানতে চাইল প্যারিসের কথা, রাজসভার কথা, ওখানকার জীবনযাত্রার কথা।

অপেক্ষার সময়টা গল্প করে কাটাচ্ছে ওরা। একটা আর্ম-চেয়ারে বসে আছে গাখনাশ॥ চেয়ারের কাঁধে ঝোলানো রয়েছে ওর তলোয়ারের বেল্ট। বয়সের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও, গত সাতটা দিন টাওয়ারে একসঙ্গে বন্দিজীবন কাটাতে গিয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে ওরা পরস্পরের।

"সত্যি বলছি, মসিয়ো, আমাদের আর দেখা হবে না ভাবতে আমার খুব খারাপ লাগছে॥"

হাসিমুখে কিছু উত্তর দিতে গিয়েও ঠোঁটে তর্জনী রেখে তড়াক করে উঠে দাঁড়াল গাখনাশ॥ চাপা গলায় বলল, 'কীসের শব্দ?'

নীচের দরজাটা দেয়ালে বাড়ি খাওয়ার খটাং শব্দ এসেছে ওর কানে।

"এত তাড়াতাড়ি সময় হয়ে গেল?' মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ভ্যালেরির।

"অসম্ভব," বলল গাখনাশ। 'এখন সবে দশটা। ভাবছি আর্সেনিও গাধাটা বোধহয় ভুল করে বসল কি না। শশ্‌শ্‌! কে যেন উঠে আসছে ওপরে!'

হঠাৎ টের পেল গাখনাশ, এত রাতে মেয়েটির অ্যান্টিরুমে ওকে দেখা গেলে মস্ত বিপদ হবে॥ দৌড় দিলে এখন গার্ডরুমে যাওয়া হয়তো সম্ভব, কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য ভাবে স্বচ্ছন্দ কোনও ভঙ্গি নেয়া সম্ভব নয়। আর ওকে যদি ভিতরের অ্যান্টিরুম থেকে ছুটে বেরোতে দেখে কেউ, তা হলে তো আরও খারাপ।

"তোমার ঘরে ঢুকে পড়ো,' বলল গাখনাশ চাপা গলায়। 'ভেতর থেকে তালা

মেরে দাও। জলদি!'

দ্রুত, নিঃশব্দ পায়ে চলে গেল ভ্যালেরি নিজের ঘরে, দরজা বন্ধ হয়ে গেল, ক্লিক করে লেগে গেল তালা। একটা দিকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল ভেবে স্বস্তি বোধ করল গাখনাশ।

গার্ডরুমে পায়ের শব্দ। যেটা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, সেই আর্ম-চেয়ারেই নিঃশব্দে বসে পড়ল গাখনাশ, সামনের দিকে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে চেয়ারের পিঠে মাথা রেখে চোখ বুজল। অভিব্যক্তিহীন মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে আছে, গভীর ঘুমে অচেতন।

পায়ের শব্দ গার্ডরুমে ঢুকে এক মুহূর্ত থামল, তারপর দ্রুত গার্ডরুম পেরিয়ে চলে এল এ-ঘরের দরজায়। নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। চোখের পাতা সামান্য খুলে গাখনাশ দেখল চৌকাঠে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে ওকে দেখছে মাখিয়ুস। ভ্যালেরির অ্যান্টিরুমে চেয়ারে বসে বাতিস্তাকে সুখে নিদ্রা দিতে দেখে গা জ্বলে গেল তার।

'অ্যাই, হারামজাদা!' ঘুম ভাঙানোর জন্য প্রহরীর বাড়ানো পায়ে জোরসে এক লাথি মারল মাখিয়ুস। 'এই পাহারা দেওয়া হচ্ছে, অ্যাঁ?'

চোখ মেলল গাখনাশ, কয়েক মুহূর্ত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল মাখিয়ুসের মুখের দিকে; ঘুমের ঘোর কেটে যেতেই মনিবকে চিনতে পেরে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বাউ করল।

'এই তোমার পাহারা দেওয়া?' আবার বলল মাখিয়ুস।

বোকার হাসি হাসল গাখনাশ। লক্ষ করল, চকচক করছে মাখিয়ুসের গালের চামড়া, জ্বলজ্বল করছে চোখ, নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ। নেশার ঘোরে কী না কী করে বসে ছোকরা, ভেবে মনে মনে শঙ্কিত হলো সে, তবে অর্থহীন হাসিটা ধরে রাখল মুখে। যেহেতু ফ্রেঞ্চ বোঝে না, আবার একবার বাউ করল মনিবকে। তারপর ভ্যালেরির বেডরুমের দিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলল, 'লা ডেমিগেল্লা আ লা।'

ইটালিয়ান না বুঝলেও বক্তব্য ঠিকই বুঝল মাখিয়ুস। বলল, 'তা যদি না হতো, তোমার কপালে আজ খারাবি ছিল, ব্যাটা হারামখোর!' কিছু না বুঝে হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল গাখনাশ। ধমকে উঠল মাখিয়ুস, বাইরের দরজার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'যাও এবার, বেরোও। দরকার পড়লে ডাকব আমি।'

মাখিয়ুসের বক্তব্য আন্দাজে বুঝে নিল বাতিস্তা, আরও একবার বাউ করে, মনিবকে আরও একটা হাসি উপহার দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। দরজাটা ভিড়িয়ে দিল পিছনে, যাতে ও দরজার কত কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে তা টের না পায় মাখিয়ুস। কেন যেন গাখনাশের মনে হচ্ছে, আজ সাহায্য দরকার পড়বে মেয়েটির।

এগিয়ে গিয়ে মাদামোয়াযেলের দরজায় টোকা দিল মাখিয়ুস আঙুলের গাঁঠ দিয়ে।

'কে?' ভিতর থেকে ভেসে এল মেয়েলি কণ্ঠ।

'আমি, আমি মাখিয়ুস। দরজা খোলো, জরুরি কথা আছে তোমার সাথে।'

'কাল সকালে বললে চলে না?'

'সকালে চলে যাচ্ছি আমি,' বলল সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে। 'যাবার আগে তোমার সাথে আমার কথা হওয়া দরকার, অনেক কিছু নির্ভর করছে তার ওপর। কাজেই, দরজা খুলে এদিকে এসো।'

বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে গাখনাশ ভাবছে মেয়েটা আবার এই ছোকরাকে চটিয়ে না দেয়। এখন একে খুব কৌশলে সামলাতে হবে, নইলে হয়তো শেষমেশ পালানোটাই ভণ্ডুল হয়ে যাবে। আর ওর যদি সামলাতে হয় মাখিয়ুসকে, তা হলে তো সাড়ে সর্বনাশ! তীরে এসে ডুববে তরী। সহজে হস্তক্ষেপ করবে না বলে মনস্থির করল সে। তবে অনুভব করছে, কাল সকালে কেন কোথায় চলেছে মাখিয়ুস সেটা জানা দরকার।

ধীরে খুলে গেল মাদামোয়াযেলের দরজা। ফ্যাকাসে, নির্জীব দেখাচ্ছে ওকে।

'কী চাও, মাখিয়ুস?'

'সব সময় যা চেয়ে এসেছি, ভ্যালেরি—তোমাকে দেখতে!' বলল সে। লালচে গাল, চকচকে চোখ, নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ—সবই টের পেল মেয়েটি। তবে আতঙ্ক চেপে রেখে বেরিয়ে এল বাইরে।

'এখনও শুয়ে পড়োনি দেখছি,' বলল মাখিয়ুস। 'ভালই হয়েছে, তোমার সঙ্গে আজই আমার কথা হওয়া দরকার। একটা চেয়ার এগিয়ে দিল সে ভ্যালেরি বসবে বলে; নিজে বসল টেবিলের উপর, দুই হাতে ধরে রেখেছে টেবিলের কিনারা।

'ভ্যালেরি,' ধীর ভঙ্গিতে বলল মাখিয়ুস, 'মাহ্‌খি দো কোন্দিয়াক, মানে, আমার ভাই, এখন লা হোশেখে।'

'তা-ই নাকি! ফিরে এসেছে?' অবাক হওয়ার ভান করল ও।

মাথা নাড়ল মাখিয়ুস, হাসল নিষ্ঠুর হাসি।

'না,' বলল সে। 'ও ফিরে আসবে না। তুমি না চাইলে বাড়ি ফিরে আসতে পারবে না ও।'

'আমি না চাইলে মানে? আমি তো চাই-ই ও ফিরে আসুক!'

'তুমি যদি সত্যিই চাও ও ফিরে আসুক, তা হলে তা-ই হবে, ভ্যালেরি। কিন্তু, সেক্ষেত্রে আমাকে বিয়ে করতে হবে তোমার। কেবলমাত্র তা হলেই ও ফিরে আসতে পারবে কোন্দিয়াকে; নইলে নয়।'

টেবিলের উপর কনুই রেখে কাছে ঝুঁকে এসেছে মাখিয়ুস। মদের গন্ধে দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো ভ্যালেরির। পিছনে সরে গেল সে কিছুটা। দু'হাতের আঙুলের ফাঁকে আঙুল দিয়ে শক্ত করে মুঠি পাকিয়ে রেখেছে, ফলে সাদা দেখাচ্ছে আঙুলের গিঁঠগুলো।

'কী-কী বলছ তুমি এসব!'

'যা বলেছি, ঠিকই শুনেছ তুমি,' বলল মাখিয়ুস। 'যদি তুমি সত্যিই তাকে ভালবাস, তা হলে নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে তোমার। আমাকে বিয়ে করলে ওকে বাঁচাতে পারবে সর্বনাশ থেকে।'

'কীসের সর্বনাশ?'

টেবিলের উপর থেকে নেমে সামনে এসে দাঁড়াল মাখিয়ুস।

'বলছি। আমি তোমাকে ভালবাসি, ভ্যালেরি। পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে বেশি

ভালবাসি। হয়তো স্বর্গের সব কিছুর চেয়েও বেশি। তোমাকে পেতে দেব না আমি ওকে। কিছুতেই না। এখন যদি আমাকে "না" বলো, কাল সকালেই আমি হাজির হব গিয়ে লা হোশেথে, তলোয়ারের মুখে ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব তোমাকে।'

ভয় পেয়েছে, তার পরেও খানিকটা অবজ্ঞার হাসি খেলে গেল ভ্যালেরির ঠোঁটে।

'বলো কী! বেশি বাড়াবাড়ি করতে গেলে তুমিই তো মারা পড়বে ওর হাতে!'

হাসল মাখিয়ুস। 'এটা হতে পারত, যদি একা যেতাম।'

মানেটা বুঝতে দেরি হলো না ভ্যালেরির। চেঁচিয়ে উঠল সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে, 'কুকুর কোথাকার! নীচ, কাপুরুষ, খুনি! তলোয়ারের মুখে আমাকে জয় করার এই নমুনা? খুন করতে চলেছ, আবার বড়াই করে বলছ সেকথা, লজ্জা করে না?'

মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে গেছে মাখিয়ুসের, কুৎসিত কালো রূপ বেরিয়ে আসছে ভিতর থেকে। দেখল ভ্যালেরি, কিন্তু পরোয়া করল না। আঙুল তুলল দরজার দিকে।

'বেরোও!' বলল সে, 'দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে! যা পার করো গিয়ে—তোমার সঙ্গে কোনও কথা নেই আমার!'

'কথা নেই, না?' দাঁতে দাঁত চেপে বলল মাখিয়ুস, তারপর খপ্ করে চেপে ধরল ওর হাতের কব্জি।

বিপদটা টের পায়নি তখনও মেয়েটা। বলল, 'তোমার যা বলার তুমি বলেছ, আমি সেটা প্রত্যাখ্যান করেছি। এবার যাও এখান থেকে।'

'না, সুন্দরী! এত শীঘ্রি যাচ্ছি না!' মিষ্টি গলায় বলল মাখিয়ুস। শুনে প্রমাদ গনল গাখনাশ। টের পেল, ঘনিয়ে আসছে বিপদ।

পরমুহূর্তে ওকে হ্যাঁচকা টানে বুকের ওপর নিয়ে এল মাখিয়ুস। প্রাণপণে ধস্তাধস্তি করল মেয়েটা, কিন্তু কোনও পরোয়া না করে একের পর এক চুমো দিয়ে চলল সে। গালে, কপালে, চোখে, মুখে বৃষ্টির মত বর্ষণ করে চলেছে চুমোর পর চুমো। কোনও মতে একটা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গায়ের জোরে চড় মারল ভ্যালেরি ওর গালে।

ওকে ছেড়ে বাজে একটা গালি দিয়ে পিছিয়ে গেল মাখিয়ুস এক পা। পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছে গালে।

'এই এক চড়েই মারা গেল ফ্লোরিমঁ দো কোন্দিয়াক!' বলল সে হিসহিসিয়ে। 'কাল ঠিক দুপুরে মারা যাচ্ছে ও। ভেবে দেখো, সুন্দরী! এখনও—'

'যা খুশি করো গিয়ে তুমি, আমার কিচ্ছু এসে যায় না তাতে,' বলল ভ্যালেরি বেপরোয়া ভঙ্গিতে। রাগে-দুঃখে ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাওয়া কান্না সামলে রেখেছে অনেক কষ্টে। ওদিকে দরজার পিছনে দাঁড়িয়ে একটু একটু করে রাগ চড়ছে মসিয়ো গাখনাশের। ছুটে গিয়ে মাখিয়ুসকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করার ইচ্ছাটা দমন করে রেখেছে সে-ও অনেক কষ্টে। তা হলে এখান থেকে পালাবার সব পথ বন্ধ হয়ে যাবে—একমাত্র এই চিন্তাটাই ঠেকিয়ে রেখেছে তাকে।

কয়েক মুহূর্ত মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল মাখিয়ুস, রাগে-হতাশায় বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা।

'কসম খোদার!' বলল সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে, 'তোমার ভালবাসা যদি না পাই, আমাকে ঘৃণা করার যথেষ্ট কারণ আমি তৈরি করে দেব!'

'ইতিমধ্যেই সেটা প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয়ে গেছে, এবার যাও!' ঝটিতি জবাব দিল ভ্যালেরি। ভুল করছে, ভাবল গাখনাশ, এসব কথা এখন ওকে আরও বেপরোয়া করে তুলতে পারে।

পরমুহূর্তে ভ্যালেরির ভয়-চকিত চিৎকার ভেসে এল কানে। ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'-হাতে জড়িয়ে ধরেছে ওকে মাখিয়ুস।

'তোমার ঠোঁটে ক'টা চুমো দিয়ে তারপর যাব আমি এখান থেকে, প্রিয়তমা।' গলার স্বরে এখন কাম-ক্রোধ দুটো আবেগই স্পষ্ট। ছটফট করছে ভ্যালেরি, ফলে আরও উত্তেজিত হয়ে ওকে বাগে আনার চেষ্টা করছে প্রেমিক প্রবর; এমনি সময় পিছন থেকে দুটো ইস্পাতের হাত ওর কোমর চেপে ধরল।

চমকে উঠে ভ্যালেরিকে ছেড়ে দিল মাখিয়ুস। সেই মুহূর্তে স্টিলের হাতদুটো ওকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দিল কয়েক হাত তফাতে।

টেবিলটা খামচে ধরে পতন সামলাল মাখিয়ুস, তারপর ঘুরে দাঁড়াল। বাতিস্তাকে সামনে দেখে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। বুঝতে পেরেছে, এই লোকটাই আক্রমণ করেছে ওকে পিছন থেকে।

ভ্যালেরির চিৎকার শুনেই বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে গাখনাশের। উচিত-অনুচিত, বিচার-বিবেচনা, যুক্তি-তর্ক-নিরাপত্তা সব উড়ে চলে গেছে অন্ধ ক্রোধের ফুৎকারে। তবে হঠাৎ আবেগের বন্যায় ভেসে গেলেও, হঠাৎই শান্ত হয়ে গেল সেটা। হতচকিত মাখিয়ুস দো কোন্দিয়াকের চেহারার দিকে একনজর চেয়েই বুঝে ফেলল সে কী-সাঙ্ঘাতিক ভুল করে বসেছে।

এ ভুল শোধরাবার কোনও উপায় নেই। এবারের কাজটাও ভেস্তে যাচ্ছে শেষ হবার ঠিক আগ-মুহূর্তে। এবং বরাবরের মত দায়ী তার অসহিষ্ণু মেজাজ। খোদা! একই ভুল করে চলেছে সে বারবার, জীবনভর!

কী লাভ হলো? উপকার করতে এসে সর্বনাশ করে দিয়ে গেল সে নিষ্পাপ মেয়েটির। আগামীকাল মারা যাচ্ছে ফ্লোরিমঁ, ও নিজে মারা যাচ্ছে সম্ভবত আগামী এক ঘণ্টার মধ্যে, অসহায় মেয়েটিকে নিয়ে এখন যেমন খুশি খেলবে ওরা।

ডুবন্ত মানুষের মত খড়কুটো আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করল গাখনাশ। বোকা-হাসি হেসে বার দুয়েক 'বাউ' করল মনিবের উদ্দেশে, দুই হাত নেড়ে ছুটিয়ে দিল ইটালিয়ান ঘোড়া, আশা করল ওর দুর্বোধ্য ইটালিয়ান শুনে হয়তো কিছুটা শান্ত হবে মনিব। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। বাঁকা চোখে ওর দিকে চেয়ে শুনল মাখিয়ুস ওর বক্তব্য, কিন্তু রাগ কমবার লক্ষণ তো নেই-ই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা; দুর্বোধ্য বিদেশী ভাষা ওর কাছে হয়তো মনে হলো বাড়তি অপমান। বিশ্রী একটা গালি দিল সে। তারপর পাঁই করে ঘুরে চেয়ারের কাঁধে ঝোলানো বেল্টের খাপ থেকে একটানে বের করল গাখনাশের তলোয়ারটা। ওটা বাগিয়ে ধরে ফিরল গাখনাশের দিকে। ভুলে ওগুলো ওখানে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল ও পাশের ঘরে।

তীক্ষ্ণধার তলোয়ার হাতে পেয়ে রক্ত-পিপাসা জেগে উঠল মাখিয়ুসের মধ্যে।

'কুত্তার বাচ্চা!' দাঁতের ফাঁকে বলল সে, 'ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস! দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা! তোর নোংরা রক্তের রঙটা দেখব আমি আজ।'

কিন্তু গাখনাশের বুকের ভিতর তলোয়ারটা ঢুকিয়ে দেয়ার আগ-মুহূর্তে, আত্মরক্ষার জন্য গাখনাশ কিছু করে ওঠার আগেই চট্ করে দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ভ্যালেরি। ওর রক্তশূন্য চেহারায় দৃঢ়সঙ্কল্প দেখে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল মাখিয়ুস। এই চাষাড়ে লোকটা কে হয় ওর যে তাকে বাঁচাবার জন্যে তলোয়ারের মুখে ঝাঁপ দিতে দ্বিধা নেই?

ধীরে ধীরে কুৎসিত হাসি ফুটল মাখিয়ুসের মুখে। ভ্যালেরির এত জোরের সঙ্গে ওকে প্রত্যাখ্যান এবং এত ধস্তাধস্তি করার আসল কারণটা এতক্ষণে বুঝে গেছে সে। ভাবল, দাঁড়াও, তোমার মুখেও চুনকালি মাখিয়ে ছেড়ে দেব আমি! মুখে বলল:

'এই লোকটাকে বাঁচাতে এত ব্যগ্র কেন তুমি, ভ্যালেরি? এ কে হয় তোমার?'

ওর প্রশ্নের কুৎসিত ইঙ্গিতটা বুঝল না মেয়েটা। জবাব দিল:

'তোমার মায়ের নির্দেশ পালন করতে গিয়ে ও খুন হয়ে যাক, তা আমি চাই না।'

'দেখা যাচ্ছে, ভালই পাহারা দিয়ে রাখছে তোমাকে!' ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রূপ করল মাখিয়ুস। 'তোমার সতীত্ব রক্ষার দায়িত্বও দেয়া হয়েছে নাকি ওকে?'

হয়তো ব্যাখ্যাটা মেনে নিত মাখিয়ুস; হয়তো ভাবত, কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেললেও, সত্যিই বাতিস্তা ওর মায়ের নির্দেশেই বাধা দিয়েছে ওর জবরদস্তিতে। এই ভেবে হয়তো ফিরে যেত সে আগামীকাল ফ্লোরিমর উপর এসবের শোধ তুলবে বলে। কিন্তু বাদ সাধল গাখনাশের ভয়ঙ্কর বদমেজাজ। মেয়েটির চরিত্রের প্রতি কদর্য ইঙ্গিতটা ওকে সত্যিকার অর্থেই উন্মাদ করে দিয়েছে।

'মাদামোয়াযেল,' চেঁচিয়ে উঠল সে, ভুলেই গেছে যে ফ্রেঞ্চ জানা নেই তার, 'একটু সরে দাঁড়াও, প্লিজ!'

'হায়, খোদা!' বলে উঠল হতভম্ব মাখিয়ুস, 'কে এই লোক! অ্যাই, কে তুই? তুই না বলে ফ্রেঞ্চ জানিস না?'

ভ্যালেরিকে প্রায় জোর করে সামনে থেকে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল গাখনাশ। ছোটবড় বেঢপ দাড়ি আর জায়গায় জায়গায় নকল রং উঠে যাওয়া চেহারায় উদ্ভট লাগছে ওকে দেখতে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'আমার নাম মাখর্তি মাখি রিগোবেয়া দো গাখনাশ। নোংরা, নীচ, নরকের কীট কোথাকার! আয়, দেখি, কতবড় বীর তুই!' কথা বলতে বলতেই একটা চেয়ার তুলে নিল সে হাতে।

বাতিস্তার পরিচয় শুনে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল মাখিয়ুস কয়েক মুহূর্ত। বিস্ময়ের ঘোরটা দ্রুত কেটে গিয়ে ভয় দেখা দিল চেহারায়। ওই লোকটার কাজ-কারবার নিজের চোখে দেখেছে সে। হাতে তলোয়ার থাকা সত্ত্বেও নিজেকে নিতান্তই অসহায় মনে হচ্ছে তার, যেন গাখনাশের হাতের চেয়ারটা আরও সাঙ্ঘাতিক কোনও অস্ত্র। সাহায্য দরকার! চট্ করে একবার দরজার দিকে চাইল সে। কিন্তু না, এই দূরত্ব পেরোবার আগেই বাধা দেবে লোকটা। ওকে আগে খানিকটা পিছনে সরতে বাধ্য করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়েই আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে

সামনে এগোল সে। এক পা পিছিয়ে মাথার উপর চেয়ার তুলল গাখনাশ।

এই পর্যায়ে আবার ওদের মাঝখানে চলে এল ভ্যালেরি।

'সরে দাঁড়াও, খুকি!' শান্ত গলায় বলল গাখনাশ। লড়াই শুরু হয়ে গেলে ঠাণ্ডা হয়ে যায় ওর মাথা। মাখিয়ুসের মতলব টের পেয়েছে সে পরিষ্কার। 'সরে যাও, লক্ষ্মী মেয়ে! ও কিন্তু লোক ডাকবে এখন!'

ভ্যালেরি ডানদিকে সরতে যাচ্ছে দেখে বামদিকে লাফ দিয়ে এগোল গাখনাশ সামনে। ততক্ষণে দরজা পর্যন্ত চলে গেছে মাখিয়ুস। কিন্তু গার্ডরুমে যাওয়ার চৌকাঠের উপর থেমে ঘুরে দাঁড়াতে বাধ্য হলো, নইলে চেয়ার দিয়ে পিটিয়ে ওর ঘিলু বের করে দেবে গাখনাশ। এবার এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে গার্ডরুমে ঢুকে পড়ল মাখিয়ুস। গাখনাশও এগোচ্ছে, কিন্তু চেয়ারটা ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে না, কারণ, ওকে দূরে রাখার জন্য খোঁচা দেয়ার ভঙ্গিতে তলোয়ারটা একবার নীচে একবার উপরে চালাচ্ছে মাখিয়ুস।

সিঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছেই গলা ফাটিয়ে আতঙ্কিত চিৎকার ছাড়ল মাখিয়ুস, 'এদিকে! এদিকে আসো তোমরা! ফরচুনিও! অ্যাবর্দ! জলদি আয়, কুত্তারা! মেরে ফেলল আমাকে!'

নীচের আঙিনা থেকে একই কথা চেঁচিয়ে বলল প্রহরী, দূর থেকে শোনা গেল আরও একজন বলছে একই কথা। নীচে দাঁড়ানো প্রহরীর পায়ের আওয়াজ শোনা গেল পরিষ্কার, লোকজন ডেকে আনার জন্য ছুটছে সে দুর্গরক্ষীদের কোয়ার্টারের দিকে। গোটা শ্যাতোতে এই সতর্কসঙ্কেত এখন দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বে, বুঝতে পারল গাখনাশ। এ-ও বুঝল, এখন মাখিয়ুসকে পালাতে দেয়া চলবে না কিছুতেই। ও যাতে সিঁড়ির দরজায় পৌঁছতে না পারে সে-ব্যবস্থা করতে হবে এক্ষুনি। অ্যান্টিচেম্বারের দরজায় দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছে মাদামোয়াযেল এই অসম লড়াই। পরিষ্কার শুনতে পেয়েছে সে নীচের বিপদসঙ্কেত। বুঝে গেছে, ওদের পালানোর সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে: কিন্তু এই মুহূর্তে তার চিন্তা, কী করে এই মহৎপ্রাণ লোকটার জীবন রক্ষা করা যায়।

একপাশে সরে গেল গাখনাশ, যাতে সিঁড়ির দরজার দিকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী এগোতে না পারে। ওর ইচ্ছা পূরণ হলো, ধীরে ধীরে ঘুরে যেতে বাধ্য হলো মাখিয়ুস—এখন সিঁড়ির দরজার দিকে রয়েছে গাখনাশের পিঠ।

নীচের পাথুরে আঙিনায় দৌড়াদৌড়ির শব্দ শুনতে পাচ্ছে গাখনাশ। গলার আওয়াজ ভেসে আসছে উপরে। বোঝাই যাচ্ছে, ভাবল গাখনাশ, অন্তিম মুহূর্ত এসে গেছে। অন্যের হাতে মরার চেয়ে মাখিয়ুসের হাতে মরাই ভাল মনে করল ও, কারণ, তা হলে ওকে মনে রাখার মত কিছু চিহ্ন রেখে যেতে পারবে ও ছোকরার শরীরে। চেয়ারটা উঁচু করে নিজেকে উন্মুক্ত করল ও ক্ষণিকের জন্য। বিদ্যুদ্বেগে এগিয়ে এল মাখিয়ুসের তলোয়ার। একই বেগে সরে গেল গাখনাশ একপাশে, ওর শরীরের দুই ইঞ্চি সামনে দিয়ে চলে গেল তলোয়ারের আগাটা, এইবার লাফিয়ে চলে এল ও প্রতিপক্ষের কাছাকাছি। মাথার উপর খটাস শব্দে ভাঙল চেয়ারের একটা পায়া, মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে এখন রক্তাক্ত মাখিয়ুস। ওর হাত থেকে ছুটে গাখনাশের পায়ের কাছে পড়ল তলোয়ারটা।

চেয়ার ফেলে দিয়ে তলোয়ারটা তুলে নিল গাখনাশ। হাতলটা ধরেই পূর্ণ আত্মবিশ্বাস চলে এল ওর মধ্যে। পাঁই করে ঘুরে প্রস্তুত হয়ে গেল ও দরজায় এসে দাঁড়ানো ফরচুনিও ও তার দুই সঙ্গীকে মোকাবিলা করার জন্য।

সতেরো

লড়াই পেলে আর কিছু চায় না মাখর্তি দো গাখনাশ।

দরজার সামনে তিনজনকে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে দাঁড়ানো দেখে দুনিয়া ভুলে গেল সে। খেয়াল করল ফরচুনিওর সঙ্গে একটা ড্যাগারও আছে।

মুহূর্তে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল গাখনাশ। সামান্য ভাঁজ হয়ে আছে হাঁটু।

কিন্তু অবস্থা বুঝতে সময় নিল ফরচুনিও। বাতিস্তাকে এই অবস্থায় দেখে তাজ্জব হয়ে গেছে সে। ইটালিয়ানে জিজ্ঞেস করল সে, এসবের মানে কী, মাখিয়ুসই বা ওভাবে কুঁকড়ে পড়ে আছে কেন মেঝেতে।

গাখনাশ বুঝে নিয়েছে, ছল করে আর লাভ হবে না, সময় ঘনিয়ে এসেছে তার। স্থির করেছে, লড়াই করে মরবে, আত্মসমর্পণ করবে না কিছুতেই। ব্যাপারটা ধোঁয়াটে না রেখে পরিষ্কার ফ্রেঞ্চে নিজের পরিচয় জানাল সে প্রশ্নের উত্তরে। প্রথমে আঁৎকে উঠল, পরমুহূর্তে দ্বিধা কেটে গেল ফরচুনিওর।

তলোয়ার হাতে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাখনাশের উপর ওরা তিনজন। পরবর্তী কয়েকটা মিনিট ভারী শ্বাসের শব্দ, ব্যথা পেয়ে শাপ-শাপান্ত, এদিক-ওদিক লাফ-ঝাঁপ এবং সর্বোপরি তলোয়ারের ঠোকাঠুকির আওয়াজে ভরে উঠল কামরাটা। নীচের আঙিনা থেকেও টের পাওয়া যাচ্ছে সংঘর্ষের তীব্রতা।

মিনিটের পর মিনিট পেরোচ্ছে, কিন্তু দুর্গরক্ষীরা তিনজন মিলেও একজনকে কাবু করতে পারছে না; যেন একটা নয়, একই সঙ্গে এক ডজন তলোয়ার ঘোরাচ্ছে দুর্ধর্ষ লোকটা; মুহূর্তের জন্য দাঁড়াচ্ছে না কোথাও।

আরও লোক উঠে আসবে এখুনি, বুঝতে পারছে গাখনাশ, একজায়গায় দাঁড়িয়ে এতজনকে সামাল দেয়া যাবে না; তাই ধীরে ধীরে ভ্যালেরির অ্যান্টিরুমের দিকে সরে যাচ্ছে ও। ওখানে দরজায় দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে দেখছে ভ্যালেরি ওদের প্রচণ্ড মরণপণ সংঘর্ষ, প্রতি মুহূর্তে ভয় পাচ্ছে, এই বুঝি মারা পড়ল ওর একমাত্র বন্ধু।

নিজের অজান্তেই সাহায্য করছে মেয়েটি গাখনাশকে। ওর হাতের মোমদানিতে জ্বলন্ত ছয়টা মোমবাতির আলোই এ-ঘরের একমাত্র আলো। ফলে চোখে আলো পড়ায় তিনরক্ষী ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না গাখনাশকে, কিন্তু ওরা তিনজন কখন কী করতে যাচ্ছে টের পাচ্ছে গাখনাশ পরিষ্কার।

ধীরে ধীরে পিছু হটছে ও। দরজাটা দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সিঁড়ির দরজার দিকে তাকিয়েই টের পাচ্ছে ওটার অবস্থান। অ্যান্টিরুমে পৌঁছানোই ওর উদ্দেশ্য,

কিন্তু রক্ষীরা ভাবছে তাদের আক্রমণের চাপ সহ্য করতে না পেরে পিছিয়ে যাচ্ছে ও। গাখনাশ ভাবছে, এই ঘরে দেয়ালে পিঠ দিয়ে লড়লে মরার আগে বড়জোর একজন কি দুইজনকে ঘায়েল করতে পারবে ও; কিন্তু ভিতরের ঘরে আসবাব-পত্র রয়েছে, সে-সবের আড়াল নিতে পারলে খুন হয়ে যাওয়ার আগে যুদ্ধ কাকে বলে দেখিয়ে দিতে পারবে ও এই লোকগুলোকে, যারা বেঁচে থাকবে তারা মনে রাখবে আজকের রাতটা আমরণ।

সিঁড়িতে আরও লোকের পায়ের শব্দ শুনে মুচকি হাসল গাখনাশ। জানত, আসবে আরও কয়েকজন। তাদের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছে ও। দক্ষ তলোয়ারযোদ্ধা হিসাবে নিজের পারদর্শিতা নিয়ে গর্ব আছে ওর। অল্প বয়সে ইটালিতে শিখেছে ও তলোয়ার খেলার সব রকম কৌশল, এমন কোনও চাতুরী নেই যা ওর অজানা। নিজের প্রচণ্ড শক্তি, কষ্টসহিষ্ণুতা ও দীর্ঘ বাহুর সুবিধা সম্পর্কেও ধারণা আছে পরিষ্কার। আজ শারীরিক, মানসিক সমস্ত ক্ষমতা ও দক্ষতা প্রয়োগ করবে ও আত্মরক্ষার কাজে।

গাখনাশকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসতে দেখে ও কী চায় বুঝতে পারল ভ্যালেরি, ওকে জায়গা দেয়ার জন্য চৌকাঠ থেকে পিছিয়ে গেল সে দুই কদম। দুই সেকেন্ডের জন্য আলোটা সরে গেল ক্যাপটেন ফরচুনিওর চোখের সামনে থেকে, এক-পা সামনে বাড়িয়ে বিদ্যুদ্বেগে তলোয়ার চালাল সে গাখনাশের হৃৎপিণ্ড বরাবর। পিছনে হেলে নিজের জীবন বাঁচাল গাখনাশ, এক ইঞ্চির জন্য ওর বুকে গাঁথল না ক্যাপটেনের তলোয়ার। ডানদিকের জন হঠাৎ সঙ্গীদের ছেড়ে দুই কদম এগিয়ে তলোয়ার চালাল ফরচুনিওর অসমাপ্ত কাজটা শেষ করবে বলে। ঝনাৎ করে ঠেকিয়ে দিল গাখনাশ, পরমুহূর্তে কব্জির সামান্য ঝাঁকিতে তলোয়ারের আগা দিয়ে কেটে দিল লোকটার কণ্ঠনালী। কলকল করে বেরিয়ে এল রক্ত, বসে পড়ল লোকটা, তারপর পড়ে গেল কাত হয়ে, গরগরা করার মত আওয়াজ বেরোচ্ছে এখন ওর মুখ দিয়ে।

গাখনাশ তৈরি হওয়ার আগেই আবার তলোয়ার চালাল ফরচুনিও। বাম হাতের তালু দিয়ে থাবড়া মেরে অন্যদিকে ফিরিয়ে দিল গাখনাশ ক্যাপটেনের তলোয়ারের আগা, তারপর বাম দিকের লোকটার তলোয়ার মাঝপথে ঠেকিয়ে দিল নিজের তলোয়ার দিয়ে–সেই সঙ্গে লাফিয়ে সরে গেল পিছন দিকে। অ্যান্টিরুমের চৌকাঠে পৌঁছে গেছে টের পেয়েই দ্রুত আরও দুই কদম পিছাল ও। ঘরের ভিতর এক তলোয়ার সমান গিয়েই পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে গেল গাখনাশ। এতক্ষণে সুবিধামত জায়গায় পৌঁছেছে ও। দরজাটা অপ্রশস্ত, দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অস্ত্র চালাতে গেলে একে অপরের বাধা হয়ে দাঁড়াবে। আর একজন একজন করে এলে গাখনাশের ধারণা সকাল পর্যন্ত চালিয়ে যেতে পারবে ও লড়াই।

সামনে ঝুঁকে হাত লম্বা করে তলোয়ার চালাল গাখনাশ, বিজলির মত ঝিলিক দিয়ে এগোল সেটা। বাম হাতের ছুরি দিয়ে ফলাটা সরিয়ে না দিলে এই আঘাতেই ছিদ্র হয়ে যেত ক্যাপটেনের বুক। গাখনাশের দক্ষতা ও বিদ্যুৎগতি দেখে থমকে গেল ফরচুনিও এক মুহূর্তের জন্য। এই সুযোগে ভ্যালেরিকে ডাকল গাখনাশ।

সিঁড়ি থেকে একজনের পর একজন ঢুকবে এখন গার্ডরুমে, এই সময় মেয়েটির সাহায্য দরকার ওর।

'তোমার হাতের বাতিদানটা নামিয়ে রাখো, মাদামোয়াযেল,' বলল গাখনাশ, 'আমার পেছনের ম্যানটেল শেলফের ওপর। অন্যটাও তুলে নিয়ে রাখো ওই একই জায়গায়।' ছুটে গিয়ে নির্দেশ পালন করল ভ্যালেরি, যেন স্বপ্নের ঘোরে আছে। এবার নতুন নির্দেশ: 'টেবিলটা নড়াতে পারবে, খুকি? চেষ্টা করে দেখো তো, ওটা ঠেলে আমার বামদিকের দেয়ালে সাঁটিয়ে দিতে পার কি না! দরজার যতটা সম্ভব কাছে।'

'চেষ্টা করে দেখছি, মসিয়ো,' প্রায় ফুঁপিয়ে উঠে বলল ভ্যালেরি। প্রাণপণ শক্তিতে ধাক্কা দিল সে, নড়ে উঠল বড়সড় টেবিলটা। অন্য সময়ে যে-কাজটা ওর পক্ষে অসম্ভব ছিল, এই মুহূর্তে সেটা করার শক্তি এসে গেল কী করে যেন। গায়ের জোর খাটাতে গিয়ে ঠোঁট সরে গেল ওর দাঁতের উপর থেকে, চোখ-মুখ কুঁচকে ভারী ওক কাঠের টেবিলটা ঠেলে সরিয়ে আনছে দেয়ালের ধারে। গাখনাশের মতলব আন্দাজ করতে পেরে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে আসার চেষ্টা করতে গেল ফরচুনিও। কিন্তু তৈরি ছিল গাখনাশ, ঝন্ করে আওয়াজ করল ওদের তলোয়ারে ঠোকাঠুকি লাগতেই, পরমুহূর্তে দেখা গেল প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে লাফিয়ে ফিরে গেছে ক্যাপটেন গার্ডরুমে। সামান্য বিরতি দিল দুই পক্ষই। তলোয়ার নিচু করে হাতটাকে একটু বিশ্রাম দিয়ে নিল গাখনাশ এই সুযোগে। দরজার ওপাশ থেকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিল ওকে ক্যাপটেন। নির্দেশটাকে ব্যক্তিগত অপমান হিসাবে নিল গাখনাশ, চিড়িক করে রক্ত উঠে গেল মাথায়।

'আত্মসমর্পণ?' গর্জে উঠল সে। 'ভাড়াটে খুনি কোথাকার! একজন সোলজারকে বলছিস আত্মসমর্পণ করতে? সামনে আয়, দেখি, বাধ্য কর আমাকে; খুন হয়ে যেতে চাইলে আয় এগিয়ে!'

অপমানিত ফরচুনিও কিছু বলল সঙ্গীর কানে কানে; এক কদম এগিয়ে তলোয়ার চালাল সে গাখনাশের উদ্দেশে। আঘাতটা ঠেকিয়ে দিয়ে ও যখন তলোয়ার চালাল, ততক্ষণে ঝপ্ করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে লোকটা; ওর সামনে এখন ক্যাপটেন, সাঁই-সাঁই তলোয়ার চালিয়ে ব্যস্ত রাখছে গাখনাশকে। চাতুরীটা মুহূর্তে বুঝে নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামী কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খুন হয়ে যেত গাখনাশ। ফরচুনিওকে ঠেকাতে গেলে নীচ থেকে ওর বুকে সেঁধিয়ে দেবে লোকটা তলোয়ার, আর লোকটার ব্যবস্থা করতে গেলে গলাটা দুই ফাঁক করে দেবে ক্যাপটেন।

পিছন থেকে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেরি, তার আগেই লাফ দিয়ে সরে গেছে গাখনাশ একপাশে। এখানে দেয়ালের আড়াল থাকায় ওর নাগাল পাবে না ফরচুনিও, এই সুযোগে বিদ্যুৎগতিতে তলোয়ার চালিয়ে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিল হাঁটু গেড়ে বসা লোকটার।

আকাশ ফাটানো চিৎকার দিয়ে ঢলে পড়ল লোকটা, মেঝে ভেসে যাচ্ছে রক্তে। দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে ভাবছে ফরচুনিও এখন কী করবে। এগোতে

সাহস পাচ্ছে না, কারণ আড়ালে থাকায় গাখনাশের তলোয়ারটা দেখতে পাচ্ছে না সে—কোন্‌দিক দিয়ে আসবে আঘাত ঠিক নেই।

কিছুক্ষণের জন্য নিরাপদ একটা আশ্রয় পেয়ে জিরিয়ে নিল গাখনাশ। ভালই বেকায়দায় ফেলা গেছে ব্যাটাদের, ভেবে ঝুলে পড়া নকল গোঁফের আড়ালে মুচকি একটু হাসল ও। যতক্ষণ ওদের একজন থাকবে আক্রমণভাগে, ততক্ষণ এই চমৎকার আড়াল থেকে নড়ার কোনও দরকার নেই। ওর পিছনেই, টেনে আনা ভারী টেবিলটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভ্যালেরি, সাদা হয়ে গেছে মুখটা, আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দেখছে হাত-পা ছড়িয়ে চৌকাঠে পড়ে থাকা দেহটা; চোখ সরাতে পারছে না মেঝের উপর ক্রমশ ছড়াতে থাকা রক্তের পুকুর থেকে।

'ওদিকে চেয়ো না, খুকি,' নরম গলায় বলল গাখনাশ। 'সাহস হারিয়ো না, যা হয় হবে! এই তো, লক্ষ্মী মেয়ে।'

গা গুলানো রক্তের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিল ভ্যালেরি। সরাসরি তাকাল নির্ভীক লোকটার মুখের দিকে। হাসিমুখে মাঝা ঝাঁকাল মানুষটা এই মারাত্মক বিপদের মধ্যেও।

'টেবিলটা এনেছি, মসিয়ো,' বলল ও, 'কিন্তু দেয়ালের আরও কাছে নিতে পারছি না।'

গাখনাশ বুঝল, পারছে না শক্তি বা সাহস ফুরিয়ে গেছে বলে নয়, ও যেখানটায় টেবিল নিয়ে আসতে বলেছিল, সেখানে নিজেই দাঁড়িয়ে আছে এখন। ইঙ্গিতে মেয়েটাকে পিছিয়ে যেতে বলেই বিদ্যুৎবেগে সরে এল সে দেয়ালের ধার থেকে, তর্জনী ও বুড়ো আঙুল দিয়ে তলোয়ারের 'কিয়' (ক্রসগার্ড) ধরে রেখে দুই হাতের জোর এক ধাক্কায় ভারী টেবিলটা নিয়ে এল ও দরজার অর্ধেক পর্যন্ত। ফরচুনিও মনে করল এ-ই সুযোগ, বেকায়দা মত পাবে বুঝি ওকে, কিন্তু দরজার ফাঁকে তার নাকটা দেখা দিতেই সাঁই করে তলোয়ার চালিয়ে তার একটা গালে লম্বা একটা খাল কেটে দিল গাখনাশ।

'সময় মত না পালালে নাকটাই যেত, মসিয়ো ল্য ক্যাপিত্যান,' বলল গাখনাশ টিটকারির ভঙ্গিতে। 'আর এক ইঞ্চি আগে বাড়লে ফাঁক হয়ে যেত গলাটা।'

পায়ের শব্দ এখন পৌঁছে গেছে সিঁড়ির দরজার কাছাকাছি। বাকি কাজটুকু সেরে ফেলল সে চট করে। আরেক ধাক্কায় টেবিল দিয়ে আটকে দিল খোলা দরজাটা। খানিকটা বিশ্রাম মিলল এবার। গাল-চেরা ক্যাপটেন সহজে এখন কাছে আসবে না ওর, যতক্ষণ না সিঁড়ির লোকগুলো এসে পৌঁছায়। খপ্ করে একটা চেয়ার তুলে নিয়ে টেবিলের নীচে ছুঁড়ে দিল গাখনাশ, যাতে ওদিক থেকে আক্রমণ না আসতে পারে। দুর্গরক্ষীদেরকে ঘটনাটা বুঝিয়ে বলছে ক্যাপটেন, সেই সুযোগে টেবিলের নীচে-উপরে আরও কয়েকটা চেয়ার রেখে ব্যারিকেড শক্ত করল গাখনাশ।

পিছনের দেয়ালে পিঠ দিয়ে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে দেখছে ওকে ভ্যালেরি। উৎকণ্ঠার পাশাপাশি এই মহৎ-হৃদয়, দুঃসাহসী মানুষটা আশ্চর্য এক শ্রদ্ধাবোধ জাগাচ্ছে ওর মনে। এই মহাবিপদে, মৃত্যু অবধারিত জেনেও এমন শান্ত থাকে কী

করে মানুষ? আগামী কয়েক মিনিটের মধ্যেই খুন হয়ে যাবে মানুষটা ওর চোখের সামনে। কল্পনায় স্পষ্ট দেখতে পেল ভ্যালেরি, মসিয়ো গাখনাশের ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত, প্রাণহীন, দীর্ঘ দেহটা লম্বা হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে; মৃত্যুর পরেও আক্রোশের বশে তলোয়ার দিয়ে খোঁচাচ্ছে ওরা অনড় দেহটাকে। খোলা চোখের স্থির দৃষ্টি চেয়ে রয়েছে সিলিঙের দিকে, যে চোখ থেকে আর কোনদিন স্বর্গীয় আশীর্বাদের মত স্নেহ ঝরবে না তার ওপর।

কেন মরতে হচ্ছে মানুষটাকে? কারণ, ওর মত নগণ্য একটা সাধারণ মেয়ে বিধবার নির্দেশ মত বিয়ে করতে রাজি হয়নি তাঁর ছেলেকে। এই মানুষটা চেয়েছিল তার পাশে দাঁড়াতে, তাকে রক্ষা করতে।

নিজের অজান্তেই কখন ফোঁপাতে শুরু করেছে, জানে না ভ্যালেরি। কিছুতেই সামলে রাখতে পারছে না চোখের পানি।

হঠাৎ কানে এল মসিয়ো গাখনাশের ধীর, গমগমে গলা, 'শান্ত হও, মাদামোয়াযেল; এখনও হেরে যাইনি আমরা।'

ভ্যালেরির মনে হলো, এই বলে ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছে মানুষটা; সত্যিই যে গাখনাশের সমস্ত মনোযোগ এখন একত্রীভূত এই মুহূর্তের কর্তব্যের প্রতি, একজন সত্যিকার যোদ্ধার মত সে যে সারাক্ষণ বর্তমানে বাস করে, কী হবে ভবিষ্যতে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিয়মান হয় না; সেসব ভ্যালেরির জানার কথা নয়। নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করল ও। সাহসে বুক বাঁধতে হবে ওকে, নিজের কাছে নিজেকে এমন একজন মানুষের স্নেহ ও বন্ধুত্ব পাওয়ার যোগ্য প্রমাণ করার জন্য হলেও।

ব্যারিকেডের এপার থেকে বোঝার চেষ্টা করছে গাখনাশ, কী চলছে ওপারে। চোখের সামনে দেখতে পেল, ক্যাপটেনের দুই পাশে দুজন করে লোক দাঁড়িয়ে শেষ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ওদের পিছনে ঘন ছায়ায় একটা মহিলার আকৃতি দেখা গেল আবছা ভাবে, তার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল মোটা, বেঁটে এক লোক।

মহিলা কয়েক পা এগিয়ে আসতে স্পষ্ট চিনতে পারল গাখনাশ বিধবা মাহ্‌খিসকে। তাঁর পাশের জন মসিয়ো দো ত্রেসোঁ। মুহূর্তে সেনিশালের ভূমিকা ও আনুগত্য সম্পর্কে ওর মনে যে সামান্য দ্বিধা ছিল, সেটা দূর হয়ে গেল। তাঁর প্রতিটি কাজের মানে এখন বুঝতে পারছে ও পরিষ্কার।

হঠাৎ তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠে মাখিয়ুসের দিকে ছুটে গেলেন মাহ্‌খিস। অজ্ঞান অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে সে এখনও। ত্রেসোঁও গিয়ে দাঁড়ালেন ওর পাশে। দু'জন মিলে ওকে তুলে গার্ডের চেয়ারে বসালেন। জ্ঞান ফিরে আসছে মাখিয়ুসের, এক হাতে ডলছে ভুরুর উপর উঁচু হয়ে থাকা কপাল। আরও জোরে মারেনি বলে দুঃখ হলো গাখনাশের। ফরচুনিওকে এগিয়ে আসতে দেখে ওর দিকে ফিরলেন বিধবা। ওর কথা শুনে ঠিক যেন ধক্ করে জ্বলে উঠল তাঁর কালো চোখ।

'গাখনাশ?' শোনা গেল পরিষ্কার। ছেলেকে তুলে কয়েক পা এগিয়ে এলেন মাহ্‌খিস, দরজা দিয়ে ব্যারিকেডের ওপারে দেখতে পেলেন তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভ্যালেরির গার্ড বাতিস্তা। ভুরু কুঁচকে, জ্বলন্ত চোখে দেখলেন তিনি

গাখনাশকে, তারপর ক্যাপটেনের উদ্দেশে বললেন, 'বোকা মাখিয়ুসের কথাতেই ওকে মেয়েটার পাহারায় রাখা হয়েছিল!'

মেঝেতে পড়ে থাকা দেহদুটো দেখলেন তিনি, তারপর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে হুকুম দিলেন দুর্গরক্ষীদের, 'সরাও ব্যারিকেড! জ্যান্ত ধরে আনো কুত্তাটাকে!' কিন্তু ওরা সামনে এগোনোর আগেই গমগমে গলায় কথা বলে উঠল গাখনাশ:

'ওরা শুরু করার আগে আপনার সঙ্গে দুটো কথা বলব, মসিয়ো দো ত্রেসোঁ।'

গাখনাশের গলায় আদেশের সুর শুনে থমকে দাঁড়াল রক্ষীরা, মাহ্‌খিস কী বলেন শোনার জন্য তাকাল তাঁর দিকে। মুখের রং বদলে গেছে ত্রেসোঁর, যদিও জানেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই গাখনাশ লোকটাকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই, তারপরেও অস্বস্তির সঙ্গে দাড়িতে কয়েকটা টান দিয়ে ফিরলেন মাহ্‌খিসের দিকে। বিরক্ত দৃষ্টিতে বোকা লোকটাকে দেখলেন মাদাম, তারপর আঙুল তুললেন গাখনাশের দিকে, হুকুম দিলেন রক্ষীদের, 'ধরে আনো ওকে!'

কিন্তু গাখনাশের কথায় আবার থামতে হলো ওদের।

'মসিয়ো দো ত্রেসোঁ,' ধমকে উঠল গাখনাশ, 'আপনার আয়ু শেষ হয়ে এসেছে, এখন আমার কথা না শুনলে মরার সময় আক্ষেপ করতে হবে আপনার।'

ভয় পেলেন সেনিশাল। এবার আর পরামর্শের জন্য মাদামের দিকে ফিরলেন না। এক পা এগিয়ে বললেন, 'তোমার কী কথা শুনব, তোমাকে আমি চিনি না।'

'খুব ভাল করেই চেনেন। আমার নাম মাখর্তি মাখি রিগোবেয়া দো গাখনাশ, হার ম্যাজেস্টির পাঠানো প্রতিনিধি। কোন্দিয়াকের শ্যাতোয় মাদামোয়াযেল দো লা ভোত্রাইকে আটকে রেখে—'

মেঝেতে পা ঠুকলেন মাহ্‌খিস। কড়া গলায় বললেন, 'ধরে আনো ওকে! ধরে আনো!'

'আমার কথাটা আগে শুনে নিন, মসিয়ো ল্য সেনিশাল, নইলে কিন্তু নিজের সর্বনাশ ঠেকাতে পারবেন না!'

হুমকিতে কাজ হলো, ঘাবড়ে গিয়ে দুর্গরক্ষীদের ছাড়িয়ে সামনে চলে এলেন ত্রেসোঁ। 'এক মিনিট, মাহ্‌খিস, লোকটা কী বলে শোনা দরকার।' আরও একপা এগিয়ে জানতে চাইলেন, 'কী বলার আছে আমাকে আপনার?' গলায় একটা উদ্ধত, ডোন্ট কেয়ার ভাব ফোটাবার চেষ্টা করলেন তিনি, কিন্তু ফুটল না সেটা।

'আমার ভ্যালেকে নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে? ও জানে আমি কোথায় আছি। আমি যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এখান থেকে ফিরে না যাই, তা হলে আগে থেকে লিখে রাখা আমার একটা চিঠি নিয়ে ছুটবে সে প্যারিসের পথে। ওই চিঠিতে কোন্দিয়াকের এই মহিলার জঘন্য কার্যকলাপের সঙ্গে আপনি কতটা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত, তা আমি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেছি। রানিকে আমি জানিয়েছি আমাকে কোনও সাহায্য করেননি আপনি, বরং তাঁর আদেশ অমান্য করে আমার কাজে বাধার পর বাধা সৃষ্টি করেছেন এই মহিলার পাল্লায় পড়ে। খুব সহজেই প্রমাণ হয়ে যাবে, আপনার প্রতারণা ও রাজদ্রোহিতার কারণে মৃত্যু হয়েছে এখানে আমার। তা-ই যদি হয়, দুনিয়ার কারও সাধ্য নেই আপনাকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচায়।'

'ওর কথা শুনবেন না, মসিয়ো,' ত্রেসোঁকে ভয়ে কুঁকড়ে যেতে দেখে বললেন মাদাম, 'বানিয়ে বানিয়ে বলছে এসব।'

'আমার কথার গুরুত্ব দেয়া বা না দেয়া আপনার ইচ্ছা,' সরাসরি ত্রেসোঁর দিকে চেয়ে বলল গাখনাশ। 'সাবধান করা হয়েছে আপনাকে। আজ এখানে আপনাকে দেখব, এটা আমি আশা করিনি। দেখে বুঝলাম, আমার সন্দেহ অমূলক নয়। যদি এখানে মারা পড়ি আজ, আপনাকে দেখার পর বিবেকের দংশন নিয়ে মরব না আমি; নইলে একটা খটকা আমার থেকেই যেত–রানির কাছে নির্দোষ কোনও লোকের নামে লাগিয়ে গেলাম কি না, তা-ই নিয়ে।'

'মাদাম–' বিধবার দিকে ফিরে শুরু করেছিলেন সেনিশাল, কিন্তু তাঁকে আর এগোতে দিলেন না তিনি।

'মসিয়ো,' বললেন তিনি ধমকের সুরে, 'ওকে ধরার পর ওর সঙ্গে দর কষাকষির প্রচুর সুযোগ পাবেন। ওকে আমরা জ্যান্ত ধরছি। যাও, ঢোকো ভেতরে!' রক্ষীদের আদেশ দিলেন তিনি, 'জ্যান্ত ধরে আনো বদমাশটাকে!'

ভ্যালেরির দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসল গাখনাশ।

'শুনলে তো, খুকি!' বলল সে, 'এরা আমাকে জ্যান্ত ধরতে চায়। কাজেই আমার কথা ভেবে ভয় পেয়ো না। সোজা হয়ে দাঁড়াও দেখি। তৈরি থাকো, তোমার সাহায্য দরকার হতে পারে আমার।'

থরথর করে কাঁপছে ভ্যালেরি, নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করল। 'আমি তৈরি থাকব, মসিয়ো।'

গাখনাশ দেখল, মনের জোর খাটিয়ে নিজেকে যে-কোনও বিপদ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করছে মেয়েটি। ওর অবিচল, হাসি হাসি মুখের দিকে চেয়ে হাসল। মনে মনে ওর সাহসের প্রশংসা করল গাখনাশ।

শুরু হলো আক্রমণ। প্রথমে এগোল একসঙ্গে দুইজন, নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়িই করল কেবল, গাখনাশের তলোয়ারের সামনে টিকতে না পেরে পিছিয়ে গেল।

এবার মাহ্খিস হুকুম দিলেন একজন একজন করে ঢুকতে। চেষ্টা করে দেখল একজন, ব্যারিকেডের উপর দিয়ে সাঁই সাঁই তলোয়ার চালিয়ে ভাগিয়ে দিল তাকে গাখনাশ।

এবার ফরচুনিও একজনকে সঙ্গে নিয়ে সেই একই বুদ্ধি দ্বিতীয়বার খাটিয়ে দেখতে এল। এই কৌশল করে একজন লোক হারিয়েছে সে, তবে এবার অবস্থা একটু ভিন্ন। এই লোক হাঁটু গেড়ে বসে টেবিলের তলায় রাখা চেয়ারের ফাঁক দিয়ে আক্রমণ চালাল গাখনাশের পা লক্ষ্য করে, একই সঙ্গে টেবিলের উপরে রাখা একটা চেয়ারের হাতল ধরে তলোয়ার চালাল ফরচুনিও শরীরের উপরের অংশ লক্ষ্য করে। চেয়ারটাকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে সে। এই দ্বিমুখী আক্রমণে পিছাতে বাধ্য হলো গাখনাশ, দেখল এখন সুবিধার চেয়ে টেবিলটা অসুবিধাই করছে বেশি। চট্ করে হাঁটু গেড়ে বসে তলের লোকটাকে তলোয়ারের খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করল ও, কিন্তু দেখল, নিজের তৈরি বাধা ওকেই বাধা দিচ্ছে বেশি। সুযোগ বুঝে টেবিলের উপর থেকে চেয়ারটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল ফরচুনিও

গাখনাশের দিকে। একটা পায়া ওর তলোয়ার ধরা ডান বাহুতে লেগে মুহূর্তের জন্য অবশ করে দিল হাতটা। হাত থেকে তলোয়ারটা মেঝের উপর খসে পড়তে দেখে লড়াই শেষ মনে করে ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেরি। কিন্তু পরমুহূর্তে তলোয়ার তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল গাখনাশ, সামান্য একটু অবশ ভাব পরোয়া করল না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য অসাড়তা কেটে গেল। কিন্তু এই কয়েক সেকেন্ড সময় কাজে লাগাল ফরচুনিও। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে টেবিলটা দরজার সামনে থেকে। ওকে বাধা দিতে পারছে না গাখনাশ নীচের লোকটার জন্য, সমানে তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে চলেছে সে ওকে লক্ষ্য করে।

'একটা গায়ে দেয়ার ভারী চাদর, মাদামোয়াযেল!' চেঁচিয়ে উঠল গাখনাশ, 'তোমার একটা চাদর এনে দাও তো আমাকে, লক্ষ্মী মেয়ে!'

আতঙ্ক চেপে রেখে এক দৌড়ে শোবার ঘরে চলে গেল ভ্যালেরি, খাটের পাশে রাখা চেয়ারের উপর থেকে ছোঁ মেরে একটা চাদর তুলে নিয়ে এল। বাম বাহুতে দুই প্যাঁচ দিল গাখনাশ ওটা, বাকি অংশ ঝুলছে হাতের দু'পাশে। এবার আবার এগোল ও। ওকে এগোতে দেখেই টেবিলের নীচের ভদ্রলোক আবার খোঁচা দেয়ার ভঙ্গি করল। সঙ্গে সঙ্গে বাম হাতের ঝাপটায় চাদরের ঝুলন্ত অংশ দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল ও লোকটার তলোয়ার। এবার সেঁটে গেল ও টেবিলের কিনারায়, ওর লম্বা হাতে ধরা তলোয়ারের বিদ্যুৎগতি ভড়কে দিল ফরচুনিওকে, লাফিয়ে সরে গেল সে দূরে। এক ধাক্কায় টেবিলটা আবার সাঁটিয়ে দিল গাখনাশ দরজার চৌকাঠের সঙ্গে। নীচের লোকটা ইতিমধ্যে চাদরের ভাঁজ থেকে তলোয়ার বের করে আবার সেটা ব্যবহারের জোগাড় করেছে। সেটাই তার কাল হলো। আবার চাদরে জড়াল ওটাকে গাখনাশ, তারপর সামনে থেকে চেয়ারটাকে লাথি মেরে সরিয়ে সামান্য নিচু হয়ে অন্ধের মত চালাল তলোয়ার। ওটা যে জায়গা মত পৌঁছেছে, অনুভবেই টের পেল ও, নরম মাংসে প্রবেশ করেছে ওর তীক্ষ্ণধার তলোয়ার; আর্ত চিৎকার ও কলকল আওয়াজ শুনে মনে হলো, নীচ থেকে আর বিরক্ত করবে না কেউ তাকে।

কিন্তু স্বস্তি পাওয়ার উপায় নেই, চেঁচিয়ে সাবধান করছে ভ্যালেরি ওকে। চমকে সামনে তাকাল গাখনাশ। কয়েকজন মিলে ঠেলে টেবিলটা নিয়ে এসেছে ওর গায়ের কাছে। সরে যাওয়ার সময় পেল না ও, বাম কাঁধে জোর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে গজখানেক পিছিয়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ল।

সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কী হলো বুঝে ওঠার আগেই দেখা গেল টেবিলটা সরিয়ে দিয়ে দলবল সহ ঘরে ঢুকছে ফরচুনিও।

সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল গাখনাশের উপর। বিজয়ের উল্লাসে চিৎকার করছে ওরা, বিদ্রূপ করছে ওকে। মুহূর্তে আত্মরক্ষার ভঙ্গি নিল ও, পিছিয়ে ঘরের কোণে ওক কাঠের প্যানেলে পিঠ ঠেকাল। এখানে অন্তত পিছন থেকে আক্রমণের ভয় নেই। তিনটে তলোয়ারের সঙ্গে লড়ছে ও একা। কাটা গাল নিয়ে ফরচুনিও মাহ্‌খিসের সঙ্গে দাঁড়িয়ে রয়েছে দরজার কাছে, দেখছে কীভাবে পতন হয় দুর্ধর্ষ লোকটার। ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছেন লর্ড ত্রেসোঁ।

এবার আর রক্ষা নেই, ভাবল গাখনাশ। এক্ষুনি হোক, বা একটু পরে, মারা

তাকে পড়তেই হবে। এই অবস্থাতেও ওর প্রথম চিন্তা হলো ভ্যালেরি। ওকে তো এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখতে দেয়া যায় না।

'তোমার শোবার ঘরে চলে যাও তো, খুকি!' বলল ও। 'দরজা লাগিয়ে দাও ভেতর থেকে।'

ওর কথা মতই কাজ করল ভ্যালেরি, তবে অর্ধেকটা। বেডরুমের দরজা পর্যন্ত গেল সে ঠিকই, কিন্তু ওখানে দাঁড়িয়ে দেখছে গাখনাশের প্রাণপণ লড়াই।

হঠাৎ ওর মনে হলো, হয়তো ওর ঘরে এলে সুবিধে পাবে গাখনাশ। ঠিক যেমন গার্ডরুম থেকে ওর অ্যান্টিরুমে এসে পেয়েছিল। চেঁচিয়ে উঠল সে:

'আপনিও ভেতরে চলে আসুন, মসিয়ো গাখনাশ। ভেতরে!'

মাহখিস তাকালেন ওর দিকে। ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। তিনি জানেন, দেয়াল থেকে পিঠ সরালেই শেষ হয়ে যাবে গাখনাশ। ওর মৃত্যু এখন সময়ের ব্যাপার।

গাখনাশ অবশ্য এক্ষুনি মরার কথা ভাবছে না। হাতে জড়ানো চাদরটা দারুণ কাজ দিচ্ছে এ-মুহূর্তে। বাম হাতের ঝাঁকিতে ঝুলন্ত চাদর দিয়ে অন্ধ করে দিল ও সামনের শত্রুকে, পরমুহূর্তে ওর পাকস্থলী লক্ষ্য করে চালাল তলোয়ার। ঠিক তারপরেই চাদরটা জড়িয়ে ধরল সুযোগ বুঝে এগিয়ে আসা আরেকজনের তলোয়ার। পরমুহূর্তে নিজেরটা সেঁধিয়ে দিল তার বুকে।

অভিশম্পাত দিলেন মাদাম, গালি দিল ফরচুনিও; হাঁ হয়ে গেছেন সেনিশাল, প্যারিস থেকে আসা লোকটার আশ্চর্য সাহস ও দক্ষতা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছেন তিনি।

আরও লোক এগোচ্ছে তলোয়ার উঁচিয়ে। দেয়াল থেকে সরে মাদামোয়াযেলের দিকে পিঠ দিল এবার গাখনাশ। ভ্যালেরির কথা মত ওর ঘরের দিকে পিছাবে বলে স্থির করেছে। এই প্রথমবারের মত ওর মনে হলো অযথা নরহত্যা করতে হচ্ছে ওকে। আর হয়তো দু'চারজনকে ঘায়েল করতে পারবে ও, তারপর ওর নিজের পালা। হাত দুটো ভারী হয়ে আসছে ক্লান্তিতে, জিভ শুকিয়ে কাঠ, দরদর করে ঘামছে অবিরত। আর বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না ও।

এতক্ষণ কেবল লড়াই নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিল ও; তখনই কেবল পিছাবে, যখন পিছালে কোনও সুবিধাজনক সুযোগ বের করা যায়। এখন শরীরটা যখন অসাড় হয়ে আসছে, পালানোর চিন্তাও এল ওর মনে। ভাবছে, কোনও উপায় কি সত্যিই নেই? উদ্ধার পেতে হলে কোন্দিয়াকের প্রতিটা রক্ষীকে খুন করতেই হবে কেন ওর?

অবশিষ্ট দশ-বারোজন রক্ষীকে ডিঙিয়ে কী করে পিছনের গেটে পৌঁছে দুর্গ থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া যায়, মাথায় এল না ওর।

ভ্যালেরির দিকে পিছন ফিরে লড়াই করছে ও এখন। হঠাৎ ওর চোখ পড়ল উল্টোদিকের দেয়ালে কাঁচের লম্বা জানালার ওপাশে ভাঙাচোরা বাঁকা চাঁদটার উপর। সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্ভাবনা উঁকি দিল ওর মনে। ওই জানালা দিয়ে পালানো যায় না? ওখান থেকে পঞ্চাশ ফুট নীচে দুর্গের পরিখা, ও জানে। জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়লে বাঁচার সম্ভাবনা কমই, কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে শক্তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করলে মৃত্যু অবধারিত। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল গাখনাশ, ওই

জানালা দিয়েই প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করবে।

জানালাটা পেরেক মেরে আটকে দেয়া হয়েছে, জানে ও। ভ্যালেরির মিছেমিছি পালাবার প্রচেষ্টার পরদিন ও-ও সাহায্য করেছে ওটা আটকাবার কাজে। সেজন্যই জানে, ওটা তেমন বড় কোনও বাধা নয়।

সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পরমুহূর্তে ওর রণকৌশল সম্পূর্ণ বদলে গেল। এতক্ষণ ওর চেষ্টা ছিল দীর্ঘ লড়াইয়ের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে রাখা, আত্মরক্ষার জন্য ঠিক যতটুকু যা দরকার তার বেশি কিছু না করা। হঠাৎ করেই ভয়ঙ্কর আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল ওর গতিবিধি। বাম হাত থেকে চাদরের প্যাঁচ খুলে ছুঁড়ে দিল ওটা একজনের মাথার উপর। চাদরের নীচে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় কিছু দেখতে পাচ্ছে না সে আর, এবার লাফিয়ে একপাশে সরে লোকটার গোড়ালির একটু উপরে প্রচণ্ড এক লাথি হাঁকাল ও। মেঝের উপর থেকে পা সরে যেতেই দড়াম করে আছাড় খেল লোকটা, হাত থেকে ছিটকে চলে গেল তলোয়ারটা একদিকে। এবার নিচু হয়ে ঝুঁকে দ্বিতীয় লোকটার প্রতিরক্ষার নীচ দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে তলোয়ার চালিয়ে তার উরুর মাংসে তিন ইঞ্চি গভীর ফাঁক তৈরি করে দিল গাখনাশ। চিৎকার দিয়ে উঠে এক পায়ে লাফিয়ে সরে গেল লোকটা গাখনাশের তলোয়ারের আওতার বাইরে।

চাদরের নীচে ছটফট করছে আছাড় খাওয়া লোকটা, ভেলভেট ভেদ করে ঢুকল গাখনাশের তলোয়ার, পরমুহূর্তে বেরিয়ে এল—অন্যদের জন্য তৈরি। কয়েক সেকেন্ডের জন্য চাদরের নীচে নড়াচড়া বেড়ে গেল, তারপর স্থির হয়ে গেল শরীরটা।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঘেমে নেয়ে উঠেছেন ত্রেসোঁ, সামনের দৃশ্য দেখে আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে তাঁর দু'চোখ। বিধবার মুখ দিয়ে এখন অনর্গল বেরুচ্ছে গার্ডরুমের অশ্লীল গালি-গালাজ। চিৎকার করে আরও লোক ডাকছেন তিনি।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গাখনাশ দেখল এগিয়ে আসছে ফরচুনিও, একহাতে তলোয়ার, অপর হাতে ড্যাগার। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে গাখনাশ, দুঃখ হচ্ছে ওর পুরু চাদরটা হারিয়ে। যা-ই হোক, বড় করে দম নিয়ে প্রস্তুত হলো ও ক্যাপটেনকে ঠেকাবে বলে।

শুরু হলো লড়াই। ঘরময় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ওরা, অস্ত্রের ঝনাৎকার, ফোঁস ফোঁস ঝড়ো নিঃশ্বাসের শব্দ, তলোয়ারের বাতাস কাটার সাঁই-সাঁই, লাফ-ঝাঁপের ফলে জুতোর ধুপধাপ আওয়াজ—শুনে মনে হচ্ছে একসঙ্গে লড়ছে বুঝি দশজন। মেঝের রক্তে পা পিছলাচ্ছে দুজনেরই। আহত বা নিহতের গায়ে পা বেধে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে। টলোমলো পায়ে মায়ের পাশে এসে দাঁড়াল মাখিয়ুস লড়াই দেখবে বলে।

'লোকটা সাক্ষাৎ একটা পিশাচ!' নিচু গলায় বললেন মাহ্‌খিস ছেলেকে। 'আরও লোক ডাকুন, ত্রেসোঁ। আমার ডাক শুনতে পাচ্ছে না হারামজাদারা। ওদেরকে মাস্কেট আনতে বলুন।'

ত্রেসোঁ গেলেন লোক ডাকতে। তুমুল লড়াইয়ের ফাঁকে চোখ তুলে একবার

দেখেই বুঝল গাখনাশ, দ্রুত ফুরিয়ে আসছে সময়।

তলোয়ার-খেলার অনেকরকম কায়দা-কৌশল জানা আছে মাদামের, তিনি পরিষ্কার টের পেলেন, গাখনাশ লোকটাকে যত ক্লান্তই মনে হোক, ওর সামনে ফরচুনিও টিকতে পারবে না বেশিক্ষণ; এখুনি নীচ থেকে সাহায্য না এলে একটু পরেই আর সবার মত লুটাবে ও মেঝেতে।

লড়াইয়ের ফাঁকেই সরতে সরতে জানালার কাছে চলে এসেছে গাখনাশ। ওর কয়েক হাত পিছনেই বন্ধ জানালাটা, ডানদিকে গার্ডরুমে যাওয়ার দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মাহ্‌খিস। সামনে তাকিয়ে দেখল: চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে চেয়ে রয়েছে ভ্যালেরি। ও জানে, কায়মনোবাক্যে ওর মঙ্গল কামনা করছে এখন মেয়েটা।

গাখনাশ জানে, উরুর জখম নিয়ে যে-লোকটা মেঝেতে শুয়ে কাতরাচ্ছে, তার কাছ থেকে সাবধানে দূরে থাকতে হবে ওর, সুযোগ মত কাছে পেলেই তলোয়ার চালাবে সে। কিন্তু ভাবতেও পারেনি, নীচ থেকে সাহায্য আসার আগে আর কোনও দিক থেকে বিপদ হতে পারে। তাই লড়াইয়ের ফাঁকে আবার ডানে চোখ যেতে অবাক হলো গার্ডরুমের দরজায় মাদামকে না দেখে। মাখিয়ুসের পাশ থেকে সরে গেছেন তিনি, দেয়াল ঘেঁষে দ্রুত পায়ে চলে আসছেন তিনি গাখনাশের পিছনে।

গাখনাশ দেখতে না পেলেও ভ্যালেরি ঠিকই দেখেছে মাদামকে, স্পষ্ট বুঝেও নিয়েছে তাঁর উদ্দেশ্য। ফুঁপিয়ে উঠে আপন মনে বলল ও: মাদাম যদি পারে, আমি কেন পারব না?

হঠাৎ মুহূর্তের জন্য ওর উপর থেকে ফরচুনিওর চোখ সরে যেতেই সুযোগ দেখতে পেল গাখনাশ—জানে না ক্যাপটেনের চোখ সরেছে মাদামকে গাখনাশের পিছনে চলে আসতে দেখে। এক পা সামনে এগিয়ে যেই তলোয়ারটা চালাতে যাবে, অনুভব করল ও, নরম দুটো হাত পিছন থেকে জড়িয়ে ধরল ওকে। দুই বাহু সহ ওকে পেঁচিয়ে ধরায় তলোয়ার চালাতে পারছে না গাখনাশ, ওর উত্তপ্ত গালে পড়ছে কোনও নারীর নিঃশ্বাস। কানের পাশ থেকে বলে উঠল একটা বিদ্বেষপূর্ণ কণ্ঠ:

'এইবার, ফরচুনিও! মারো!'

এ-ই তো চায় ক্যাপটেন। তলোয়ারটা গাখনাশের বুকে ঢুকিয়ে দেবে বলে উঁচু করল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ওর মনে হলো সীসার মত ভারী হয়ে গেল হাতটা। মাহ্‌খিসের অনুকরণে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফরচুনিওর ডান হাত জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়েছে ভ্যালেরি।

ভয়ে জ্ঞান উড়ে গেল ক্যাপটেনের। মাহ্‌খিসকে এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে গাখনাশ যদি এখন তলোয়ার চালায়, তা হলে নির্ঘাত মৃত্যু। হাত ছুটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল সে, ধস্তাধস্তি করতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ফরচুনিও। ভ্যালেরিও পড়ল ওর সঙ্গে, কিন্তু হাত ছাড়ল না কিছুতেই। চেঁচিয়ে উঠল, 'ধরে রেখেছি, মসিয়ো!'

গায়ের অবশিষ্ট শক্তি ব্যয় করে বিধবার হাতের বাঁধন ছিন্ন করল গাখনাশ।

তারপর ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল একপাশে। বলল, 'মাখর্তি দো গাখনাশের জীবনে এই প্রথম কোনও সুন্দরী তাকে জড়িয়ে ধরল, মাদাম। কুটিল নারীর আলিঙ্গন যে এতটা জঘন্য লাগে তা আমার জানা ছিল না।'

হাঁপাতে হাঁপাতে একটা ওলটানো চেয়ার তুলে নিল মসিয়ো গাখনাশ, হাত থেকে তলোয়ারটা ছেড়ে দিয়ে দড়াম করে মারল জানালায়। চারদিকে ছিটকে পড়ল ভাঙা কাঁচ। ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগল চোখে-মুখে।

'লক্ষ্মী মেয়ে, আর একটু ধরে রাখো!' ভ্যালেরিকে একথা বলে আবার আক্রমণ করল ও জানালাটাকে। পঞ্চম আঘাতেই গায়েব হয়ে গেল জানালা, এখন কেবল চারকোনা একটা লম্বা ফাঁক দেখা যাচ্ছে, তার চারপাশে কিছু চোখা কাঁচ আটকানো।

সেই মুহূর্তে ভ্যালেরির হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে উঠে দাঁড়াল ফরচুনিও। লাফ দিয়ে এগিয়ে এল সে গাখনাশের দিকে। হাতের মচকানো চেয়ারটা ছুঁড়ে মারল গাখনাশ ক্যাপটেনের দিকে। তার হাঁটুর উপর প্রচণ্ড জোরে আঘাত করে চলে গেল চেয়ারটা মাহ্খিসের পায়ের কাছে, লাফিয়ে উঠলেন তিনি। মাটিতে পড়ে ব্যথায় কয়েক মুহূর্ত গড়াগড়ি দিল ক্যাপটেন। তারপর যখন উঠে বসল, দেখল, যেন পাখনা গজিয়েছে, খোলা জানালা দিয়ে উড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে গাখনাশ।

ঝাঁপ দেয়ার আগেই কানে এল গাখনাশের, 'হায়, হায়! এ কী করলেন, মসিয়ো! ও, খোদা! মারা যাবেন তো!'

ভ্যালেরির আন্তরিক বিলাপ অন্তরে নিয়ে অন্ধকার ভেদ করে ডাইভ দেয়ার ভঙ্গিতে নীচে নেমে যাচ্ছে মসিয়ো গাখনাশ।

আঠারো

মাহ্খিস ও ফরচুনিও একই সঙ্গে পৌঁছল জানালার ধারে, পঞ্চাশ ফুট নীচ থেকে অস্পষ্ট একটা ঝপাস্ শব্দ শুনতে পেল দুজনেই। বাঁকা চাঁদটা ঢাকা পড়েছে ছোট একটা মেঘে, অনেক চেষ্টা করেও নিকষ-কালো অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না ওরা নীচে।

'পরিখায় গিয়ে পড়েছে!' উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন মাহ্খিস।

কথাটা কানে যেতেই বিকৃত হয়ে গেল ভ্যালেরির অপূর্ব সুন্দর মুখটা, এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল সে, শিউরে শিউরে উঠল বেচারা ভাল মানুষটার বীভৎস মৃত্যুর দৃশ্য কল্পনা করে।

চারপাশে পড়ে থাকা লাশ, মেঝেতে পায়ের রক্তাক্ত ছাপ, ভাঙা আসবাব, আর উরু-কাটা লোকটার গোঙানি–কিছুই ওর মনে কোনও দাগ কাটছে না। গাখনাশ মারা গেছে, এই চিন্তাটাই কেবল ঘুরছে মাথায়; মনে হচ্ছে, নিজেরই একটা অংশ যেন মরে গেছে সেই সঙ্গে।

আপন মনে বিলাপ করছে ভ্যালেরি, 'মরে গেছে! ও মরে গেছে! ঠিক মরে

গেছে!'

কথাগুলো কানে যেতেই চট করে ওর দিকে ঘুরলেন মাহ্খিস। মেয়েটার চেহারা দেখে হাঁ হয়ে গেলেন তিনি বিস্ময়ে, ভুরু জোড়া কপালে উঠল। মুহূর্তের জন্য ভুলে গেলেন তিনি আজ রাতের বীভৎস দৃশ্যগুলো। নোংরা সন্দেহে কালো হয়ে গেল তাঁর কুৎসিত মন। এগিয়ে এসে ওর কোলের উপর নেতিয়ে পড়ে থাকা একটা হাত ধরলেন তিনি। মার খেয়েও যতটা কাহিল হয়নি, তার চেয়েও বেশি কাহিল বোধ করছে চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো মাখিয়ুস—মনে হচ্ছে এখুনি ঢলে পড়ে যাবে বুঝি। দুজনেই স্পষ্ট পড়তে পারছে ভ্যালেরির মনের গোপন কথা।

ওর হাতটা জোরে ঝাঁকালেন মাহ্খিস।

'ও কে ছিল তোমার? অ্যাই, মেয়ে! এত যে দুঃখ উথলে উঠছে, তোমার কে ছিল ও?' রাগী কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি।

অর্ধ সচেতন অবস্থায় জবাব দিল ভ্যালেরি, 'সাহসী একজন ভদ্রলোক, আমার জানা পৃথিবীর সবচেয়ে মহৎ মানুষ।'

'ছিঃ!' ওর হাতটা ছেড়ে দিলেন মাদাম। ঘুরে দাঁড়ালেন ফরচুনিওকে কিছু নির্দেশ দেবেন বলে। কিন্তু দেখা গেল কখন যেন বেরিয়ে গেছে সে ঘর থেকে। মেয়েমানুষের কথায় না থেকে সে গেছে পালিয়ে যাওয়া লোকটার পিছনে। মারা গেল কি না নিশ্চিত হতে হবে তাকে।

হাঁপাচ্ছে, পৌঁছে গেছে ক্লান্তির শেষ পর্যায়ে, সারা গায়ের ছোট-বড় নানান জখম থেকে, বিশেষ করে কাটা গালের বীভৎস ক্ষত থেকে রক্ত পড়ে গোটা ইউনিফর্ম জায়গায় জায়গায় লাল হয়ে গেছে—তা সত্ত্বেও ধুপ-ধাপ আওয়াজ করে নামছে সে পাথুরে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ির নীচে একটা জ্বলন্ত মশাল পেয়ে আঙিনায় নামার সময় হাতে তুলে নিল সেটা। দেখা গেল, জনা ছয়েক লোক নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোচ্ছেন মসিয়ো দো ত্রেসোঁ। জামা-কাপড় ঠিক মত পরার সময় পায়নি, কিন্তু সবাই সশস্ত্র। দুজনের হাতে মাস্কেটও দেখা যাচ্ছে। আরও কয়েকজন আসছে গায়ে শার্ট চড়াতে চড়াতে।

রুক্ষ ভাবে লর্ড সেনিশালকে ঠেলা দিয়ে সামনে থেকে সরিয়ে নিজের লোকদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করল ক্যাপটেন। দুজনকে পাঠাল আস্তাবল থেকে কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে আসতে, কারণ, অত উপর থেকে লাফিয়ে পড়েও যদি প্যারিযিয়ান লোকটা বেঁচে যায়, পরিখা থেকে সাঁতরে ডাঙায় উঠে পড়ে; যেমন করে হোক তাড়িয়ে তাকে ধরতে হবে। কোনও অবস্থায় ওকে পালিয়ে যেতে দেয়া যাবে না—শুধু কোন্দিয়াকের জন্যই নয়, ওর নিজের জন্যও। ভীত সেনিশালের একটা প্রশ্নেরও উত্তর না দিয়ে পাঁচ-ছয়জন রক্ষীকে ওর পিছু নিতে বলে ছুটল সে আঙিনার উপর দিয়ে, রান্নাঘরের ভিতর দিয়ে শর্টকাটে পৌঁছে গেল বাইরের প্রাঙ্গণে, তারপর সেখান থেকে ড্রব্রিজের উপর। ব্রিজের মাঝামাঝি গিয়ে চেঁচিয়ে আরও কয়েকটা মশাল জ্বেলে নিয়ে আসার নির্দেশ দিল সে তার লোকদের।

ক্যাপটেনের ব্যস্ততা দেখে সবাই বুঝে নিয়েছে ব্যাপারটা কতখানি জরুরি। ছোটাছুটি পড়ে গেল তাদের মধ্যে। অপেক্ষার সময়টা কাটাল ক্যাপটেন মাথার

উপর মশালটা তুলে ধরে ব্রিজের দু'পাশে পরিখার পানি পরীক্ষা করে।

বাতাস নেই, তবু তেলতেলে পানিতে সামান্য দোলা টের পাওয়া গেল। গাখনাশের পরিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ার পর তিন কি চার মিনিট পেরিয়ে গেছে, এখনও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি পানির আলোড়ন। সামান্য দোলার চেয়ে বেশি কিছু অবশ্য আশা করেনি ক্যাপটেন। উত্তর টাওয়ারের জানালা শ্যাতোর উল্টো দিকে, ওখানেই খুঁজতে হবে পলাতক লোক অথবা তার লাশটাকে।

'জলদি!' ঘাড় ফিরিয়ে কাঁধের উপর দিয়ে হাঁক ছাড়ল সে, 'আমার সঙ্গে এসো সবাই!' তারপর খোলা তলোয়ার হাতে ব্রিজ পেরিয়ে পরিখার কিনারা ধরে ছুটল শ্যাতোর পিছন দিক লক্ষ্য করে। মশাল থেকে আগুনের ফুল্কি বেরুচ্ছে।

গাখনাশ যেখানে পড়েছে, সেই জায়গাটা চেনা গেল পঞ্চাশ ফুট উপরে ভাঙা জানালায় সামান্য আলোর আভা দেখে। পরিখার স্থির কালো পানিতে ঢেউ তো দূরের কথা, সামান্য বুদ্বুদও নেই। একটু পরেই পৌঁছে গেল ওর লোকজন, সবার হাতে একটা করে জ্বলন্ত মশাল। তলোয়ার দিয়ে আশপাশটা দেখাল ফরচুনিও।

'ছড়িয়ে পড়ো!' বলল সে, 'শ্যাতোর চারপাশের ময়দান সার্চ করো! চারজন ঘোড়ায় চড়ে, চারজন পায়ে হেঁটে। বেশি দূরে যেতে পারেনি ও!'

কাকে খুঁজতে হবে জানে না, তবে কোনও মানুষকে খুঁজতে হবে এটুকু বুঝেই ছুটল ওরা, ছড়িয়ে পড়ছে দুর্গের চারপাশে। খোলা ময়দানে লুকাবার কোনও জায়গা নেই।

ফরচুনিও রয়ে গেল এখানেই। মশাল হাতে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে পরিখার তীরের নরম কাদা। নিচু হয়ে দেখতে দেখতে একেবারে বাইরের পশ্চিম কোণ পর্যন্ত চলে এল সে। কেউ পরিখা থেকে উপরে উঠলে প্যাচপেচে কাদায় তার হাত বা পায়ের ছাপ থাকতেই হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোথাও কোনও চিহ্ন চোখে পড়েনি তার।

আবার আগের জায়গায় ফিরে গিয়ে এবার শ্যাতোর পুব কোণ পর্যন্ত গেল সে কাদা পরীক্ষা করতে করতে। ফলাফল একই। সোজা হয়ে দাঁড়াল ফরচুনিও। অস্থিরতা দূর হয়ে গেছে অনেকটা। এবার মাথার উপর মশাল ধরে পানি পরীক্ষা করল। কোথাও গাখনাশের কোনও চিহ্ন না দেখে হতাশই হলো সে।

'তা হলে ডুবেই মরল!' বলে উঠল সে আপন মনে, তলোয়ার ভরে রাখল খাপের ভিতর।

'পেলে ওকে, ফরচুনিও?'

মাহ্খিসের গলার আওয়াজ শোনা গেল। উপরে তাকিয়ে দেখল সে, জানালা দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে রয়েছেন মাহ্খিস, পাশে তাঁর ছেলে।

'হ্যাঁ, মাদাম,' দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল ক্যাপটেন। 'যখন বলবেন তখনই তুলে দেব লাশটা। এখানেই পানির নীচে গেঁথে আছে কাদায়।' আঙুল তুলে পরিখার পানি দেখাল সে।

আর কোনও প্রশ্ন করলেন না মাহ্খিস, মেনে নিয়েছেন ক্যাপটেনের কথা। ভ্যালেরির দিকে ফিরলেন তিনি। এখনও একই ভাবে বসে আছে সে মেঝেতে।

'লোকটা ডুবে মরেছে, ভ্যালেরি,' বললেন তিনি শান্ত গলায়, লক্ষ করছেন ওর মুখটা।

চমকে চাইল ভ্যালেরি। বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর চোখ। মনে হলো নড়ল ঠোঁট দুটো, কিন্তু কোনও আওয়াজ বের হলো না মুখ দিয়ে। তারপর ধুপ করে পড়ে গেল জ্ঞান হারিয়ে।

এমনি সময়ে অনেক কষ্টে উপরে উঠে এলেন ত্রেসোঁ। অসংখ্য প্রশ্ন ঘুরছে তাঁর মাথায়। কী ঘটেছে, কিছুই জানেন না তিনি এখন পর্যন্ত। মেয়েটিকে ওর ঘরে নিতে সাহায্য করার জন্য ডাকলেন তাঁকে মাহ্‌খিস। মাখিয়ুস এখনও দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। দুজন মিলে ভ্যালেরিকে তার খাটে তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন। মাখিয়ুস ও সেনিশালকে ডাকলেন মাহ্‌খিস, 'এবার যাওয়া যাক। এই দৃশ্য, আর রক্তের গন্ধ! গা গুলাচ্ছে আমার!'

একটা মোমদানি হাতে নিয়ে সিঁড়িতে পথ দেখালেন মাদাম বাকি দুজনকে। নামতে নামতেই সেনিশালকে জানালেন তিনি গাখনাশের মৃত্যুসংবাদ। নীচে নেমে হলরুমে চলে এলেন তিনি সবাইকে নিয়ে। গাস্তোঁকে ডেকে সবার জন্য মদ ঢালতে বললেন তিনি। ওয়াইন পরিবেশিত হলে চুপচাপ গ্লাসে চুমুক দিল তিনজনই। সবাই ডুবে আছে যে-যার চিন্তায়।

ত্রেসোঁর মাথায় ঘুরছে গাখনাশের শেষ কথাগুলো। ও বলেছিল, ও যদি মারা পড়ে তা হলে কী ঘটবে তাঁর কপালে। সেই মারাই পড়ল লোকটা মাহ্‌খিসের গোঁয়ার্তুমিতে। ওর বলা কথাগুলো মনে আসতেই ভয়ে রক্ত সরে গেল তাঁর মুখ থেকে।

'মাদাম, আমরা শেষ!' ককিয়ে উঠলেন তিনি।

'ত্রেসোঁ,' বিরক্ত কণ্ঠে বললেন মাহ্‌খিস। 'আপনার বুকের ভেতর একটা মুরগির কলিজাও নেই। সেই থেকে ভয়ে পুত পুত করছেন। শোনেন। ও বলেছে, কোন্দিয়াকে আসার সময় ওর চাকরটাকে রেখে এসেছে কোথাও—বলেনি? কোথায় রেখে এসেছে বলে মনে হয় আপনার?'

'হয়তো গ্রেনোবলেই,' জবাব দিলেন সেনিশাল।

'বের করুন খুঁজে,' বললেন মাদাম শান্ত গলায়। 'যদি গ্রেনোবলে পাওয়া না যায়, আশপাশেই কোথাও আছে। দোফিনির বাইরে তো নিশ্চয়ই নয়। ওকে খুঁজে পাওয়া আপনার জন্যে কোনও ব্যাপারই না, আপনি এখানকার লর্ড সেনিশাল। ইচ্ছে করলে গোটা প্রদেশ আপনি সার্চ করাতে পারেন, সে-ক্ষমতা আপনার আছে। এখানে বসে কান্নাকাটি না করে বের করুন ওকে, তা হলে আর দুর্ভোগের ভয় থাকবে না আপনার। লোকটাকে দেখেছেন আপনি?'

'দেখেছি। চেহারাও মনে আছে। নামটা খুব সম্ভব রাবেক।'

সাহস ফিরে এল লর্ড সেনিশালের। প্রশংসার দৃষ্টিতে চাইলেন তিনি মাহ্‌খিসের দিকে, মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কিছুই আপনার চোখ এড়ায় না! সত্যিই আশ্চর্য মানুষ আপনি! আজ রাতেই খোঁজা শুরু করব আমি। আমার সব লোক এখন মন্তেলিমায়। আজই আমি পাঠাব একজনকে চিঠি দিয়ে, গোটা দোফিনিতে

ছড়িয়ে পড়ে লোকটাকে ধরে আনার হুকুম থাকবে তাতে।'

দরজা খুলে ঘরে ঢুকল ফরচুনিও। ওর রক্তমাখা কাপড় ও গালের ভয়ঙ্কর ক্ষত দেখে শিউরে উঠলেন ত্রেসোঁ। মাহ্‌খিসের চেহারায় সহানুভূতি ফুটল।

'তোমার জখমের কী অবস্থা, ফরচুনিও?'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্যাপটেন। 'ও কিছু না, মাদাম। আরও অনেক রক্ত রয়ে গেছে শরীরে।'

'এসো, এক গ্লাস ওয়াইন পাওনা হয়েছে তোমার।' নিজের হাতে ফরচুনিওকে মদ ঢেলে দিলেন মাহ্‌খিস। 'আর তুমি, মাখিয়ুস? এখন শরীর কেমন?'

'ঠিক হয়ে গেছে,' বলল মাখিয়ুস মুখ ভার করে। আজকের পরাজয় ওকে একেবারে দমিয়ে দিয়েছে, সত্যিকারের পুরুষ মানুষের পাশে নিজেকে শিশু মনে হচ্ছে ওর। আত্মসম্মানে চোট লেগেছে, বুঝতে পারছে আজকের ঘটনায় ওর নিজের ভূমিকা ছিল অতি নগণ্য, গর্ব করার মত কিছু নয়। 'লড়াইয়ে কোনও ভূমিকা রাখতে না পেরে খারাপ লাগছে।'

'দুর্দান্ত ফাইট দিয়েছে ভদ্রলোক, কসম খোদার!' বলল ক্যাপটেন ফরচুনিও। 'এমন মারকুটে লোক জীবনে দেখিনি। সত্যিকার একজন যোদ্ধা বটে ওই মসিয়ো দো গাখনাশ! ডুবে মরাটা ওঁর জন্যে একদম বেমানান লাগছে আমার কাছে, মনে হচ্ছে অসম্মান হলো মানুষটার।'

'তুমি শিওর তো, সত্যিই ডুবে মরেছে?'

কী করে নিশ্চিত হলো ব্যাখ্যা করে বলল ক্যাপটেন। শুনে নিশ্চিন্ত হলো উপস্থিত সবাই। মাহ্‌খিস অবশ্য আগেই বুঝে নিয়েছেন, ওখান থেকে পড়ে কারও বেঁচে যাওয়া সম্ভব নয়। মাখিয়ুসের দিকে চাইলেন তিনি, তারপর ক্যাপটেনের দিকে।

'কী মনে করো,' জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'কালকের কাজটা করতে পারবে? একেক জনের শরীরের যা অবস্থা!'

'আমার কথা বলতে পারি,' হেসে উঠল ফরচুনিও, 'এখনই তৈরি আছি আমি।'

'রাতটা বিশ্রাম পেলে আমিও তৈরি হয়ে যাব,' মুখ কালো করে বলল মাখিয়ুস।

'বেশ, তোমরা তা হলে এবার বিশ্রাম নাও গে যাও,' বললেন মাহ্‌খিস, 'হাতে সময় বেশি নেই।'

'আমিও উঠব, মাদাম,' বলে উঠে দাঁড়ালেন সেনিশাল। মাহ্‌খিসের বাড়ানো হাতের উপর ঝুঁকে চুমো দিলেন। 'সবাইকে গুড নাইট!' মাদামকে আর একবার বাউ করে ঠিক যেন গড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন হলরুম থেকে।

পাঁচ মিনিট পর সেনিশাল বেরিয়ে যেতেই ড্রব্রিজ তুলে ফেলা হলো। নিষ্ফল সার্চ থেকে ফিরে আসা রক্ষীদের ফরচুনিও পাঠাল উত্তর টাওয়ারের গার্ডরুম ও অ্যান্টিচেম্বার সাফ-সুতরো করার জন্য। মৃতদেহগুলো গির্জার চ্যাপেলে নিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়ে বিশ্রাম নিতে চলে গেল। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই

কোন্দিয়াকে নিভে গেল সব বাতি। কেবল আর্সেনিও রইল রাতের ডিউটিতে। দুশ্চিন্তায় ছেয়ে গেছে ওর মনটা—কী হলো ভালমানুষ বাতিস্তার যে খেপে উঠে এত লোক খুন করে নিজেও আত্মহত্যা করল? ও নিজেও তো খুন হয়ে গেছে, হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে ওর পঞ্চাশ পিসটোলের চাকরিটা! আর্সেনিওর বুটের আওয়াজ ছাড়া নিস্তব্ধ হয়ে গেল শ্যাতো।

ঘুমে ঢলে পড়ল কোন্দিয়াক। শান্তি।

গাখনাশের মৃত্যু সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত না হলে ওই রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত না কোন্দিয়াকের কেউ। ভাল করে খুঁটিয়ে দেখে বিচক্ষণতার সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফরচুনিও, তারপরেও, বলতেই হবে, একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে ও। প্যারিযিয়ান লোকটা যে পরিখার কোনও পাড় বেয়ে কাদা মাড়িয়ে উপরে ওঠেনি, এই সিদ্ধান্তে সামান্যতম ভুল নেই। তবে এর ফলে যে সে ধরে নিল পানির নীচে মরে পড়ে আছে লোকটা—এখানেই মস্ত বড় একটা ফাঁক রয়ে গেছে।

এক লাফে চির আনন্দের দেশে, মানে, পরপারে চলে যাওয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল গাখনাশ, কিন্তু ওর কপালে রয়েছে দুঃখ; তাই শূন্যে আড়াই পাক খেয়ে পা নীচের দিকে করে পড়ল গিয়ে পরিখার হিম-শীতল জলে। তলে পৌঁছে হাঁটু পর্যন্ত গেঁথে গেল সে কাদায়, তারপর আটকে গেল অপেক্ষাকৃত শক্ত মাটি থাকায়। এখনও জ্ঞান হারায়নি দেখে একটু অবাকই হলো ও—কেন লাফ দিয়েছে, কোথায় আছে, কীভাবে আছে—টনটনে হুঁশ রয়েছে ওর। দুই পায়ে জোরাল দুটো লাথি ছুঁড়তেই কাদা থেকে বেরিয়ে এল পা, ধীরে ধীরে উঠতে শুরু করল উপরে।

তল থেকে উপরে উঠে আসার পথেই বর্তমান পরিস্থিতিটা আগাগোড়া পর্যালোচনা করে কিংকর্তব্য স্থির করে ফেলল ও। খুব সাবধানে মাথাটা জাগাতে হবে পানির উপর; জানে, জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকবে কেউ না কেউ, বোঝার চেষ্টা করবে কী হলো ওর। ত্রেসোঁকে মাস্কেট সহ লোক ডেকে আনতে পাঠিয়েছেন মাদাম, সেই লোকগুলো যদি এতক্ষণে এসে থাকে, পানি নড়তে দেখলেই গুলি করবে। এতকিছু করার পর একটা বুলেট খেয়ে মারা যেতে ইচ্ছে করল না গাখনাশের।

ধীরে মাথা জাগিয়ে লম্বা করে একটা দম নিল ও, তারপর তীরের দিকে না গিয়ে পানির নীচে হাত নেড়ে একটু একটু করে সরে এল দুর্গের গায়ের কাছে। শ্যাতোর গায়ে সেঁটে থাকলে দেখা যাবে না ওকে উপর থেকে। গ্র্যানিট পাথরের দেয়ালে একটা ফাটল পেয়ে গেল ওর হাত। ওখানে ঝুলে থাকল ও কয়েক মুহূর্ত, তারপর গলার শব্দ পেয়ে তাকাল উপরে। চেয়ার দিয়ে পিটিয়ে-ভাঙা জানালার ফাঁকে আলো দেখতে পেল ও।

ওখান থেকে যখন লাফিয়ে পড়েছিল, তখন ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল গাখনাশ, ঝাঁপ দেয়ার শক্তিটুকুই অবশিষ্ট ছিল কেবল; এখন অবাক হয়ে অনুভব করল, নতুন শক্তি ও উদ্যম ফিরে আসছে ওর ভিতর। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার ক্ষমতাও ফিরে এসেছে শীতল পানির সংস্পর্শে। ভাবছে, পালাবে কী করে?

একটু পরেই লোকজন এসে যাবে এখানে। পাড় বেয়ে উঠে পালাবার প্রাথমিক ইচ্ছেটা দমন করল ও প্রথমেই। চারদিকের খোলা ময়দান পেরিয়ে বেশিদূর যেতে পারবে না ও, ধরা পড়ে যাবে সার্চপার্টির হাতে। কাজেই পরিখার পাড়ে পায়ের ছাপ ফেলা যাবে না। তা হলে? ভাবতে গিয়ে একটা বুদ্ধি খেলল মাথায়। উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পরিখায় পড়লেই যে সমস্যার সমাধান হয়ে যায় না, এটুকু ভাল মতই জানা আছে গাখনাশের। অবস্থা খুবই খারাপ। সহজে হাল ছাড়বে না ওরা। ওদের দিয়ে যদি ভাবানো যায় যে পানির নীচের কাদায় আটকে মারা গেছে গাখনাশ, তা হলে কিছুটা হয়তো আশা আছে ওর।

ফাটল ছেড়ে দিয়ে অতি সাবধানে সাঁতার কেটে চলল ও পুব দিকের কোণ লক্ষ্য করে। ওকে খুঁজতে বাইরে আসতেই হবে লোকগুলোকে। তার মানে, নামাতে হবে ড্রব্রিজ। ওটার তলায় একবার পৌঁছতে পারলে সহজে খুঁজে পাবে না তারা ওকে। দুর্গের কোণ ঘুরে চলল গাখনাশ ড্রব্রিজের দিকে। এতক্ষণ যে মেঘটা ওকে আড়াল দিচ্ছিল সেটা হঠাৎ মত পাল্টে সরে গেল চাঁদের সামনে থেকে। কিন্তু সেই আলোয় দেখতে পেল ও, নামানোই রয়েছে ড্রব্রিজ, এখন কোনও মতে ওটার তলায় পৌঁছতে পারলে হয়।

পানির নীচে আরও দ্রুত হাত-পা চালাল গাখনাশ। ব্রিজের নীচে পৌঁছে বার কয়েক লম্বা করে দম নিল ও। তারপর সাবধানে এগোল দুর্গের দেয়ালের দিকে। ওখানে ঝুলন্ত একটা মোটা শিকল পাওয়া গেল, পানির নীচে নেমে এসেছে বেশ কিছুদূর; আপাতত ওটা ধরেই অপেক্ষায় থাকবে বলে ঠিক করল ও। ওখান থেকেই বোঝা যাবে কোথায় কী ঘটছে।

ড্রব্রিজের নীচের গাঢ় অন্ধকারে শিকল ধরে ঝুলন্ত অবস্থায় অপেক্ষার মুহূর্তগুলোকে অসম্ভব দীর্ঘ বলে মনে হলো গাখনাশের। নিজের অসহায় অবস্থাটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ও—তলোয়ার নেই যে, প্রয়োজনে আত্মরক্ষা করবে; এই অবস্থায় যদি ধরা পড়ে যায়, কিছুই করার থাকবে না ওর; ওদের যেমন খুশি তেমন ভাবে মারবে ওকে। তা ছাড়া ঘর্মাক্ত অবস্থায় যে ঠাণ্ডা পানির সংস্পর্শে সজীবতা ফিরে পেয়েছিল ও একটু আগে, সেই পানিই এখন ওর হাড়-মজ্জা জমিয়ে ফেলার তাল করেছে।

পায়ের শব্দ কানে এল ওর, দৌড়ে আসছে এদিকে; চিৎকার-চেঁচামেচি এগিয়ে আসছে ড্রব্রিজের দিকে। আরও মশাল আনতে বলল ফরচুনিও, তারপর ব্রিজের দু'পাশের পানি পরীক্ষা করল হাতের মশাল মাথার উপর তুলে। একটু পরেই পরিখার কিনার ধরে একাই রওনা হয়ে গেল ক্যাপটেন। তার পিছু নিয়ে আরও কয়েকজন চলে গেল উত্তর টাওয়ারের দিকে।

কিছুক্ষণ পর লোকগুলোকে মশাল হাতে ছড়িয়ে পড়তে দেখল গাখনাশ, পুবের মাঠ-ময়দানে খুঁজছে ওকে। একবার ভাবল, পাড় বেয়ে উঠে উত্তর দিকে ছুট লাগাবে কি না; কিন্তু পরমুহূর্তে বাতিল করল ভাবনাটা। নিজেকে বোঝাল, ধৈর্য ধরতেই হবে এখন, অপেক্ষা করতেই হবে; নিজেকে ভেজা, ভীরু, কম্পমান জল-মূষিক মনে হলেও করার কিছুই নেই। অনন্তকাল অপেক্ষার পর ফিরে এল লোকগুলো, ওর মাথার উপর দিয়ে মার্চ করে পার হয়ে গেল ব্রিজ। ঘোড়াগুলোও

ফিরে এল খানিক পর। তারপর আবার অপেক্ষা। আরও একটা অনন্তকাল পর মাথার উপর ঘোড়ায় টানা কোচের আওয়াজ শুনে বুঝতে পারল, বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন লর্ড সেনিশাল। ধীরে ধীরে দূরে মিলিয়ে গেল ঘোড়ার খুরের শব্দ। তারপর আবার কথাবার্তার আওয়াজ শোনা গেল উপর থেকে।

খোদা! এর কি শেষ নেই? গোটা শরীর অসাড় হয়ে গেছে ওর, মনে হচ্ছে পরিখা পেরিয়ে ওপাশে যাওয়ারও সাধ্য নেই আর। আর তো পারা যায় না! ইচ্ছে করছে, শিকলটা ছেড়ে দিয়ে টুপ করে ডুবে যায় নীচে।

এমনি সময়ে শিকলের কটকট আর কব্জার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ ওর কানে মধু ঢালল। তুলে নেয়া হচ্ছে ড্রব্রিজ। খাড়া হয়ে সেঁটে গেল ব্রিজটা শ্যাতোর দেয়ালের গায়ে। বাঁকা চাঁদের নরম আলো পড়ছে এখন গাখনাশের রক্তশূন্য চেহারায়।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর শিকলটা ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে পরিখা পার হলো ও। তারপর চার হাত-পা ব্যবহার করে উঠে গেল উপরে। হামাগুড়ি দিয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ, ভাবছে, বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে? আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা কি উচিত ছিল?

কোথাও কোনও নড়াচড়ার লক্ষণ না দেখে উঠে পড়ল গাখনাশ। দুর্গ থেকে বেশ অনেকদূর সরে আসার পর দুর্বল, অসাড় শরীর নিয়েই দৌড়াতে শুরু করল ও। যেন স্বপ্নের ভিতর দিয়ে এলোমেলো পা ফেলে দৌড়াচ্ছে এক বেহেড মাতাল।

উনিশ

রাত পৌনে এগারোটার দিকে কোন্দিয়াক থেকে দৌড় শুরু করেছে মসিয়ো গাখনাশ। মাইল খানেক উত্তরে সরে আসার পর কিছুটা ধীর করল গতি। কিছুক্ষণের মধ্যেই দম ফিরে পেল ও, এবার ছন্দবদ্ধ একটা গতি ধরে রাখার চেষ্টা করল। দৌড়ের ফলে শীতে জমে যাওয়ার ভাবটা বেশ অনেকটা দূর হয়ে গেছে। তবে আজ রাতের প্রাণপণ লড়াই সত্যিই ওর প্রায় সমস্ত শক্তি শুষে নিয়েছে। গন্তব্যে পৌঁছাতে চাইলে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে রাখতে হবে।

ওর গন্তব্যস্থল হচ্ছে কোন্দিয়াক থেকে বারো মাইল উত্তরের ভোয়াহোঁ। ওখানে ব্যু পাওঁ সরাইখানায় ওর ভ্যালে রাবেকের থাকার কথা। আজ বাকি রাতটুকু ওখানে বিশ্রাম নিয়ে কাল খুব ভোরে রাবেককে নিয়ে ও যাবে লা হোশেথে মাখিয়ুসের পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়ার জন্য। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে চলেছে গাখনাশ, চলার উপর রয়েছে বলে ভেজা কাপড় পরা থাকলেও ঠাণ্ডা লাগছে না ওর।

ভ্যালেরিকে বলা মাখিয়ুসের কথাগুলোর মর্ম বুঝতে অসুবিধে হয়নি ওর। কাল সকালে কী করতে কোথায় রওনা হবে মাখিয়ুস জানে ও। এ-ও জানে সময়ের অভাবে ছোকরাকে যথেষ্ট পরিমাণে আহত করা সম্ভব হয়নি ওর পক্ষে।

আর একটা ঘা দিয়ে আসতে পারলে হয়তো ওর স্যাভোয়া-যাত্রা ঠেকিয়ে দেয়া যেত।

হাঁটছে, আর ভাবছে গাখনাশ। এই যে অলৌকিক ভাবে বেঁচে গিয়ে এখনও ফ্লোরিমঁর হত্যা-পরিকল্পনা কী করে ঠেকানো যায় তা ভাবতে পারছে, এজন্য নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে পারত ও, কিন্তু পারছে না কেবল ওর ওই বিশ্রী মেজাজের কারণে। উত্তর টাওয়ারে আজ নিজেকে সামলে রাখতে পারলে মাদামোয়াযেলকে নিয়ে লা হোশেথের পথে থাকত ও—শুকনো কাপড়ে। চিড়িক দিয়ে মাথায় রক্ত উঠে যাওয়ায় আবারও তীরে এনে তরী ডুবিয়েছে ও। তবে নিজের অপরিণামদর্শী রাগের জন্য এই একটি বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেকে তেমন দোষ দিতে পারছে না গাখনাশ। যখনই মদ্যপ মাখিয়ুসের চেহারাটা মনে পড়ছে, কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছে সরল মেয়েটিকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে ছোকরা, তখনই রাগ অনুভব করছে। প্রসঙ্গত যেই মনে পড়ল মেয়েটিকে ও সেই মাখিয়ুস ও তার ডাইনী মায়ের হাতেই রেখে আসতে বাধ্য হয়েছে, না জানি কী ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে ওর, অমনি থেমে দাঁড়াল ও রাস্তার উপর। এখনই আবার ফিরতি পথ ধরতে ইচ্ছে করছে ওর। এক হাত মুঠো করে ঘুসি মারল ও আরেক হাতের তালুতে। সজোরে গোটা তিন-চার গালি দিল নিজেকে। পরমুহূর্তে বুঝতে পারল: অযথা ভয় পাচ্ছে ও। মেয়েটির কোনও ক্ষতি করলে চিরতরে হারাবে ওরা লা ভোভ্রাইয়ের সম্পত্তি। পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে ব্যাপারটা। ওই সম্পত্তি দখল করার লোভই ওদেরকে অন্যায় পথ ধরিয়েছে, এমন কিছু ওরা কিছুতেই করবে না যাতে হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে যায় সেটা। কাজেই সেদিক থেকে চিন্তা নেই।

আবার চলতে শুরু করল গাখনাশ। একটু আগে বোকার মত ভয় পাচ্ছিল বলে হাসল মনে মনে। আসলে মাখিয়ুসের গায়ে হাত দিয়ে বসাটা আরও বেশি বোকামি হয়েছিল। আরে! হঠাৎ ওর মনে হলো, খোদা! জাদু করা হয়েছে নাকি আমাকে? আমি কেন নিজেকে জড়াচ্ছি এসবের সঙ্গে? আমি কেন ভয় পাচ্ছি, রেগে যাচ্ছি? কে কোন্ মেয়েকে জড়িয়ে ধরে জোর করে চুমো খেল, তাতে আমার কী? আবার থেমে দাঁড়াল গাখনাশ পথের মাঝখানে। ভাবছে।

দশ-বারোটা চিন্তা খেলা করছে এই মুহূর্তে ওর মাথায়, প্রতিটা চিন্তা ভ্যালেরিকে নিয়ে। ওর কথা, ওর হাসি, ওর চলা, ওর চাহনি, ওর প্রশংসা, ওর নির্ভরতা, বিশ্বাস, আস্থা, সাহস, বিপদে সাহায্য! হঠাৎ অন্ধকার, ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হা-হা করে হেসে উঠল গাখনাশ উন্মাদের মত। হঠাৎই বুঝে ফেলেছে ও আসল ব্যাপারটা, তাই নিজের প্রতি এই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ। ওরে, শয়তান!—নিজেকে বকা দিল ও—রাবেকের ওপর এত লম্বা লম্বা লেকচার মারার পর এখন তুমি নিজেই প্রেমে পড়েছ! অ্যাঁ?

পরিষ্কার বুঝতে পারছে গাখনাশ, রানির আদেশে, কিংবা সহকর্মীদের টিটকারির ভয়ে ও এই নোংরা ছদ্মবেশ নিয়ে, দুর্গরক্ষী হিসাবে, বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করে কোন্দিয়াকে যায়নি; গেছে ভ্যালেরির জন্য। কিছু একটা আছে মেয়েটির চোখে, ফুলের মত নিষ্পাপ, সুন্দর মুখে, যা ওর ভিতরটাকে নাড়া দিয়েছে। একই

সঙ্গে বুঝতে পারছে মেয়েটির সঙ্গে ফ্লোরিমঁর কী সম্পর্ক–যার জীবন রক্ষা করার জন্য লা হোশেথের পথে ছুটবে ও কাল ভোরে। কেন করবে কাজটা? ওই ভ্যালেরির জন্যই।

কাঁটার মত কী যেন খচ্-খচ্ বিঁধছে ওর বুকের ভিতর। ছুরির মত কী যেন ফালা ফালা করছে ওর কলজেটা। প্রেম দুঃখ দেয়, শুনেছে গাখনাশ; কিন্তু কতটা দুঃখ লাগে, টের পাচ্ছে এখন।

আবার হাঁটতে শুরু করল গাখনাশ। ও যে কত বড় গর্দভ, টের পাচ্ছে এখন। আরে ব্যাটা, প্রায় চল্লিশটা বছর পার করলি তুই কর্কশ, দুর্ভেদ্য একজন সত্যিকার যোদ্ধা-পুরুষের মত, কোনও মেয়েমানুষের দিকে ফিরেও তাকালি না; আর এখন, এতদিন পর বাচ্চা একটা সরল মেয়ের নিষ্পাপ চোখের মায়া মন্ত্রমুগ্ধ করে দিল তোকে? অ্যাঁ? প্রেমেই পড়ে গেলি?

দুর্বল হয়ে পড়েছে বলে নিজের উপর রাগ হলো ওর; নারীর দ্বারা প্রভাবিত হবে না বলে যে-নীতি নিয়ে চলেছে ও আজীবন, তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে বলে গালি দিল নিজেকে।

যতই নিজেকে বিদ্রূপ করুক আর গালি দিক, ভোয়াহোঁর পথে চলতে চলতে মেয়েটির প্রতি অদ্ভুত একটা মায়া, আশ্চর্য একটা আকর্ষণ অনুভব করল গাখনাশ। মাইলের পর মাইল মেয়েটির ছবি ওকে সঙ্গ দিল। যখন বেশিরভাগ পথ অতিক্রম করা হয়ে গেছে, যখন ভোরেপ্পে পিছনে ফেলে এসেছে; তখন অশুভ একটা কণ্ঠ ফিসফিস করল ওর কানে: তুমি তো সাঙ্ঘাতিক ক্লান্ত, মাখর্তি! সকালে ঘোড়ায় চেপে লা হোশেথে যাওয়া কি তোমার পক্ষে সম্ভব? সাধ্যমত সবই তো করেছ তুমি, এখন অন্তত তিনটে দিন পূর্ণ বিশ্রাম দরকার তোমার। এমনিতেই জ্বরে কাবু হয়ে আছে ফ্লোরিমঁ, বাকি কাজটুকু দিক না সেরে মাখিয়ুস ও ফরচুনিও। একা তুমি কত দিক সামলাবে, বলো? তা ছাড়া, আসলে তো ভ্যালেরি তোমার। ওর জন্যে তুমি যা করেছ, তার হাজার ভাগের এক ভাগ কি করেছে ফ্লোরিমঁ? কীসের দাবি তার ভ্যালেরির ওপর? বছরের পর বছর কাটিয়েছে লোকটা যুদ্ধক্ষেত্রে, একটি বার খোঁজ নেয়নি মেয়েটির; তোমার তো জানা আছে এইসব লোক কীরকম হাল্কা চরিত্রের হয়, কয়টা করে প্রেম করে একেক দেশে গিয়ে!

এত সুন্দর, এত পবিত্র একটা মুক্তোর মালা কি ওই বানরের গলায় মানাবে? সামান্য জ্বর হলেই যে এত কাছে এসেও ছয়-সাত ঘণ্টার রাস্তা বাকি থাকতে এক হপ্তা কাটিয়ে দেয় সরাইখানায়? ওর হাবভাব দেখে তো মনে হয়, দুনিয়ায় ভ্যালেরি বলেই কেউ নেই। ভ্যালেরির সর্বনাশ হয়ে গেলেও ওর কিচ্ছু এসে যায় না।

একের পর এক কুমন্ত্রণা যখন ওকে পাগল করে তুলল, ঠিক তখনই নিজের কান চেপে ধরল মসিয়ো গাখনাশ। ও জানে, ওসব ওর নিজেরই কথা। ঝাঁকি দিয়ে ওকে সতর্ক করে দিল ওর পর্বত-প্রমাণ পৌরুষ, ওর তীক্ষ্ণ আত্মসম্মান বোধ। শিউরে উঠে যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে জেগে উঠল ও। এসব কী ভাবছে ও! বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারেই লোপ পেয়েছে ওর? কীসের ভিত্তিতে ও চিন্তা করছে এসব কথা? ফ্লোরিমঁ বলে কেউ যদি না থাকত, তা হলেই কি ওর মত যুদ্ধ-বিধ্বস্ত

আধবুড়ো এক কাঁচা-পাকা চুলের বদখত লোকের প্রতি কোনও রকম দুর্বলতা সৃষ্টি হত ওই পবিত্র মেয়েটির মনে? বন্ধুত্ব, হ্যাঁ, সেটা সম্ভব–মেয়েটা নিজের মুখেই বলেছে সেকথা। কিন্তু ওর হৃদয় পাওয়ার জন্য চাই সুন্দর, সুপুরুষ কোনও তরতাজা তরুণ। তা-ই না?

এই বয়সে এসে যদি প্রেম ওকে ছুঁয়ে দেয়ও, ওর উচিত সে প্রেমের উপযুক্ত মর্যাদা দেয়া। মেয়েটির সুখের জন্য ও যদি কোনও দাবি না রেখে কিছু করতে পারে, সেটাই হবে ওর ভালবাসার দান। ভ্যালেরির বাগদত্তের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়ে ও ফিরে যাবে প্যারিসে। তারপর মাহখিস দো কোন্দিয়াক ও তাঁর সুদর্শন কুপুত্রের হাত থেকে মিষ্টি মেয়েটিকে উদ্ধার করে জয় করে নিক ফ্লোরিমঁ।

মাথা থেকে সব কুচিন্তা দূর করে সকালে কীভাবে কী করবে সেই প্ল্যান তৈরি করতে করতে হাঁটছে গাথনাশ। ওর জানার উপায় নেই যে, ঠিক এই মুহূর্তে উত্তর টাওয়ারে নিজের সাদা চাদর ঢাকা বিছানার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করছে ভ্যালেরি তার অসমসাহসী, মহৎহৃদয় বন্ধু মসিয়ো দো গাথনাশের বিদেহী আত্মার মঙ্গল কামনা করে। মানুষটা পরিখার কাদায় মরে পড়ে আছে ভাবলেই দরদর করে পানি ঝরছে ওর চোখ থেকে। ওর শুভানুধ্যায়ী নেই, রক্ষাকর্তা নেই; কাজেই এখন ওর ভাগ্যে কী হবে তা নিয়ে আর কোনও চিন্তাও নেই।

আসছে ফ্লোরিমঁ ওকে বিয়ে করতে। কী এসে যায় তাতে? মসিয়ো দো গাথনাশই যখন মারা গেল, কার সঙ্গে ওর বিয়ে হলো তাতে কী এসে যায়? মানুষটা বেঁচে থাকলে কিছু এসে যেত কি না, জানে না ভ্যালেরি।

তিন ঘণ্টা একটানা হেঁটে পৌঁছে গেল গাথনাশ ভোয়াহোঁয়। নীরব রাস্তায় ওর পায়ের আওয়াজ প্রতিধ্বনি তুলছে দু'পাশের বাড়িতে ধাক্কা খেয়ে। ছোট্ট শহরে কোথাও কোনও গার্ড নেই, একটা বাতিও দেখা যাচ্ছে না। তবে ক্ষীণ চাঁদের ম্লান আলোয় ব্যু পাওঁ সরাই চিনে নিতে অসুবিধে হলো না ওর। দরজার উপর একটা পাখনা-মেলা ময়ূরের ছবি দেখে টোকা দিল গাথনাশ। তারপর কেউ খোলে না দেখে লাথি মারল দরজায়।

খানিক বাদে সামান্য ফাঁক হলো দরজা, ক্রুদ্ধ একটা মুখ দেখা দিল, হাতে মোমবাতি। গাথনাশের বিটকেল চেহারা পছন্দ হলো না লোকটার, পাহাড় থেকে আসা কোনও দস্যু মনে করে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, পা বাড়িয়ে আটকাল ও সেটা।

'এখানে রাবেক নামে প্যারিসের এক লোক আছে,' বলল গাথনাশ। 'ডেকে আনো। এক্ষুনি খবর দাও তাকে।'

ওর কণ্ঠে আদেশের সুর টের পেল সরাইখানার মালিক।

গত সাতটা দিন জমিদারী চালে কাটিয়েছে রাবেক ভোয়াহোঁয়, তর্জন-গর্জন ও নবাবি চাল মেরে অনায়াসে সবার সম্মান-শ্রদ্ধা-আনুগত্য অর্জন করে নিয়েছে। এই ফকিরের পোশাক পরা লোকটা এত রাতে এমন চড়া গলায় তাঁকে ডেকে আনতে বলছে, ঘুম থেকে তুললে দি গ্রেট মসিয়ো রাবেকের যে অসুবিধে হবে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই; কাজেই এই লোকটার প্রতিও, কিছুটা সন্দেহ থাকলেও,

অল্প-বিস্তর সমীহের ভাব অনুভব করল সরাই-মালিক।

ভিতরে আসতে বলল সে গাখনাশকে। ওকে স্পষ্ট করেই জানাল, যদিও সে জানে না ঘুম থেকে ডেকে তুললে দি গ্রেট মসিয়ো রাবেক তাকে ক্ষমা করবেন কি না, এই অসময়ে আদৌ মসিয়ো রাবেক কাউকে সাক্ষাৎ দেবেন কি না তা-ও তার জানা নেই–তবু সে চেষ্টা করবে। সবচেয়ে ভাল হয়, আগন্তুক ভদ্রলোক যদি সকাল পর্যন্ত ওই চেয়ারটায় বসে–

এক ধমকে থামিয়ে দিল গাখনাশ লোকটাকে। নিজের নামটা জানিয়ে আদেশ দিল, 'তোমার মসিয়ো রাবেককে গিয়ে বলো নামটা।'

নামটা শুনেই যেভাবে তড়াক করে লাফিয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্যারিসাগত দি গ্রেট মসিয়ো রাবেক, একেবারে হাঁ হয়ে গেল সরাই-মালিক। তারপর ছুটে নীচে নেমে গিয়ে তাঁকে ওই কাকতাড়ুয়ার সঙ্গে যে আচরণ করতে দেখল সে, তাতে তো তার ভিরমি খাওয়ার দশা!

'আপনি ভাল আছেন তো, মসিয়ো?' মনিবকে পেয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে ভক্তির সঙ্গে জিজ্ঞেস করল রাবেক, 'সুস্থ আছেন?'

'না,' মুচকি হাসি ফুটল গাখনাশের ঠোঁটে। 'দেখতেই পাচ্ছ, পঞ্চাশ ফুট উঁচু থেকে লাফিয়ে পানিতে পড়েছি, তারপর একটা পরিখা সাঁতরে পার হয়ে এই ভেজা কাপড়ে হেঁটে এসেছি বারো মাইল। জলদি আমার শোবার ব্যবস্থা করো, শুকনো কাপড় দাও, তার আগে এক গ্লাস মশলাদার ওয়াইন আনো জলদি!'

রাবেক ও সরাই-মালিক দুজনে মিলে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঝটপট সব ব্যবস্থা করে ফেলল। পরিষ্কার, নরম বিছানায় শুয়ে গাখনাশের মনে হলো, সারা শরীরে এমনই ক্লান্তি, একবার ঘুমিয়ে পড়লে শেষবিচারের দিন পর্যন্ত আর জাগতে ইচ্ছে হবে না। তাই সকালে উঠে কী কী করতে হবে নির্দেশ দিয়ে রাখল রাবেককে।

'ভোর হলেই জাগিয়ে দেবে আমাকে, রাবেক,' বলল ও। 'আমাকে ধুয়ে-মুছে, দাড়ি কামিয়ে আগের মত করে দিতে হবে তোমার খুব সকালেই। আমার পোশাক তৈরি রাখবে। আর শোনো, ঘোড়া লাগবে–রেডি! ভুলবে না, খবরদার! আলোটা সরাও। ভোর হলেই, বুঝলে? জরুরি কাজ আছে, কিছুতেই আমাকে ঘুমিয়ে থাকতে দিয়ো না, রাবেক– আর–'

কথা জড়িয়ে গেল গাখনাশের। ঢলে পড়ল গভীর ঘুমে।

বিশ

পরদিন দুপুরের একটু আগে দুজন অশ্বারোহী উঠে এল লা হোশেথের ধারে দাঁড়ানো পাহাড়ের মাথায়। খুব দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে ওরা। উপরে থেমে দাঁড়িয়ে দুই মিনিট বিশ্রাম দিল ঘোড়া দুটোকে। নীচের উপত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছে ছোট্ট শহরের বাড়িঘরগুলো।

দুজনের একজন মসিয়ো দো গাখনাশ, অপরজন তার বিশ্বস্ত ভ্যালে রাবেক।

ছদ্মবেশ ছেড়ে গাখনাশ এখন আবার আগের সেই নিজস্ব চেহারায়। গায়ের-মাথার সমস্ত রং সাবান দিয়ে ডলে তুলে দিয়েছে রাবেক, দাড়ি কামিয়ে দিয়েছে, গোঁফজোড়াও আবার বন-বিড়ালের গোঁফের আকৃতি ফিরে পেয়েছে। সোনার বোতাম লাগানো দামি পোশাক পরে আবার নিজেকে মাখতি বলে মনে হচ্ছে গাখনাশের। ভাল লাগছে ওর।

হালকা করে স্পার ছোঁয়াল ও ঘোড়ার গায়ে, আঁকাবাঁকা পথ ধরে নামতে শুরু করল ওরা শহরের দিকে। আধঘণ্টা পর সংলিয়ে নোয়া সরাইখানার পোর্চে এসে থামল ওদের ঘোড়া। অসলার এগিয়ে এল ঘোড়া নিতে। তাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল গাখনাশ, এখানেই আছেন মাহ্‌খি দো কোন্দিয়াক। জিজ্ঞেস না করলেও চলত, কারণ সরাই-প্রাঙ্গণে জনাকুড়ি রোদে পোড়া শক্তপোক্ত লোককে দেখেই চেনা যাচ্ছে সোলজার বলে। বোঝা যাচ্ছে, এরা মাহ্‌খির ব্যক্তিগত অনুসারী—তার সঙ্গে যারা তিন বছর আগে কোন্দিয়াক থেকে যুদ্ধে গিয়েছিল, তাদেরই অবশিষ্ট অংশ।

অসলারকে ঘোড়াদুটোর যত্ন নেয়ার নির্দেশ দিয়ে রাবেককে কমোন-রুমে গিয়ে খেয়ে নিতে বলল গাখনাশ। তারপর সরাই-মালিকের পিছু নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলল সে মসিয়ো দো কোন্দিয়াকের অ্যাপার্টমেন্টের উদ্দেশে।

সরাই-মালিক হ্যানডেল ঘুরিয়ে দরজা খুলে হাত তুলে ইশারা করল মসিয়ো দো গাখনাশকে ভিতরে যাওয়ার জন্য। ভিতরে ঢোকার আগেই গাখনাশের কানে এল ধস্তাধস্তির আওয়াজ, সেই সঙ্গে পুরুষকণ্ঠের হাসি আর মেয়েলি কণ্ঠের অনুনয়।

'ছাড়ুন, মসিয়ো। ছাড়ুন আমাকে। কে যেন আসছে!'

'কেউ এলে আমার কী? আমি কারও পরোয়া করি?' হাসছে লোকটা এখনও।

ভিতরে ঢুকে পড়ল গাখনাশ। প্রশস্ত একটা কামরা, চমৎকার আসবাব দিয়ে সাজানো। কোন্দিয়াকের মাহ্‌খিকে সবচেয়ে ভাল ঘরটা দিয়ে সম্মান দেখিয়েছে সরাই-মালিক। দেখল, টেবিলে সাজানো খাবার থেকে ধোঁয়া উঠছে, সেই সঙ্গে ছড়াচ্ছে সুগন্ধ; কিন্তু খাবারের দিকে মন নেই গেস্টের, কোমর জড়িয়ে ধরে রেখেছে চাকরানীটার, হাসছে। একনজরেই চিনতে পারল গাখনাশ ফ্লোরিমঁ দো কোন্দিয়াককে। দীর্ঘ ছায়া দেখে একটু চমকে গিয়ে ছেড়ে দিল সে মেয়েটির কোমর, তবে হাসিমুখেই ফিরল গাখনাশের দিকে।

'কোন্ নরকের পিশাচ রে?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল ফ্লোরিমঁ, তার বাদামি চোখ জোড়া দ্রুত একনজর দেখে নিল গাখনাশের আপাদমস্তক। গাখনাশও শান্ত দৃষ্টিতে দেখল মাঝারি উচ্চতার সুদর্শন যুবককে।

পিছন দিকে চাপড় মারার জন্য মাহ্‌খির তোলা হাতটা এড়িয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেল মেয়েটি ঘর ছেড়ে। গাখনাশ ভাবল, তা হলে লা হোশেথে এই জ্বরেই ভুগছে মসিয়ো দ্য মাহ্‌খি, অথচ ওদিকে মাদামোয়াযেল বন্দি হয়ে রয়েছে কোন্দিয়াকে! গত রাতে মনে মনে ঠিক এই চরিত্রই এঁকেছিল ও ভোয়াহোঁর পথে হাঁটতে হাঁটতে: নারী সঙ্গ ও আমোদ-ফূর্তিতে আসক্ত হালকা এক লোক, যার কাছে সম্ভোগটাই জীবন। বাঁকা হয়ে গেল গাখনাশের ঠোঁটজোড়া।

'আমার নাম মাখর্তি মাখি রিগোবেয়া দো গাখনাশ। প্যারিস থেকে হার ম্যাজেস্টি রানি-মার প্রতিনিধি হিসাবে এসেছি এই অঞ্চলে। আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনার সৎ-মার হাতে বন্দি মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে উদ্ধার করার জন্যে।'

ভুরুজোড়া কপালে তুলল সুদর্শন যুবক, অসৌজন্য প্রকাশ পায় এমন একটা হাসি ফুটল ওর মুখে।

'তা-ই যদি হয়, মসিয়ো, আপনি এখানে কীজন্যে?'

'আমি এখানে এইজন্যে যে, আপনি এখানে, মসিয়ো,' কড়া গলায় উত্তর দিল গাখনাশ। 'আপনার নিজেরও সাহায্য দরকার!' নাকের পাটা কাঁপছে ওর, খেয়াল করল রাগ উঠতে শুরু করেছে মাথায়। হাতের মুঠো থেকে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে আত্ম-নিয়ন্ত্রণ।

ওর কঠোর ভাষা ও দুর্বিনীত স্বর লক্ষ করল মাহ্‌খি, সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে আরও মনোযোগ দিয়ে দেখল সে। পছন্দও হলো, আবার অপছন্দও হলো—হাজার হোক সে একজন মাহ্‌খি মানুষ! তবে পরিষ্কার বুঝতে পারল, এই মেজাজি লোকটার সঙ্গে হুঁশ করে কথা না বললে বিপদ হতে পারে। কাজেই, ভদ্রতার সঙ্গে বসার জন্য চেয়ার দেখাল সে গাখনাশকে।

'আমার সঙ্গে খাবেন আপনি, মসিয়ো,' নরম গলায় বলল সে। 'ধরে নিচ্ছি, আমার খোঁজে যখন এখানে এসেছেন, আমাকে কিছু বলার আছে আপনার। খেতে খেতে কথা বলা যাক, কী বলেন? একা খেতে ভাল লাগে না আমার।'

ভদ্রলোক যখন গলা নামিয়েছে, ভাল ব্যবহার করছে; তা ছাড়া সকাল থেকে ঘোড়দৌড় করে খিদেতেও জ্বলছে পেটটা, বিশেষ করে টেবিলে সাজানো সুস্বাদু খাবারের সুগন্ধ যখন পাগল করে তুলতে চাইছে ওকে, হাসিমুখে মাথা ঝোঁকাল গাখনাশ। মনকে বোঝাল, এই ভদ্রলোককে সাহায্য করতে এসেছে ও, এর সঙ্গে ঝগড়া করতে নয়। রাজি হলো গাখনাশ, ধন্যবাদ দিল মাহ্‌খিকে। তারপর টুপি ও চাবুক রেখে বসে পড়ল সামনের চেয়ারে।

আবার একবার ভাল করে দেখল গাখনাশ ফ্লোরিমঁর মুখটা। পছন্দ করার মত অনেক কিছুই পেল ও এবার। চেহারায় সরলতা আছে: হাসিখুশি, ফুর্তিবাজ, সম্ভোগপ্রিয়; তবে মানুষটা সৎ। পিতার মৃত্যুর কারণে পরনে শোকের কালো পোশাক, কিন্তু অত্যন্ত দামি রত্নখচিত।

খেতে খেতে সবকিছু খুলে বলল মসিয়ো দো গাখনাশ। প্যারিস থেকে এসে গ্রেসোঁকে কেমন দেখল, গ্রামের একটা মেয়েকে ধরে এনে ভ্যালেরি বলে চালানোর চেষ্টা, কোন্দিয়াক থেকে উদ্ধার করে নিয়ে আসার পরও কীভাবে গ্রেনোবলে মাদামোয়াযেলকে হারাল, সব। কেন ও ছদ্মবেশ নিয়ে ফিরে গেল কোন্দিয়াকে, সেটা বোঝাতে অবশ্য বেগ পেতে হলো ওকে, তবে চট্ করে সে-প্রসঙ্গ ডিঙিয়ে চলে এল গতরাতের ঘটনায়। সবশেষে সংক্ষেপে জানাল কেন ও এখানে। ঘনিয়ে আসছে বিপদ, কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছে এখানে মাখিয়ুস ও ক্যাপটেন ফরচুনিও। ওদের উদ্দেশ্য ভাল না।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চুপচাপ মন দিয়ে শুনল মাহ্‌খি গাখনাশের প্রতিটি

কথা, চেহারা গম্ভীর। ওর কথা শেষ হতে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'মিলান-এ যে চিঠিটা পেয়েছি রানির, তা থেকে এই ধরনের কিছু আঁচ করে নিয়েছি আমি,' বলল ফ্লোরিমঁ এতই হালকা সুরে যে তাজ্জব হয়ে গেল গাখনাশ। মাদামোয়াযেলের বন্দিদশা ও বিপদের কথা শুনেও চেহারায় সামান্যতম পরিবর্তন বা উত্তেজনা কোটেনি ফ্লোরিমঁর। 'আমাকে বাবার মৃত্যু সম্পর্কে কিছু না জানানোয় টের পেয়ে গেছি আমি আমার সুন্দরী সৎ-মায়ের মনে কী চলছে। তবে, স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আপনার গল্প আমার সমস্ত কল্পনাকে হার মানিয়েছে। এই ব্যাপারে আপনি অত্যন্ত–কী বলব–মারাত্মক সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। রানি আপনাকে যতটা দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন, তার চেয়ে অনেক–অনেক বেশি করেছেন আপনি মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে উদ্ধারের জন্যে।' এই বলে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল ফ্লোরিমঁ, ওর চোখে হাজারো ইঙ্গিত। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল গাখনাশ ওর মুখের দিকে।

'এমন তারল্য, মসিয়ো, এমন একটা বিষয়ে–আমি তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি!' বলল ও শেষ পর্যন্ত।

'কিছু মনে করবেন না, মসিয়ো,' বলে কিছুক্ষণ হেসে নিল ফ্লোরিমঁ। 'এত কষ্ট করার পর আপনি খুবই স্পর্শকাতর হয়ে রয়েছেন; সেজন্যে শুধু এর করুণ দিকটাই দেখতে পাচ্ছেন, মজার দিকটা দেখতে পাচ্ছেন না। মাফ করবেন, আমি কেবল ওই দিকটাই দেখতে পাচ্ছি।'

'মজার দিক দেখতে পাচ্ছেন!' কয়েক সেকেন্ড হাঁ করে চেয়ে রইল গাখনাশ মাহবির হাসি হাসি মুখটার দিকে। পরমুহূর্তে ধাঁ করে রক্ত উঠে গেল ওর মাথায়। দড়াম করে ঘুসি মারল ও টেবিলের উপর, মোটা একটা বোতল কাত হয়ে আছাড় খেল টেবিলে। হুঙ্কার ছাড়ল ও, 'কী বললেন? বাচ্চা মেয়েটার দুরবস্থা দেখে মজা লাগছে আপনার! যে-মেয়েটা আপনাকে দেয়া একটা কথা রক্ষা করতে গিয়ে এত কষ্ট সহ্য করেছে, সে-কষ্টের মজার দিকটাই আপনি দেখতে পাচ্ছেন কেবল?'

মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল ফ্লোরিমঁ। সহজ ভঙ্গিতে বোতলটা সোজা করে রাখল টেবিলের উপর।

'শান্ত হন, মসিয়ো,' বলল সে, একটা হাত তুলল উপরে। 'বুঝতে পারছি, আপনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন আমার কথায়। কিন্তু একটি ব্যাপার আমি একেবারেই বুঝতে পারছি না। আপনি বলছেন, আমাকে কোনও কথা দেয়ার কারণে ভ্যালেরি অনেক কষ্ট করছে। ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন আপনি এই কথায়?'

'ওরা ওকে বন্দি করে রেখেছে, মসিয়ো, কারণ ওরা চায় ও মাখিয়ুসকে বিয়ে করুক,' উত্তর দিল গাখনাশ রাগ সামলে রেখে।

'ভেরি গুড! ওইটুকু আমি বুঝেছি।'

'এটা বুঝতে পারলে, মসিয়ো, বাকিটুকু তো আরও সহজে বোঝার কথা। যেহেতু ও আপনার বাগদত্তা–' বলতে বলতে থেমে গেল গাখনাশ। বুঝতে পেরেছে, যা বলছে আসলে তা পুরোপুরি ঠিক নয়; কারণ ও কথা শেষ করার আগেই ওর বক্তব্য বুঝে নিয়ে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মুখ হাঁ করেছে ফ্লোরিমঁ ঘর ফাটিয়ে হাসবে বলে। পরমুহূর্তে হো-হো হাসিতে ফেটে পড়ল লোকটা।

এই হাসির মানে বুঝতে না পেরে চুপচাপ তার দিকে তাকিয়ে থাকল গাখনাশ। এ-কথায় এত হাসির কী আছে বুঝতে পারছে না। এটা কি বোকার হাসি, নাকি সত্যিই হাসির কিছু আছে এর মধ্যে যা ও বুঝতে পারছে না?

'মসিয়ো, মসিয়ো!' হাসির ফাঁকে কোনও মতে বলল ফ্লোরিমঁ, 'আপনি খুন করে ফেলেছেন আমাকে! থামতে তো পারছি না! দয়া করে চেহারা অমন ভয়ঙ্কর করবেন না। তিন তিনটে বছর আমি দেশের বাইরে, দেখা নেই, সাক্ষাৎ নেই; অথচ এক মেয়ে তার হয়ে দেয়া অন্যের একটা কথাকে শপথ ধরে নিয়ে বসে আছে আমার জন্যে! আহা রে, বেচারি ভ্যালেরি! সত্যিই কি ও এখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে? ও কি এখনও মনে করে আমি ওর বাগদত্ত স্বামী? সেইজন্যে আমার ছোট ভাইটাকে "না" বলে দিচ্ছে? আয়, হায়-হায়! মরে যাব, ঠিক মারা পড়ব আমি!'

সটান উঠে দাঁড়াল গাখনাশ। কান দিয়ে ওর গরম ভাপ ছুটছে। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে ফ্লোরিমঁর দিকে। ওর ভাব-ভঙ্গি দেখে হাসি থামিয়ে একটু স্থির হওয়ার চেষ্টা করল সে।

'মসিয়ো!' বলল গাখনাশ, গলাটা কাঁপছে রাগে, 'আপনার কথায় কি এ-ই বুঝতে হবে, ওই বাগদান বাতিল বলে গণ্য করছেন আপনি এখন, মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে বিয়ে করার কোনও ইচ্ছে নেই আপনার?'

এতক্ষণে ধীরে ধীরে হাসি মুছে গেল, লালচে আভা ফুটতে শুরু করল মাহ্‌খির চেহারায়। উঠে দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল গাখনাশের সামনে। বোঝা গেল, রেগে গেছে সে-ও, চোখে উদ্ধত দৃষ্টি।

'আমি আপনাকে বসতে বলেছিলাম এই ভেবে যে আপনি আমাকে সাহায্য করতে এসেছেন,' বলল ফ্লোরিমঁ। 'কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি আপনি এখানে এসেছেন আমাকে অপমান করতে। আমার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে আমি কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই। আপনি আমার অতিথি, মসিয়ো। আমি আশা করছি, এসব ব্যাপারে প্রশ্ন করে আমাকে বিরক্ত করে তোলার আগেই দয়া করে আপনি বিদায় নেবেন।'

ঠিকই বলেছে ফ্লোরিমঁ, দোষটা গাখনাশেরই। মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইয়ের ব্যাপার নিয়ে ওকালতি বা দেন-দরবার করার অধিকার ওর নেই। এটা অনধিকার চর্চা। ওদের বাগদান বা বিয়ে ওদের দুজনের ব্যাপার। কিন্তু এই মুহূর্তে বিচার-বুদ্ধি হারিয়েছে গাখনাশ। কেউ তার উপর চোখ গরম করবে, সেটা সহ্য করার বান্দা সে নয়।

'মসিয়ো,' বলল ও, 'আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি। ভদ্র ভাষায় আপনি আমাকে অভদ্র বলছেন। আমি ভদ্রলোকের সন্তান শুধু নই, নিজেকেও ভদ্রলোক বলে মনে করি। আপনার ওই কথায় আমি অসন্তুষ্ট ও অপমানিত বোধ করছি।'

'তা-ই বুঝি!' কাঁধ ঝাঁকাল মাহ্‌খি, 'যদি অপমানিত বোধ করে থাকেন, তা হলে–' তার হাসি ও অঙ্গভঙ্গি বাকিটুকু বলে দিল পরিষ্কার।

'হ্যাঁ, তা-ই, মসিয়ো,' জবাব দিল গাখনাশ। 'কিন্তু অসুস্থ লোকের সঙ্গে আমি লড়াই করি না।'

ভুরু কুঁচকে গেল ফ্লোরিমঁর, চোখে বিমূঢ় দৃষ্টি।

'অসুস্থ লোক!' পুনরাবৃত্তি করল সে। 'একটু আগে আপনি ইঙ্গিত করে বলেছেন আমি হালকা চরিত্রের দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক, এখন বলছেন অসুস্থ! আপনি দেখছি পাঁড় মাতালের মত আচরণ করছেন, যার ধারণা সে ছাড়া দুনিয়ার আর সবাই মাতাল হয়ে গেছে।'

সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে গাখনাশ। বলল, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না জ্বরের ঘোরেই এসব আবোল-তাবোল বকছেন–'

গাখনাশকে থামিয়ে দিল ফ্লোরিমঁ, এতক্ষণে আঁচ করতে পেরেছে কিছুটা।

'ভুল বকছেন আপনি, আমার জ্বর হয়নি!'

'কিন্তু তা হলে কোন্দিয়াকে পাঠানো চিঠিতে কী লিখেছেন?'

'কী লিখেছি? আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, জ্বরের কথা আমি লিখিনি।'

'আমি কসম খেয়ে বলছি, আপনি লিখেছেন!'

'তা হলে আপনি বলতে চান, মিছেকথা বলছি আমি?'

হঠাৎ দু'হাত তুলল গাখনাশ। বিস্ময় এসে ওর ক্রোধের জায়গা দখল করে নিয়েছে। বুঝতে পারছে মস্ত ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে কোথাও।

'না, না,' বলল গাখনাশ। 'আমি বুঝতে চাইছি ব্যাপারটা।'

হাসল ফ্লোরিমঁ।

'খুব সম্ভব, চিঠিতে আমি লিখেছি, সামান্য জ্বরের কারণে আটকা পড়েছি এখানে; আমি বলিনি যে রোগীটা আমি নিজেই।'

হাঁ হয়ে গেছে গাখনাশ।

'তা হলে? তা হলে কে?'

'এতক্ষণে পরিষ্কার হতে শুরু করেছে, মসিয়ো। জ্বরে ভুগছে তো আমার স্ত্রী।'

'আপনার–!' চমকে উঠল গাখনাশ, পরের শব্দটা উচ্চারণ করতে পারল না।

'আমার স্ত্রী, মসিয়ো,' বলল মাহ্‌খি আবার। 'যাত্রার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে জ্বরে পড়ে গেছে।'

নীরবতা নামল ঘরে। গাখনাশের চিবুক নিচু হতে হতে বুক ছোঁয় ছোঁয়। ও ভাবছে বেচারি, মিষ্টি, সরল মেয়েটির কথা, এক বুক বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে যে অপেক্ষা করছে কোন্দিয়াকে, ফিরে আসছে তার বাগদত্ত স্বামী। জানে না, ইটালি থেকে একটা বউ নিয়ে ফিরছে সে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে গাখনাশের ভাবান্তর লক্ষ করছিল ফ্লোরিমঁ, এমনি সময় দরজা খুলে ঘরে ঢুকল সরাই-মালিক।

'মসিয়ো ল্য মাহ্‌খি,' বলল সে, 'দুই ভদ্রলোক নীচে অপেক্ষা করছেন; আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাঁদের একজন হচ্ছেন মসিয়ো মাখিয়ুস দো কোন্দিয়াক।'

'মাখিয়ুস?' ভুরু কুঁচকে গেল মাহ্‌খির।

'মাখিয়ুস?' চমকে উঠল গাখনাশ। এত তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেছে খুনিরা! সব চিন্তা দূর করে দিল ও মাথা থেকে। এই মুহূর্তে সামাল দিতে হবে ভিন্ন সমস্যা।

ওর ব্যক্তিগত শোধ তোলার ব্যাপারটাও আছে–সময় উপস্থিত। সাঁই করে ঘুরল ও, কী বলছে বুঝে ওঠার আগেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'নিয়ে আসুন ওদের, মসিয়ো ল্যোত।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল ফ্লোরিমঁ গাখনাশের মুখের দিকে।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' বলল সে টিটকারির সুরে, 'মসিয়ো যখন চাইছেন!'

গাখনাশ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওর দিকে, তারপর আবার ফিরল দরজার দিকে, ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আপনাকে যা বলা হয়েছে, তা-ই করুন, মসিয়ো।'

'বেশ, ডাকছি, মসিয়ো,' বলে দরজা ভিড়িয়ে দিয়ে চলে গেল সরাই মালিক।

'আমার ব্যাপারে আপনার নাক গলানোটা কি সহ্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে না, মসিয়ো?' তিক্ত কণ্ঠে বলল মাহ্‌খি।

'কেন নাক গলাচ্ছি সেটা শুনলেই বুঝতে পারবেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে কি না!' উত্তর দিল গাখনাশ একই সমান তিক্ত কণ্ঠে। 'হাতে আমাদের একদম সময় নেই, মসিয়ো। আগে শুনুন কী করতে এসেছে ওরা এখানে!'

একুশ

সংক্ষেপে, কিন্তু স্পষ্ট ভাষায়, বিধবা ও তাঁর পুত্রের ফ্লোরিমঁকে খুনের পরিকল্পনার ছকটা বুঝিয়ে দিল গাখনাশ। মাহ্‌খির চেহারায় রাগের চিহ্ন দেখে খুশি হলো গাখনাশ, কারণ ওর ভয় ছিল, মাখিয়ুসকে সমর্থন করে বসতে পারে এই লোক ভ্যালেরিকে বিয়ে করার ব্যাপারে।

'কিন্তু এমন একটা নীচ পরিকল্পনার কারণটা কী?' জানতে চাইল সে ভুরু কুঁচকে।

'কারণ বিধবার আকাশছোঁয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কোন্দিয়াক ও ভোভ্রাই–দুটো সম্পত্তিই চাই তাঁর। আপনাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের ছুতোয় খুন করতে পারলে দুটোই এসে যাচ্ছে মা ও ছেলের হাতে। জোর করে হলেও মাদামোয়াযেলকে বাধ্য করা হবে মাখিয়ুসকে বিয়ে করতে।'

'এজন্যে এমন জঘন্য একটা কাজ করবে ওরা, ডুয়েলের ছলে খুন করবে আমাকে? বলুন, মসিয়ো, কথাটা সত্যি?'

'আমি একজন সোলজার। আমার আত্মসম্মান জামিন রেখে বলছি, মসিয়ো, একটা শব্দও বাড়িয়ে বলিনি। এসে গেছে ওরা, এখনই প্রমাণ হয়ে যাবে, সত্যি বলছি না মিথ্যে।'

গাখনাশের নীল চোখের দিকে চেয়ে মাহ্‌খির সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল। 'বদমাইশ!' বলল সে, 'ভ্যালেরির আপত্তি না থাকলে আমি হয়তো মাখিয়ুসের জন্যে তদবির করতাম। কিন্তু এখন–' হাত মুঠো করে ঝাঁকাল ফ্লোরিমঁ।

কীভাবে ওদের মোকাবিলা করতে চায়, দু'-চার কথায় বুঝিয়ে দিল গাখনাশ। মৃদু হাসি ফুটল ফ্লোরিমঁর মুখে।

'ওই যে, পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে,' বলল গাখনাশ। 'আমি একটু আড়ালে থাকছি, আগে ওদের কথাবার্তাগুলো শুনে নিন।'

একটু পরেই খুলে গেল দরজা, পিছনে ক্যাপটেন ফরচুনিওকে নিয়ে বীরদর্পে ঘরে ঢুকল মাখিয়ুস। গতরাতের মারপিটের তেমন কোনও চিহ্ন নেই ওদের কারও চেহারাতেই। শুধু ফরচুনিওর গালে দেখা যাচ্ছে লম্বা একটা খয়েরি রঙের ক্ষতচিহ্ন।

ওরা ঘরে ঢুকে দেখল, খাওয়া শেষ করে নিশ্চিন্তে বসে আছে ফ্লোরিমঁ একটা টেবিলে। ওদের দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে সৌহার্দ্যের হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল সে ছোট ভাইকে। পাকা অভিনেতার মত এই বিচিত্র নাটকে অভিনয় করছে সে নিজের ভূমিকায়, মনে হলো, মজাও পাচ্ছে। মসিয়ো দো গাখনাশের কথার সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে এখনই।

খুব শান্ত ভাবে ধরল মাখিয়ুস বড় ভাইয়ের বাড়িয়ে দেয়া হাত; গাল পেতে নিল বড় ভাইয়ের আদরের চুমো; কিন্তু পাল্টা চুমো দিল না, চাপ দিল না হাতে। ফ্লোরিমঁ ভাব দেখাল যেন লক্ষ করেনি ব্যাপারটা।

'ভাল আছ তো, মাখিয়ুস?' বলে ওর দুই কাঁধে হাত রেখে ওকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখল ফ্লোরিমঁ। 'বাহ্! তুমি দেখছি অনেক বড় হয়ে গেছ, আর তেমনই সুন্দর, সুপুরুষ! আর তোমার মা–তিনিও ভাল আছেন আশা করি?'

'ধন্যবাদ, ফ্লোরিমঁ, ভাল আছে মা,' আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল মাখিয়ুস।

ছোট ভাইয়ের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল মাহখি, তার প্রাণবন্ত মুখের অনাবিল হাসি দেখে মনে হচ্ছে, এতদিন পর ভাইকে পেয়ে খুশিতে আত্মহারা।

'ফ্রান্সে ফিরে আসতে পেরে দারুণ ভাল লাগছে, মাখিয়ুস,' বলল সে। 'এতদিন বিদেশের মাটিতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, মনটা কাঁদতে শুরু করেছিল দেশের জন্যে।'

মাখিয়ুস ভাবছে, কই, জ্বরের তো কোনও লক্ষণ দেখা যায় না! ও আশা করেছিল জ্বরের ঘোরে কোঁ-কোঁ করবে দুর্বল, অসুস্থ ফোরিমঁ; কিন্তু এ তো দেখা যাচ্ছে হাসিখুশি, স্বাস্থ্যবান, শক্ত-পোক্ত, তরতাজা এক যুবক। মনটা দমে গেল ওর, প্রয়োজনে সাহায্য করবে ফরচুনিও, এই ভরসাও ওকে এখন তেমন সাহস যোগাচ্ছে না। তবে, যেমন করে হোক কাজটা করতেই হবে ওর।

'তুমি লিখেছিলে, জ্বরে ভুগছ,' ঠিক প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের কাছাকাছি মন্তব্য করল মাখিয়ুস।

'আরে নাহ্! ও তেমন কিছু নয়,' বাম হাতে চুটকি বাজাল ফ্লোরিমঁ। 'তা তোমার সঙ্গে ইনি কে?' পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল সে মনিবের পিছনে দাঁড়ানো ক্যাপটেন ফরচুনিওকে।

'ইনি ক্যাপটেন ফরচুনিও, কোন্দিয়াক গ্যারিসনের কমান্ডার,' পরিচয় করিয়ে দিল মাখিয়ুস।

হাসিমুখে ক্যাপটেনের দিকে মাথা ঝাঁকাল ফ্লোরিমঁ।

'ক্যাপটেন ফরচুনিও? নামটা ভাল। ভাগ্যবান সৈনিক। যাক, আমার ভাই নিশ্চয়ই কিছু পারিবারিক বিষয়ে আলাপ করতে এসেছে। মসিয়ো ল্য ক্যাপিত্যান,

আপনি যদি নীচে গিয়ে একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করেন, তা হলে খুব ভাল হয়।'

হতভম্ব ক্যাপটেন কী করবে বুঝতে না পেরে মাখিয়ুসের দিকে চাইল। চাহনিটা লক্ষ করল ফ্লোরিমঁ। আরও কিছুটা যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল মাখিয়ুস, তারপর সামলে নিল।

'ফরচুনিও আমার খুব ভাল বন্ধু,' একটু ঘুরে ক্যাপটেনের কাঁধে একটা হাত রাখল সে। 'ওর কাছে কিছুই গোপন করি না আমি।'

ভুরু নাচাল একবার ফ্লোরিমঁ। তাতে অসমর্থন, অপছন্দ ও বিরক্তি প্রকাশ পেল স্পষ্ট। কিন্তু সেটা না বোঝার ভান করল মাখিয়ুস।

'বেশ, তুমি চাইলে থাকুন উনি,' ঠাণ্ডা গলায় বলল ফ্লোরিমঁ। 'তা তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে কতক্ষণ? বসো, মাখিয়ুস: আপনিও বসুন, ক্যাপিত্যান।' সৌজন্যের সঙ্গে চেয়ার এগিয়ে দিল সে, ওদের জন্য মদ ঢেলে এগিয়ে দিল।

চুপচাপ মদে চুমুক দিল মাখিয়ুস, তবে ক্যাপটেন টোস্ট করল চুমুক দেয়ার আগে, 'আপনার শুভাগমন উপলক্ষে মসিয়ো ল্য মাহ্‌খি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে ধন্যবাদ দিল ফ্লোরিমঁ। তারপর মাখিয়ুসের দিকে ফিরে বলল, 'তা হলে গ্যারিসন পোষা হচ্ছে কোন্দিয়াকে! আচ্ছা, ওখানে আসলে কী ঘটছে বলো দেখি? নানান কথা কানে এসেছে আমার তোমাদের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ তো এমনও বলছে তোমরা নাকি রানির আদেশ অমান্য করে বিদ্রোহ ঘোষণার আয়োজন করছ। ব্যাপারটা আসলে কী?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাখিয়ুস।

'মাদাম দো কুইন-রিজেন্ট হঠাৎ আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর প্রয়োজন বোধ করেছেন। কোন্দিয়াকের আমরা এই ধরনের বিঘ্ন বরদাস্ত করি না।'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল ফ্লোরিমঁর।

'ঠিক বলেছ, একদম খাঁটি কথা! কিন্তু হার ম্যাজেস্টির এই আচরণের কারণটা কী?'

মাখিয়ুস বুঝতে পারল, এখনই সময়; কাজ কিছু করতে হলে এখনই। অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে ফালতু কথাবার্তায়। গ্লাসটা নামিয়ে রেখে, চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে ওর কালো চোখ রাখল সরাসরি সৎ-ভাইয়ের হাসি হাসি বাদামি চোখে।

'আমার মনে হয় মিষ্টি-মধুর সম্ভাষণ আর পরস্পরের পিঠ চুলকানো যথেষ্ট হয়েছে,' বলল মাখিয়ুস, এই কথার সমর্থন জানাতে মাথা দোলাল ফরচুনিও। নীচের প্রাঙ্গণে বড় বেশি লোক দেখে এসেছে ও, যত দেরি হবে ততই সম্ভাবনা কাজটায় বাধা পড়ার। ওদের উচিত, কাজটা যত দ্রুত সম্ভব সেরে কেউ টের পাওয়ার আগেই এখান থেকে কেটে পড়া। 'কোন্দিয়াকের মূল সমস্যা মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে নিয়ে।'

কথাটা শুনে চমকে ওঠার ভঙ্গি করল ফ্লোরিমঁ, যেন প্রাণপ্রিয় প্রেমিকার অনিষ্ট আশঙ্কা করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

'কোনও ক্ষতি হয়নি তো ওর?' উৎকণ্ঠা ফুটল ওর কণ্ঠে, বলল, 'দুঃসংবাদ নেই তো কোনও?'

'সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পার,' বলল মাখিয়ুস তাচ্ছিল্যের সুরে। ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়ছে ওর চেহারায়। 'কোনও ক্ষতি হয়নি ওর। সমস্যা এই যে, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই, কিন্তু ও তোমার বাগদত্তা বলে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই আমরা ওকে রাজি করাবার আশায় কোন্দিয়াকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু ওকে বাগ মানানো যায়নি। আমাদের এক লোককে ঘুষ দিয়ে বশ করে একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল ও রানির কাছে, প্যারিসে। চিঠি পড়ে রানি একটা মাথাগরম, বাজে, বেপরোয়া লোককে পাঠিয়েছে দোফিনিতে, ওকে উদ্ধার করে প্যারিসে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। কোন্দিয়াকের পরিখার নীচে মরে পড়ে আছে ব্যাটা এখন।'

কথা শুনে ফ্লোরিমঁর মুখে একই সঙ্গে ফুটে উঠল রোষ ও আতঙ্ক। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমাকে এসব কথা বলছ কোন্ সাহসে!'

'কোন্ সাহসে?' কুৎসিত হাসি ফুটল মাখিয়ুসের মুখে। 'তুমি জানো, এরই মধ্যে প্রচুর মানুষ খুন হয়ে গেছে? ওই ব্যাটা গাখনাশ উত্তর টাওয়ারে অনেক ক'টা লাশ ফেলেছে গতরাতে, তারপর নিজেও চলে গেছে পরপারে। এই ব্যাপারে কতদূর পর্যন্ত যাওয়ার সাহস রাখি আমি, তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। তুমি কোন্দিয়াকে পা রাখার আগে যদি আরও অতগুলো খুন করতে হয়, আমি পিছ-পা হব না!' কথাগুলো বলতে গিয়ে রাগে, ঘৃণায় কাঁপুনি উঠে গেল ওর দেহে।

'আচ্ছা!' এমন সুরে শব্দটা উচ্চারণ করল ফ্লোরিমঁ, যেন এইমাত্র সবকিছু পরিষ্কার বুঝতে পারল। 'তা হলে এই কাজেই এসেছ তুমি আমার কাছে! ভাইয়ের প্রতি তোমার কত দরদ সে আমি অনেক আগে থেকেই জানি, মাখিয়ুস। তা-ই সন্দেহ হচ্ছিল, আমার জ্বরের কথা শুনে তোমার তো ছুটে আসার কথা নয়! এতক্ষণে বোঝা গেল। তা, বলো, প্রিয় ভাই আমার; এই ব্যাপারে আমাদের বাবার কী ইচ্ছা ছিল। তোমার কি সে ইচ্ছার প্রতি এতটুকু শ্রদ্ধাবোধ নেই?'

'তুমি নিজে কী শ্রদ্ধাবোধ দেখিয়েছ, শুনি?' গলা চড়ে গেল মাখিয়ুসের। 'তিন বছরে একটি বার খোঁজ নিয়েছ তোমার প্রিয়তমার? একটা চিঠি দিয়েছ তোমার বাগদত্তাকে? এর পরে ওকে দাবি করার কী অধিকার আছে তোমার?'

'নেই, স্বীকার করছি; তবু–'

'বেশ, তা হলে জিতে নাও ওকে!' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ক্রুদ্ধ মাখিয়ুস। 'সেই সুযোগ দিতেই এসেছি আমি আজ তোমার কাছে। মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে পেতে হলে তলোয়ারের মুখে ছিনিয়ে নিতে হবে ওকে আমার কাছ থেকে! ফরচুনিও, দরজাটা লাগাও তো!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, মাখিয়ুস!' চেঁচিয়ে উঠল ফ্লোরিমঁ, সত্যি-সত্যিই ভীতচকিত দেখাচ্ছে ওকে। 'ভুলে যেয়ো না, আমরা ভাই; একই রক্ত বইছে আমাদের শরীরে; মনে রেখো, আমার বাবা ছিলেন তোমারও বাবা।'

'আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী, ব্যস! ভুলে যাও বাকি ছেঁদো কথা!' বলতে বলতে সড়াৎ করে খাপ থেকে তলোয়ার বের করল মাখিয়ুস। চট্ করে দরজায় তালা মেরে দিল ফরচুনিও।

দীর্ঘ কয়েকটি মুহূর্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখল ফ্লোরিমঁ ওর ভাইকে, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতের কাছে রাখা তলোয়ারটা তুলে নিয়ে খাপ-মুক্ত করল। এক হাতে তলোয়ারের বাঁট ধরে অপর হাতে ফলাটা একটু বাঁকা করল, এখনও চেয়ে রয়েছে ভাইয়ের মুখের দিকে।

'আগে আমার একটা কথা শুনে নাও,' বলল সে। 'তুমি যদি এই বেখাপ্পা ঝগড়া আমার ওপর চাপাতেই চাও, এটাকে সুন্দর ভাবে ঘটতে দাও। এখানে, এই ছোট জায়গায় ঘরের মধ্যে না লড়ে, চলো বাইরে কোথাও খোলা জায়গায় যাই। ক্যাপটেন যদি তোমার সেকেন্ড হিসেবে কাজ করতে চান, আমিও আমার কোনও বন্ধুকে ওই কাজে নিতে চাই।'

'এখনই, এইখানে নিষ্পত্তি করব আমরা ব্যাপারটার,' শেষ কথা জানিয়ে দিল মাখিয়ুস।

'কিন্তু তোমাকে যদি এভাবে হত্যা করি–'

বাধা দিল মাখিয়ুস। 'নিশ্চিন্ত থাকো, তা পারবে না,' গা জ্বালানো কুৎসিত হাসি হাসল সে।

'ঠিক আছে, ঘুরিয়েই না হয় বলছি কথাটা। তুমি যদি এই ঘরে আমাকে হত্যা কর, এটা খুন হিসেবে ধরা হতে পারে। এর অস্বাভাবিক দিকটা চোখে পড়বে মানুষের।'

'ক্যাপটেন আমাদের দু'-জনের হয়েই কাজ করতে পারে।'

'আমি সর্বদা আপনাদের খেদমতে হাজির,' নিচু হয়ে ঝুঁকে দু'-জনকেই বাউ করল ফরচুনিও।

আবার একবার ক্যাপটেনকে দেখল ফ্লোরিমঁ। 'এঁর চাহনিটা আমার মোটেই ভাল লাগছে না,' আপত্তি জানাল সে। 'উনি তোমার প্রাণের দোস্তো হতে পারেন, মাখিয়ুস; ওঁর কাছে তোমার হয়তো গোপন করার সত্যিই কিছু নেই; কিন্তু আমার মনের কথাটা খোলাখুলিই বলি, আমি বরং আমার নিজের কোনও বন্ধুর উপস্থিতিই বেশি পছন্দ করব, যে আমার স্বার্থ রক্ষা করবে একটা তলোয়ার হাতে নিয়ে।'

মাহ্‌থিকে অমায়িক ভঙ্গিতে কথাগুলো বলতে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল ওরা। কিন্তু দু'-জনেই বুঝল, ওদের মতলব আগে থেকে টের পাওয়ার কোনও উপায় নেই ফ্লোরিমঁর। ধরে নিল, নেহায়েতই কথার কথা বলে দেরি করাবার চেষ্টা করছে ও।

কাঁধ ঝাঁকাল মাখিয়ুস।

'যুক্তি আছে তোমার কথায়, কিন্তু আমি খুব তাড়াহুড়োয় আছি। তুমি কোত্থেকে কখন খুঁজে আনবে তোমার সেকেন্ড, তার জন্যে দেরি করতে পারব না।'

'ঠিক আছে,' বেপরোয়া হাসি হাসল ফ্লোরিমঁ। 'তোমার এতই যখন তাড়া, আমি তা হলে আমার এক মরা বন্ধুকে ডেকে নিয়ে আসি।'

হাঁ করে ওর দিকে চেয়ে রইল দু'জন। পাগল হয়ে গেল নাকি? জ্বরটা কি ওর ব্রেনেও ধরেছে? নইলে প্রলাপ বকছে কেন?

'খোদা! হাঁ করে কী দেখছ?' জোরে হেসে উঠে জিজ্ঞেস করল ফ্লোরিমঁ।

'তোমাদের কষ্ট করে এতদূর আসা আমি পুষিয়ে দেব, মেসিয়ো। ইটালিতে কিছু অদ্ভুত বিদ্যা শিখেছি আমি, আল্পসের ওপারে ওটা বড় আজব দেশ! প্যারিস থেকে রানির পাঠানো ওই বদমেজাজি, বাজে লোকটার কী যেন নাম বলছিলে? ওই যে, যে-লোকটা এখন কোন্দিয়াকের পরিখার নীচে শুয়ে আছে?'

'এসব তামাশার কোনও মানে হয় না,' গরগর করে উঠল মাখিয়ুস। 'সাবধান, মসিয়ো ল্য মাহ্‌খি!'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও! একটু ধৈর্য ধরো!' অনুনয় করল ফ্লোরিমঁ। 'তোমাদের ইচ্ছেই পূরণ হবে, মেসিয়ো। আগে লোকটার নামটা বলো।'

'ওর নাম গাখনাশ,' বলল ফরচুনিও। 'আমার হাতেই মারা পড়েছে লোকটা। আরও কিছু জানতে চান?'

'আপনার হাতে?' আসমান থেকে পড়ল যেন ফ্লোরিমঁ। 'কীভাবে মারলেন বলবেন দয়া করে?'

'আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করছ?' বিস্ময় এখন প্রচণ্ড ক্রোধে পরিণত হয়েছে মাখিয়ুসের। ওর মনের ভিতর সন্দেহ উঁকি দিচ্ছে, মনে হচ্ছে সব ঠিকঠাক নেই, কোথায় যেন মারাত্মক গোলমাল রয়েছে কিছু।

'বোকা বানাবার চেষ্টা? কই না! আমি তোমাদের ইটালিতে শেখা একটা আধিভৌতিক বিদ্যার কার্যকারিতা দেখাতে চাইছি। মসিয়ো ল্য ক্যাপিত্যান, লোকটাকে কীভাবে খুন করেছেন একটু বর্ণনা দেবেন?'

'আমিও মনে করি অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে,' বলল ক্যাপটেন, রেগে গেছে সে-ও; বিপদের আশঙ্কা করছে। বুঝতে পারছে কী যেন এক অজানা কারণে কালক্ষেপণ করছেন মাহ্‌খি। এক টানে তলোয়ার বের করল সে খাপ থেকে।

ওকে তলোয়ার বের করতে দেখে কৌতুকে ঝিকমিক করে উঠল মাহ্‌খির চোখদুটো। বলল, 'অ্যাঁ; কী ব্যাপার? আপনিও লড়বেন মনে হচ্ছে?'

হঠাৎ অতর্কিতে তলোয়ার চালাল মাখিয়ুস। ওকে নড়ে উঠতে দেখে এক লাফে টেবিলের ওপাশে গিয়ে তৈরি হলো ফ্লোরিমঁও। কিন্তু হাসিটা মুছে যায়নি এখনও ঠোঁট থেকে।

'সময় এসে গেছে, মেসিয়ো,' বলল মাহ্‌খি, 'মসিয়ো দো গাখনাশকে কীভাবে হত্যা করেছেন জানালে তাঁর আত্মাকে ডেকে আনতে আমার একটু সুবিধে হত, কিন্তু না জানলেও যে পারব না, তা নয়।'

তলোয়ার দিয়ে আটকাল সে ভাইয়ের তলোয়ার, তারপর হাঁক ছাড়ল, 'ওলা, মসিয়ো দো গাখনাশ! চলে আসুন, শীঘ্রি!'

এতক্ষণে টের পেল খুনিরা, মাহ্‌খি পাগলও নয়, প্রলাপও বকছিল না; সত্যিই আল্পসের ওপার থেকে বিশেষ কোনও বিদ্যা শিখে এসেছে সে। দড়াম করে খুলে গেল একটা দেয়ালে বসানো কাবার্ডের দরজা, ওর ভিতর থেকে খোলা তলোয়ার হাতে বেরিয়ে এল মাখর্তি দো গাখনাশের দীর্ঘ মূর্তি; আরও বলিষ্ঠ, আরও দৃঢ় পেশিবহুল লাগছে তাকে দেখতে; হাসির ফলে দুই ঠোঁটের কোণ উঁচু হয়ে থাকায় তার বন-বিড়ালি গোঁফ আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে উঁচু হয়ে রয়েছে। ধীর পায়ে এগিয়ে আসছে গাখনাশের প্রেত।

থমকে দাঁড়াল দুই খুনি, আতঙ্ক ফুটল ওদের চোখে-মুখে, ছাইবর্ণ ধারণ করেছে চেহারা। তারপর একই সিদ্ধান্তে পৌঁছল দু'জন একই সঙ্গে। এই চেহারা অবিকল সেই আদি ও অকৃত্রিম মসিয়ো দো গাখনাশের মত; তা হলে উত্তর টাওয়ারে বিশ্রী চেহারার লোকটা, যে নিজেকে ছদ্মবেশী গাখনাশ বলে দাবি করেছিল–সে নিশ্চয়ই অন্য কোনও ভণ্ড, কপট লোক। এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেই, যদিও মাহ্‌খির মিত্র হিসাবে গাখনাশের উপস্থিতি এ-মুহূর্তে মোটেই কাম্য নয়, প্রাথমিক ধাক্কাটা সামলে নিল ওরা। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে গাখনাশের গলা শুনে আবার জমে গেল পাথর হয়ে।

'মসিয়ো ল্য ক্যাপিত্যান,' বলল গাখনাশ, গলাটা শুনেই শিউরে উঠল ফরচুনিও, কয়েক ঘণ্টা আগেই শুনেছে সে এই কণ্ঠ, 'গত রাতের থেমে যাওয়া লড়াইটা শেষ করার সুযোগ পেয়ে সত্যিই বড় আনন্দ হচ্ছে আমার!' এই বলে এগোল ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে।

ভাইয়ের দিক থেকে সরে গেছে মাখিয়ুসের তলোয়ার, থমকে দাঁড়িয়ে কী করবে ভাবছে দু'-জন। হঠাৎই দরজার দিকে ছুট দিল ফরচুনিও। কিন্তু একলাফে সরে গিয়ে ওর পিছনে দাঁড়াল গাখনাশ।

'ঘোরো!' গমগমে গলায় বলল গাখনাশ। 'ঘুরে দাঁড়াও, নইলে তোমার পিঠ দিয়েই সেঁধিয়ে দেব তলোয়ার। তখন দরজা দিয়ে বেরোবে ঠিকই, কিন্তু লাশ বইতে দুইজন লোক ডাকতে হবে নীচ থেকে। তোমার নোংরা চামড়া বাঁচাতে চাইলে ঘুরে দাঁড়াও!'

'খবরদার, মাখিয়ুস!' ধমকে উঠল মাহ্‌খির গম্ভীর কণ্ঠ। দ্রুত পায়ে গাখনাশের দিকে এগোচ্ছিল মাখিয়ুস, থমকে দাঁড়াল। 'তুমিও ঘুরে দাঁড়াও, প্রিয় ভাই আমার! আর এক পা এগোলে তোমার পিঠটাও আস্ত থাকবে না। আরও দু'-জন লাগবে তোমাকে বইতে।'

বাইশ

লা হোশেথের সংলিয়ে নোয়া বা ব্ল্যাক বোর সরাইখানায় মাহ্‌খি দো কোন্দিয়াকের কামরায় ওই নাটকীয় ঘটনার দুই ঘণ্টা পর আবার ঘোড়ায় চেপে ফ্রাঙ্গে ঢুকল মসিয়ো দো গাখনাশ, সঙ্গে শুধু রাবেক। ছোট্ট শহর শ্যেলার দিকে চলেছে ওরা। ইসেখের উপত্যকা হয়ে কোন্দিয়াকে যেতে হলে এই শহরের পাশ দিয়েই যেতে হবে। শ্যেলার মাইল দুই পুবে পাহাড়ের মাথায় চারকোনা একটা ধূসর দালান ওদের লক্ষ্য। ওটা হচ্ছে সেইন্ট ফ্রান্সিসের কনভেন্ট। পাহাড়ের গায়ে অসংখ্য আঙুরের বাগান, তার ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে রাস্তা উপর দিকে।

ঘোড়া থেকে নেমে কনভেন্টের বন্ধ গেটে চাবুকের হাতল দিয়ে টোকা দিল রাবেক।

একজন লে-ব্রাদার খুলল গেট, ফাদার অ্যাবটের সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে

ভিতরে আসতে বলল ওদের। দুইজন সাধুকে দেখা গেল জোব্বা হাঁটুর উপর তুলে একমনে বাগানের কাজ করছেন। রাবেকের হাতে ঘোড়ার দায়িত্ব দিয়ে ব্রাদারকে অনুসরণ করে অ্যাবটের চেম্বারে ঢুকল গাখনাশ।

শ্যেলার সেইন্ট ফ্রান্সিস কনভেন্টের অ্যাবট চিকন, লম্বা, গম্ভীর মানুষ। খুবই ভদ্রতার সঙ্গে স্বাগত জানালেন গাখনাশকে, তারপর জানতে চাইলেন কী সাহায্য করতে পারেন তিনি ওকে।

যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বলল গাখনাশ, 'ফাদার, কোন্দিয়াকের এক ছেলে আজ সকালে গত হয়েছেন লা হোশেথে।'

কথাটা শুনে মনে হলো উদাস হয়ে গেলেন হেড-সাধু।

'বাঁচা-মরা খোদার হাতে,' বললেন তিনি। 'ওদের বেয়াড়া কাজকর্মে মনে হয় এতদিনে ওপরওয়ালার টনক নড়েছে। তা কীভাবে মারা গেল এই দুর্ভাগা?'

কাঁধ ঝাঁকাল গাখনাশ।

'লাশটার দাফন হওয়া দরকার, ফাদার।'

সাধুর চোখে রাগ দেখা দিল। ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলেন তিনি, 'তা, আমার কাছে এসেছেন কেন?'

অবাক হওয়ার ভান করল গাখনাশ। 'এটা কি আপনার পবিত্র দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না?'

'পড়ে। তবে সব লাশ না। অধার্মিকের মৃতদেহ সৎকারের কোনও ব্যবস্থা আমাদের নেই, অনুতপ্ত হয়ে পাপ স্বীকার করলেও একটা কথা ছিল, কিন্তু–'

'আপনি কী করে জানলেন তিনি পাপ স্বীকার না করেই মারা গেছেন?'

'জানি না। তবে ধরে নিচ্ছি। তা-ই যদি হত, তা হলে কোনও অসুবিধে থাকত না সৎকারে। ওর নামটা জানার পর কোনও পুরোহিত রাজি হবে না সৎকার করতে। কোন্দিয়াকের সন্তানকে কে কোন্ মাটিতে পুঁতে দিল তাতে কী এসে যায়। মরা ঘোড়া বা কুকুরকে যেভাবে মাটি দেয়া হয়, সেইভাবে কবর দিয়ে দিতে বলুন গে যান।'

'গির্জার সিদ্ধান্ত বড়ই কঠোর, ফাদার।'

'গির্জার নিষেধাজ্ঞা অত্যন্ত সঠিক!' বললেন ফাদার। 'গত মাহখির মৃত্যুর পর থেকে চার্চের বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে কোন্দিয়াক। পুরোহিতদের, এমনকী আমাদের বিশপের সঙ্গেও, দুর্ব্যবহার করা হয়েছে; আমাদের প্রাপ্য চাঁদা পরিশোধ করতে অস্বীকার করা হয়েছে। চরম অবাধ্যতার কারণে চার্চ ওদের একঘরে করেছে। ওদের কথা ভাবলে আমার দুঃখ হয় ঠিকই, কিন্তু–'

দুই হাত উল্টে অপারগতা প্রকাশ করলেন ফাদার অ্যাবট।

'যা-ই হোক, ফাদার,' বলল গাখনাশ, 'একটু কষ্ট করতে হবে আপনার। সেইন্ট ফ্রান্সিসের জনা বিশেক ব্রাদারকে কোন্দিয়াকে নিয়ে গিয়ে আপনাকেই নিজে উপস্থিত থেকে সৎকারের সব ব্যবস্থা করতে হবে।'

'কী? আমি যাব কোন্দিয়াকে?' মনে হলো আরও কয়েক ইঞ্চি লম্বা হয়ে গেলেন ফাদার রাগের ঠেলায়। 'চার্চের আদেশ লঙ্ঘন করে আপনার আদেশ মানতে হবে নাকি আমাকে? কে আপনি?'

'বলছি,' হাসল গাখনাশ। 'আদেশ নয়, ফাদার, সবিনয় অনুরোধ।' ফাদার অ্যাবটের জামার আস্তিন ধরে জানালার দিকে টানল ও, 'একটু এদিকে আসুন, ফাদার, বলছি সব। আমার কথা শুনলে দেখবেন আপনার কঠোর মনোভাব থাকবে না আর।'

মসিয়ো দো গাখনাশ যখন সেইন্ট ফ্রান্সিসের অ্যাবটকে বুঝিয়ে শুনিয়ে মৃতের সৎকারে রাজি করাবার চেষ্টা করছে, ঠিক তখন ভ্যালেরি দো লা ভোদ্রাইকে নিয়ে ডিনার খেতে বসেছেন মাদাম দো কোন্দিয়াক–যদিও দুজনের কারও খাবারে মন নেই। একজন দুঃখের ভারে ভারাক্রান্ত, অপরজন উৎকণ্ঠায় অস্থির।

ভ্যালেরির ফ্যাকাসে মুখ আর ফোলা চোখ লক্ষ করলেন মাহ্‌খিস, দেখলেন কেমন নিস্তেজ ভঙ্গিতে যা বলা হচ্ছে তা-ই করছে মেয়েটো–যেন ওর অস্তিত্বের একটা বড় অংশের মৃত্যু ঘটেছে, অন্য আর কিছুতেই কিছু এসে যায় না। একবার ভাবলেন, মেয়েটাকে বাগে আনার এ-ই এক মোক্ষম সুযোগ। কিন্তু বেশিক্ষণ এ নিয়ে ভাবতে পারলেন না; নিজেই তিনি এখন মাখিয়ুসের জন্য দুশ্চিন্তায় চরম ভাবে উৎপীড়িত।

নিজেকে যতই বোঝান না কেন, ফ্লোরিমঁ অসুস্থ, বিপদে সাহায্য করার জন্য ফরচুনিও রয়েছে মাখিয়ুসের সঙ্গে, তাঁর ছেলের কোনও ক্ষতি হতে পারে না–কিন্তু মায়ের মন কি আর মানে? ওখানে কী ঘটল, সে খবরের জন্য অপেক্ষা করতে করতে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন মাহ্‌খিস, ফুঁসছেন ওদের দেরি দেখে; যদিও জানেন, এত শীঘ্রি তাঁর কাছে খবর পৌছানো সম্ভব নয়।

'কিছুই তো খাচ্ছো না তুমি, মেয়ে!' ভ্যালেরিকে বকা দিলেন বিধবা।

যেন চমকে ঘুম থেকে জাগল ভ্যালেরি, তারপর ওর দুই চোখ ভরে উঠল পানিতে। টপ টপ ঝরছে তো ঝরছেই। করুণা বোধ করলেন মাহ্‌খিস, চাকর-বাকরকে বিদায় করে উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন মেয়েটির পাশে, একটা হাত রাখলেন ওর কাঁধে।

'কী হয়েছে তোমার বলো তো, ভ্যালেরি?'

কাঁধ থেকে হাতটা সরিয়ে দিল ভ্যালেরি। চোখ থেকে জল ঝরা বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে ঠোঁটের কাঁপন।

'আপনাকে ধন্যবাদ, মাদাম,' এতই ঠাণ্ডা গলায় বলল সে কথাটা যে, শোনাল অপমানের মত। 'কিছুই হয়নি আমার, শুধু একটু একা থাকতে চাইছি।'

'অনেক বেশি সময় একা থাকা হয়ে গেছে তোমার গত কিছুদিন,' বললেন মাদাম। আগের চেয়ে অনেক নরম ব্যবহার করছেন তিনি মেয়েটির সঙ্গে। নিজেও ঠিক জানেন না কেন এত দুর্বল হয়ে পড়েছেন ভিতর ভিতর। মাখিয়ুসের জন্য প্রচণ্ড উদ্বেগ একটা কারণ হতে পারে। তা ছাড়া হয়তো আরও কোনও কারণ আছে যা আজ মনে পড়তে চাইছে।

'হয়তো তা-ই,' একই রকম ঠাণ্ডা গলায় বলল মেয়েটি। 'তবে তাতে আমার নিজের কোনও হাত ছিল না।'

'ছিল, ছিল; তোমার জন্যেই ঘটেছে ওসব। তুমি যদি যুক্তির কথা বা

সদুপদেশ মেনে নিতে তা হলে দেখতে আমরা তোমাকে কত আদর করি। তোমার সঙ্গে অমন ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ত না, কয়েদ করার তো প্রশ্নই উঠত না।'

হালকা বাদামি চোখ তুলে মাদামের কালো চোখ ও রাঙা ঠোঁট দেখল ভ্যালেরি, ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি।

'এসব করার কোনও অধিকার আপনার ছিল না, মাদাম। আমার ওপর জোর-জুলুম করার অধিকার কেউ আপনাকে দেয়নি।'

'দিয়েছে, আসলেই দিয়েছে,' বললেন তিনি আহত কণ্ঠে। 'তোমার বাবা যখন আমাকে অভিভাবকের দায়িত্ব দেয়, তখনই এই অধিকার বর্তেছে আমার ওপর।'

'উনি কি ফ্লোরিমঁকে দেয়া কথা রক্ষায় আমাকে বাধা দেওয়ার অধিকার দিয়ে গেছেন, কিংবা জোর-জুলুম খাটিয়ে মাখিয়ুসকে বিয়ে করতে বাধ্য করার অনুমতি দিয়ে গেছেন আপনাকে?'

'আমরা মনে করেছিলাম মারা গেছে ফ্লোরিমঁ। যদি মারা গিয়ে না-ও থাকে, এত বছর তোমার কোনও খোঁজ-খবর না করায় আমাদের বিবেচনায় ও তোমার অনুপযুক্ত। আর এতদিন বেঁচে গেলেও এতক্ষণে অবশ্যই সে মারা পড়েছে।'

কথাগুলো নিজের অজান্তে বেরিয়ে গেল তাঁর মুখ দিয়ে। ঠোঁটে কামড় দিলেন তিনি, ভাবলেন, এই বুঝি কথাটা ধরে বসল মেয়েটা। কিন্তু শান্ত ভঙ্গিতে ফায়ারপ্লেসের নিভে আসা আগুনের দিকে চেয়ে থাকল ভ্যালেরি কিছুক্ষণ, তারপর নিস্পৃহ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'এ কথার মানে, মাদাম?' প্রশ্নের ভঙ্গিতে মনে হলো, মানে যা-ই হোক, সেটা জানার তেমন কোনও আগ্রহ বোধ করছে না ও।

'কদিন আগে খবর এসেছে, বাড়ি ফিরছিল ও, কিন্তু লা হোশেথে থামতে বাধ্য হয়েছে জ্বরের কারণে। খবর নিয়ে আমরা জেনেছি, জ্বরটা খুব খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে; বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ।'

'তাই শেষ মুহূর্তে ওকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে আজ সকালে মাখিয়ুস গেছে ওখানে?'

ঝট্ করে মুখ তুলে তাকালেন মাহ্খিস ভ্যালেরির দিকে। কিন্তু ওর মুখটা আগুনের দিকে ফিরানো, গলার স্বরেও বিশেষ কোনও ইঙ্গিত পাওয়া গেল না; যেন স্বাভাবিক একটা প্রশ্ন এটা।

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি।

'ভাইকে পরপারে পাঠাতে একা যদি অসুবিধে হয়, তাই বুঝি সঙ্গে ক্যাপটেন ফরচুনিওকেও নিয়ে গেছে?' একই রকম নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল ভ্যালেরি।

'কী বলতে চাও তুমি?' ফোঁস করে উঠলেন মাহ্খিস।

ধীরে ধীরে তাঁর দিকে মুখটা ফিরাল ভ্যালেরি। তার রক্তশূন্য মুখে এখন সামান্য লালচে আভা ফুটেছে।

'যা বলেছি তা-ই, মাদাম। আমার প্রার্থনার কথা শুনবেন? জ্ঞান ফেরার পর থেকে গতকাল সারারাত আমি হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা করেছি খোদার কাছে: যেন ফ্লোরিমঁর হাতে মৃত্যু হয় আপনার ছেলের। ফ্লোরিমঁর ফিরে আসা কামনা করছি,

তা নয়; আর যদি কোনদিন ওর সঙ্গে দেখা না-ও হয়, কিচ্ছু এসে যায় না তাতে আমার। কোন্দিয়াকের ওপর অভিশাপ আছে, মাদাম,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল ও খাওয়া ছেড়ে, উঠে দাঁড়িয়েছেন মাহ্‌খিসও, মুখের রঙ এখন ছাইবর্ণ, 'আমি প্রার্থনা করেছি, ওই অভিশাপ যেন পড়ে খুনি মাখিয়ুসের ওপর। দারুণ এক স্বামী বাছাই করেছেন আপনি, মাদাম, গাস্তো দো লা ভোভ্রাইয়ের মেয়ের জন্যে!'

কথা শেষ হতেই উত্তরের অপেক্ষা না করে ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল ও কামরা থেকে, ফিরে চলল ওর শূন্য ঘরের দিকে; যেখানে অসংখ্য স্মৃতি রয়েছে সেই মানুষটার, যার জন্য সারাক্ষণ কাঁদছে বুকের ভিতরটা; যার জন্য হয়তো সারাটা জীবনই কাঁদতে হবে ওকে; যে মানুষটা মরে পড়ে আছে ওর জানালার নীচে, পরিখার কালো জলে।

শিউরে উঠলেন মাহ্‌খিস, হঠাৎ অবর্ণনীয় আতঙ্ক পেয়ে বসল তাঁকে। যতই তেজি মহিলা হোন না কেন, কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে নন তিনি; অনুভব করলেন হাঁটুতে জোর পাচ্ছেন না; কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। অবাক হয়ে গেছেন তিনি, ভ্যালেরি এত কথা জানল কী করে! অবাক হয়েছেন, ফ্লোরিমঁর বিপদ সম্পর্কে ওর নিরাসক্ত ভাব দেখে। আর কোনদিন তার সঙ্গে দেখা না হলেও কিচ্ছু এসে যায় না মেয়েটির—শুনে কলজেটা কেঁপে গেছে ওঁর। সত্যিই যদি মাখিয়ুসের ওপর অভিশাপ পড়ে? চার্চের অভিশাপে সত্যিই যদি মারা যায় মাখিয়ুস? হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তাঁর।

দীর্ঘক্ষণ একভাবে বসে থেকে নিজেকে কিছুটা সামলে নিলেন মাহ্‌খিস। বাইরের প্রাঙ্গণে গেলেন কোনও খবর এসেছে কি না জানতে। এত শীঘ্রি কোনও খবর এসে পৌঁছবার কথা নয়, তবু পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে প্রশস্ত দুর্গপ্রাচীরের উপর উঠে পায়চারি শুরু করলেন তিনি, মাঝে মাঝে প্যারাপেটের উপর দিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে দেখছেন কেউ আসে কি না। নভেম্বরের নরম রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পায়চারি করলেন বিধবা খবরের প্রতীক্ষায়, ইসেখের উপত্যকায় অশ্বারোহী খুঁজল তাঁর ব্যাকুল চোখ। কিন্তু কেউ এল না। একসময় সূর্য ঢলে পড়ল পশ্চিমে। উৎকণ্ঠা এবার ফোঁপানিতে পরিণত হতে চাইছে। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটেছে? তা না হলে এতক্ষণে তো ওদের ফিরে আসার কথা। অন্তরের অন্তস্তলে বুঝতে পারছেন তিনি, মাখিয়ুসের কিছু হয়ে থাকলে কেউ ফিরে আসবে না আজ। মাথা ঝাঁকিয়ে জোর করে সব দুশ্চিন্তা দূর করে দিলেন তিনি। ভেঙে পড়লে চলবে না। এখনও সময় আছে। তা ছাড়া ভয় পাওয়ার কী আছে? মাখিয়ুসের পাশে রয়েছে ফরচুনিও। এতক্ষণে লা হোশেথে নিশ্চয়ই মারা গেছে একজন, তবে সেই একজন কিছুতেই মাখিয়ুস হতে পারে না।

দূরে নড়াচড়া দেখতে পেলেন মাহ্‌খিস। ভাল করে তাকিয়ে দেখতে পেলেন শেষ বিকেলের স্থির বাতাস ভেদ করে এগিয়ে আসছে এক অশ্বারোহী। এতক্ষণে এল তা হলে! প্যারাপেটের উপর ঝুঁকে তাকিয়ে আছেন তিনি, যত এগিয়ে আসছে ততই একটু একটু করে বড় হচ্ছে ঘোড়া ও তার সওয়ার। এবার ঘোড়ার পায়ের শব্দও শোনা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে। নদী থেকে হালকা কুয়াশার মত বাষ্প উঠে

আবছা করে দিয়েছে অশ্বারোহীকে, চেনা যাচ্ছে না। উদ্বেগ চেপে রাখতে না পেরে অভিশাপ দিলেন অসহিষ্ণু মাদাম। পরমুহূর্তে নতুন একটা ভয় চেপে ধরল তাঁকে। গেল দুজন, ফিরছে একজন–কেন? কোন্‌জন ফিরছে? কী হয়েছে অপরজনের? মনে তো হচ্ছে মাখিয়ুসই ফিরছে, কারণ, এরকম বেপরোয়া ঘোড়া চালায় ও-ই।

অনেকটা কাছে চলে আসার পর দেখা গেল লোকটার ব্যান্ডেজ করা ডানহাত ঝুলছে গলায় বাঁধা পট্টি থেকে। পরমুহূর্তে চেহারাটা চিনতে পেরেই তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল মাহ্‌খিসের গলা দিয়ে। দ্বিতীয় চিৎকার থামাবার জন্য নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরলেন তিনি। পাগলের মত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ফরচুনিও–আহত ফরচুনিও! তার মানে, মারা গেছে মাখিয়ুস!

একহাতে বুক চেপে ধরে টলছেন মাহ্‌খিস। ধুপ-ধাপ লাফাচ্ছে তাঁর হৃৎপিণ্ড, অসাড় হয়ে গেছে চিন্তা-চেতনা। জানেন, যা ভয় করছেন, তা-ই শুনতে হবে এখন ফরচুনিওর মুখে। বড় ভাইয়ের হাতে খুন হয়ে গেছে মাখিয়ুস।

দেখতে দেখতে এসে পড়ল ক্যাপটেন, হুড়মুড় করে ড্রব্রিজের তক্তার উপর দিয়ে আঙিনায় এসে থামল ঘোড়াটা। লোকজন এগিয়ে এল ওকে সাহায্য করবে বলে। ইচ্ছা সত্ত্বেও প্রাচীরের উপর থেকে নীচে নেমে আসতে পারছেন না মাহ্‌খিস, প্যারাপেটের গায়ে হেলান দিয়ে রক্তশূন্য চেহারা নিয়ে চেয়ে রইলেন ঘোরানো সিঁড়ির খোলা মুখের দিকে, যেখান দিয়ে উঠে আসবে ক্যাপটেন তাঁকে ঘটনার বিবরণ শোনাতে।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে এল ক্যাপটেন, দীর্ঘ যাত্রায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে পা দুটো। এক পা এগোলেন মাহ্‌খিস ওকে দেখেই।

'হ্যাঁ, বলো,' কান্না চেপে অনেক কষ্টে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছেন তিনি। 'কী ঘটল ওখানে?'

'যা ঘটার ছিল, তা-ই,' বলল সে। 'ঠিক যেমন আপনি চেয়েছেন।'

মাহ্‌খিসের মনে হলো তিনি এক্ষুনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবেন। দম আটকে এল তাঁর প্রচণ্ড ভয় থেকে মুক্তি পেয়ে। কয়েক মুহূর্ত হাঁ করে শ্বাস নিলেন তিনি, তারপর একটু সুস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে মাখিয়ুস কোথায়?'

'উনি রয়ে গেছেন, লাশের সঙ্গে আসবেন বলে। ওরা ওটা এখানে নিয়ে আসছে।'

'ওরা? ওরা কারা?'

'শ্যেলার সেইন্ট ফ্রান্সিসের সাধুরা,' বলল ক্যাপটেন।

ওর কথার সুরে কিংবা চোখের অস্থির নড়াচড়ায় অথবা মলিন চেহারায় কী যেন লুকানো রয়েছে বলে সন্দেহ হলো মাহ্‌খিসের। দূর হয়ে গেল তাঁর নিশ্চিন্ত ভাবটা। খপ্ করে ক্যাপটেনের একটা বাহু ধরলেন তিনি, ওকে বাধ্য করলেন তাঁর চোখের দিকে তাকাতে।

'আমাকে সত্যি কথা বলেছ তুমি, ফরচুনিও?' তাঁর কণ্ঠে একই সঙ্গে রাগ ও ভয় ফুটল।

এতক্ষণে সরাসরি তাঁর দিকে চাইল ক্যাপটেন। জোর গলায় বলল, 'কসম

খোদার, মাদাম, বিশ্বাস করুন, মসিয়ো মাখিয়ুস ভাল আছেন, সুস্থ আছেন।'

সন্তুষ্ট হয়ে ওর বাহু ছেড়ে দিলেন তিনি।

'আজ রাতেই ফিরছে ও?'

'কাল আসছেন সবার সঙ্গে, মাদাম। আমি খবরটা আপনাকে জানাতে এসেছি।'

'আশ্চর্য! কেন যে ও এসব–' বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন, 'এক দিক থেকে ভালই হয়েছে। সাধুগুলোর একটাকে দিয়ে আরও জরুরি একটা কাজ করিয়ে নেয়া যাবে।'

কিছুক্ষণ আগে স্যাভোয়ায় যে-কাজে গিয়েছিল সে-কাজে সফল হয়েছে মাখিয়ুস এবং সুস্থ আছে, শুধু এই খবরটুকুর বিনিময়েই খুশি মনে মাদামোয়াযেলকে মুক্তি দিতে পারতেন তিনি, কারণ কোন্দিয়াকের পরবর্তী উত্তরাধিকারী হতে চলেছে মাখিয়ুস।

কিন্তু এখন যখন কোন্দিয়াক চলেই আসছে হাতের মুঠোয়, আরও চাই তাঁর। সীমাহীন লোভের কবলে পড়ে গেছেন তিনি আবার। ফ্লোরিমর মৃত্যুর পর শুধু কোন্দিয়াকে সন্তুষ্ট থাকবেন কেন তিনি, লা ভোভ্রাইও চাই তাঁর ছেলের জন্য। তাঁর বিশ্বাস, মেয়েটিকে এখন নত হতে বাধ্য করা সহজ হবে। বেচারি ওই উন্মাদ গাখনাশের প্রেমে পড়েছে। মেয়েমানুষের প্রেম যখন ব্যর্থ হয়, যতক্ষণ শোক কাটিয়ে না উঠছে, ততক্ষণ কার সঙ্গে বিয়ে হলো না হলো পরোয়া করে না। কেন, তিনি নিজেই তো এর জ্বলন্ত উদাহরণ। বাপের চাপাচাপিতে বাধ্য হয়ে নিজের চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক ওই কোন্দিয়াককে বিয়ে করেননি তিনি?

যৌবনে প্রেমিক ছিল তাঁর, যতদিন সে বেঁচে ছিল, হাজার বুঝিয়েও কেউ তাঁকে রাজি করাতে পারেনি ওই বিপত্নীক আধ-বুড়োকে বিয়ে করতে; কিন্তু যখনই খবর এল প্যারিসে এক দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা গেছে সেই প্রেমিক, কী করলেন তিনি? বাধা দেয়ার শক্তি হারিয়ে হাল ছেড়ে দিলেন, কার সঙ্গে বিয়ে হলো না হলো পরোয়া করলেন না।

ভ্যালেরির মধ্যে ঠিক সেই রকমই নিরাসক্ত ভাব লক্ষ করেছেন তিনি। জানেন, এখনই সময়। বহুদিন কোন্দিয়াকে চার্চের কোনও অনুষ্ঠান হয়নি। ভালই হবে, আগামীকাল দুটো কাজ একসঙ্গে সেরে ফেলা যাবে–একটা বিয়ে, অপরটা দাফন।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামছেন, ফরচুনিও নামছে তাঁর এক ধাপ পিছনে থেকে, হঠাৎ ফিরে গেলেন তিনি লা হোশেথ প্রসঙ্গে।

'সব ঠিকঠাক মত হয়েছে তো?'

'কিছু গোলমাল হয়েছে,' বলল ফরচুনিও। 'মাহ্‌খির সঙ্গে লোক ছিল। ব্যাপারটা ফ্রান্সের জমিতে ঘটলে খুব খারাপ হতে পারত ফলাফল।'

'গোটা ব্যাপারটার পূর্ণ বিবরণ চাই আমি,' বললেন তিনি। বুঝতে পারছেন, যতটুকু শুনেছেন, ভিতরে তার চেয়ে আরও বেশি কিছু রয়ে গেছে। নিচু গলায় হেসে উঠলেন তিনি। 'হ্যাঁ, কপালই বলতে হবে, ওর ওই লা হোশেথে থামা। জন্মের সময় ওর ওপর গ্রহ-নক্ষত্রের কোনও অশুভ প্রভাব ছিল; তোমারটা, আমার

ধারণা, শুভ ছিল, ফরচুনিও।'

'আমার নিজের কথা বলতে পারি, মাদাম। সন্দেহ নেই, আমার গ্রহ-নক্ষত্র খুবই শুভ ছিল।' বলতে বলতে ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল এক অসামান্য তলোয়ার-যোদ্ধার চেহারা, গতকাল যে ওর গালটা চিরে দিয়েছে, আর আজ দুপুরে মারাত্মক ভাবে জখম করেছে ওর ডানহাত; ইচ্ছে করলেই পরমুহূর্তে যে-লোক ওর বুকে সেঁধিয়ে দিতে পারত তার তলোয়ারটা। কিন্তু দেয়নি–সেজন্য সেই লোক, ভাগ্যদেবি, গ্রহ, নক্ষত্র, আসমান, জমিন সবার কাছে ও কৃতজ্ঞ।

তেইশ

পরদিন সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে কালো গাউন পরলেন বিধবা। শোক প্রকাশের জন্য এই পোশাক মানানসই হবে। দিনটা শুক্রবার, তারিখটা নভেম্বরের দশ।

ওই একই দিন সক্কাল ভোরে সেজেগুজে গ্রেনোবল থেকে রওনা হয়েছেন লর্ড সেনিশাল কোন্দিয়াকের উদ্দেশে।

সৌজন্যের সঙ্গে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন মাদাম। খুব হাসি-খুশি দেখাচ্ছে তাঁকে, গতকালকের দুশ্চিন্তার ছিটেফোঁটাও নেই আজ তাঁর মধ্যে। আজ তাঁর চরম প্রাপ্তির দিন, পরম সৌভাগ্যের দিন। তাঁর ছেলে এখন কোন্দিয়াকের লর্ড; ফ্লোরিমঁ, যাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করেছেন তিনি এতদিন, পথের কাঁটা বলে মনে করেছেন, তার লাশ আসছে দাফন হবে বলে; আর গাখনাশ, যে-লোকটা প্যারিসে ফিরে গোলমাল পাকাতে পারত রানির কাছে তাঁদের অবাধ্যতার কথা নালিশ করে, সে এখন পরিখার মাছগুলোর খাবার হয়ে গেছে; ভ্যালেরি দো লা ভোভ্রাই এখন মনের দুঃখে পাগলপারা। মাথিয়ুস যদি এখনও ওই অবাধ্য মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, কাজটা কঠিন হবে না, পুরোহিতরা হাজির থাকবে কোন্দিয়াকে।

এটা তাঁর জন্য অপূর্ব এক সোনালি সকাল, জীবনের প্রায় সব চাওয়াই তাঁর পূরণ হতে চলেছে আজ।

মোটা সেনিশালের কোলাব্যাঙ সদৃশ চেহারাটাও আজ ভাল লাগছে তাঁর কাছে। কারণ, এখন আর এই বোকা পাণিপ্রার্থীকে পাত্তা দেয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা শুনবেন তার প্রেম নিবেদন, ভাল না লাগলে উঠে চলে যাবেন আরেকদিকে। কিন্তু ত্রেসোঁর প্রথম কথাটাই দিল তাঁর চমৎকার সকালটা মাটি করে।

'মাদাম,' বললেন তিনি, 'ভাল কোনও খবর নিয়ে আসতে পারিনি আমি আজ। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওই রাবেক লোকটাকে এখন পর্যন্ত ধরা যায়নি। আমরা অবশ্য আশা ছাড়িনি এখনও, খোঁজাখুঁজি চলছেই।'

এক মুহূর্তের জন্য সুন্দর ভুরুজোড়া কুঁচকে উঠল মাদামের। রাবেকের কথা

একদম ভুলে গিয়েছিলেন তিনি; কিন্তু একটু চিন্তা করতেই বুঝতে পারলেন কোনও ক্ষতি হয়নি তাতে। হেসে উঠলেন তিনি, হালকা মেজাজে আছেন; সেনিশালকে নিয়ে চললেন বাগান হয়ে অন্য দরজা দিয়ে ঢুকবেন ভিতরে।

'এমন গম্ভীর ভাবে কথা শুরু করেছিলেন, আমার ভয়ই লেগে যাচ্ছিল, না জানি কোন্ সাঙ্ঘাতিক দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে মাথার ওপর। রাবেক যদি আপনার লোকদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায়, তা হলেই বা কী? ও একটা চাকর বই তো নয়!'

'তা ঠিক,' বললেন সেনিশাল চাপা গলায়, 'তবে ভুলে যাবেন না, ওর কাছে যে চিঠিটা আছে, ওটা কোনও চাকরের লেখা নয়! আমি খবর নিয়ে জেনেছি, রাজ দরবারের অত্যন্ত সম্মানিত এক সদস্য ওই মাখর্তি দো গাখনাশ।'

হাসি মুছে গেল মাদামের মুখ থেকে। এত খুশি, এত আনন্দ, এই বিজয়, এই ইচ্ছাপূরণ ও প্রাপ্তির মুহূর্তে এই ত্রুটির কথা মাথায় আসেনি তাঁর। তিনি ভেবেছিলেন, একটা চাকরের কথার চেয়ে তাঁর কথাকে গুরুত্ব দেয়া হবে অনেক বেশি। কিন্তু ওর সঙ্গে চিঠিটা থাকায় তো অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে পরিস্থিতি।

'ওকে খুঁজে বের করতেই হবে, ত্রেসোঁ!' বললেন তিনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে, 'নইলে ভেস্তে যাবে সব।'

মাহ্খিসের পাশে পাশে থপ্-থপ্ করে হাঁটছেন সেনিশাল, বললেন, 'চেষ্টার সামান্যতম ত্রুটি হবে না, সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকুন। গোটা প্রদেশের সমস্ত কাজ থামিয়ে দিয়ে সবাই এখন খুঁজছে ওকে। ধরা ওকে পড়তেই হবে। প্যারিসে যাওয়ার তিন রাস্তা ধরেই ছুটছে ঘোড়সওয়ার। পালিয়ে ও যাবে কোথায়?'

'ওই লোকটাই এখন আমাদের একমাত্র বিপদ,' বললেন মাহ্খিস। 'মারা গেছে ফ্লোরিমঁ–জ্বরের কারণে,' বলে সামান্য একটু হাসলেন মহিলা, সেনিশালের মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল যেন শীতল স্রোত। 'এখন যদি এক ব্যাটা চাকর প্যারিসে গিয়ে আমাদের এতদিনের এত কষ্টের ফসল সব মাটি করে দেয়, সেটা আমাদের ভয়ানক দুর্ভাগ্যই বলতে হবে।'

'তা ঠিক,' স্বীকার করলেন ত্রেসোঁ। 'কিছুতেই ওকে প্যারিসে পৌঁছতে দেয়া যাবে না।'

'তারপরও, যদি যায়, আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে।'

'চিরকাল, ক্লোচিলদে, চিরকাল!' বললেন সেনিশাল। 'সুবন্ধু হিসেবে এ-পর্যন্ত সব কিছুতে আমি তোমার পাশে থেকেছি। কী, থাকিনি?'

'আমি কি তা অস্বীকার করেছি?' বললেন বিধবা কপট কুপিত কণ্ঠে।

'এবং প্রয়োজনে থাকব চিরকাল,' কথাটা শেষ করলেন ত্রেসোঁ। 'মসিয়ো দো গাখনাশের বিষয়ে তুমি কিন্তু আমার কাছে কিছুটা হলেও ঋণী আছ, ক্লোচিলদে।'

'আম্–আমি জানি সেটা,' বললেন বিধবা। জানেন, কী নিয়ে কথা বলছে কোলাব্যাঙটা। হাসিখুশি ভাবটা ঝিমিয়ে এল তাঁর। একবার ভাবলেন পষ্টাপষ্টি বলে দেবেন কি না, ব্যাটা ভাগুক এখান থেকে, কোনও পেত্নীর কাছে প্রেম নিবেদন করুক গিয়ে। কিন্তু কেন যেন মনে হলো আরও কটা দিন একে সহ্য না করলেই নয়; কারণ, বলা যায় না একে ব্যবহারের প্রয়োজন পড়তে পারে। শুধু

গাখনাশের ব্যাপারেই যে বোকা লোকটা তাঁর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছে তা নয়, গতকাল ঘটে যাওয়া লা হোশেখের ঘটনাতেও এ-লোক জড়িত। ফরচুনিও যতই বলুক না কেন যে সবকিছু ঠিকঠাক মত ঘটেছে, তার কাহিনিতে কিছু ফাঁক-ফোকর আছে; যদি পরবর্তীতে কোনও প্যাঁচ লেগে যায়, সেনিশালের সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে তাঁর সে গিঁঠ ছাড়াতে। কাজেই মধুর হাসি হাসলেন তিনি, জানালেন তাঁর ঋণ তিনি জীবনেও ভুলবেন না। তাই শুনে ত্রেসোঁ যখন পুরস্কার দাবি করলেন, লাজুক কিশোরীর মত হাসলেন মাহ্‌খিস।

'তুমি তো জানো, ত্রেসোঁ, মাত্র ছয় মাস হলো বিধবা হয়েছি আমি,' মনে করিয়ে দিলেন তিনি কথাটা আবার। 'আমার অবুঝ হৃদয় তোমার প্রতি যতই আকর্ষণ বোধ করুক না কেন, এখন কারও প্রেম নিবেদনে সাড়া দেয়া ভাল দেখায় না। আর ছয়টা মাস সময় দাও আমাকে, প্লিজ!'

'তখন আমাকে বিয়ে করবে তো? কথা দিচ্ছ?' কাঁদো কাঁদো হয়ে এল সেনিশালের গলাটা।

'বললাম না, কারও প্রেমে সাড়া দেব না এই ছয় মাস। মানে, আর কারও আর কী!'

গদগদ সেনিশাল বিধবার একটা হাত ধরলেন।

'কিন্তু আমি যে ঘুমাতে পারব না, বিশ্রাম নিতে পারব না, শান্তি বলতে কিচ্ছু থাকবে না আমার মনে; যতক্ষণ না তুমি একটা উত্তর দাও! শুধু তোমার দেয়া একটা কথা, ব্যস, তা হলেই বুঝিয়ে শুনিয়ে নিজেকে আমি সামলে রাখতে পারব। প্লিজ, ক্লোচিলদে, শুধু একবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করো, ছ'মাস পর, এই ধরো ঈস্টারের সময়, বিয়ে করবে আমাকে।'

মাহ্‌খিস বুঝলেন, কথা না দিয়ে এখন এই হোঁৎকা ব্যাটার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে না। কাজেই কথা দিয়ে দিলেন তিনি। মনে মনে জানেন, ছয় মাস পর এই লোকের আনুগত্যের কোনও প্রয়োজন থাকবে না তাঁর, তখন একে প্রত্যাখ্যান করার একটা ছুতো বের করে নেয়া কঠিন হবে না।

শ্যাতো থেকে এক লোক ছুটে এসে জানাল, একদল সাধু ইসেখ উপত্যকা ধরে সোজা আসছে কোন্দিয়াকের দিকে। হালকা উত্তেজনা বোধ করলেন মাহ্‌খিস, ত্রেসোঁকে নিয়ে ফিরে এসে দুর্গপ্রাচীরের উপর উঠলেন তিনি ওদের আগমন স্বচক্ষে দেখবেন বলে।

সাধু-সন্ন্যাসীর এই অভিনব সমাগমের কারণ জানতে চাইলেন ত্রেসোঁ। লা হোশেখে ঘটে যাওয়া গতকালকের ঘটনা সম্পর্কে ফরচুনিওর কাছে যা শুনেছেন, খুলে বললেন তাঁকে মাহ্‌খিস। উপরে উঠে কপালে হাত তুলে সূর্যের আলো ঠেকিয়ে পুবদিকে চাইলেন তিনি। হ্যাঁ, ধীর পায়ে কোন্দিয়াকের দিকে এগিয়ে আসছে সাধু-সন্তেরা।

সবার আগে আগে আসছেন সেইন্ট ফ্রান্সিস অভ শ্যোলা-র চিকন, লম্বা, রুক্ষ অ্যাবট। তাঁর হাতে ধরা দীর্ঘ রুপার ক্রুশ ঝিলিক দিচ্ছে সূর্যের আলো পড়ে। মাথার হুড পিছনে সরে যাওয়ায় তাঁর মলিন, ক্লিষ্ট মুখ ও কামানো মাথা দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। তাঁর পিছনে কালো কাপড় মোড়া একটা কফিন বইছেন ছয়জন

কালো কাপড় ও কালো হুড পরা সাধু। তাদের পিছনে বুকে হাত বেঁধে নত মস্তকে আসছেন সেইন্ট ফ্রান্সিসের চোদ্দোজন ব্রাদার।

ওদের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মাহ্‌খিসের মনে প্রশ্ন জাগল, মৃত একজন কোন্দিয়াককে এত মর্যাদার সঙ্গে সমাধিস্থ করতে রাজি হলো কী করে অহঙ্কারী ওই অ্যাবট? তার তো অন্তত এই পরিবারের ছাদের নীচে আসতে রাজি হওয়ার কথা নয়!

সন্ন্যাসীদের পিছনে একটা বন্ধ গাড়ি আসছে, তার পিছনে ঘোড়ায় চেপে আসছে কোন্দিয়াকের উর্দি পরা চারজন সহিস। মাখিয়ুসকে কোথাও দেখতে পেলেন না মাহ্‌খিস, ভেবে নিলেন ওই বন্ধ গাড়িতে রয়েছে ও, আর পিছনের ওরা মৃত মাহ্‌খির চাকর-বাকর।

ওরা ড্রব্রিজ পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত চুপচাপ তাকিয়ে থাকলেন বিধবা মাহ্‌খিস। তারপর, ব্রিজের তক্তায় যখন তাদের পায়ের শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে, সেনিশালকে পিছু নেয়ার ইঙ্গিত করে নামতে শুরু করলেন ব্যাটলমেন্ট থেকে। নীচে নেমে অবাক হয়ে গেলেন তিনি, কারও অনুমতির অপেক্ষা না রেখে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে হলরুমে যাওয়ার দরজা দিয়ে ঢুকে পড়েছেন অ্যাবট, তাঁর পিছন পিছন কফিন বাহক, এবং তাদের পিছু নিয়ে আর সবাই ঢুকে পড়ছে ভিতরে। দরজার চৌকাঠে অলস ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের দেখছে ফরচুনিও। প্রাঙ্গণের এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে রয়েছে দশ-বারোজন সশস্ত্র দুর্গরক্ষী, দু'রাত আগে গাখনাশের সঙ্গে লড়াইয়ের পর সর্বসাকুল্যে এই কজনই রয়েছে অবশিষ্ট।

গাড়িটা আসতে দেরি করছে, পিছনের সহিসরাও রয়ে গেছে দুর্গের বাইরে: কেন কে জানে! মাখিয়ুস আসছে না দেখে ব্যাপার কী জানার জন্য ফরচুনিওর দিকে এগিয়ে গেলেন মাদাম।

'মসিয়ো দো কোন্দিয়াক নিশ্চয়ই ওই গাড়িতেই রয়েছে? দেরি করছে কেন?'

'হ্যাঁ, ওই গাড়িতেই, মাদাম,' বলল ফরচুনিও, একটু যেন বিব্রত বোধ করছে। 'আপনি ভেতরে গিয়ে অ্যাবটকে অভ্যর্থনা জানান, আমি দেখছি ওদিকটা। সাধুরা বোঝা নামাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন।'

চেহারায় উপযুক্ত ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে এলেন মাহ্‌খিস মুহূর্তে, রওনা হয়ে গেলেন তক্ষুনি–তাঁর পায়ে পায়ে আছেন ব্রেসোঁ। কালো ভেলভেট দিয়ে ঢাকা কফিনটা টেবিলের উপর রাখা। ফায়ারপ্লেসে আগুন নেই, ফলে শীতল একটা বিষাদের ভাব বিরাজ করছে আজ হলরুমে।

যথোপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে এগোলেন মাহ্‌খিস বল্লমের মত খাড়া হয়ে দাঁড়ানো অ্যাবটের দিকে। কিন্তু তাঁর অসামান্য সৌন্দর্য সামান্যতম নরম করতে পারল না কঠোর নিয়মনিষ্ঠ অ্যাবটকে। একটা হাত উঁচু করলেন তিনি মাহ্‌খিস কাছে এসে দাঁড়াতেই। গম্ভীর, উচ্চকণ্ঠে শুরু করলেন তিনি তাঁর বক্তব্য:

'দুর্ভাগা মেয়েমানুষ!' স্পষ্ট গলায় বললেন তিনি, 'তোমার মাত্রাছাড়া পাপাচার আজ বিচারের সম্মুখীন; ধুলোয় মিশে যাবে তোমার অধর্ম, একগুঁয়েমি আর মিথ্যা অহঙ্কার। এতদিন ধরে পুরোহিতদের অশ্রদ্ধা ও অপমান, পবিত্র চার্চের অসম্মান ও তোমার অধার্মিক অপশাসনের সমাপ্তি ঘটবে এবার।'

এক পা পিছিয়ে গেলেন ত্রেসোঁ, রক্ত সরে গেছে তাঁর মুখ থেকে; মাদামের বিচার হলে তিনিও বাদ পড়বেন না! কোথায় ভুল হলো তাঁদের? কী ত্রুটি ছিল পরিকল্পনায়? আতঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চাইলেন তিনি।

কিন্তু ওসব কথায় ভয় পেলেন না মাহ্‌খিস। শুধু চোখের পাতা আর একটু ফাঁক হলো, রক্ত উঠে এসে রঙের ছোপ ফেলল দুই গালে; বিস্মিত হয়েছেন, বিরক্ত হয়েছেন। পাগল নাকি এই মাথাছেলা সাধুটা?

'এসব কী বাজে বকছেন আপনি!' ধমকের সুরে বললেন তিনি, 'উন্মাদ হয়ে গেছেন নাকি?'

'না, উন্মাদ হইনি,' শীতল কণ্ঠে বললেন অ্যাবট, 'এটা আমাদের প্রতিবাদের ন্যায্য প্রকাশ। হোলি চার্চের ক্ষমতাকে তুমি অগ্রাহ্য করেছ, অস্বীকার করেছ আমাদের হোলি মাদারকে, বন্ধ করেছ চাঁদা। তারই শাস্তি এখন নেমে আসছে তোমার ওপর। তোমার বেয়াড়াপনার শোধ তোলা হবে এখন কড়ায় গণ্ডায়। আমরা সেটা দেখব বলেই অপেক্ষায় আছি।'

অ্যাবটের একটা কথাও বুঝতে পারলেন না মাদাম, মনে করলেন, হয়তো পাটকাঠির মত লোকটা ফ্লোরিমর মৃত্যুটাকেই ভাবছে কোন্দিয়াকের উপর খোদার মার হিসাবে। কিন্তু কর্কশ ভাষা ঠিকই রাগিয়ে দিল তাঁকে।

'আমার ধারণা ছিল, সার প্রিস্ট, আপনি লাশ দাফন করতে এসেছেন এখানে। কিন্তু দেখছি, এসেছেন বোল-চাল মারতে।'

কড়া দৃষ্টিতে দীর্ঘক্ষণ মাহ্‌খিসের দিকে চেয়ে রইলেন ফাদার, তারপর ন্যাড়া মাথাটা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁটে সামান্য একটুকরো হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল।

'না, মাদাম, বোল-চাল মারতে নয়,' ধীরে বললেন তিনি। 'এসেছি কাজে। আমি এসেছি এই কসাইখানা থেকে মিষ্টি একটা ছোট্ট মেষশাবককে মুক্ত করতে, যাকে তুমি এখানে বেঁধে রেখেছ।'

কথা শুনে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল মাহ্‌খিসের, ভয় দেখা দিল চোখে। বুঝে ফেলেছেন, যা ভেবেছিলেন, বা তাঁকে যা বলা হয়েছে ব্যাপারটা আসলে তা নয়; কোথাও ভয়ানক কোনও গোলমাল আছে। তারপরেও সাহস সঞ্চয় করে ধমকে উঠলেন তিনি:

'কী যা-তা বলছেন! আসলে কী বলতে চান আপনি?'

মাদামের পিছনে দাঁড়ানো লর্ড ত্রেসোঁর মাংসল হাঁটু দুটো দ্রুত বাড়ি খাচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে। গাধার মত কাজ করেছেন তিনি আজ কোন্দিয়াকে এসে, ধরা পড়ে গেছেন মাহ্‌খিসের অন্যায়ের সহযোগী হিসাবে। বোঝাই যাচ্ছে, ওই অহঙ্কারী অ্যাবটের পিছনে শক্ত খুঁটি আছে। নইলে সুরক্ষিত কোন্দিয়াকের ভিতর, যেখানে ডাক দিলেই ছুটে এসে তার গলাটা ফাঁক করে দেয়ার লোকের অভাব নেই, সেখানে ঢুকে মাহ্‌খিসের সঙ্গে গলা চড়িয়ে হুমকির সুরে কথা বলার সাহস হত না।

'কী বলতে চান আপনি?' আবার বললেন মাদাম, তারপর ঠোঁটের কোণে শয়তানি হাসি টেনে এনে বললেন, 'অতি উৎসাহে তাল হারিয়ে ফেলেছেন বলে মনে হচ্ছে, যা মুখে আসছে তা-ই বলছেন, সার অ্যাবট; ভুলে যাচ্ছেন যে, কাছেই

রয়েছে আমার লোকজন।'

'আমারও তা-ই, মাদাম,' পিলে চমকানো উত্তর এল তাঁর কাছ থেকে। কথাটা বলে একটা হাত তুলে সাধুদেরকে দেখালেন তিনি—বুকে হাত বেঁধে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সবাই।

কর্কশ হাসি শোনা গেল মাদামের কণ্ঠে। 'এই ন্যাড়াগুলো?' জানতে চাইলেন বিদ্রূপের সুরে।

'হ্যাঁ, মাদাম, এই ন্যাড়াগুলো!' বললেন ফাদার। হাত তুলে একটা ইঙ্গিত করলেন তিনি। পরমুহূর্তে যা ঘটল তা দেখে এই প্রথম সত্যিকার ভয় কাকে বলে টের পেলেন বিধবা মাহ্‌খিস, থরথর করে কেঁপে উঠল তাঁর বুকের ভিতরটা। তাঁর মোটা প্রেমিকের কাঁপুনি বেড়ে গেল দ্বিগুণ।

মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধুরা, এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়েছে মাথার হুড; এবার দু'-হাতে সরিয়ে দিল ধর্মীয় পোশাক; তার নীচে দেখা যাচ্ছে কোন্দিয়াকের ইউনিফর্ম। এক কুড়ি তাগড়া জোয়ান সশস্ত্র সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে সামনে। বিধবা ও তাঁর প্রেমিকের চেহারার অবস্থা দেখে হাসছে তারা।

তাদের একজন এগিয়ে গিয়ে তালা লাগিয়ে দিল কামরার। কিন্তু সেদিকে লক্ষ নেই বিধবার, সুন্দর দুই কালো চোখে আতঙ্ক নিয়ে ফিরলেন তিনি ফাদার অ্যাবটের গম্ভীর মূর্তির দিকে, একটু অবাকই হলেন তাঁর কোনও পরিবর্তন হয়নি দেখে।

'বেঈমানি! ধাপ্পাবাজি!' চাপা ফ্যাসফেঁসে গলায় বললেন তিনি। আবার চোখ ফিরালেন তিনি সশস্ত্র সৈনিকদের দিকে। তারপর দেখতে পেলেন একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ফরচুনিও, চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজের গোঁফ টানছে, সাধুদের এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে মোটেও বিস্মিত হয়নি।

হঠাৎ রাগে অন্ধ হয়ে গেলেন মাহ্‌খিস, ব্রেসোঁর বেল্ট থেকে এক টানে তাঁর ছোরাটা তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বিশ্বাসঘাতক ক্যাপটেনের উপর, প্রতারণার মাধ্যমে যে-লোক দুর্গটা তুলে দিয়েছে শত্রুর হাতে। শত্রুটা কে, সে সম্পর্কে চিন্তা করার অবসর হয়নি তাঁর এখনও। একহাতে ফরচুনিওর গলা চেপে ধরলেন তিনি, অপর হাতে ধরা ছোরা তুললেন মারবেন বলে। হকচকিয়ে যাওয়ায় বাধা দেয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে ক্যাপটেন।

ঠিক সময়মত দুই পা এগিয়ে এসে খপ্ করে ধরে ফেললেন ফাদার মাহ্‌খিসের কব্জি।

'ধৈর্য ধরো, মেয়েমানুষ,' বললেন তিনি। 'অসহিষ্ণু হয়ো না। অন্যের হাতের পুতুল ও এখন।'

বিধবাকে টেনে সরিয়ে আনলেন অ্যাবট, রাগে-দুঃখে রীতিমত হাঁপাচ্ছেন তিনি তখন। এদিকে ফিরেই অবাক হয়ে গেলেন তিনি—কফিনের উপর থেকে মখমলের ঢাকনি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কফিনটার দিকে চেয়ে রইলেন মাহ্‌খিস। ঢাকনি সরিয়ে ফেলা হয়েছে কেন? আরও কী বিস্ময় অপেক্ষা করছে ওখানে তাঁর জন্য?

প্রশ্নটা মনে আসতেই পেয়ে গেলেন তিনি উত্তরটা। সঙ্গে সঙ্গে বরফের মত ঠাণ্ডা একটা হাত যেন চেপে ধরল তাঁর হৃৎপিণ্ডটাকে। বুঝে ফেললেন তিনি, আসলে

মারা গেছে মাখিয়ুস। মিথ্যেকথা বলা হয়েছে তাঁকে। মাখিয়ুসের লাশটা ফিরিয়ে এনেছে ফ্লোরিমঁর লোকেরা কোন্দিয়াকে। এবং সেই সুযোগে দখল করে নিয়েছে দুর্গটা।

ফুঁপিয়ে উঠে কফিনের দিকে এগিয়ে গেলেন মাহ্খিস। ছেলের কী হয়েছে নিজের চোখে দেখতে হবে তাঁকে, আর কারও কথা বিশ্বাস করবেন না তিনি। তিন কদম এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন মাহ্খিস, দুই হাত উঠে এল বুকের কাছে, আতঙ্কিত চিৎকার দেয়ার জন্য হাঁ হয়ে গেছে মুখ। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে দেখলেন, খুলে যাচ্ছে কফিনের ডালাটা। তারপর ধীরে ধীরে উঠে বসল লাশটা, হাসিমুখে চাইল চারপাশে। শিউরে উঠলেন মাহ্খিস লোকটাকে চিনতে পেরে। গাখনাশ! সেই আগের চেহারায়! এর না পরিখার নীচে মরে পড়ে থাকার কথা?

তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর সুন্দর চেহারাটা বিকৃত হতে হতে কুৎসিত হয়ে উঠল। ত্রেসোঁর চোখ দুটো মনে হলো ছিটকে বেরিয়ে আসবে কোটর ছেড়ে। ভূতের ভয়ে নয়, তিনি জানেন কোনও ভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল গাখনাশ সেদিন; ভয় পাচ্ছেন এই লোকের প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন, তাই ভেবে।

কফিন থেকে বেরিয়ে মেঝেতে নেমে এল মসিয়ো গাখনাশ। সৌজন্যের সঙ্গে বাউ করল মাদামকে। ফরচুনিওর দিকে তাঁকে কটমট করে তাকাতে দেখে বলল, 'ফরচুনিও যা করেছে সবই আপনার ছেলের নির্দেশে করেছে।'

'মাখিয়ুস?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন মাহ্খিস।

'হ্যাঁ, মাখিয়ুস,' বলল গাখনাশ। 'আমার কথা না শুনলে হুইলে ফেলে ওদের দুজনের হাড় ভাঙা হবে বলতেই লুফে নিয়েছে প্রাণ বাঁচানোর সুযোগটা। আমিও গ্রহণ করেছি মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইকে উদ্ধার করার সুযোগ।'

'তা হলে কি মাখিয়ুস–' কথাটা শেষ না করে আকুল নয়নে চাইলেন মাহ্খিস গাখনাশের মুখের দিকে।

'ভাল আছে, নিরাপদে আছে; তবে এখনও আমার হাতের মুঠোয় রয়েছে ও। কোন্দিয়াকের ব্যাপারটার সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত ছাড়া পাবে না ও। যদি কোন্দিয়াকের একটি প্রাণীও আমার কাজে সামান্যতম বাধা দেয়, সত্যিই বলছি, এক-এক করে ওর সবকটা হাড় ভাঙব আমি।'

মাখিয়ুসের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েই স্বরূপ ধারণ করলেন আবার বিধবা মাহ্খিস। মাথা উঁচু করে চাইলেন গাখনাশের চোখের দিকে।

'কথা তো বলছেন চ্যাটাং চ্যাটাং,' তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন তিনি, 'কে আপনি এসব হুমকি দেওয়ার?'

'আমি কুইন-রিজেন্টের সামান্য এক মুখপাত্র, মাদাম। আমি যা হুমকি দিচ্ছি, তাঁরই নামে দিচ্ছি। এ নিয়ে কাদা ঘাঁটাঘাঁটি না করলেই ভাল করবেন, এতে আপনার কোনও লাভ হবে না। আপনাকে পদচ্যুত করা হয়েছে, মাদাম; ভাল হয়, যদি সম্মান ও সম্ভ্রমের সঙ্গে সেটা মেনে নেন।'

'আপনার উপদেশ খয়রাত করার কোনও দরকার নেই, মসিয়ো। আমি জানি কীসে আমার ভাল।'

'সূর্য ডোবার আগেই আমার উপদেশ আপনার কাছে মনে হবে অমৃতবাণী,'

বলল গাখনাশ মৃদু হেসে। 'মাহ্‌খি দো কোন্দিয়াক ও তাঁর স্ত্রী এখনও লা হোশেথে অপেক্ষা করছেন, আমি আপনাকে বিদায় দেয়ার পর খবর দিলে বাড়ি ফিরবেন।'

'তার স্ত্রী? মানে?' চেঁচিয়ে উঠলেন মাদাম।

'মানে, তাঁর স্ত্রী। ইটালি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন তিনি।'

'তা হলে, তা হলে তো মাখিয়ুস–' কথাটা অসমাপ্ত রেখেই চুপ করে গেলেন মাহ্‌খিস। কিন্তু তাঁর বক্তব্য বুঝতে একটুও অসুবিধা হলো না গাখনাশের। মাহ্‌খির বিয়ের খবর শোনা মাত্র আবার মাখিয়ুসের সঙ্গে ভ্যালেরিকে বিয়ে দেয়ার চিন্তা এসে গেছে তাঁর মাথায়। কিন্তু গাখনাশ অসমাপ্ত থাকতে দিল না কথাটা।

'না, মাদাম,' বলল সে। 'মাখিয়ুসকে অন্যত্র বউ খুঁজতে হবে, যদি না মাদামোয়াযেল তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়। সে সম্ভাবনা খুবই কম। অসহায় মেয়েটির ওপর জোর-জুলুমের দিন তো শেষ, কাজেই ওই প্রলোভন মন থেকে দূর করে দেওয়াই উচিত হবে আপনার।' হঠাৎই কঠোর হয়ে উঠল গাখনাশের কণ্ঠস্বর, 'মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাই ভাল আছে, মাদাম?'

মাথা ঝোঁকালেন মাদাম, উত্তর দিলেন না। ফরচুনিওর দিকে ফিরল গাখনাশ, 'যান, ডেকে নিয়ে আসুন ওকে।'

একজন দরজার তালা খুলে দিল, বেরিয়ে গেল ক্যাপটেন।

কামরার চারদিকে একবার নজর বুলিয়ে ব্রেসোঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াল গাখনাশ। তাঁর দিকে চেয়ে হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল ও, তাই দেখে আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন সেনিশাল।

'দেখা হয়ে গিয়ে ভালই হলো, মাই ডিয়ার লর্ড সেনিশাল। তা না হলে আপনাকে ডেকে পাঠাতে হত। ছোট্ট একটা ব্যাপারে আপনার সঙ্গে বোঝাপড়া আছে আমার। আপনার জন্যে এমনই ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি যে, এই মুহূর্তে হয়তো খুশি হয়ে উঠবেন আপনি, কিন্তু জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাবেন বাকি জীবন।' হাসিমুখে সামনে থেকে সরে গেল গাখনাশ। ভয়ঙ্কর লোকটার তরফ থেকে কী ভীষণ শাস্তি আসছে বুঝতে না পেরে মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল ব্রেসোঁর। কারণ, স্পষ্ট জানেন, তিনি যে কোন্দিয়াকে অনুষ্ঠিত সমস্ত অন্যায়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, সেটা এই লোকের কাছে অস্বীকার করে কোনও লাভ হবে না।

'মনে হচ্ছে, আমাকেও কিছু শাস্তি দেওয়ার আছে আপনার, মসিয়ো?' গর্বিত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন মাহ্‌খিস।

'ঠিক ধরেছেন,' বলল গাখনাশ। 'আমার শর্ত মেনে নেয়ার ওপর নির্ভর করবে মাখিয়ুসের জীবন ও আপনার ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা।'

'কী সেই শর্ত?' জানতে চাইলেন মাদাম।

'প্রথম শর্ত: এক ঘণ্টার মধ্যে আপনার সমস্ত লোক, এমন কী চাকর-বাকর-বাবুর্চি পর্যন্ত সবাইকে অস্ত্র জমা রেখে বেরিয়ে যেতে হবে কোন্দিয়াক থেকে।'

'আমাকে নিশ্চয়ই এখান থেকে বের করে দেবে না মাহ্‌খি?' বললেন মাদাম অনিশ্চিত ভঙ্গিতে।

'এই ব্যাপারে মাহ্‌খির কিছুই করার ক্ষমতা নেই, মাদাম। আপনার

অবাধ্যতার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নেয়া হবে, সেটা রানির এক্তিয়ারে; আর রানির প্রতিনিধি হিসেবে, আমার এক্তিয়ারে।'

'আমি যদি আপনার যে-কোনও শর্ত মেনে নিই, মসিয়ো, তা হলে কী হবে?'

হাসল গাখনাশ, কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর বলল, 'এর মধ্যে কোনও "যদি" নেই, মাদাম। ইচ্ছায় হোক, বা অনিচ্ছায়–মেনে আপনাকে নিতেই হবে। যাতে মেনে নিতে বাধ্য হন, সেটা দেখার জন্যেই ফিরে এসেছি আমি সৈন্য নিয়ে। বাধা দিলে কচু-কাটা হয়ে যাবে এখানকার সবাই, আপনার নিজের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। সবাইকে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেবেন আপনি, তা হলে নিজেও চলে যেতে পারবেন এখান থেকে।'

'বুঝলাম, কিন্তু কোথায় শুনি? কোন্ চুলোয় যাব আমি?' রাগের মাথায় পরিস্থিতি ভুলে চেঁচিয়ে উঠলেন মাহ্খিস।

'বুঝতে পারছি, মাদাম, যতটা যা শুনেছি, যাওয়ার সত্যিই কোনও জায়গা নেই আপনার। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাবার আগে, তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করবার আগেই আপনার ভাবা উচিত ছিল একদিন হয়তো কোন্দিয়াকের মাহ্খির বদান্যতার ওপর নির্ভর করতে হতে পারে আপনাকে। কিন্তু এখন তো তাঁর সাহায্য-সহযোগিতার কথা চিন্তাও করা যায় না। রাস্তাতেই নেমে যেতে হবে আপনাকে, যদি না–' এই পর্যন্ত বলে উপহাসের দৃষ্টিতে চাইল গাখনাশ ত্রেসোঁর মুখের দিকে।

'আপনি আমার সঙ্গে যে সুরে কথা বলছেন,' আক্ষেপ করলেন মাদাম, 'আজ পর্যন্ত কোনও মানুষ আমার সঙ্গে এত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে কথা বলার সাহস পায়নি।'

'আপনার যখন ক্ষমতা ছিল, তখন আপনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছেন, মাদাম, যা করার সাহস আজ পর্যন্ত আর কোনও মানুষ পায়নি। তবে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলেও আমি আপনার কোনও ক্ষতি করব না, দেখতেই পাবেন। আপনার মত একজন খুনি মহিলাও উপকারই পাবে আমার কাছ থেকে। মসিয়ো দো ত্রেসোঁ,' হঠাৎ সেনিশালের দিকে ফিরল গাখনাশ।

চমকে একপা এগিয়ে এলেন লর্ড সেনিশাল।

'ম-ম্সিয়ো?'

'আপনারও কুকর্মের বিনিময়ে আমি উপকার করব। এদিকে আসুন।'

থপ থপ করে এগিয়ে এলেন সেনিশাল, ভয় পাচ্ছেন, আচম্বিতে না জানি কী এসে পড়ে ঘাড়ের উপর।

'মাহ্খিস দো কোন্দিয়াক পথে বসতে চলেছেন,' বলল গাখনাশ। 'আপনি কি তাঁর জন্যে একটা ঘর, একটা সংসারের ব্যবস্থা করতে পারেন না, মসিয়ো দো ত্রেসোঁ?'

'অ্যাঁ?' নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না ত্রেসোঁ। একটু থেমে বুঝে নিলেন কথাটা, তারপর বললেন, 'মাদাম ভাল করেই জানেন, কতটা আগ্রহের সঙ্গে আমি রাজি আছি।'

'আচ্ছা? তিনি জানেন তা হলে? তা হলে তা-ই করুন, মসিয়ো। একমাত্র তা

হলেই আমি ভুলে যাব আপনার রাষ্ট্রদ্রোহী ভূমিকার কথা। আপনার বিশ্বাসঘাতকতা ও রানির আদেশ অমান্যের কারণে কতগুলো মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে সে প্রশ্ন তোলা হবে না, যদি আপনি স্বেচ্ছায় দোফিনির সেনিশালের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। আপনার মত একজন অযোগ্য, অবাধ্য, অবিশ্বস্ত মানুষকে এ দায়িত্বে রাখা কিছুতেই অনুমোদন করতে পারি না আমি।'

হাঁ হয়ে গেছেন ত্রেসোঁ। বিশ্বাসই করতে পারছেন না, এত অল্পের উপর দিয়ে বেঁচে যাবেন এ-যাত্রা। একবার গাখনাশের মুখের দিকে, একবার মাদামের মুখের দিকে চাইছেন। মাহ্‌খিসকে মনে হচ্ছে, মূর্তি হয়ে জমে গেছেন। এমনি সময়ে দরজা খুলে ঘরে ঢুকল মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাই, তার পিছন পিছন ফরচুনিও।

গাখনাশকে দেখেই থমকে দাঁড়াল ভ্যালেরি, দুই হাত চলে গেছে হৃৎপিণ্ডের উপর, ফুঁপিয়ে উঠল একবার, বড় হয়ে গেছে আয়ত দু'-চোখ। সত্যিই কি মানুষটা গাখনাশ, ওর সেই দুঃসাহসী রক্ষাকর্তা? প্রহরী বাতিস্তার ছদ্মবেশ নেই এখন, সেই প্রথম দিনের দেখা মসিয়ো দো গাখনাশের চেহারা। ওর দিকে এগিয়ে এল গাখনাশ, মুখে সেই পরিচিত হাসি। কাছে এসে দু'-হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে, হাত দুটো ধরল ভ্যালেরি, তারপর সবার সামনে নিচু হয়ে ঝুঁকে চুমো দিল ওর হাতে; ফোঁপানির ফাঁকে ফাঁকে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশে একনাগাড়ে বলে চলেছে: 'খোদা, তোমাকে ধন্যবাদ! প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ! খোদা, তোমাকে ধন্যবাদ!'

'মাদামোয়াযেল, মাদামোয়াযেল!' ধরা গলায় এইটুকুই শুধু বলতে পারল গাখনাশ, তারপর একটু সামলে নিয়ে বলল, 'শান্ত হও, খুকি। এই দেখো, এসে পড়েছি আবার, আর কোনও ভয় নেই—এবার ঠিকই তোমাকে উদ্ধার করব ওদের কবল থেকে।'

ওকে দেখে মেয়েটির আন্তরিক খুশি গাখনাশের কর্কশ হৃদয়ের গভীরে গিয়ে স্পর্শ করল। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসতে চাইল ওর। ধরে নিল, মেয়েটিকে উদ্ধার করার জন্যে এই সেদিন পর্যন্ত ও যা যা করেছে, প্রাণের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা করেনি—এ কৃতজ্ঞতা বুঝি তারই প্রকাশ। ওর গলা শুনেই শান্ত হয়ে এল ভ্যালেরি, তারপর আবার আতঙ্ক চেপে ধরতে চাইল ওকে।

'আপনি এখানে কেন, মসিয়ো? আবার একা বিপদের মধ্যে চলে এসেছেন আপনি!'

'না, না,' হেসে উঠল গাখনাশ। 'এরা আপাতত আমারই লোক। এবার ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে ছাড়ব বলে শক্ত হয়ে এসেছি আমি। এই মহিলাটাকে কী শাস্তি দেয়া যায় বলো তো, খুকি?' গাখনাশ ভাল করেই জানে, নরম মনের মিষ্টি মেয়েটা কঠোর কিছু করার কথা ভাবতেই পারবে না। 'বলো, মাদামোয়াযেল। ওঁর ভাগ্য এখন নির্ভর করবে তোমার ইচ্ছার ওপর।'

শত্রুর মুখের দিকে চাইল ভ্যালেরি, তারপর চোখ বুলাল সারাঘরে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা সশস্ত্র লোকগুলোকে দেখল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অ্যাবটকে দেখল, দেখল লর্ড ত্রেসোঁকেও। তারপর ফিরে এল ওর দৃষ্টি গাখনাশের মুখের উপর।

বুঝে ফেলেছে ও, বদলে গেছে পরিস্থিতি। এই একটু আগেও ও ছিল বন্দি, শুনেছিল মাখিয়ুস ফিরবে আজ, ফ্লোরিমঁর দাফন হয়ে গেলেই বিয়ে পড়াবেন অ্যাবট—মাখিয়ুসকেই বিয়ে করতে হবে ওর। আর এখন এই আশ্চর্য মানুষটা ফিরে এসে বলছে: এতদিন যে-মহিলা ওকে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়েছে, তার ভাগ্য নির্ভর করছে ওরই ইচ্ছের উপর।

মনে হচ্ছে ছাই লেপে দেয়া হয়েছে মাদামের মুখে। নিজেকে দিয়ে বিচার করেছেন তিনি মেয়েটিকে এতদিন। তাঁর জানা ছিল না কী আশ্চর্য নরম মিষ্টি মেয়েটির প্রকৃতি, কারও কোনও ক্ষতি করা যে ওর পক্ষে অসম্ভব একটা কাজ। তিনি আশা করছেন, এখনই শুনবেন তাঁর মৃত্যুপরোয়ানা; কারণ ওর বদলে তিনি হলে ঠিক তা-ই ঘটত শত্রুর কপালে। কিন্তু—

'ওঁকে যেতে দিন, মসিয়ো; ছেড়ে দিন,' বলল মেয়েটি।

কথাটা কানে যেতেই চমকে চাইলেন মাহ্‌খিস ভ্যালেরির মুখের দিকে, মনে করলেন উপহাস করা হচ্ছে তাঁকে। গাখনাশকে হাসতে দেখে বুঝলেন সত্যিই বিদ্রূপ করা হয়েছে।

'ঠিক আছে, মাদামোয়াযেল, ছেড়েই দেব আমরা ওঁকে। তবে,' মাহ্‌খিসের দিকে ফিরল গাখনাশ, 'ইচ্ছেমত উল্টো-সিধে যে-কোনও পথে আর চলতে দেয়া হবে না আপনাকে, মাদাম। আপনার যা প্রকৃতি, পুরুষ একজন চালক ছাড়া আবার বিপথে চলতে শুরু করবেন। আমার মনে হয়, মসিয়ো দো ব্রেসোঁর সঙ্গে বিয়ে হয়ে যাওয়াটাই আপনার জন্যে উপযুক্ত শাস্তি; তেমনি তাঁর অপকর্মের জন্যেও এটা যে কত বড় শাস্তি, তা টের পাবেন তিনি প্রেমের ঘোরটা কেটে গেলেই। বেশ, তা হলে পরস্পরকে সুখী করার চেষ্টা করুন আপনারা,' হাত তুলে দুজনকে দেখাল গাখনাশ, 'আমাদের শ্রদ্ধেয় ফাদার যখন উপস্থিত, তখন আর দেরি কীসের? তিনি এখনই গাঁটছড়া বেঁধে দেবেন দুজনের, তারপর লর্ড সেনিশাল, আপনি সোজা বাড়ি চলে যাবেন বউ নিয়ে। ওঁর সুপুত্র যাবে আপনাদের পিছু পিছু।'

এইবার জ্বলে উঠলেন মাহ্‌খিস। রাগে মেঝেতে পা ঠুকলেন তিনি, আগুন বেরোচ্ছে দু'চোখ দিয়ে।

'কক্ষনো না! আমি বেঁচে থাকতে নয়!' চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। 'চাপের মুখে বাধ্য করতে পারবেন না আমাকে! আমি মাহ্‌খিস দো কোন্দিয়াক, মসিয়ো। কথাটা ভুলবেন না!'

'কী করে ভুলব, বলুন? আপনার কীর্তিকলাপ কি ভোলা যায়? আমি আপনাকে পদবি বদলের একটা সুযোগ তৈরি করে দিতে চেয়েছিলাম, তা হলে হয়তো শাস্তি এড়িয়ে যেতে পারতেন। মাহ্‌খিস পদবির গায়ে অনেক কালি মাখিয়ে ফেলেছেন, এটা বদলে ফেলাই আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হত না?'

'আপনি অত্যন্ত উদ্ধত এক দাম্ভিক লোক,' বললেন মাহ্‌খিস। 'কসম খোদার! কেউ আমাকে বোঁচকা হিসেবে টানা-হেঁচড়া করবে, সেটা অসম্ভব!'

এই কথায় আগুন ধরে গেল গাখনাশের মাথাতেও। প্রচণ্ড এক ধমক লাগাল সে মহিলাকে।

'বেয়াড়া মেয়েছেলে কোথাকার! আর এই কচি মেয়েটা? একে নিয়ে আপনি কী খেলা খেলেছেন এতদিন, মাদাম? ও কি বোঁচকা ছিল যে আপনি, আপনার ছেলে, এমন কী এই বদমাশ সেনিশালটা পর্যন্ত ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, মনের বিরুদ্ধে বন্দি করে রেখেছেন ওই উত্তর টাওয়ারে, জোর-জুলুম-অত্যাচার চালিয়েছেন যেমন খুশি?'

দাবড়ি খেয়ে মাথা নিচু করলেন মাহ্‌খিস। গলা একটু নামাল গাখনাশ।

'যা বলছি, করে ফেলুন, মাদাম। এই লোকটাকে এতদিন নাচিয়েছেন, এখন স্বামী হিসেবে মেনে নিন। এবং এখনই। বিয়ে করুন, তা নইলে ধরে নিয়ে যাব আপনাকে প্যারিসে, ওখানে ওরা আপনাকে বিয়ের কথা বলবে না, ফাঁসির কথা বলবে। ওখানে ওরা আপনাকে মাহ্‌খিস দো কোন্দিয়াক বলবে না, বলবে রাজদ্রোহী, খুনি মেয়েলোক! ফাঁসি হলে তো বেঁচেই গেলেন, খুব সম্ভব হুইল দিয়ে আপনাদের মা-বেটার হাড় ভাঙা হবে এক-এক করে। কোন্‌টা চান, সিদ্ধান্ত নিন, মাদাম—এক্ষুনি।'

গাখনাশ থামতেই ওর বাহুতে হাত রাখল ভ্যালেরি। মুহূর্তে রাগ দূর হয়ে গেল গাখনাশের। চট করে ওর দিকে ফিরল সে।

'কী হয়েছে, খুকি?'

'উনি বিয়েতে রাজি না হলে ওঁর ওপর জোর করবেন না, প্লিজ,' বলল ও। 'উনি জানেন না, কিন্তু আমি তো জানি কী ভয়ঙ্কর অবস্থা সেটা।'

'একটু ধৈর্য ধরো, লক্ষ্মী মেয়ে,' বলল গাখনাশ হাসিমুখে। ওর হাসি দেখে মনে হচ্ছে ঝড়বৃষ্টির শেষে রোদ উঠেছে। 'ওঁর জন্যে এটা কোনও ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয়, এসব বলে লজ্জা ঢাকছেন। কথা দেয়া-নেয়া হয়ে গেছে আগেই। তা ছাড়া, আমি তো জোর করছি না। দেখো, স্বেচ্ছায় বিয়ে করবেন উনি। তা না হলে তো প্যারিসে গিয়ে দাঁড়াতে হবে আদালতে আসামীর কাঠগড়ায়।'

'সত্যিই বাগদান হয়ে গেছে বলছেন?'

'কী?' ভুরু নাচাল গাখনাশ সেনিশালের দিকে চেয়ে, 'হয়েছে না, মসিয়ো দো সেনিশাল?'

'হয়েছে, মসিয়ো,' বললেন ত্রেসোঁ। 'আমার নিজের কথা বলতে পারি, আমি এইমুহূর্তেই রাজি।'

'তা হলে, খোদার ওয়াস্তে, হ্যাঁ-না কিছু একটা বলুক মাদাম,' তাগাদা দিল গাখনাশ। 'সারাটা দিন এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে পড়ে থাকলে তো চলবে না।'

ভাবছেন মাহ্‌খিস। গাখনাশের উপর চোখ। মনে মনে ওজন করে দেখছেন, কোন্‌টা বেশি খারাপ—কোলাব্যাঙ না প্যারিস। যদি শাস্তি কোনওভাবে এড়ানো যায়ও, তা হলে কপালে তো সেই তুখাইনের খোঁয়াড়। এদিকে ত্রেসোঁ লোকটা যত কুৎসিতই হোক, অত্যন্ত ধনী। খুব বেশি দেরি হলো না তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে।

কাজেই দাফনের জন্য ডেকে আনা অ্যাবট রানির প্রতিনিধির অনুরোধে চট করে পড়িয়ে দিলেন বিয়েটা। ত্রেসোঁর উকিল হলো ফরচুনিও, আর অভিভাবক হিসাবে হাসিমুখে লর্ড সেনিশালের হাতে কনে তুলে দিল মাখতি মাখি রিগোবেয়া মসিয়ো দো গাখনাশ—দাঁতে দাঁত চেপে সেটা মেনে নিতে বাধ্য হলেন অহঙ্কারী মাহ্‌খিস।

শুভবিবাহ সম্পন্ন হলো, বিধবা মাহুখিস দো কোন্দিয়াক হয়ে গেলেন কোঁতেস দো ত্রেসোঁ। এবার তাঁদের বিদায় দিল গাখনাশ।

'যেমন কথা দিয়েছি, মসিয়ো দো ত্রেসোঁ, আপনার অপকর্মের শাস্তি মওকুফের ব্যবস্থা করব আমি। তবে আপনাকে সেনিশালের চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে হবে এই মুহূর্তে, নইলে আমি আপনাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হব–সেটা আপনার জন্যে ভাল হবে না।'

মাথা ঝাঁকালেন ত্রেসোঁ, বুঝতে পেরেছেন: কথার সামান্য নড়চড় হলেই মাথার উপর নেমে আসবে খাঁড়া। মাথা হেঁট করে ত্রেসোঁর সঙ্গে চলে গেলেন মাদাম। দর্প চূর্ণ হয়ে গেছে তাঁর। তাঁদের পিছু পিছু বিদায় নিলেন ফাদার। ফ্লোরিমঁর লোকদের সঙ্গে ফরচুনিও গেল বিধবার গ্যারিসনের বাকি লোকজনের মাল-সামান গুছিয়ে নিয়ে বিদায়গ্রহণ নিশ্চিত করতে।

মস্ত হলঘরে এখন মাদামোয়াযেল দো লা ভোভ্রাইয়ের সঙ্গে একা দাঁড়িয়ে মসিয়ো দো গাখনাশ।

চব্বিশ

কীভাবে অপ্রিয় কথাটা বলবে বুঝতে পারছে না গাখনাশ। কথাটা শোনা মাত্র মাদামোয়াযেলের চোখ থেকে দপ্ করে নিভে যাবে আশার আলো, কালো হয়ে যাবে সুন্দর মুখটা। বলতে তো ওকে হবেই, কিন্তু কীভাবে? নিজের মনটাও ভাল না–চিরবিদায়ের সুর বাজছে সেখানে।

খালি কফিন রাখা টেবিলটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মসিয়ো গাখনাশের এই অস্বস্তি লক্ষ করছে ভ্যালেরি। উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না গাখনাশ। মেয়েটি অরশ্য বলেছিল, ফ্লোরিমঁর প্রতি কোনও বিশেষ আকর্ষণ তার নেই, সে তার বাবার ইচ্ছার মর্যাদা দিচ্ছে শুধু। কিন্তু তার পরেও এত দিন অপেক্ষার পর ফ্লোরিমঁর বউ নিয়ে ফিরে আসাটা বিশ্রী একটা অপমানজনক ব্যাপার না?

সাত-পাঁচ ভাবছে গাখনাশ, এমনি সময়ে নীরবতা ভাঙল ভ্যালেরি নিজেই।

'মসিয়ো, আপনি কি ঠিক সময় মত পৌঁছে ফ্লোরিমঁকে বাঁচাতে পেরেছিলেন?'

'পেরেছিলাম, মাদামোয়াযেল,' বিষয়টা উঠে পড়ায় খুশি হলো গাখনাশ। 'ঠিক সময় মতই পৌঁছেছিলাম।'

'আর মাখিয়ুস?' জিজ্ঞেস করল ও। 'আপনার কথা শুনে মনে হলো, ওর কোনও ক্ষতি হয়নি।'

'না, কোনও ক্ষতি হয়নি। ওকে ছেড়ে দিলাম, আনন্দ করুক ওর মায়ের বিয়েতে।'

'ওর কিছু হয়নি শুনে আমার ভাল লাগছে, মসিয়ো। কীভাবে কী হলো বলবেন আমাকে?'

বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না গিয়ে সরাসরি আসল কথায় চলে এল গাখনাশ।

'মাদামোয়াযেল,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও, 'ফ্লোরিমঁ আসছে–'

'ফ্লোরিমঁ?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মেয়েটি। নামটা শুনেই যেন ভয় পেয়েছে–রক্ত সরে গেল ওর মুখ থেকে, সাদা দেখাচ্ছে গাল দুটো। এতদিন ধরে যার ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল, তার পৌঁছানোর খবর শুনে আতঙ্ক ফুটল ওর চেহারায়।

পরিবর্তনটা লক্ষ করল গাখনাশ, এটাকেই ধরে নিল স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। একটু থেমে বলল, 'ও এখনও লা হোশেথে। ওর সৎ-মা ও ভাই কোন্দিয়াক ছেড়ে চলে গেছে খবর পেলেই চলে আসবে।'

'কিন্তু, কেন–কেন–? আমার কাছে আসবার কোনও তাড়া নেই কেন ওর মধ্যে, মসিয়ো?'

'উনি আসলে–' থামল গাখনাশ। ওর বেখাপ্পা বনবিড়ালি গোঁফ নিয়ে একটু টানাটানি করল, লক্ষ করছে ওর মুখটা। ধীরে একটা হাত রাখল ও মেয়েটির কাঁধে।

'মাদামোয়াযেল,' বলল ও, 'তোমার কি খুব খারাপ লাগবে, ধরো, যদি কোন্দিয়াকের লর্ডের সঙ্গে কোনও কারণে তোমার বিয়েটা না হয়?'

'খারাপ লাগবে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ভ্যালেরি। আশায় জ্বলজ্বল করছে ওর চোখ দুটো। 'না, না, মসিয়ো! একটুও খারাপ লাগবে না আমার!'

'সত্যিই? সত্যি কথা বলছ, খুকি? সত্যিই খারাপ লাগবে না তোমার?'

'তুমি কি জান না, কতটা সত্যি?' কথাটা এমন সুরে বলল মেয়েটি, বলতে গিয়ে লজ্জায় এতই লাল হলো মুখটা যে, গাখনাশের মনে হলো ওর দম আটকে আসছে। ধড়ফড় করছে ওর বুকের ভিতরটা। জীবনে কোনও আনন্দে কিংবা কোনও বিপদে এমনটা হয়নি ওর কোনদিন। তারপর নিজেকে সামলে নিল ও। ওর অন্তর থেকে উঠে আসতে চাইছে নিজের প্রতি দুদিন আগের সেই উপহাসের হাসি: তুই-ব্যাটা আধ-বুড়ো গাখনাশ–

'শুনে খুশি হলাম, মাদামোয়াযেল,' শান্ত গলায় বলল ও। 'কারণ, ফ্লোরিমঁ দেশে ফিরছে ওর বউ নিয়ে।'

কথাটা বলেই নিজেকে প্রস্তুত করল গাখনাশ, এখনই উঠবে ঝড়, বিদ্যুৎ ঝলকাবে ক্রুদ্ধ চোখে, আহত আত্মাভিমান পাগল করে দেবে মেয়েটিকে, চিৎকার-চেঁচামেচি করবে অপমানিতা নারী। কিন্তু দেখল, শান্ত, ম্লান হাসি ফুটছে মেয়েটির মিষ্টি চেহারায়; পরমুহূর্তে দু'হাতে মুখ ঢাকল ভ্যালেরি, তারপর ওর কাঁধে মাথা রেখে ভেঙে পড়ল নীরব কান্নায়।

ব্যাপার কী, বুঝতে না পেরে প্রথমে হতচকিত হলো গাখনাশ, তারপর অদ্ভুত একটা মায়া বোধ করল মেয়েটির জন্য। ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।

'কাঁদে না, লক্ষ্মী মেয়ে, কাঁদে না।' ওর কানে শোনাল গাখনাশ সান্ত্বনার বাণী। 'কী এসে যায় তাতে? তুমি তো আর সত্যি সত্যিই ভাল বাসোনি ওকে। ও তোমার যোগ্য নয়, কিছুতেই না! দুঃখ কোরো না, খুকি। এটাই বরং ভাল হয়েছে। ওর চেয়ে অনেক ভাল বর খুঁজে এনে দেব আমি তোমাকে।'

গাখনাশের কাঁধ থেকে মাথা তুলে হাসল মেয়েটি, চোখে জল।

'আমি তো খুশিতে কাঁদছি, মসিয়ো,' বলল ভ্যালেরি।

'আরে!' আঁৎকে উঠল গাখনাশ। 'কসম খোদার! খুশিতে কাঁদছ? দুনিয়ায় কি এমন কিছুই নেই যা নিয়ে তোমরা কাঁদতে পারো না?'

আরও কাছে সরে এল মেয়েটি। আবার ধুপ-ধাপ শুরু হলো গাখনাশের বুকের ভিতর। অনুভব করল, শরীরের সব রক্ত সরে চলে আসছে ওর মুখে। নরম গলায় জিজ্ঞেস করল:

'আমার সঙ্গে প্যারিসে যাবে তুমি, মাদামোয়াযেল?'

ও বলতে চেয়েছিল, এখন যখন দোফিনিতে ভ্যালেরির কোনও বন্ধু থাকল না, ওর সঙ্গে গিয়ে কুইন-রিজেন্টের কাছে আশ্রয় নেবে কি না। কিন্তু ভ্যালেরির মনে হলো ওর হৃদয় যা চায়, ঠিক সেই কথাটাই জানতে চেয়েছে গাখনাশ। ওর বাদামি চোখ দুটো সরাসরি চাইল গাখনাশের নীল চোখে। আরও একটু কাছে সরে এসে নরম গলায় সত্যি কথাটাই বলল ও:

'তোমার সঙ্গে যে-কোনও জায়গায় যাব আমি, মসিয়ো। পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায়!'

কথাটা শোনামাত্র চমকে উঠল গাখনাশ। ছিটকে সরে গেল দূরে। আর ভুল বোঝার কোনও অবকাশ নেই। যা বলার বলে দিয়েছে মেয়েটি। এখন অবাক হয়ে দেখছে ওর চমকে ওঠা। মেয়েটার সামনে পায়চারি শুরু কবল ও, একবার এদিক যায়, একবার ওদিক। তারপর ফিরে এসে দাঁড়াল ওর সামনে। দুই হাত রাখল ভ্যালেরির কাঁধে, দেখছে ওকে।

'মাদামোয়াযেল! মাদামোয়াযেল!' কান্নার মত শোনাল ওর গলা। 'কী বললে তুমি আমাকে, খুকি?'

'না বললেই ভাল হত বুঝি?' মেঝের দিকে নেমে গেল ভ্যালেরির দৃষ্টি। 'আমার ধারণা ছিল, তুমি জানো সব। আমার জন্যে তুমি যা করেছ, দুনিয়ার আর কোন্ পুরুষ এতটা করেছে কোনও নারীর জন্যে? তোমার চেয়ে বড় বন্ধু পেয়েছে দুনিয়ার আর কোনও মেয়ে? তা হলে আমার মনের কথা কেন বলব না তোমাকে?'

ঢোঁক গিলল গাখনাশ। দুনিয়ার তাবৎ খুন-খারাবি দেখে অভ্যস্ত চোখে বাষ্প জমল। ভাঙা গলায় বলল, 'তুমি জানো না কী বলছ! আমি, আমি তো বুড়ো একটা–'

'বুড়ো?' অবাক হয়ে চোখ তুলল ভ্যালেরি। যেন কথাটায় কোনও সত্যতা আছে কি না যাচাই করে দেখতে চায়।

'হ্যাঁ, বুড়ো,' তিক্তকণ্ঠে বলল ও, 'আমার পাকা চুল দেখো, আমার চেহারার ভাঁজগুলো চেয়ে দেখো। তোমার ভালবাসার যোগ্য আমি নই, খুকি। তোমার জন্যে অনেক জোয়ান, অনেক ভাল ছেলে খুঁজে দেব আমি।'

পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল ওকে ভ্যালেরি। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল ওর। দীর্ঘ, খাড়া, পেশিবহুল এক সুপুরুষ; যার গোটা অস্তিত্ব থেকে শক্তির বিচ্ছুরণ দেখা যাচ্ছে, সে নিজেকে বুড়ো ভাবে কী করে? বীরত্ব, সাহস, দায়িত্বজ্ঞান, মহত্ত্ব, কর্তব্যনিষ্ঠা এসব যদি ধরা যায়, এর চেয়ে বেশি কাম্য কেউ থাকতে পারে কোনও মেয়ের জন্যে?

'তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না আমি!' স্পষ্ট জানিয়ে দিল

মাদামোয়াযেল।

আরি! মেয়েটির অযৌক্তিক সিদ্ধান্তে দিশেহারা গাখনাশ।

'আমি বদমেজাজি লোক, একটুতে রেগে যাই,' বলল ও, 'তা ছাড়া এত বয়স হয়েছে, কিন্তু মেয়েদের ব্যাপার-স্যাপার কিচ্ছু বুঝি না আমি, কিছুই জানি না। তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে ভালবাসা কাকে বলে তা-ই জানতাম না! কী পদের স্বামী হব আমি তুমিই বলো!'

'আমার আপত্তি না থাকলে তোমার অত ভাবনা কীসের?'

'কিন্তু আমি তো তোমার যোগ্য নই, ভ্যালেরি!'

'আমি যদি এই তোমাকেই ভালবাসি, তা হলে, মাখর্তিঁ?'

কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুঁচকে কড়া চোখে চেয়ে রইল গাখনাশ অবুঝ মেয়েটির দিকে, তারপর মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল ওর সামনে, চুমু দিল ওর হাতে।

***

অনুবাদ

রূপসী বন্দিনী

রাফায়েল সাবাতিনি/কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রায় চল্লিশ বছর বয়সী এক প্রবীণ যোদ্ধাকে দায়িত্ব দিলেন ফ্রান্সের রানি। দোফিনির সুরক্ষিত দুর্গ কোন্দিয়াক থেকে উদ্ধার করে আনতে হবে রূপসী এক তরুণী বন্দিনীকে। মহাবিপদেই পড়েছে মসিয়ো গাখনাশ। একটা মেয়েকে উদ্ধার করে আনতে চলেছে ও ভয়ঙ্কর এক নিষ্ঠুর, লোভী মহিলার কবল থেকে; অপর একজন মহিলার আদেশে। ও যদি এখন সব গুবলেট করে ফেলে, দোষটা কি ওর?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী